বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

বিংশ ভাগ

বৌদ্ধশাস্ত্র—স্কন্ধ

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত

কলিকাতা

২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৬

বিশ্বকোষ

বিংশ ভাগ

বৌদ্ধশাস্ত্র, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিষয় জানা যায়, তাহাকে বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ত্রিপিটক (পালি তিপিটক) সর্ব্ব প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান। বিনয়, সূত্র (= পালি সুত্ত) এবং অভিধর্ম্ম (= অভিধম্ম) এই তিনটীই পিটকত্রয়। [ত্রিপিটক দেখ।]

এই ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত। তিন প্রকার পিটকের মধ্যে বিনয়-পিটকই সর্ব্বপ্রাচীন। ভগবান্ বুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ বা ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিনয়পিটকে বর্ণিত এবং ধর্ম্মসাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত এই বিনয়পিটকে। প্রাতিমোক্ষের টীকা 'বিভঙ্গ' এই পিটকের অন্তর্গত। মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ, সুত্তবিভঙ্গ, ও পরিবার, সাধারণতঃ বিনয়পিটক নামে পরিচিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৮০ অব্দের পূর্ব্বে বৈশালীর সঙ্গীতিতে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। রাজগৃহের সঙ্গীতিতে বিনয়-পিটকের পরিশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ হয়। মহাসাঙ্ঘিকাদি বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদে 'অভিধর্ম্ম' গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। তৎপরে পাটলিপুত্রের মহাসঙ্গীতিতে 'কথাবথু' (কথাবস্তু) রচিত হইল।

বিনয়-পিটক

বিনয় অপেক্ষা 'সুত্তপিটক' অনেক বড়, ইহাতে অল্পবিস্তর বহু অবান্তর কথাও স্থান পাইয়াছে। সুত্তপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত, তাহা 'পঞ্চনিকায়' নামে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চ নিকায়ও অতি প্রাচীন, চুল্লবগ্‌গে ইহার উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ নিকায়ের নাম ১ দীঘনিকায়, ২ মজ্ঝিম-নিকায়, ৩ সংযুত্তনিকায়, ৪র্থ অঙ্গুত্তরনিকায় (এই চারিখানি 'আগম' নামে খ্যাত) এবং ৫ খুদ্দনিকায়। খুদ্দক পাঠ ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবথু, পেতবথু, থেরগাথা, থেরিগাথা, জাতক, নিদ্দেস বা মহানিদ্দেস, পটিসম্ভিদা-মগ্‌গ, অপদান, বুদ্ধবংশ, ও চরিয়া-পিটক এই সকল গ্রন্থ সূত্রপিটকের খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত। প্রথম ধর্ম্মসঙ্গীতিতে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এই পঞ্চনিকায় পাঠ করিয়াছিলেন। তবে খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত কোন কোন গ্রন্থ পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কতকগুলি জাতক পরবর্ত্তী রচনা হইলেও কোন কোন জাতক অতি প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বেও কোন কোন জাতক প্রচলিত ছিল। ভরহুত ও সাঞ্চিস্তূপ হইতে আমরা জানিতে পারি যে সম্রাট্ অশোকের সময়ে জাতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রথম চারি নিকায় বা আগম চতুষ্টয় এবং খুদ্দনিকায় যে সময়েই রচিত হউক, ঐ সকল পালি সূত্র গ্রন্থগুলি যে খৃষ্টজন্মের তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

সুত্তপিটক

চুল্লবগ্‌গে 'অভিধম্ম' পিটকের উল্লেখ না থাকায় উহা যে বৈশালীর ধর্ম্মসঙ্গীতির পরে রচিত হইয়াছে, ইহাই অনেকের ধারণা। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে অভিধর্ম্মের একটী পর্য্যায় 'মাতৃকা'। পাশ্চাত্য বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে বৈশালী ও পাটলিপুত্রের ধর্ম্মসঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তীকালে 'অভিধর্ম্ম'-সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল। স্থবিরবাদসম্মত মহীশাসক ও মহাসঙ্ঘাস্তিবাদিগণের বিনয়গ্রন্থে মতভেদ বা সেরূপ পাঠান্তর লক্ষিত না হইলেও মহাসাঙ্ঘিকেরা বিনয় ও পঞ্চ নিকায়ের নাম ও পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। যথা—বিনয়পিটকের অন্তর্গত—**বিনয়বস্তু,** প্রাতিমোক্ষসূত্র, বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়ক্ষুদ্রক

ও বিনয়োত্তর গ্রন্থ। উত্তরদেশীয় লোকোত্তরবাদিগণ মহাবস্তুকেও বিনয়পিটকের মূলগ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। চীনদেশীয় পুরাতন আচার্য্যগণের মতে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মহাবস্তু গ্রন্থেই ধর্ম্মগুপ্ত-সম্প্রদায়ের 'অভিনিষ্ক্রমণসূত্র' এবং সর্ব্বাস্তিবাদিগণের 'ললিত-বিস্তর' বিবৃত হইয়াছে।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এর বর্ণনায় জানা যায়, মহাসাঙ্ঘিকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম, সংযুক্ত ও ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক নামক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অবদান গুলিতে সূত্রপিটকের স্মৃতি বিরাজমান। চীনদেশে সূত্রপিটকের যে সকল অনুবাদ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই আগম, দীর্ঘ, মধ্যম, একোত্তরিক ও সংযুক্তাগম নামে পরিচিত। তারনাথ-বর্ণিত ক্ষুদ্রাগম গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রকনিকায় গ্রন্থের অংশবিশেষ কি না তাহা স্থির বলা যায় না। উপরি কথিত চীন দেশীয় অনূদিত সূত্রনিচয়ে এবং তিব্বতদেশীয় সূত্রের অনুবাদসমূহে প্রাচীন মূল সূত্রগুলির পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যায় না। মহাপরি-নির্ব্বাণসূত্র ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন সূত্র "বৈপুল্যসূত্র" আকারে বৌদ্ধসমাজে বিদিত আছে এবং তাহাই বর্ত্তমানে মহাযান মতের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে।

শাক্যবুদ্ধের স্বয়ংনির্ব্বাচিত শিষ্য কাত্যায়ন (কাত্যায়নীপুত্র) কৃত জ্ঞান-প্রস্থান ([illegible]), শারিপুত্র বিরচিত ধর্ম্মস্কন্ধ, পূর্ণ (বসুমিত্র) কৃত ধাতুকায়, মৌদ্গল্যায়ন কৃত প্রজ্ঞপ্তি-শাস্ত্র (মতান্তরে [illegible]), দেবক্ষেম (দেবশর্ম্মন) কথিত বিজ্ঞানকায়, শারিপুত্র (কৌষ্ঠিল) কৃত সঙ্গীতি-পর্য্যায় এবং বসুমিত্রকৃত প্রকরণপাদ নামক সাতখানি গ্রন্থ অভিধর্ম্মবিষয়ক। চীনদেশীয় অনুবাদে উহা বর্ত্তমান আছে। পালি ভাষায় লিখিত বিভঙ্গ, কথাবত্থু ও যমকপট্ঠান প্রভৃতি তিন-খানি অভিধর্ম্মের উপসংহার বলিয়া গ্রহণ [illegible] করা যায়। বসুমিত্রবিরচিত অভিধর্ম্মকোষ খানি ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক নহে।

বৌদ্ধদিগের [illegible] একখানি সুপরিচিত শাস্ত্র। মহাযান মতের বৈপুল্য সূত্রে উক্ত গ্রন্থবর্ণিত [illegible] যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সূত্রের বিষয় আলোচনা করিলে বৈপুল্য-সূত্রকে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু পালিসাহিত্যে [illegible] বলিলে উহাকে আদৌ পৃথক বলিয়া গণনা করা যায় না। ইহাতে সংস্কৃত পদ্য এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত গাথা প্রচলিত আছে। প্রাকৃত ভাষা অপ্রচলিত হইলে এবং সংস্কৃতভাষার প্রসার বৃদ্ধি হইলে সম্ভবতঃ প্রাকৃত অংশগুলি সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া এইরূপে গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, মহারাজ কনিষ্ক কর্ত্তৃক মহাবোধিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বা পরেই উপরি-উক্ত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থেও ঐরূপ ভাষা এবং পালিভাষার লিখিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অবিকল বাক্যবিন্যাস দৃষ্ট হয়। চীনদেশীয় গ্রন্থকারদিগের মতে ললিতবিস্তর গ্রন্থ একখানি মহাযানসূত্র ও সর্ব্বাস্তিবাদী শাখাসম্মত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাযানীরা স্বসম্প্র-দায়ের মতপোষক এরূপ অনেক হীনযান-সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১৪০-১৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহাযানসূত্র সুখাবতীব্যূহ বা অমি-তায়ুঃ-সূত্র চীনভাষায় অনূদিত হয়। ঐ সময়ে অথবা কনিষ্কের রাজ্যকালে মহাযানমত-প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুনের জন্ম যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানিকে মহাযান-মতের আদিগ্রন্থ বলিয়া গণনা করা যায়।

মহাসাঙ্ঘিকগণ ও মহাযানগণ ধারণীর অধিকারী ছিলেন। এই কারণে ঐ দুইটী সম্প্রদায়কে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চীনপরিব্রাজকগণ যখন ভারতে আইসেন, তখন ঐ দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

ধারণী শাস্ত্র হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তৃতি হয়, ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত প্রভাব অপনোদিত হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতেরই প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়েও উত্তর ও দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ত্রিপিটক ভিন্ন আরও কয়টী অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের পালি-শাস্ত্রানুসারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টী অঙ্গ দেখা যায়। যথা—১ সূত্র, ২ গেয়, ৩ বেয্যাকরণ, ৪ গাথা, ৫ উদান, ৬ ইতি-বুত্তক, ৭ জাতক, ৮ অব্ভুতধম্ম ও ৯ বেদল্ল। উত্তরভারতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঐ নয়টী ব্যতীত আরও ৩টা অধিক অঙ্গ লিখিত আছে। যথা—১ সূত্র, ২ গেয়, ৩ ব্যাকরণ, ৪ গাথা, ৫ উদান, ৬ নিদান, ৭ অবদান, ৮ ইত্যুক্ত (ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ ইহাকে ইতিবৃত্তক বলেন, বাস্তবিক ইহা ইতিবৃত্তক নহে, ইহা বুদ্ধপ্রোক্ত নীতিনিচয়), ৯ জাতক, ১০ বৈপুল্য, ১১ অদ্ভুত-ধর্ম্ম ও ১২ উপদেশ। এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় যুগের পর, অর্থাৎ উপরি-উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের পরিশিষ্টাকারে আরও কতকগুলি প্রবাদ-মূলক, ইতিহাসাখ্যায়িকামূলক ও অন্যান্য ধর্ম্মকথাপ্রতিপাদক কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র কাব্যাকারে রচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অট্ঠকথা, জিনালঙ্কার, সদ্ধর্ম্মসংগ্রহ, মহাবোধি-বংশ, রসবাহিনী, দাঠাবংশ, ছকেশধাতুবংশ, কম্মবংশ, দীপবংশ, মহাবংশ, সাসনবংশ, গন্ধবংশ, পজ্জমধু, সদ্ধম্মোপায়ন, কথাবত্থু, পেতগাথা, দিব্যাবদান, ভদ্রকল্পাবদান, অবদানশতক, অবদান-

কল্পলতা, জাতকমালা, বোধিচর্য্যাবতার, শিষ্যলেখ ও অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৌষট্ (অব্য) উহ্যতেঽনেন হবিরিতি বহ বাহুলকাৎ ডৌষট্। দেবতাদিগকে হবিঃ অর্থাৎ যজ্ঞীয় ঘৃতাদি দানের মন্ত্র, এইমন্ত্রে দেবতাদিগের উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি দিতে হয়। পর্য্যায়—স্বাহা, শ্রৌষট্, বষট্, স্বধা। (অমর) এই পাঁচটী শব্দ দ্বারা দেবতাদিগের উদ্দেশে অগ্নিমুখে আহুতি দিতে হয়।

ব্যংশ (পুং) সিংহিকাগর্ভজাত বিপ্রচিত্তির পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

ব্যংশক (পুং) বিগতোঽংশো বিভাগো যস্য, ছেদাদিনা প্রায়ো বিভাগানর্হত্বাদস্য তথাত্বং। পর্ব্বত। (ত্রিকা°)

ব্যংস (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (ত্রি) ২ স্কন্ধহীন, ছিন্নবাহু।

'ব্যংসং বিগতাংসং ছিন্নবাহুর্যথা ভবতি তথাহন্ হতবান্ অংসচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ।' (ঋক্ ১।৩২।৫ সায়ণ)

ব্যংসক (পুং) বি-অংস-ণ্বুল্। ধূর্ত্ত। (হেম)

ব্যংসন (ক্লী) প্রবঞ্চনা, ঠকান।

ব্যংসনীয় (ত্রি) প্রতারণার যোগ্য।

ব্যংসয়িতব্য (ত্রি) প্রবঞ্চনার যোগ্য। যাহাকে ঠকান যায়।

ব্যংসিত (ত্রি) বি-অংস-ক্ত। প্রতারিত। প্রবঞ্চিত।

ব্যক্ত (ত্রি) অঞ্জু ব্যক্তৌ বি-অঞ্জু-ক্ত। ১ প্রাজ্ঞ। (অমর) ২ স্ফুট, স্পষ্ট। (মেদিনী)

"বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৩।১)

৩ প্রকট। ৪ স্থূল। ৫ ব্যক্ত। ৬ দৃষ্ট। ৭ সন্নিমিত্ত। ৮ প্রকাশিত। ৯ ব্যক্তিবিশেষ। ১০ মনুষ্য।

(পুং) ১১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সাংখ্যমতে—প্রধানাদি, "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" (সাংখ্যকা°)

সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্থূল পরিণামের নাম ব্যক্ত। প্রধান, অহঙ্কার, একাদশইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত কহে। অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ব্যক্ত পুরুষ।

ব্যক্তগণিত (ক্লী) অঙ্কবিদ্যা।

ব্যক্তগন্ধা (স্ত্রী) ১ নীলাপরাজিতা। ২ স্বর্ণযূথিকা। (রাজনি°) ৩ পিপ্পলী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যক্ততা (স্ত্রী) ব্যক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যক্ততারক (ত্রি) পূর্ণপ্রকাশমান তারকাবিশিষ্ট।

ব্যক্তদৃষ্টার্থ (পুং) ব্যক্তং স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা দৃষ্টোঽর্থো যেন। সাক্ষী। পর্য্যায়—প্রত্যক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বচক্ষে দর্শনকারী।

ব্যক্তভুজ (ত্রি) কাল, সময়।

ব্যক্তময় (ত্রি) বচনশীল। বাক্যবিশিষ্ট।

ব্যক্তরসতা (স্ত্রী) স্বাদগ্রহণের তীক্ষ্ণতা। পরিষ্কার ভাবে রসানুভবের শক্তি।

ব্যক্তরাশি (স্ত্রী) অঙ্কবিদ্যার কথিত রাশি।

ব্যক্তরূপ (পুং) ব্যক্তং রূপং যস্য। ১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ত্রি) ২ স্পষ্টরূপযুক্ত।

ব্যক্তরূপিন্ (ত্রি) চিনিতে পারা যায় এরূপ আকৃতিবিশিষ্ট।

ব্যক্তলক্ষণ (ত্রি) পরিষ্কার চিহ্নযুক্ত। যে চিহ্নে সহজেই মূল বিষয় অবগত হওয়া যায়।

ব্যক্তবিক্রম (ত্রি) যে বীরত্ব দেখায়।

ব্যক্তি (স্ত্রী) ব্যজ্যতেঽনয়েতি বি-অঞ্জ-ক্তিন্। ১ পৃথগাত্মিকা। (অমর) ২ স্পষ্টতা।

"তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥"(রঘু ১।১০)

৩ ভূতমাত্র।

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" (গীতা ৮।১৮)

'ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি' (স্বামী)

৪ ন্যায়শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বপদার্থ। ৫ লোক, জন। ৬ জীব। ৭ শরীরী। ৮ দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ। ৯ প্রকাশ।

ব্যক্তিগ্রাহিতা (স্ত্রী) যে বুদ্ধিদ্বারা একএকটী বস্তুর সত্তা উপলব্ধি হয়।

ব্যক্তীকৃত (ত্রি) ১ প্রকাশিত, প্রকটিত। ২ উদ্ঘাটিত, স্পষ্টকৃত।

ব্যক্তীভাব (পুং) প্রকাশভাব, যাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত ছিল না পরে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে ব্যক্তীভাব কহে।

ব্যক্তীভূত (ত্রি) প্রকাশিত, প্রদর্শিত। যাহা সাধারণতঃ সাব ধানভাবে দৃষ্ট হইবার যোগ্য।

ব্যক্তোদিত (ত্রি) পরিষ্কার ভাবে কথিত।

ব্যক্ষ (ত্রি) অক্ষরেখা বর্জ্জিত।

ব্যগ্র (ত্রি) বিরুদ্ধং অগ্রং অগ্রভাগ অগ্রে অগ্রে গচ্ছতীতি সাধুঃ। ১ আসক্ত, ব্যাকুল। ২ ব্যস্ত। ৩ ব্যেকত। ৪ ব্যগ্র, চকিত, ভীত। ৫ উৎসাহী, উদ্যমশীল। ৬ আগ্রহী। ৭ আসক্ত। ৮ সসম্ভ্রম। (ভাগবত ৩।১।৫ স্বামী)

(পুং) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ব্যগ্রতা (স্ত্রী) ব্যগ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যগ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাকুলতা, ব্যগ্রত্ব।

ব্যগ্রমনস্ (ত্রি) চিন্তাবিহ্বল মানস।

ব্যঙ্কুশ (ত্রি) বিগতঃ অঙ্কুশো যস্মাৎ। নিরঙ্কুশ। (ভাগবত ৩।২১।৫৫ স্বামী)

ব্যঙ্গ (পুং) বিকৃতানি অঙ্গানি যস্য। ১ ভেক। (মেদিনী) বিকৃতানি অঙ্গানি যস্মাৎ। ২ মুখরোগবিশেষ, মুখের কালদাগ। ইহার লক্ষণ—

"ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।
মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং প্রসৃজত্যতঃ।
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখব্যঙ্গতমাদিশেৎ ॥"
(ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

ক্রোধ ও পরিশ্রম দ্বারা বায়ুকুপিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখদেশকে আশ্রয় করিয়া বেদনাবিহীন অথচ শ্যাববর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপাদন করিলে তাহাকে ব্যঙ্গরোগ কহে।

চিকিৎসা—শিরাবেধ, প্রলেপ এবং অভ্যঙ্গদ্বারা ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়। বটের কুড়ি ও মসুর একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উহা প্রশমিত হয়। মধুর সহিত মঞ্জিষ্ঠা পেষণ করিয়া প্রলেপ বা শশকের রক্ত লেপন, ও বরুণ-বৃক্ষের ছাল ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। জাতীফল পেষণ করিয়া, আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দ্দন করিয়া এবং দুগ্ধদ্বারা পিষ্ট মসুর ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে ৭ দিনের মধ্যে ইহা আরোগ্য হইয়া পদ্মের ন্যায় মুখের কান্তি হয়। বটের কচি পাতা, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়াকড়া ও লোধ এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা ভিন্ন কুঙ্কুমাদ্যতৈলও এই রোগে বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

৩ বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন। ৪ উপহাস, বিদ্রূপ। যে বাক্য দ্বারা বিদ্রূপাত্মক নিগূঢ়ভাব প্রকাশ করে।

ব্যঙ্গক (পুং) পর্ব্বত।

ব্যঙ্গত্ব (ক্লী) খঞ্জতা, অঙ্গহীনতা।

ব্যঙ্গার্থ (পুং) শব্দের বিদ্রূপাত্মক তাৎপর্য্যার্থ। [ব্যঙ্গ্য দেখ।]

ব্যঙ্গার (ত্রি) অঙ্গার বা অগ্নিবর্জ্জিত। ভারত ভীষ্মপর্ব্বে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪১।৬ শ্লোকে 'ব্যঙ্গারে' শব্দ "অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্যঙ্গিত (ত্রি) বিকলীকৃত।

ব্যঙ্গিন্ (ত্রি) ১ ব্যঙ্গরোগবিশিষ্ট।

ব্যঙ্গীকৃত (ত্রি) ছিন্নকৃত, কর্ত্তিত। "ব্যঙ্গীকৃতা রণদ্বিপাঃ। ভারত

ব্যঙ্গুল (ত্রি) অঙ্গুলের বিস্তৃতির পরিমাণের ষষ্টিতম অংশ-বিশেষ। যেমন পঞ্চাঙ্গুল-দশব্যঙ্গুল-পরিমিত-ছায়া বলিলে দশ-ব্যঙ্গুলাধিক পঞ্চাঙ্গুল ছায়া বুঝায়। (ত্রি) ২ বিকৃতাঙ্গুল, যাহার অঙ্গুলি বিকৃত হইয়াছে।

ব্যঙ্গুলি (ত্রি) বিকৃতাঙ্গুলি।

ব্যঙ্গুষ্ঠ (ত্রি) ১ বিকৃতাঙ্গুষ্ঠ। ২ গুল্মভেদ। (হেম)

ব্যঙ্গ্য (ত্রি) বি-অন্জ-ণ্যৎ। ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা বোধ্য অর্থ, তাৎপর্য্যার্থ, নিগূঢ়ভাব। শব্দের শক্তি তিনপ্রকার—বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য; ইহার মধ্যে ব্যঞ্জনা-বৃত্তিদ্বারা যে সকল শব্দের অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ব্যঙ্গ্য বলে।

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ ॥"
(সা° দ° ২ পরি° ১১)

ব্যঙ্গতা (স্ত্রী) ব্যঙ্গস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্যঙ্গের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যচ, ১ ব্যাজ, প্রতারণা। ২ সম্বন্ধ। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বিচতি। লিট্ বিব্যাচ। বিবিচতুঃ। লুট্ ব্যচিতা। লৃট্ ব্যচিষ্যতি। লুঙ্ অব্যচীৎ, অব্যাচীৎ। সন্ বিব্যাচিষতি। যঙ্ বেবিচ্যতে। যঙ্ লুক্ ব্যাব্যচীতি, ব্যাব্যক্তি। ণিচ্ ব্যাচয়তি, লুঙ্ অবিব্যাচৎ।

ব্যচস্ (ক্লী) ব্যাপ্তি। "সমুদ্রো ন ব্যচদধে" (ঋক্ ১৩০।৩) 'ব্যচো ব্যাপ্তিঃ' (সায়ণ) ২ আদিত্য। "বচশ্ছন্দঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৪) 'ব্যচঃ ব্যচতি ব্যাপ্তিকর্ম্মা বিচতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগ-দিতি ব্যচঃ আদিত্যঃ' (মহীধর)

ব্যচস্বৎ (ত্রি) ব্যচস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্যাপ্তিযুক্ত। "ব্যচস্বতী-র্বি প্রথস্তামজুর্য্যা" (ঋক্ ২।৩।৫) 'ব্যচস্বতীঃ ব্যাপ্তিমত্যঃ' (সায়ণ)

ব্যচিষ্ঠ (ত্রি) ব্যাপ্ত। "বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠং" (ঋক্ ২।১০।৪) 'ব্যচিষ্ঠং ব্যাপ্তং' (সায়ণ)

ব্যচ্ছ (ত্রি) গমনশীল। "গোব্যচ্ছমস্তকায়" (শুক্লযজু° ৩০।১৮) 'গোব্যচ্ছং গাঃ প্রতি গমনশীলং' (মহীধর) গোরুর প্রতি গমনশীল।

ব্যজ (পুং) ব্যজত্যনেনেতি বি-অজ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ইতি ঘঞ্। নিপাতনাদজে র্ব্যসঞপোরিতি বীভাবো ন ভবতি। ব্যজন।

ব্যজন (ক্লী) ব্যজত্যনেনেতি বি-অজ-ল্যুট্। (বো বৌ। পা ২।৪।৫৭) ইতি পক্ষে বী ভাবো ন ভবতি। তালবৃন্তক, চলিত পাখা। ইহার সামান্য গুণ—মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম ও শ্রমনাশক। তালব্যজনগুণ—ত্রিদোষনাশক, ও লঘু। বংশব্যজনগুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, বায়ুপিত্তকারক। বেত্র,বস্ত্র, ও ময়ূরপুচ্ছব্যজনগুণ—ত্রিদোষ-নাশক। চামরব্যজনগুণ তেজস্কর ও মক্ষিকাদি নিবারক (রাজব°)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার সাধারণ গুণ দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও শ্রান্তিনাশক। তালবৃন্তব্যজন ত্রিদোষনাশক। বংশব্যজন— উষ্ণ এবং রক্তপিত্তপ্রকোপক। চামর, বস্ত্র, ময়ূরপাখা এবং বেত্রজব্যজন ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী। ব্যজনের মধ্যে এই ব্যজনই প্রশস্ত। (ভাবপ্র°)

ব্যজনক (ক্লী) ব্যজন-স্বার্থে কন্। ব্যজনশব্দার্থ।

ব্যজ্য (ত্রি) ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা বোধ্য।

ব্যঞ্জক (পুং) ব্যনক্তীতি বি-অঞ্জ ণ্বুল্। হৃদ্গতভাবাদিপ্রকাশক অভিনয়। ইহা আঙ্গিক, সাত্ত্বিক, বাচিক ও আহার্য্যভেদে চারিপ্রকার। "ব্যনক্তীতি ব্যঞ্জকং, আঙ্গিক-সাত্ত্বিক-বাচিকা-হার্য্যভেদাৎ ব্যঞ্জকশ্চতুর্বিধঃ' (ভরত)

২ ব্যঞ্জনাপ্রতিপাদক, যেস্থলে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করা হয়, তাহাকে ব্যঞ্জক কহে।

"অভিধাদিত্রয়োপাধি বৈশিষ্ট্যাত্রিবিধো মতঃ।

শব্দোঽপি বাচকস্তদ্বল্লক্ষকো ব্যঞ্জকস্তথা॥" (সাহিত্যদ° ২।৩১)

(ত্রি) ৩ প্রকাশক।

"উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্ম্মযোগং নিবোধত।" (মনু ২।৬৮)

ব্যঞ্জকত্ব (ক্লী) ব্যঞ্জকস্য ভাবঃ ত্ব। ব্যঞ্জকের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যঞ্জন (ক্লী) ব্যজ্যতে ম্রক্ষ্যতে অন্নাদি সংযোজ্যতেঽনেনেতি বি-অঞ্জ-ল্যুট্। ১ অন্নোপকরণ, সূপশাকাদি, যাহাদ্বারা অন্ন মাখিয়া ভক্ষণ করা হয়। চলিত তরকারী। পর্য্যায়—তেমন, নিষ্ঠান, তেম। (শব্দরত্না°)

"আনো ভর ব্যঞ্জনং গামশ্বমভ্যঞ্জনম্" (ঋক্ ৮।৬৭।২)

ইহার গুণ—হৃদ্য, বৃষ্য ও পুষ্টিপ্রদ। মৎস্য ও মাংসাদির ব্যঞ্জন যে যে দ্রব্যের সহিত ভোজন করা হয়, সেই সেই দ্রব্যের দোষ ও গুণানুসারে দোষ ও গুণ স্থির করিতে হয়।

"ব্যঞ্জনং শাকমৎস্যাখ্যং হৃদ্যং বৃষ্যঞ্চ পুষ্টিদম্।

দ্রব্যেণ যেন যেনেহ ব্যঞ্জনং মৎস্যমাংসয়োঃ।

তস্য তস্য তয়োশ্চৈতদ্ গুণদোষৈ বিভাবয়েৎ॥" (রাজবল্লভ)

২ চিহ্ন। ৩ ব্যঞ্জনাশক্তি। (সাহিত্যদ° ৩।৫৯) ৪ শ্মশ্রু।

"কুতএব পরিত্যক্তং সুতং শক্ষ্যাম্যহং স্বয়ম্।

বালমপ্রাপ্তবয়সমজাতব্যঞ্জনাকৃতিম্॥" (ভারত ১।১৫৮।৩৪)

৫ অবয়ব। ৬ দিন। (মেদিনী) ৭ স্ত্রীপুরুষের অগুহ্য দেশ, উপস্থ। ৮ অর্দ্ধমাত্রোচ্চার্য্য হল্বর্ণ।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্॥" (ব্যাকরণ)

ককার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ। এই সকল বর্ণ অর্দ্ধমাত্র।

ব্যঞ্জনসন্ধি (পুং) ব্যাকরণোক্ত সন্ধিপ্রকরণ বিশেষ।

ব্যঞ্জনসন্নিপাত (পুং) ব্যঞ্জনসঙ্গম, কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের একত্র সমাবেশ।

ব্যঞ্জনহারিকা (স্ত্রী) অমঙ্গলকর কুশক্তিবিশেষ। ইহারা বিবাহিতা কন্যার ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। (মার্ক°পু° ৫১।১০২-১০৪)

ব্যঞ্জনা (স্ত্রী) বি-অঞ্জ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। শব্দের বৃত্তিবিশেষ। শব্দের তিনটী বৃত্তি—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। কার্য্যের ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শক্তি। যে শক্তিদ্বারা তাৎপর্য্যার্থের বোধ হয়। ইহার লক্ষণ—

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ।

সা বৃত্তি র্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ॥"

'শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাব ইতি নয়েনাভিধা-লক্ষণা-তাৎপর্য্যাখ্যাসু তিসৃষু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বা উপক্ষীণাসু যয়ান্যোঽর্থো বোধ্যতে সা শব্দস্যার্থস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদেশ্চ বৃত্তি-ব্যঞ্জনধ্বননগমনপ্রত্যায়নাদিব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নাম।'

(সাহিত্যদ° ২ পাঠ)

ব্যড় (পুং) ঋষিভেদ। [ব্যাড়ি দেখ।]

ব্যড়ম্বক (পুং) এরণ্ডবৃক্ষ। (অমর)

ব্যড্ডু (পুং) কাশ্মীরস্থ ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর° ৮।১৮৪)

ব্যড্ডুমঙ্গল (পুং) কাশ্মীরস্থ ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৭।১৪৮০)

ব্যতি (পুং) অশ্ব। (ঋক্ ৪।৩২।১৭)

ব্যতিকর (পুং) বি-অতি-কৃ-অপ্। ১ ব্যসন। ২ ব্যতিষঙ্গ। (মেদিনী) ৩ বিনাশ।

"প্রাজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তম্।

মতঞ্চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জ্জুনো স্বয়ম্॥" (ভাগবত ১।৭।৩২)

৪ মিশ্রণ।

"অন্যোন্যব্যতিকরচারুভির্বিচিত্রৈঃ" (মাঘ ৪।৫৩)

৫ ব্যাপ্তি। ৬ সম্পর্ক, সম্বন্ধ। ৭ পরস্পর কর্ম্মকরণ। ৮ সমূহ। ৯ সম্পর্কযুক্ত।

ব্যতিক্রম (পুং) বি-অতি-ক্রম-ঘঞ্। ক্রমবিপর্য্যয়, যে ক্রমে হইতেছিল, তাহার ভিন্নতা, বৈপরীত্য।

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গৃহীতা চ উদঙ্মুখঃ।

এষ এব বিধির্দানে বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

উল্লঙ্ঘন, উল্টান, বিপরীতকরণ।

ব্যতিক্রমণ (ক্লী) বি-অতি-ক্রম-ল্যুট্। ব্যতিক্রম, ক্রমবিপর্য্যয়করণ।

ব্যতিক্রান্ত (ত্রি) বি-অতি-ক্রম-ক্ত। বিপর্য্যয়প্রাপ্ত।

ব্যতিক্রান্তি (স্ত্রী) বি-অতি-ক্রম-ক্তিন্। ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।

ব্যতিগত (ত্রি) প্রস্থিত। যাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ব্যতিচার (পুং) ১ দোষ। ২ পাপাচরণ।

ব্যতিচুম্বিত (ত্রি) অতি সন্নিকটে স্পর্শন।

ব্যতিপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ্। ১ মহোৎপাত। ২ অপমান। ৩ যোগভেদ। [ব্যতীপাত শব্দ দেখ।]

ব্যতিভেদ (পুং) বি-অতি ভিদ-ঘঞ্। অতিক্রম করিয়া ভেদ, এক একটী করিয়া ভেদ।

"উৎপলপত্রশতব্যতিভেদবন্নাঘবার সংলক্ষ্যতে"

(সাহিত্যদ° ৪।২৫৫ কা°)

ব্যতিমর্শ (পুং) বিহারবিশেষ। বৈদিক যজ্ঞাদিতে বালখিল্য স্তোত্রের ১ম বা দ্বিতীয় মন্ত্রের কতকগুলি পাদ বা মন্ত্রাঙ্গ একটীর পর একটী পরস্পরে একযোগে উচ্চারণরূপ প্রয়োগ।

ব্যতিমর্শম্ (অব্য) ত্যক্ত, অতিক্রান্ত।

ব্যতিমিশ্র (ত্রি) আরও অনেক মিশ্র চিহ্নযুক্ত। (বৃহৎস° ৬৭।৩)

ব্যতিমূঢ় (ত্রি) অত্যন্ত বিরক্ত বা চিন্তাবিজড়িত।

ব্যতিমোহ (পুং) অতিশয় মুগ্ধ।

ব্যতিয়াত (ত্রি) অতিক্রম করিয়া গত।

ব্যতিরিক্ত (ত্রি) বি-অতি-রিচ্-ক্ত। ১ ব্যতিরকবিশিষ্ট, বিভিন্ন। ২ অতিরিক্ত। ৩ বর্দ্ধিত। ৪ পৃথক্‌কৃত।

ব্যতিরিক্ততা (স্ত্রী) ব্যতিরিক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যতিরিক্তের ভাব বা ধর্ম্ম, বিভিন্নতা।

ব্যতিরেক (পুং) বি-অতি রিচ্-ঘঞ্। ১ বিনা। ২ অভাব।

"ন পতিব্যতিরেকেণ সুস্ত্রীণামপরা গতিঃ।"

(কথাসরিৎসা° ৩৯।১৬৬)

৩ প্রভেদ, বিভিন্নতা। ৪ বৃদ্ধি। ৫ অতিক্রম। ৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতাঽথবা।

ব্যতিরেক এক উক্তে হেতৌ নোক্তে স চ ত্রিধা॥

চতুর্বিধোঽপি সামান্য বোধনাচ্ছব্দতোঽর্থতঃ।

আক্ষেপাচ্চ দ্বাদশধা শ্লেষেঽপীত ত্রিরষ্টধা।

প্রত্যেকং স্যান্মিলিত্বাষ্টচত্বারিংশদ্বিধঃ পুনঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭০০)

যেস্থলে উপমান হইতে উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতা বর্ণনা করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের ৪৮ প্রকার ভেদ আছে। উদাহরণ—

"অকলঙ্কমুখং তস্যা ন কলঙ্কী বিধুর্যথা।" (সাহিত্যদ°)

তাহার মুখ অকলঙ্ক, কলঙ্কী বিধুর সদৃশ নহে। তাহার মুখে কোন কলঙ্ক নাই, কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, কলঙ্কী চন্দ্র অপেক্ষা তাহার মুখসৌন্দর্য্যের আধিক্য বর্ণন হওয়ায়, এই স্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল। এইরূপে উপমেয়ের ন্যূনতা হইলেও এই অলঙ্কার হইবে।

ব্যতিরেকব্যাপ্তি (স্ত্রী) যে গুণ নাই সেই গুণ স্থাপনার্থ যুক্তি প্রদর্শন।

"কে বলে শরৎশশী সে মুখের তুলা।

পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।" (বিদ্যাসু°)

এইস্থলেও ঐ অলঙ্কার হইয়াছে।

ব্যতিরেকিন্ (ত্রি) ১ অতিক্রান্ত গমনকারী। ২ বিভিন্নতাকারী।

ব্যতিরেকিলিঙ্গ (ক্লী) অতিরিক্ত চিহ্ন, যাহা অন্যে দুর্লভ।

ব্যতিরেচন (ক্লী) বিভিন্নতাপ্রদর্শন। (সাহিত্যদ° ১০৬।১৪)

ব্যতিলঙ্ঘিন্ (ত্রি) স্বস্থানভ্রষ্ট। স্খলিত। (রঘু ৬।১৯)

ব্যতিষক্ত (ত্রি) বি-অতি-ষঞ্জ-ক্ত। ১ আসক্ত। ২ পরস্পর মিলিত। ৩ গ্রথিত।

ব্যতিষঙ্গ (পুং) বি-অতি-ষঞ্জ-ঘঞ্। ১ পরস্পর মেলন।

"সেনয়োর্ব্যতিষঙ্গেণ জয়ঃ সাধারণো ভবেৎ" (ভারত ১২।১০৩।৫)

২ বিনিময়।

"অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গবৃদ্ধ-বৈরানুবন্ধো বিহরন্মিথশ্চ।"

(ভাগবত ৫।১৩।১৩)

ব্যতিহার (পুং) বি-অতি-হৃ-ঘঞ্। বিনিময়।

'পরিদানং বিনিময়ো নৈমেয়ঃ পরিবর্ত্তনম্।

ব্যতিহারঃ পরাবর্ত্তো বৈমেয়ো বিময়োঽপি চ॥' (হেম)

২ পরস্পর একরূপ ক্রিয়াকরণ। ৩ পর্য্যায়করণ। ৪ গালাগালি। ৫ মারামারি।

ব্যতীকার (পুং) বি-অতি-কৃ-ঘঞ্, ঘঞি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ব্যতিকর, ব্যসন। ২ ব্যতিষঙ্গ। ৩ বিনাশ। ৪ মিশ্রণ।

ব্যতীত (ত্রি) বি-অতি-ই-ক্ত। অতীত, গত। অতিক্রান্ত। বিগত।

"অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু সংক্রান্তির্যদহর্ভবেৎ।

পূর্ব্বে ব্রতাদিকং কুর্য্যুঃ পরেদ্যুঃ স্নানদানয়োঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

ব্যতীপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ্। (উপসর্গস্য ঘঞীতি। পা ৬।৩।১২২) ইতি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ১ মহোৎপাত, অমঙ্গলজনক উৎপাত, ধূমকেতু, ভূকম্প ইত্যাদি। ২ অপমান। (মেদিনী) ৩ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত সপ্তদশ যোগ। জ্যোতিষমতে এইযোগে শুভকর্ম্ম মাত্রই নিষিদ্ধ। এইযোগে কোন শুভকর্ম্ম বা যাত্রাদি করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

"নিরংশং দিবসং বিষ্টিং ব্যতীপাতঞ্চ বৈধৃতিম্।

কেন্দ্রং বাপি শুভৈ হীনং পাপাহমপি বর্জ্জয়েৎ॥

পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।

ত্যজাদৌ পঞ্চ বিষ্কম্ভে সপ্তশূলে চ নাড়িকা।

গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নবহর্ষণবজ্রয়োঃ।

বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সংক্রান্তি, বিষ্টি, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, এবং কেন্দ্রস্থান শুভগ্রহহীন হইলেও পাপদিন বর্জ্জন করিয়া শুভকার্য্য করিবে। ব্যতীপাত সমস্ত শুভকার্য্যে নিষিদ্ধ হইলেও ইহার প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র তারা যদি শুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ব্যতীপাত দুষ্ট নহে। এবং যাত্রাকালে অমৃতযোগ

হইলে ব্যতীপাতদোষ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐরূপ স্থলে যাত্রা করা যাইতে পারে।

"ন বিষ্কম্ভো ন বা গণ্ডো ন ব্যতীপাতবৈধৃতী।
চন্দ্রতারাবলে প্রাপ্তে দোষা গচ্ছন্ত্যসংমুখাঃ॥
নবম্যঙ্গারকো বিষ্টিঃ শনৈশ্চরদিনস্তথা।
ব্যতীপাতো ন দুষ্যেচ্চ যস্তার্কো দক্ষিণে স্থিতঃ॥
যদি বিষ্টিব্যতীপাতৌ দিনং বাপ্যশুভং ভবেৎ।
হন্তেতেঽমৃতযোগেন ভাস্করেণ তমো যথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই যোগে যদি কোন বালক জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ বালক রূঢ়বাক্যযুক্ত, খলস্বভাব, সদা পীড়িত, মাতার হিতকারী ও পরের কার্য্যে পক্ষপাতী হইয়া থাকে।

"কঠোরবাক্যঃ পিশুনস্বভাবো সদাতুরো মাতৃহিতো মনুষ্যঃ।
পরস্য কার্য্যে কৃতপক্ষপাতো যস্য প্রসূতৌ ব্যতীপাতযোগঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৪ পারিভাষিক যোগবিশেষ, যেরূপ অর্দ্ধোদয়যোগ, ব্যতীপাত যোগ। এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে কোটি কুল উদ্ধার হয়। এই যোগ যথা—অমাবস্যার দিন রবিবার, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও মৃগশিরা নক্ষত্র হইলে এই যোগ হয়।

"শ্রবণাশ্বিধনিষ্ঠাদ্রানাগদৈবতমস্তকে।
যদ্যমা রবিবারেণ ব্যতীপাতঃ স উচ্যতে॥
নাগদৈবতমশ্লেষা মস্তকং মৃগশিরসঃ।
সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুষ্যে স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ।"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে গঙ্গায় বাক্য করিয়া স্নান করিতে হয়। সঙ্কল্প বাক্য করিয়া স্নান না করিলে ফলের ন্যূনতা হয়।

চতুর্দ্দশীর দিন যদি ব্যতীপাত এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে এই দিনও অতি পুণ্যতম কাল, ইহা দেবতাদিগেরও দুর্লভ। এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হয়।

"চতুর্দ্দশ্যাং যদা যোগো ব্যতীপাতেন চার্দ্রয়া।
তদা পুণ্যতমঃ কালো দেবানামপি দুর্লভঃ।
তদা যঃ স্নাতি গঙ্গায়াং ভক্ত্যা তৎফলমাপ্নুয়াৎ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৫ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত ক্রান্তিসাম্যাত্মক যোগবিয়োগরূপ বহ্নিভেদ।

"ব্যতীপাতত্রয়ং ঘোরং গণ্ডান্তত্রিতয়ং তথা।
এতদ্ভসন্ধিত্রিতয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু বর্জ্জয়েৎ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

'ব্যতীপাতানাং ত্রয়ং যোগবিয়োগাত্মকো ক্রান্তিসাম্যরূপৌ যৌ ব্যতীপাতৌ বিষুবৎসন্নিধৌ ক্রান্তিসাম্যান্তরেণ ব্যতীপাতস্তয়োরেব ভেদঃ ন পৃথক্।' (রঙ্গনাথ)

ব্যতীহার (পুং) বি-অতি-হৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। পরিবর্ত্ত, বিনিময়, বদল। (জটাধর) ২ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ। যথা—কেশাকেশি, দণ্ডাদণ্ডি, ইত্যাদি।

ব্যত্যয় (পুং) ব্যত্যয়নমিতি বি-অতি-ই। (এরচ্। পা ৩৩৫৬) ইতি অচ্। ব্যতিক্রম, পর্য্যায়—বিপর্য্যাস, ব্যত্যাস, বিপর্য্যয়।

"পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো ভবেৎ।"
(ভাগবত ৭।১০।৪৪)

ব্যত্যয়গ (ত্রি) ব্যত্যয়-গম-ড। বিপর্য্যয়ভাবে গমনকারী, বিপরীতভাবে গত।

"ক্ষেমকৃদেব ন সাধয়তেঽর্থান্ ব্যত্যয়গো বধবন্ধনভয়ায়।"
(বৃহৎসংহিতা ৮৮।২৯)

ব্যত্যস্ত (ত্রি) বি-অতি-অস-ক্ত। বিপরীতভাবে অবস্থিত, বিপর্য্যায়প্রাপ্ত, উল্টাপাল্টা।

ব্যত্যাস (পুং) ব্যত্যসনমিতি বি-অতি-অস্-ঘঞ্। বিপর্য্যায়, ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।

"মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চরুব্যত্যাসহেতুনা।
ভবিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্ম্মাতিদারুণঃ॥" (হরিবংশ ২৭।২৯)

ব্যথ, ১ ভয়। ২ চলন। ৩ ব্যথা। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ব্যথতে। লিট্ বিব্যথে। লুট্ ব্যথিতা। লৃট্ ব্যথিষ্যতে। লুঙ্ অব্যথিষ্ট, অব্যথিষাতাং, অব্যথিষত। সন্ বিব্যথিষতে। যঙ্ বাব্যথ্যতে। যঙ্লুক্ বাব্যত্তি। ণিচ্ ব্যথয়তি। লুঙ্ অবিব্যথৎ।

ব্যথক (ত্রি) ব্যথয়তি পীড়য়তি ব্যথ-ণিচ্-ণ্বুল্। ব্যথাকারী।

'অব্যথানং ব্যথকস্তু স্যান্মর্ম্মস্পৃগরুন্তুদঃ।' (হেম)

ব্যথন (ক্লী) ব্যথ-ভাবে ল্যুট্। ব্যথা, পীড়া, দুঃখ। (ত্রি) ব্যথয়তীত ব্যথ-ল্যু। ২ ব্যথক, ব্যথাকারী।

ব্যথয়িতৃ (ত্রি) ব্যথ ণিচ্-তৃচ্। ব্যথাকারক।

ব্যথা (স্ত্রী) ব্যথ অঙ্ টাপ্। ১ দুঃখ, পীড়া, ক্লেশ, বেদনা, শোক। ২ ভয়।

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥" (উত্তরচ° ১অ°)

ব্যথিত (ত্রি) ব্যথ-ক্ত। ১ পীড়িত। ২ দুঃখিত। ৩ ভীত। ৪ শোকপ্রাপ্ত।

ব্যথিস্ (ত্রি) ১ ব্যথিতা। ২ বাধক। (ঋক্ ৪।৪।৩)

ব্যথ্য (ত্রি) ব্যথ যৎ। ১ ব্যথার যোগ, দুঃখার্হ। ২ ভয়ার্হ।

ব্যদ্বর (ত্রি) ব্যদ্বর। দংশক।

ব্যধ্, তাড়ন, পীড়ন। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ বিধ্যতি। লিট্ বিব্যাধ, বিবিধতুঃ, বিব্যথ, বিব্যধিথ। লুট্ ব্যদ্ধা। লৃট্ ব্যৎস্যতি। আশীর্লিঙ্ বিধ্যাৎ। লুঙ্ অব্যাৎসীৎ,

অব্যাস্থাৎ, অব্যাংসুঃ। কর্ম্মবাচ্যে লট্ বিধ্যতে। সন্ বিব্যৎসতি। যঙ্ বেবিধ্যতে। যঙ্লুক্ বাব্যদ্ধি। ণিচ্ ব্যাধয়তি। লুঙ্ অবিব্যধৎ। কাহার কাহারও মতে লৃট্-ভাৎস্যৎ, লুঙ্ অভাৎসীৎ। সন্ বিভাৎসতি। এই মতে 'ব' স্থানে 'ভ' হইয়া ঐরূপ পদ হয়। অনু+বাধ=সম্পর্ক। ব্যাপন। গ্রন্থন। অপ+বাধ=প্রত্যাখ্যান, নিরাস। ত্যাগ। প্রেষণ। আ+ব্যধ=নিক্ষেপ। পরিধান।

ব্যধ (পুং) ব্যধনমিতি ব্যধ-তাড়ে (ব্যধজপোরনুপসর্গে। পা ৩।৩।৬১) ইত্যপ্। ১ বেধ, বিদ্ধকরণ, চলিত বেঁধা। ২ ব্যথা। ৩ ভেদন। ৪ প্রহার।

ব্যধন (ক্লী) ব্যধ-লুট্। বেধন, বিদ্ধকরণ।

ব্যধিকরণ (ক্লী) অধিকরণাভাব।

ব্যধিক্ষেপ (পুং) নিন্দা।

ব্যধ্য (পুং) বধায় হিতঃ ব্যধ-যৎ। ১ ধনুর্গুণ। ধনুকের ছিলা।

'ব্যধ্যস্ত প্রতিকায়ঃ স্যাজ্জীবাজ্যা ভারবং গুণঃ।' (ত্রিকা°)

২ বেধনার্হ, বিঁধিবার যোগ্য।

ব্যধ্ব (পুং) বিরুদ্ধো অধ্বা, প্রাদি সমাসঃ, 'উপসর্গা দধ্বনঃ' ইত্যচ্। কুৎসিত পথ, পর্য্যায় দুরধ্ব, বিপথ, কদধ্বা, কাপথ, কুপথ, অসৎপথ, কুৎসিতবর্ত্ম।

"তূর্ণং প্রত্যানয় স্বৈতান্ কামং ব্যধ্বগতানপি।"(ভারত ২।৭০।২৩)

ব্যধ্বন্ (ত্রি) কুৎসিত পথযুক্ত।

ব্যধ্বর (ত্রি) সংক্রামক।

ব্যন্ত (ত্রি) দূরবর্ত্তী।

ব্যন্তর (ত্রি) ১ ব্যবহিত। ২ সর্ব্বধর্ম্মসাম্য। (নীলকণ্ঠ ভারতটীকা) (পুং) ৩ জৈনদেবভেদ, পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতি।

ব্যপ, ক্ষয়, ব্যয়। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্-ব্যপয়তি। লোট্ ব্যপয়তু। লিট্ ব্যপয়াঞ্চকার। লুঙ্-অবি ব্যপৎ।

ব্যপগম (পুং) বি-অপ-গম-অপ্। ব্যতীত।

"ত্রিরাত্রব্যপগমে চতুর্থেঽহনি কৃতস্নানেনৈব শুদ্ধা ভবতি" (কুল্লূক ৫।৬৮)

ব্যপত্রপা (স্ত্রী) লজ্জা।

ব্যপদেশ (পুং) বি-অপ-দিশ-ঘঞ্। ১ কপট, ছল, ব্যাজ।

"কাপি কুন্তলসংব্যান সংযমব্যপদেশতঃ।

বাহুমূলং স্তনৌ নাভিপঙ্কজং দর্শয়েৎ স্ফুটম্॥ (সাহিত্যদ° ৩।১৫৫)

২ নাম। ৩ কুল, বংশ। ৪ বাক্য বিশেষ।

"ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তি র্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে।" (উজ্জ্বল নীলমণি) ৫ নামোল্লেখকথন। ৬ মুখ্য ব্যবহার।

ব্যপদেশক (ত্রি) ১ নামক। ২ প্রকাশক।

ব্যপদেশিন্ (ত্রি) নিমিত্তসদ্ভাবাদ্ বিশিষ্টোঽপদেশো মুখ্যো ব্যবহারোঽস্যাস্তি ইনি। মুখ্যব্যবহারবিশিষ্ট, মুখ্যব্যবহার বিষয় পদার্থ।

ব্যপদেষ্টৃ (ত্রি) বি-অপ-দিশ-তৃচ্। ১ কপটী, ছলকারক। ২ নামোল্লেখকারী।

ব্যপদেশ্য (ত্রি) বি-অপ-দিশ-যৎ। ১ ব্যপদেশার্হ, ব্যপদেশের যোগ্য। ২ উল্লেখযোগ্য।

"হীনজাতি মাতৃজাতিব্যপদেশ্যানাচক্ষতে" (কুল্লূক ১০।১৪ মনু) মাতার দোষ হেতু মাতৃজাতির নামে উল্লিখিত হইবে।

"ইয়ন্তু ভবতো ভার্য্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতা।

শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষরুন্ধতী॥" (রামায়ণ ৩।১৯।৮)

ব্যপনয় (পুং) বি-অপ-নী-অপ্। বিনাশ, প্রত্যাখ্যানত্যাগ।

ব্যপনয়ন (ক্লী) বি-অপ-নী-ল্যুট্। প্রত্যাখ্যান, ত্যাগ।

ব্যপনীত (ত্রি) বি-অপ-নী-ক্ত। অপসারিত, দূরীকৃত। তাড়িত। স্থানান্তরীকৃত।

ব্যপনুত্তি (স্ত্রী) অপসারিত।

ব্যপনেয় (ত্রি) বি-অপ-নী যৎ। ব্যপনয়নযোগ্য, ব্যপনয়নার্হ বিনাশার্হ।

ব্যপমূর্দ্ধন্ (ত্রি) মস্তক হীন।

ব্যপয়ন (ক্লী) নিঃশেষ।

ব্যপযান (ক্লী) ১ প্রয়াণ। ২ পলায়ন।

ব্যপরোপণ (ক্লী) বি-অপ-রুহ-ণিচ্ ল্যুট্ 'রুহেঃ পোবা, ইতি হস্য পঃ। ১ অবতারণ, নামান। ২ ছেদন। ৩ মূলোচ্ছেদন। ৪ দূরীকরণ। ৫ অপসারণ।

ব্যপরোপিত (ত্রি) বি-অপ-রুহ-নিচ্-ক্ত, হাস্য পঃ। ১ ছিন্ন। ২ উৎপাটিত। ৩ অবতারিত। ৪ ছেদিত। ৫ মূলোৎপাটিত। ৬ দূরীকৃত।

ব্যপবর্গ (পুং) ১ বিচ্ছেদ। ২ ত্যাগ।

ব্যপবর্জ্জন (ক্লী) বি-অপ-বৃজ ল্যুট্। ১ ত্যাগ। ২ দান। ৩ নিবারণ।

ব্যপবর্জ্জিত (ত্রি) বি-অপ-বৃজ-ক্ত। ১ পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত। ২ দত্ত। ৩ নিরাকৃত, নিষিদ্ধ।

ব্যপবর্ত্তিত (ত্রি) বি-অপ-বৃৎ-ণিচ্-ক্ত। প্রত্যাবর্ত্তিত।

ব্যপসারণ (ক্লী) ১ বিনাশ করণ। ২ দূরীকরণ।

ব্যপাকৃত (ত্রি) বি-অপ-আ-কৃ ক্ত। ১ অপনীত। ২ অস্বীকৃত। ৩ নিরস্ত। ৪ নিহ্নুত। ৫ দূরীকৃত।

ব্যপাকৃতি (স্ত্রী) বি-অপ-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ অপহ্নব। ২ অস্বীকার। ৩ নিবারণ। ৪ নিরাকরণ। ৫ নিহ্নব।

ব্যপায় (পুং) বি-অপ-ই-ঘঞ্। ১ অপনয়ন, বিনাশ, ব্যপগম।

ব্যপাশ্রয় (পুং) বি-অপ-আ-শ্রি-অপ্। আশ্রয়, অবলম্বন।

ব্যপেক্ষক (ত্রি) বি-অপ-ঈক্ষ-ণ্বুল্। ব্যপেক্ষাকারী।

ব্যপেক্ষা (স্ত্রী) বি-অপ-ঈক্ষ-অঙ্-টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা। ২ বিশেষ অনুরোধ। ৩ অপেক্ষা।

ব্যপেত (ত্রি) বি-অপ-ই-ক্ত। ১ অপগত। ২ দূরীকৃত। ২ প্রতিরুদ্ধ, ৩ বিরুদ্ধ।

ব্যপোঢ় (ত্রি) বি-অপ-বহ-ক্ত। ১ বিপরীত। ২ ঘূর্ণিত। ৩ তাড়িত।

ব্যপোহ (পুং) বি-অপ-উহ-ঘঞ্। ১ বিনাশ। "সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ" (সুশ্রুত)

ব্যপোহ্য (ত্রি) বিনাশযোগ্য।

ব্যভিচরিত (ত্রি) বি-অভি চর-ক্ত। কৃতব্যভিচার।

ব্যভিচার (পুং) বি-অভি-চর-ঘঞ্। ১ কদাচার, কুক্রিয়া। ২ ভ্রষ্টাচার। ৩ স্ত্রীর পরপুরুষসংসর্গ এবং পুরুষের পরস্ত্রী-সংসর্গ। শাস্ত্রানুসারে ব্যভিচার বিশেষ পাপজনক।

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥"

(মনু ৫।১৬৩)

পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে।

ব্যভিচার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান পাপজনক।

৪ ন্যায়াদি প্রসিদ্ধ হেত্বাভাসভেদ। ইহার লক্ষণ "সাধ্যতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাববদ্বৃত্তিত্বং হি ব্যভিচারঃ" ইহা পাঁচ প্রকার, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীতকাল বা কালাতীত। সব্যভিচারের অপর নাম অনৈকান্তিক। যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান, তাহাকে সব্যভিচার কহে। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ একস্থানে বিশেষরূপ অবস্থিতি না থাকাই ব্যভিচার। বি-বিশেষরূপে, অভি—সর্ব্বতোভাবে, চার-গতি।

সাধ্যের অধিকরণ মাত্রে হেতুর অবস্থান নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ ঐরূপ হইলেই তদ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে। যে হেতুর গতি বা সম্বন্ধ অর্থাৎ অবস্থিতি উক্তরূপে নিয়মিত নহে, যাহার গতি সর্ব্বতোমুখী, অর্থাৎ যে হেতু সাধ্যের অধিকরণে ও সাধ্যাভাবের অধিকরণেও তুল্যরূপে থাকে, সেই হেতু বলে সাধ্যের অনুমিত হইতে পারে না। তাদৃশ দুষ্টহেতুকে সব্যভিচার বলা যায়।

ব্যভিচারবৎ (ত্রি) ব্যভিচার অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ব্যভিচার বিশিষ্ট, ব্যভিচারযুক্ত।

ব্যভিচারিতা (স্ত্রী) ব্যভিচারিণো ভাবঃ, ব্যভিচারিন্-তল্ টাপ্। ব্যভিচারিত্ব, ব্যভিচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যভিচারীর কার্য্য, ব্যভিচার।

ব্যভিচারিন্ (পুং) ব্যভিচরতীতি বি-অভি-চর-ণিনি। চতুস্ত্রিংশৎ-প্রকার শৃঙ্গার ভাববিশেষ। এই সকল ভাব যথা—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিরোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, উপলম্ভ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক। (হেম)

"বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্ম্মগ্নাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদাঃ॥
নির্ব্বেদাবেগদৈন্যশ্রমমদজড়তা ঔগ্র্যমোহৌ বিবোধঃ
স্বপ্নাপস্মারগর্ব্বামরণমলসতামর্ষনিদ্রাবহিত্থাঃ।
ঔৎসুক্যোন্মাদশঙ্কাঃ স্মৃতি মতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা
হর্ষাসূয়াবিষাদাঃ সধৃতিচপলতাগ্লানিচিন্তাবিতর্কাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

সাহিত্যদর্পণ মতে এই ব্যভিচারিভাব ৩৩ প্রকার, যথা নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, মদ, জড়তা, ঔগ্র্য, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থ, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক।

সাহিত্যদর্পণে ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। [তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ২ ব্যভিচারবিশিষ্ট, যাহারা ব্যভিচার করে। ৩ স্বমার্গচ্যুত, যাহারা স্বীয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগকে ব্যভিচারী কহে। ৩ আগমাচারী।

"নাঙ্গা অজ্ঞান ন মরিষ্যতি নৈধতে হসৌ
নক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।" (ভাগবত ১১।৩।৩৮)

ব্যভিচারিণী (স্ত্রী) ব্যভিচরতি যা বি-অভি-চর-ণিনি, ঙীপ্। পরপুরুষগামিনী স্ত্রী, ভ্রষ্টাচারিণী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে ব্যভিচারিণী কহে। এই ভ্রষ্টাচারিণীকে ভৃত্যাভরণাদি অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, যাহাতে মাত্র জীবন থাকে, এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত ধিক্কার করিবে এবং ভূতলে শয়ন করাইবে, এই রূপে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে অকার্য্যে বিরক্ত করিবার জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে।

স্ত্রীদিগকে চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব মধুরভাষিতা দিয়াছেন এবং পাবক সমস্ত বস্তু অপেক্ষা পবিত্র

করিয়াছেন। অতএব স্ত্রীগণ অতি পবিত্র। এই স্ত্রীদিগের মানস ব্যভিচার হইলে রজোদর্শন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয়। আর যদি হীন বর্ণের সংসর্গে গর্ভ হয়, বা শিষ্ট সংসর্গাদি করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

"হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্॥
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরং।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ॥
ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভভর্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১।৭০—৭২)

শূদ্র যদি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহার সংসর্গে যদি পুত্র সন্তান না জন্মে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অপরের শুদ্ধি হয় না।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাং শূদ্রেণ সঙ্গতাঃ।
অপ্রজাস্তা বিশুদ্ধ্যন্তি প্রায়শ্চিত্তেন নেতরাঃ॥
এতদ্ বলাৎকারবিষয়ম্।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ব্যভিচারিণী স্ত্রী দান, উপবাস ও ব্রতাদি যে কোন পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহা সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ধনাধিকারিণী হয় না।

"তস্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণি নিষ্ফলানি ধনানধিকারিত্বঞ্চ।
দানোপবাসপুণ্যানি সুকৃতান্যপ্যরুন্ধতি॥
নিষ্ফলান্যসতীনাং হি পুণ্যকানি তথা শুভে॥" (দায়তত্ত্ব)

ব্যভিহাস (পুং) বিদ্রূপ। ঠাট্টা। উপহাস।

ব্যভীচার (পুং) বি-অভি-চর-ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ব্যভিচার।

ব্যভ্র (ত্রি) মেঘশূন্য।

ব্যয়, ১ গতি। ভ্বাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ ব্যয়তি-তে। লিট্ বব্যায়, বব্যয়ে। লুট্ ব্যয়িতা। লুঙ্ অব্যয়ীৎ, অব্যয়িষ্ট। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যায়তি। লুঙ্ অবিব্যয়ৎ। ৩ গতি। ৪ ত্যাগ। অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যয়য়তি। লুঙ্ অবব্যয়ৎ।

ব্যয় (পুং) বি-ই-অচ্। ১ অর্থাপগম, বিত্তসমুৎসর্গ, চলিত খরচ।

"অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।" (মনু ৯।১১)

২ নাশ। ৩ পরিত্যাগ। ৪ দান।

"আত্মানং মুমুচে তস্মাৎ একনেত্রব্যয়েন সঃ।" (রঘু ১২।২৩)

৫ বৃহস্পতিচারগত বর্ষ বিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৬) ৬ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৬)

(ত্রি) ব্যয়তি গচ্ছতীতি ব্যয়-গতৌ-অচ্। ৭ নশ্বর।

"সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সংভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্।" (মনু ১।১৯)

(ক্লী) ব্যয় গতৌ অচ্। ৮ লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থান, ব্যয়স্থান।

"লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলত্রকাঃ।
মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

লগ্ন হইতে দ্বাদশ রাশির নাম ব্যয় স্থান। লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ স্থান, লগ্ন হইতে এই সকল স্থান নির্ণয় করিতে হয়। যাহার যে রাশি লগ্ন সেই রাশি হইতে দ্বাদশ রাশিই ব্যয়স্থান নামে অভিহিত।

এই ব্যয়স্থানে কোন্ কোন্ বিষয় চিন্তা করিতে হয়, কোন কোন গ্রহ থাকিলে কোন গ্রহের দৃষ্টি সম্বন্ধ হইলে শুভাশুভ হইয়া থাকে, জ্যোতিষে তাহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ত্যাগভোগবিবাদেষু দানেষু কৃষিকর্ম্মসু।
ব্যয়স্থানেষু সর্ব্বেষু বিত্তাৎ বিত্তাব্যয়ং ব্যয়াৎ॥"(দৈবজ্ঞবল্লভা)

এই ব্যয়স্থানে ত্যাগ, ভোগ, বিবাদ, দান, কৃষিকর্ম্ম, সকল প্রকার ব্যয় এবং বিত্তাহীনতা এই সকল বিষয় চিন্তা করিবে; এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ উক্ত স্থান হইতে দেখিতে হয়। দীপিকা মতে ব্যয়স্থানে মন্ত্রী এবং সকল প্রকার ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিবে।

"প্রোপ্তায়াবর্থাচিন্তয়েত্বগৃহে রিপ্ফেতু মন্ত্রিব্যয়ৌ।" (দীপিকা)

ব্যয়স্থানে যদি শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে অশুভ এবং অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

"অরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধ্রয়োঃ।
ব্যয়স্থ দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনম্॥" (দীপিকা)

ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ দুঃস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ষষ্ঠস্থানে শত্রু ও ব্রণ, অষ্টম স্থানে মৃত্যু, অপবাদ বা পাপ, দ্বাদশ স্থানে ব্যয়, ইহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন গ্রহ ষষ্ঠস্থানে থাকিয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ব্রণ এবং শত্রুবৃদ্ধি না হইয়া তাহার হানি হইবে। আর ঐ স্থানে থাকিয়া যদি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার বৃদ্ধিই স্থির করিতে হইবে। অষ্টম ও ব্যয় স্থানে ঐরূপ শুভগ্রহ এবং তাহার অধিপতি গ্রহ দৃষ্ট হইলে ফলের আধিক্য জানিতে হইবে। কেবল ব্যয়স্থানে একমাত্র ব্যয়ের বিপরীত ফল বলাতে কেবল তাহারই বিপরীত ফল হইবে, মন্ত্রীর বিপরীত ফল হইবে না।

ত্যাগ, আদিভাগ, অস্ত, বিবাহ, দান, কৃষ্যাদি কার্য্য, ব্যয়, পিতৃভ্রাতা, মাতৃভগিনী, মাতুলানী, যুদ্ধে বিনাশ ও যুদ্ধে পরাজয় এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ ব্যয়স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

"ত্যাগাদিভাগে হস্তবিবাহদানকৃষ্যাদিকর্ম্মব্যয়সঙ্কতিশ্চ।
পিতৃব্যমাতৃস্বস্মাতুলানী যুদ্ধে ক্ষয়ো যুদ্ধপরাজয়োঽন্ত্যে॥"
(হোরাষট্পঞ্চাশিকা)

ষষ্ঠীদাসের মতেও ত্যাগ, ভোগ, বিবাদ, দান, কৃষিকর্ম্ম ও সকল ব্যয় বিষয়ে বৃদ্ধি এই সকলের শুভাশুভ ব্যয়স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

"ত্যাগভোগবিবাদেষু দানেষু কৃষিকর্ম্মসু।
ব্যয়স্থানেষু সর্ব্বেষু বৃদ্ধিং বিদ্যাৎ ব্যয়ান্ততঃ॥" (ষষ্ঠীদাস)

এই শুভাশুভ রবি প্রভৃতি গ্রহের অবস্থান ও দৃষ্টি দ্বারা জানা যায়। সূর্য্য পাপগ্রহযুক্ত বা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া ব্যয়স্থানে থাকিলে উত্তম সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়। আরও লিখিত আছে যে, সূর্য্য ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতক জড়-বুদ্ধি, কামুক, ক্রূর চেষ্টাযুক্ত, কুৎসিত শরীর, অল্পধনসম্পন্ন, জঙ্ঘারোগবিশিষ্ট ও পঙ্গু হয়।

চন্দ্র ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য পদে পদে অবিশ্বাসী ও কৃপণ হয়। বিশেষ ঐ চন্দ্র যদি কৃষ্ণপক্ষের হয়, তাহা হইলে জাতক অতি কৃপণ হইয়া থাকে। কোন মতে চন্দ্র ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব কৃশ শরীরবিশিষ্ট, নিয়ত রোগী, ক্রোধযুক্ত ও নির্ধন হয়, ঐ চন্দ্র যদি নিজ ভবনে বা পুত্রের ভবনে কিংবা বৃহস্পতির ভবনে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য দাম্ভিক, ত্যাগশীল, কৃশ-শরীর, ধনবান্‌ ও সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে আসক্ত হয়।

ঐ চন্দ্র যদি ব্যয় স্থান স্থিত হইয়া তুঙ্গগত হন, তাহা হইলে মানব ধনাঢ্য, বহুযুবতীর বল্লভ ও পুত্রভৃত্যাদি সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্র নীচস্থ, ক্ষীণ, শত্রুগৃহগামী ও পাপগৃহগামী হয়, তাহা হইলে মনুষ্য বহুরোগযুক্ত ও অশেষ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া থাকে।

মঙ্গল ও রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত এবং তাহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়। মতান্তরে মঙ্গল ব্যয় স্থানে থাকিলে মানব পরধনহরণকারী, সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত, প্রচণ্ড স্বভাব ও পরদাররত হয়। ঐ মানব কদাপি সুখী হয় না।

বুধ ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য বিকলাঙ্গ, সলজ্জ স্বভাব, পরস্ত্রীর দ্বারা ধনবান্‌, ব্যসনাসক্ত, পাপানরত ও কুহকী হয়।

বৃহস্পতি ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য সত্যবাদী, দানশীল, শুচি, দুষ্টজনপরিত্যাগী, অপ্রমাদী ও সাধু স্বভাব হইয়া থাকে। মতান্তরে বৃহস্পতি ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বাল্যাবস্থায় সৌভাগ্যশালী, গুহ্যদেশে রোগবিশিষ্ট, উচিত বস্তু দানে পরাঙ্মুখ, অল্পধনে ধনবান্‌, কামাতুর ও দাম্ভিক হইয়া থাকে।

শুক্র ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য প্রথম অবস্থায় রোগযুক্ত, পরে কৃশশরীর, মলিন, কৃষিকর্ম্মকারী ও অতিশয় দাম্ভিক হয়।

শনি ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য চঞ্চল ভার্য্যাযুক্ত, রোগ-বিশিষ্ট, অল্পধনবান্‌, অত্যন্ত দুঃখী, জঙ্ঘাদেশে ব্রণবিশিষ্ট, ক্রূর মতি, কৃশাঙ্গ এবং নিয়ত পক্ষিবধে নিরত হইয়া থাকে।

রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব ধর্ম্মহীন, অর্থহীন, বহু দুঃখে সন্তপ্ত, পত্নীসুখরহিত, বিদেশবাসী, দম্ভযুক্ত ও পিঙ্গলনয়ন হইয়া থাকে। (জ্যোতিঃকল্পলতা)

জাতকাভরণে লিখিত আছে যে, হানি, জ্ঞান, ব্যয়, দণ্ড ও বন্ধন এই সকল ব্যয় স্থানে ক্ষীণ চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র বা পৃথক অবস্থিতি করেন, তাহার সম্পত্তি রাজা হরণ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে মঙ্গলের অবস্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। ব্যয়স্থানে পূর্ণচন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র মানবের ধন সঞ্চয় করাইয়া থাকেন। আর শনি যদি ঐ স্থান স্থিত হইয়া মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হন, তাহা হইলে বিত্তনাশ হয়।
(জাতকাভরণ)

ব্যয়স্থানের অধিপতি গ্রহ দ্বারাও ফল নিরূপণ করিতে হয়। ইহার ফল এইরূপ লিখিত আছে—ব্যয়পতি লগ্নে থাকিলে মানব অপব্যয়ী, সতত বিপদাপন্ন ও অল্পায়ু হয়। দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে বিবিধ প্রকারে ধননাশ, তৃতীয় স্থানে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ এবং যাত্রাদিতে অশুভ, চতুর্থ স্থানে থাকিলে পিতার অশুভ, এবং মানব পিতৃসম্পত্তি-বিনাশকারী, পরগৃহবাসী, ও নানা কষ্টযুক্ত; পঞ্চম স্থানে থাকিলে অপত্যের নিমিত্ত শোক, ও দুর্ভাবনা, দুর্বুদ্ধি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ এবং বিলাস হেতু অর্থ ক্ষতি হয়। ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে জাতক রোগার্ত, ও শত্রু দ্বারা পীড়িত, সপ্তম স্থানে থাকিলে ভার্য্যানাশ বা রুগ্নস্ত্রী, পরিজনের মধ্যে কলহ এবং ব্যবসায় বা মোকদ্দমায় অনিষ্ট; অষ্টম স্থানে থাকিলে জাতক ক্ষীণ দেহবিশিষ্ট, প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হয়; নবম স্থানে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক ও বাণিজ্যে বা নৌকাযাত্রায় অনিষ্ট এবং মনুষ্য ভাগ্যহীন, বিপদাপন্ন, সাধু ব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন; দশম স্থানে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ, একাদশ স্থানে থাকিলে অর্থনাশী, বন্ধুনাশ, অথবা প্রতারক বন্ধু কর্তৃক অনিষ্ট হয়। ব্যয়পতি ব্যয়স্থানে অর্থাৎ দ্বাদশস্থানে থাকিলে মানব শত্রুগ্রস্ত, শোকসন্তপ্ত, ঋণগ্রস্ত, কারারুদ্ধ, বধ বন্ধনরত অথবা নির্ব্বাসিত হয়। ব্যয় স্থানে রবি থাকিলে জাতকের চক্ষুহীন, বা চক্ষুর পীড়া, ঋণ, সম্মান হানি, দণ্ড ও গুপ্তশত্রু এবং তাহার পিতৃরিষ্ট বা পিতার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

ব্যয়স্থানে ক্ষীণচন্দ্র বা নীচস্থ চন্দ্র থাকিলে মানব কৃপণ, অবিশ্বাসী, দুঃশীল, বহুশত্রুযুক্ত, সন্তপ্ত হৃদয়, ঋণী, রোগার্ত্ত বা অল্পায়ুঃ হয়। কিন্তু ঐ চন্দ্র যদি তুঙ্গী বা শুভক্ষেত্রগত হন, তাহা হইলে মানব দাম্ভিক, রাগী, নানা গুণসম্পন্ন, সুবিখ্যাত ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। কিন্তু সে ব্যক্তি সর্ব্বদা রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয় স্থানে মঙ্গল থাকিলে প্রায় স্ত্রী বিনাশ এবং মনুষ্য বিদেশবাসী হয়। ঐ মঙ্গল পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইলে নির্ব্বাসন, বন্ধন, অথবা অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ব্যয়স্থ মঙ্গল রবি, বুধ ও শুক্রের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক রাজসম্মানিত, লোকপূজ্য ও ধার্ম্মিক হয়।

ব্যয়স্থানে বুধ থাকিলে জাতক স্বার্থপর, ধূর্ত্ত, দুর্ম্মতিবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত ও স্বজনপরিত্যক্ত হয়। ব্যয়স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক স্বেচ্ছাচারী, উচিত দানে পরাঙ্মুখ, অল্পধনী, ও সাধুগণের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং তাহার পুত্রহানি হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয়স্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য ললনাযুক্ত, প্রমোদী ও বিলাসী হয়। শনি থাকিলে ঋণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী বা শোকান্বিত হয়। রাহু ও কেতু থাকিলে জাতক দাম্পত্যসুখহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত ও নিন্দিত হয়।

অধিপতি ও দ্বাদশস্থ গ্রহের ফল উক্তরূপ হইতে দেখা যায়। জাতকের ব্যয়রাশি হইলে এই সকল ফল উক্তরূপ স্থির করিতে হয়।

ব্যয়ক (ত্রি) ব্যয়কারক।

ব্যয়কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, ব্যয়স্য করঃ। ব্যয়কারক, স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"চন্দ্রোধনব্যয়করীং কুলটাঞ্চ রাহুঃ" (বৃহৎসংহিতা ১০৩।১২)

ব্যয়কর্ম্মন্ (ক্লী) ব্যয় এব কর্ম্ম। ব্যয় রূপ কার্য্য, ব্যয়।

"প্রকুর্য্যাদায়কর্ম্মান্তব্যয়কর্ম্মসু চোদ্যতান্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩২২)

ব্যয়গত (ত্রি) ব্যয়ং গতঃ। ব্যয়প্রাপ্ত, ব্যয়িত, যাহা ব্যয় হইয়াছে। ২ জ্যোতিষোক্ত ব্যয়স্থানগত, যে গ্রহ ব্যয় স্থানে থাকেন, তাহাকে ব্যয়গত কহে।

ব্যয়ন (ক্লী) বি-অয়-ল্যুট্। বিবিধ প্রকারে গমন।

"য উদানড্ ব্যয়নং" (ঋক্ ১০।১৯।৫)

'ব্যয়নং নষ্টানাং গবাং অন্বেষণার্থং বিবিধং গমনং' (সায়ণ)

ব্যয়বৎ (ত্রি) ব্যয়োঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য-ব। ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট, ব্যয়শীল, যিনি ব্যয় করেন।

"নিরায়াব্যয়বস্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭১)

ব্যয়শীল (ত্রি) ব্যয় এব শীলং যস্য। ব্যয়ী, যাহার স্বভাব ব্যয় করা। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮১।১৪)

ব্যয়সহ (ত্রি) ব্যয়কারী।

ব্যয়সহিষ্ণু (ত্রি) ব্যয়সহনশীল, যিনি ব্যয় সহ্য করিতে পারেন।

ব্যয়িত (ত্রি) ব্যয়-ক্ত। কৃতব্যয়, যাহা ব্যয় করা হইয়াছে।

ব্যয়িন্ (ত্রি) ব্যয়ো ঽস্যাস্তীতি ব্যয়-ইনি। ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট, যিনি ব্যয় করেন।

"দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িকব্যয়িনং জনমাকুলী কুরুতে।
ক্ষীণাঙ্কশমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥" (উদ্ভট)

ব্যর্ক (ত্রি) সূর্য্যবিবর্হিত।

ব্যর্ণ (ত্রি) বি-অর্দ্দ ক্ত। পীড়িত, বিশেষ রূপে পীড়িত।

ব্যর্থ (ত্রি) বিগতো হর্থো যস্মাৎ। ১ নিরর্থক, পর্য্যায় মোঘ, বিফল। (জটাধর) বৃথা। ২ নিষ্প্রয়োজন। ৩ অর্থশূন্য। ৪ লাভশূন্য।

ব্যর্থক (ত্রি) ব্যর্থ স্বার্থে কন্। ব্যর্থ, নিষ্ফল।

ব্যর্থতা (স্ত্রী) ব্যর্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যর্থত্ব, ব্যর্থের ভাব বা ধর্ম্ম, নিষ্ফলতা, বিফলতা।

ব্যলীক (ক্লী) বিশেষেণ অলতীতি বি-অল (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫) ইতি কীকন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ পীড়ার্থ। (অমর) ২ গতিবিপর্য্যায়। ৩ কামজ অপরাধ। (ভরত)

"কৃত্যং নৈব বিজানাতি পরেণাপকৃতং কচিৎ।
কৃতাঞ্চ সংস্মরেদেতদসত্যঞ্চ ন জল্পতি॥
ব্যলীকেষু নিবৃত্তো যঃ পর্য্যেতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
নিত্যঞ্চ ধৃতিমান্ কিঞ্চিৎ পরোক্ষে হপি ন চ ক্ষিপেৎ॥"
(বরাহপু° যোনিগর্ভমোক্ষণনামোধ্যায়ঃ)

৪ অপ্রিয়। ৫ অকার্য্য। ৬ বৈলক্ষণ্য। ৭ অপরাধ। ৮ প্রতারণা। ৯ দুঃখ। (বৈজয়ন্তী) ১০ কষ্টদায়ক। ১১ অপরিচিত। ১২ আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। (ত্রি) ১৩ ৬ষ্ঠবিশিষ্ট, ব্যলীকযুক্ত। (পুং) ১৪ নাগর বিশেষ। পর্য্যায় যিড়্গ, ষট্প্রজ্ঞ, কামকেলি, বিদূষক, পীঠকেলি, পীঠমর্দ্দ, ভঙ্গিল, ছিদ্বর, বিট। (ত্রিকা°)

ব্যল্কশা (স্ত্রী) বিবিধ শাখাযুক্ত। "রোহতু পাকদূর্ব্বা ব্যল্কশা" (ঋক্ ১০।১৬।১৩) "ব্যল্কশা বিবিধশাখা" (সায়ণ)

ব্যবকলন (ক্লী) বি-অব-কল-ল্যুট্। বিয়োগ, হীন, অঙ্কের অন্তরকরণ, চলিত বাকিকাটা। একটী অঙ্ক হইতে আর একটী অঙ্ককে অন্তর করাকে ব্যবকলন কহে। জমা খরচ।

"অয়ে বালে লীলাবতী মতিমতি ব্রূহি সহিতান্।
দ্বিপঞ্চদ্বাত্রিংশৎত্রিনবতিশতাষ্টৌ দশ দশ।
শতোপেতানেতানযুতবিযুতাংশ্চাপি বদ মে
যদি ব্যক্তে যুক্তি ব্যবকলনমার্গেঽসি কুশলা॥" (লীলাবতী)

ব্যবকলনা (স্ত্রী) ব্যবকলন-টাপ্। ব্যবকলন।

ব্যবকলিত (ত্রি) বি-অব কল-ক্ত। কৃতব্যবকলন। যে অঙ্কের বিয়োগ করা হইয়াছে। বিয়োগিত, হীন। (ক্লী) ২ ব্যবকলন, বিয়োগ।

ব্যবকিরণা (স্ত্রী) সংযোগ, মিশ্রণ। (ব্যুৎপত্তি)

ব্যবকীর্ণ (ত্রি) বিযুক্ত, বিমিশ্রিত।

ব্যবচ্ছিন্ন (ত্রি) বি-অব ছিদ্-ক্ত। ১ বিভিন্ন। ২ বিভক্ত। ৩ বিশেষিত। ৪ মোচিত। ৫ নির্দ্ধারিত।

ব্যবচ্ছেদ (ক্লী) বি-অব-ছিদ-ঘঞ্। ১ বাণমুক্তি, বাণমোচন, শরবর্ষণ। (হেম) ২ পৃথক্‌ত্ব। ৩ ভেদ, বিভাগ, খণ্ড। ৪ বিভেদ, বিশেষ করণ। ৫ বিরাম। ৬ নিবৃত্তি।

"জীবন্ত ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্ছেত্রত্বৎ প্রতিক্রিয়া।" (ভাগব° ৪।২২।৩২)

ব্যবচ্ছেদক (ত্রি) ব্যবচ্ছেদয়তি- ণ্বুল্। ব্যবচ্ছেদকারী, যিনি ব্যবচ্ছেদ করেন।

ব্যবচ্ছেদ্য (ত্রি) বি-অব-ছেদ-যৎ। ব্যবচ্ছেদার্হ, ব্যবচ্ছেদ করিবার যোগ্য।

ব্যবদান (ক্লী) পরিশোধন, সংস্কার।

ব্যবদেশ (পুং) ব্যপদেশ।

ব্যবধা (স্ত্রী) বি-অব-ধা 'আতশ্চোপসর্গে' ইত্যঙ্ টাপ্। ব্যবধান। (অমর)

ব্যবধাতব্য (ত্রি) বি-অব-ধা-তব্য। ব্যবধানীয়, ব্যবধানযোগ্য, ব্যবধানের উপযুক্ত।

ব্যবধান (ক্লী) বি-অব-ধা-ল্যুট্। আচ্ছাদন; পর্য্যায় তিরোধান, অন্তর্দ্ধি, অপবারণ, ছদন, ব্যবধা, অন্তর্দ্ধা, পিধান, স্থগণ, ব্যবধি, অপিধান। (শব্দরত্না°) অন্তর আড়াল। ২ ভেদ।

"পরাত্মনো যদ্ ব্যবধানকং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥" (ভাগবত ৪।২২।২৭)

৩ বিচ্ছেদ। ৪ সমাপ্তি। (ভাগবত ৪।২৯।৭৭)

ব্যবধানবৎ (ত্রি) ব্যবধানমস্ত্যস্য ব্যবধান-মতুপ্, মস্য-ব। ব্যবধানবিশিষ্ট।

ব্যবধায়ক (ত্রি) ব্যবদধাতীতি বি-অব-ধা-ণ্বুল্। ব্যবধানকারী, তিরোধায়ক। ২ আচ্ছাদনকারক।

ব্যবধারণ (ক্লী) বি-অব-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। বিশেষ রূপে অবধারণ, নিশ্চয়। "অর্থবলাদ্ ব্যবধারণং" (বৃহ° উপ°)

ব্যবধি (পুং) বি-অব-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। ব্যবধান।

"ব্যবধাবপি বা বিধোঃ কলাং মৃড়চূড়ানিলয়াং ন বেদ কঃ॥"
(নৈষধ ২।১৯)

ব্যবলম্বিন্ (ত্রি) বি-অব লম্ব-ইনি। বিশেষরূপ অবলম্বন-বিশিষ্ট, অবলম্বনযুক্ত।

ব্যববদ্ধ (ত্রি) লিখিয়া বর্ণিত। (পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ১৫।৭।৩)

ব্যবশাদ (পুং) ১ পরিত্যাগ। ২ পশ্চাৎ পতন। (শতপথব্রা°)

ব্যবসর্গ (পুং) ১ বিভাজন। বিভাগ করিয়া দেওয়া। ২ মুক্তি, অধীনতা হইতে মোচন। (শতপথব্রা° ৬।২।২।৩৮)

ব্যবসায় (পুং) বি-অব-সো-ঘঞ্। উপজীবিকা, যাহা দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা তাহার ব্যবসায়। যাহার যাহা জীবিকা, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বর্ণ যদি নিজের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হয়। আপদ্ কালে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারও ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে চলিতে হইবে।

"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্‌গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥" (চাণক্যশতক)

২ অনুষ্ঠান। (রামায়ণ ২।৩০।৪১) ৩ নিশ্চয়।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" (গীতা ২ অঃ)

'ইহ ঈশ্বরাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বর-ভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামি ইতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি।' (স্বামী)

৪ যত্ন। ৫ উদ্যম। ৬ কল্পনা, ইচ্ছা। ৭ ব্যবায়। ৮ কার্য্য। ৯ অনুষ্ঠান। ১০ অভিপ্রায়। ১১ বিষ্ণু। (ভারত ১৪।১৪৯।৫৫) ১২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫০)

ব্যবসায়বৎ (ত্রি) ব্যবসায়ো হস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। ব্যবসায়-বিশিষ্ট। ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়িন্ (ত্রি) ব্যবসায়োঽস্যাস্তীতি ইনি। ব্যবসায় বিশিষ্ট। ২ বাণিজ্যকারক।

"কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদীনাম্॥" (চাণক্য)

২ অনুষ্ঠাতা, অনুষ্ঠানকারী। যিনি শাস্ত্রানুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥"
(মনু ১২।১০৩)

অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, এবং গ্রন্থের কেবল মাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং ধারণকারীর অপেক্ষা যাহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং জ্ঞানী অপেক্ষা ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যিনি তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞানী অপেক্ষা কর্ম্মীই শ্রেষ্ঠ।

ব্যবসিত (ত্রি) বি-অব-সো-ক্ত। ১ প্রতারিত। (ভূরিপ্রয়োগ) ২ অনুষ্ঠিত। ৩ চেষ্টিত। ৪ উদ্যত। ৫ স্থিরীকৃত। নিশ্চিত।
"তংসমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতু র্নির্দ্দেশপালনে।" (রামায়ণ ২।২৪।১)

ব্যবসিতি (স্ত্রী) বি-অব-সো-ক্তিন্। ব্যবসায়।

ব্যবস্থা (স্ত্রী) বি-অব-স্থা। আতশ্চোপসর্গে। ইত্যঙ্, ততষ্টাপ্। শাস্ত্রনিরূপিত বিধি। শাস্ত্রে যে সকল বিধান অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কহে।

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি দ ত্তকন্যা প্রদীয়তে॥ ইত্যাদীন্ত্যভিধায়
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

কলির আদিতে মহাত্মগণ, (ব্রাহ্মণের পক্ষে) দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যপালন, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। অজ্ঞব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়া তদনুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত বা চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট লিখিত ব্যবস্থা লইয়া তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিতে হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিয়া ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে যিনি সেই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবেন, তিনি পবিত্র হইবেন। কিন্তু যিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই পাপ তাহাতেই যাইবে। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষরূপ সিদ্ধান্ত না জানিয়া ব্যবস্থা দেওয়া বিধেয় নহে।

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদেত্তু যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি॥"
(প্রায়শ্চিত্তবি°)

ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া যিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, সেই ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্তকারী পাপযুক্ত হয়, এবং সেই পাপ তাহাতে গমন করে।

২ নিয়ম। (কথাসরিৎসাঃ ১০।৯।৭১) ৩ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন। ৪ স্থিতি, স্থিরতা।

ব্যবস্থাতৃ (ত্রি) বি-অব-স্থা-তৃচ্। ব্যবস্থাপক, যিনি ব্যবস্থা করেন।

*ব্যবস্থান (ক্লী) বি-অব-স্থা-ল্যুট্। ব্যবস্থিতি।
"চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
তং ম্লেচ্ছদেশং জানীয়াদার্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্॥" (অমরটীকায় ভরতধৃত স্মৃতিবচন) (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ৩।১৩।১৫৫)

ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ। শততিটিলম্ভে এক ব্যবস্থান প্রজ্ঞপ্তি হয়। ললিতবিস্তরে এই গণনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, শত কোটীতে এক অযুত, শত অযুতে এক নিযুত, শত নিযুতে এক কঙ্কর, শত কঙ্করে এক বিবর, শত বিবরে এক অক্ষোভ্য, শত অক্ষোভ্যে এক বিবাহ, শত বিবাহে এক উৎসঙ্গ, শত উৎসঙ্গে এক বহুল, শতবহুলে এক নাগবল, শত নাগবলে এক তিটিলম্ভ, শত তিটিলম্ভে এক ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি।

"কথং পুনঃ কোটীশতোত্তরা গণনা গতিরনুপ্রবেষ্টব্যা। বোধিসত্ত্ব আহ। শতকোটীনামযুতং নামোচ্যতে। শতময়ুতানাং নিযুতং নামোচ্যতে, ইত্যাদি, শতং তিটিলম্ভানাং ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তির্নামোচ্যতে, শতং ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তীনাং হেতুহিলং নামোচ্যতে।" (ললিতবিস্তর ১৬৮ পৃ°)

ব্যবস্থাপক (ত্রি) ব্যবস্থাপয়তি বি-অব-স্থা-ণিচ্-ণ্বুল্। যিনি ব্যবস্থাপন করেন, যিনি ব্যবস্থা দেন, শাস্ত্রবিধি যিনি বলেন, বিধিদায়ক। ২ নিয়ামক। ৩ সংস্থাপক।

ব্যবস্থাপত্র (ক্লী) ব্যবস্থাবিষয়কং পত্রং। যাহাতে ব্যবস্থা লেখা থাকে। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা তালপত্রাদিতে লিখিয়া দিতে হয়।

ব্যবস্থাপদ্ধতি (স্ত্রী) ব্যবস্থায়াঃ পদ্ধতিঃ প্রণালী। নিয়মপ্রণালী।

ব্যবস্থাপন (ক্লী) বি-অব-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ ব্যবস্থাপ্রণয়ন। ২ নির্দ্ধারণ, নিরূপণ। ৩ নিশ্চিতকরণ।

ব্যবস্থাপনীয় (ত্রি) বি-অব-স্থা-ণিচ্ অনীয়র্। ব্যবস্থাপনযোগ্য, ব্যবস্থাপনের উপযুক্ত।

ব্যবস্থাপ্য (ত্রি) বি-অব-স্থাপি-যৎ। ব্যবস্থাপনার্হ, যাহা ব্যবস্থাপন করা যায়।

ব্যবস্থাপিত (ত্রি) বি-অব-স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ স্থিরীকৃত। ২ নির্দ্ধারিত। ৩ প্রকৃতিপ্রাপিত। ৪ নিয়মপূর্ব্বক স্থাপিত। ৫ নিয়মিত।

ব্যবস্থিত (ত্রি) বি-অব্-স্থা-ক্ত। বিধিপূর্ব্বক স্থিত, ব্যবস্থাপিত।
"অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥" (গীতা ১ অ°)

ব্যবস্থিতি (স্ত্রী) বি-অব-স্থা-ক্তিন্। ব্যবস্থান।

ব্যবহরণ (ক্লী) বি-অব-হৃ-ল্যুট্। অষ্টাদশ পদ ব্যবহার।

ব্যবহর্ত্তব্য (ক্লী) বি-অব-হৃ-তব্য। ব্যবহার প্রদর্শনের উপযুক্ত।
"নরেন ব্যবহর্ত্তব্যং পার্থিবেন যথাক্রমম্।"
(হরিবংশ ৫২৬৭)

ব্যবহর্ত্তৃ (পুং) বি-অব-হৃ-তৃচ্। ব্যবহারকর্ত্তা, যিনি ব্যবহার করেন, বিচার করেন, প্রাড়্বিবাক, জজ, হাকিম।

ব্যবহার (পুং) বি-অব-হৃ-ঘঞ্। ১ বিবাদ। (অমর) ২ বৃক্ষভেদ। ৩ ন্যায়। ৪ পণ। ৫ স্থিতি। (মেদিনী) ৬ কর্ম্ম, ক্রিয়া, কার্য্য। ৭ মোকদ্দমা।

"ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥" (হিতোপদেশ)

অষ্টাদশ পদ বিবাদ-বিষয়ের নাম ব্যবহার। ইহার লক্ষণ—

'ব্যবহারমাহ কাত্যায়নঃ—
"বি-নানার্থে হব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাৎ ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ॥"
নানাবিবাদবিষয়ঃ সংশয়ো হ্রিয়তে হনেন ইতি ব্যবহারঃ।
ভাষোত্তরক্রিয়ানির্ণয়কত্বং ব্যবহারত্বং।' (ব্যবহারতত্ত্ব)

বিশব্দ নানার্থবাচক, অব শব্দের অর্থ সন্দেহ এবং হারশব্দের অর্থ হরণ, নানা সন্দেহের হরণ হয় বলিয়া উহাকে ব্যবহার কহে। নানা বিবাদবিষয়ক সন্দেহ যাহার দ্বারা হরণ হয়, তাহাকে ব্যবহার কহে। বিবাদ বিষয় সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হউক না কেন, যাহা দ্বারা সেই সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়, তাহারই নাম ব্যবহার। ভাষোত্তরক্রিয়ানির্ণায়কত্ব-ই ব্যবহারত্ব অর্থাৎ কথনের পর তাহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করাই ব্যবহারের কার্য্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকেই ব্যবহার কহে।

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ॥
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥
অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিয়োক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ॥
রাগাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্॥
স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১-৫)

রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার (মোকদ্দমা) স্বয়ং অবলোকন করিবেন, অর্থাৎ নিজেই বিচার করিবেন। মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জ্জিত রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা যদি কোন কার্য্য বশতঃ নিজে ব্যবহার না দেখিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন সভাসদের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। কাত্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণং যত্র ন স্যাৎ তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু রাজা কখন শূদ্রকে নিযুক্ত করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ স্নেহ, লোভ, অথবা ভয়প্রযুক্ত, ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন। স্মৃতি ও আচারবিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার-দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে তাহাকে ব্যবহার কহে, অর্থাৎ একজন শাস্ত্র ও আচারবিরুদ্ধ নিয়ম অনুসারে একজনের প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছে, ঐরূপে উৎপীড়িত ব্যক্তি রাজার নিকট ঐ উৎপীড়নের বিষয় নিবেদন করিলে তাহাই ব্যবহার নামে অভিহিত হয়। ইহাই ব্যবহারের বিষয়। উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম ভাষা, পক্ষ শব্দে প্রতিজ্ঞা। বাদী বিবাদ নিবেদন করিবার সময় অর্থাৎ মোকদ্দমা রুজু করিবার কালে যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহাই লিখিতে হইবে এবং সেই লেখ্যে যথাযোগ্য বৎসর, মাস, তিথি ও বারাদি, বাদী প্রতিবাদীর নাম ও জাত্যাদি উল্লিখিত থাকিবে।

অপ্রসিদ্ধ, নিরাবাধ, নিরর্থ, নিষ্প্রয়োজন, অসাধ্য এবং বিরুদ্ধ এই সকল পক্ষ নহে, পক্ষাভাস, সুতরাং ব্যবহারের বিষয় নহে। অপ্রসিদ্ধ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ, ইহাদের অর্থ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। অপ্রসিদ্ধ—যথা, অমুক ব্যক্তি আমার আকাশকুসুম গ্রহণ করিয়াছে, কিছুতেই দিতেছে না, ইত্যাদি। নিরাবাধ—যথা, আমার ঘরের দীপালোকে ইহারা কার্য্য করে। নিরর্থ—যাহা বোধগম্য হয় না, 'কভমুবচুনরিচ' ইত্যাদি। নিষ্প্রয়োজন—এই ব্যক্তি আমাদের পল্লীতে অধ্যয়ন করে। অসাধ্য—শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল। বিরুদ্ধ—অমুক বোবা, কিন্তু আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে, ইত্যাদি এই সকল ব্যবহার বিষয় হইবে না। অর্থাৎ ইহার জন্য নালিশ করিলে ঐ নালিশ অগ্রাহ্য হইবে।

ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লিখিতে হইবে। তৎপরে বাদী আত্মপক্ষের প্রমাণ দিবেন। প্রমাণ ঠিক হইবে, জয় লাভ হইবে। প্রমাণ ভালরূপ না দিতে পারিলে পরাজয় হইবে।

ব্যবহার চতুষ্পাদ, অর্থাৎ চারিভাগে বিভক্ত। ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ ও সাধ্য-সিদ্ধপাদ; এই সকলও পারিভাষিক

শব্দ, ইহাদের অর্থও এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ভাষাপাদ অর্থী অর্থাৎ বাদী যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রতিবাদীর সমক্ষে ঠিক্ তাহাই লিখিতে হইবে, ইহাকে ভাষাপাদ কহে। ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, বাদীর সমক্ষে তাহা সমস্ত লেখাইতে হইবে। ইহাই উত্তরপাদ। ভাষাপাদ ও উত্তরপাদ এই দুইটীকে আরজী ও জবাব বলা যায়। বাদী তৎ-ক্ষণাৎ প্রমাণ লিখাইবে, ইহাই ক্রিয়াপাদ। প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ, অন্যথা পরাজয়, ইহাই সাধ্যসিদ্ধিপাদ। এই চতুষ্পাদ ব্যবহার।

যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয়, ততদিন প্রতিবাদী বাদীর নামে পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে, তাহা যেন পরস্পরে বিরুদ্ধ না হয়।

ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে বাক্-পারুষ্য (গালিগালাজ), দণ্ডপারুষ্য (মারামারি), সাহস (বিষ শস্ত্রাদি দ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ অপলাপ করিলে পর বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বাদীর কথিত ধন বাদীকে, এবং তত্তুল্য ধন রাজদণ্ড দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী নিজ উল্লিখিত ধনের দ্বিগুণ দণ্ড দিবে।

সাহস, চৌর্য্য, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, এবং দোগ্ধ্রী গো এই সকল ঘটিত অভিযোগ, পাতকাভিযোগ ও প্রাণনাশ ও ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, কুলস্ত্রীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বত্ব ঘটিত অভিযোগে যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কাল বিলম্ব না করিয়া উত্তর দেন, তাহা করিবেন। অন্য স্থলে বিলম্ব অবি-লম্ব সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে জানিতে হইবে।

বিচারক ও সভ্যগণ বাদী প্রতিবাদীদুষ্ট কি না, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। যাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সৃক্কণী লেহন করে, ললাটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বদ্ধ হইয়া আসে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতি স্নিগ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে, এইরূপ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অর্থাৎ অন্য কোন ভয়াদির কারণ না থাকিলেও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক আর সাক্ষ্য কার্য্যেই হউক, তাহাকে দুষ্ট বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবেন, তৎসমস্তই বাদীর সমক্ষে লিখিতে হইবে। অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন। পরে প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রভৃতি বিচারক সভ্যদিগের সহিত কর্ত্তব্য বিধারণ করিবেন।

মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তি এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ।

বল বা ভয়নিষ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রামবহির্দ্দেশকৃত, এবং শত্রুকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্ত্তিত হইবে।

তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌতস্মার্ত্ত নিত্য নৈমি-ত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দিতে হইবে। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, শ্রোত্রিয় বৃদ্ধ, তাপস বৃদ্ধ, এবং পরিব্রাজকাদি ইহারা শাস্ত্রনিয়মানুসারে সাক্ষী মধ্যে পরিগণিত নহে। সুরাদিসেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশপ্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থ সম্বন্ধী অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদি-বিষয়ের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সহায়, শত্রু, চৌর, সাহসী, দৃষ্ট দোষ, বন্ধু-পরিত্যক্ত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয় পক্ষসম্মত ধর্ম্মজ্ঞ একজনও সাক্ষী হইতে পারে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে।

দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। দুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের, ও দুই পক্ষে সমান গুণবান্ থাকিলে যাঁহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগের কথাই গ্রাহ্য। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে অন্যরূপ বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত।

কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্যপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব সাক্ষিগণ কূট সাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবে।

প্রথমে সাক্ষ্যদান স্বীকার করিয়া পরে যদি সেই ব্যক্তি

সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার ৮ গুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ হইলে তাহার নির্ব্বাসন-দণ্ড। যে বিবাদে সত্য কথা বলিলে ব্রহ্মচারীর প্রাণ দণ্ড হয়, সেস্থলে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারে। কিন্তু দ্বিজ সাক্ষীগণ প্রত্যেকে মিথ্যাকথন পাপক্ষয় জন্য সারস্বত চরু নির্ব্বপণ করিবেন। বিচারক এইরূপে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে—

"ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈঃ মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রাবিশেৎ সভাম্॥
তত্রাসীনঃ স্থিতো বাপি পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি কার্য্যিণাম্॥
প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥" (মনু ৮।১-৩)

রাজা ব্যবহারদর্শনে অভিলাষী হইয়া ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় গমন করিবেন। তথায় উপবিষ্ট বা উত্থিত থাকিয়া দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া অনুদ্ধত বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া বাদী ও প্রতিবাদীদিগের কার্য্য সকল অবলোকন করিবেন।

বিবাদের কারণ অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার দেশজাত ও কুলাচারানুগত হেতু শাস্ত্রীয় সাক্ষী ও লেখ্যাদি প্রমাণ দ্বারা রাজা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিচার করিবেন।

অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার যথা—১ ঋণাদান। ২ নিক্ষেপ। ৩ অস্বামিবিক্রয়। ৪ সম্ভূয়সমুত্থান। ৫ দত্তাপ্রাদানিক। ৬ বেতনাদান। ৭ সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম। ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়। ৯ স্বামিপালবিবাদ। ১০ সীমাবিবাদ। ১১ বাক্‌পারুষ্য। ১২ দণ্ডপারুষ্য। ১৩ স্তেয়। ১৪ সাহস। ১৫ স্ত্রীসংগ্রহণ। ১৬ বিভাগ। ১৭ দ্যূত। ১৮ আহ্বয় এই ১৮ প্রকার ব্যবহার। ইহার কোন একটী বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজা তাহার সাক্ষ্য প্রভৃতি লইয়া শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন।

১ ঋণাদান—কি প্রকার ঋণ দেয়, কোন প্রকারের ঋণ দেয় নহে, অথবা কত বৎসরে কোন ঋণ দেয়, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের দানাদান কি প্রকার ইত্যাদি বিষয়কে ঋণাদান কহে। টাকা কড়ি লেন দেন লইয়া যে স্থলে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাই ঋণাদান শব্দে অভিধেয়।

২ নিক্ষেপ—আপনার ধন অন্য পুরুষে অর্পণকে নিক্ষেপ কহে, টাকা কড়ি একজনের গচ্ছিত রাখিলে কালে যদি তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, উহাকে নিক্ষেপ কহে।

৩ অস্বামিবিক্রয়—যে ধনের যে স্বামী নহে, তৎকর্ত্তৃক সেই ধনের বিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয় কহে।

৪ সম্ভূয়সমুত্থান—পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকারী বৈশ্যাদির অনুষ্ঠানকে সম্ভূয়সমুত্থান বলে। যৌথ কারবার লইয়া যদি পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজা ইহার নিয়মানুসারে বিচার করিবেন।

৫ দত্তাপ্রাদানিক—দত্তবস্তু অপাত্রে ন্যস্ত হেতু অথবা ক্রোধাদিতে গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রাদানিক।

৬ বেতনাদান—ভৃত্যাদিগের বেতনাদি না দেওয়াকে বেতনাদান কহে।

৭ সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম—কৃতব্যবস্থার অতিক্রমকে সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম কহে।

৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় অনুতাপ করার নাম ক্রয়বিক্রয়ানুশয়।

৯ স্বামিপালবিবাদ—স্বামী ও পশুপালের বিবাদকে স্বামিপালবিবাদ কহে।

১০ সীমাবিবাদ—গ্রাম বা ক্ষেত্রাদির সীমাসংক্রান্ত বিবাদকে সীমাবিবাদ কহে।

১১ বাক্‌পারুষ্য—পরস্পর গালি গালাজ করার নাম বাক্‌পারুষ্য।

১২ দণ্ডপারুষ্য—পরস্পর মারামারি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতিকে দণ্ডপারুষ্য কহে।

১৩ স্তেয়—গোপনে পরধন হরণের নাম স্তেয়। চুরি, ঠকান প্রভৃতিকে স্তেয় কহে।

১৪ সাহস—বলাৎকারে পরধনহরণের নাম সাহস, ডাকাতিকেও সাহস বলা যায়।

১৫ স্ত্রীসংগ্রহণ—স্ত্রীলোকের পরপুরুষের সহিত সম্পর্ককে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচারকে স্ত্রীসংগ্রহণ কহে।

১৬ বিভাগ—পিতৃপিতামহাদির ধনের বিভাগ লইয়া বিবাদকে বিভাগ, দায় বিভাগ লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে বিভাগ কহে।

১৭—দ্যূত—পাশকাদি ক্রীড়াকে দ্যূত কহে।

১৮ আহ্বয়—পণ পূর্ব্বক পক্ষী, মেষ প্রভৃতি প্রাণীর যুদ্ধকে আহ্বয় কহে।

এই অষ্টাদশ বিষয় লইয়া প্রায়ই লোকে বিবাদ করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা লোক স্থিতির নিমিত্ত শাশ্বত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এই সকল কার্য্য নিরূপণ করিবেন।

রাজা নিজে যদি কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে এই সকল কার্য্য দর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিত ভাবে কার্য্য করিবেন।

যে সভায় ঋক্ যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ঐরূপ তিনজন সভ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপ্রতিনিধি অধিষ্ঠান করেন, তাহাকে ব্রহ্মসভা কহে। বিদ্বান্-পরিবৃত সভায় যাহাতে অন্যায় বিচার না হয়, সভ্যগণ তাহাই করিবেন। সভায় যাইবে না সেও ভাল, কিন্তু যেন বিচারস্থানে অন্যায় বিচার না হয়। উপস্থিত থাকিয়া মৌনাবলম্বন বা মিথ্যা কহিলে পাপভাগী হইতে হয়।

বিচারকের সম্মুখেই যথায় অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও মিথ্যা কর্ত্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। যে জন ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্মই তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মরক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্ম কোন ক্রমেই অতিক্রমণীয় নহে।

সমুদয় কামনা বর্ষণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে ধর্ম্ম বৃষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে জন সেই ধর্ম্মকে 'অলং' অর্থাৎ নিবারণ করে, তাহাকেই প্রকৃত বৃষল বলা যায়। নতুবা জাতিবাচক বৃষল বৃষল নহে। ধর্ম্মই জীবের একমাত্র সুহৃদ্, মৃত্যুর পরও ধর্ম্ম অনুগামী হইয়া থাকে। অপর যাহা কিছু থাকে, সকলই আমাদের দেহের সহিত তিরোহিত হয়।

অতএব বিচারক ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে অন্যায় বিচার না হয়, তাহা করিবেন, অন্যায় বিচার করিলে যে পাপ হয়, তাহার চারিভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যা সাক্ষী এক ভাগ পায়, এবং সমুদয় সভাসদ একভাগ এবং রাজা একভাগ পাইয়া থাকেন। এই জন্য অতি সাবধানতার সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে ন্যায় বিচার হয়, পাপী উপযুক্ত দণ্ড পায়, তথায় রাজা নিষ্পাপ থাকেন, সভ্যেরাও পাপমুক্ত হয়। পাপ কেবল পাপকর্ত্তাকেই বর্ত্তিয়া থাকে।

জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়, কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত ও জ্ঞানশূন্য এইরূপ ব্রাহ্মণকেও ব্যবহারদর্শনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু সর্ব্বগুণান্বিত ধার্ম্মিক ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কোনমতে ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারিবে না। শূদ্র যদি ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মবিচার করে, তাহা হইলে সেই রাজার রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

রাজা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করিয়া সম্যক্ আচ্ছাদিত দেহ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া লোকপালগণকে প্রণাম করিয়া বিচারাদি কার্য্য আরম্ভ করিবেন, রাজপ্রতিনিধিও এইরূপে বিচার করিবেন। অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে বাদী প্রতিবাদীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। প্রথমে বাহ্য চিহ্ন দ্বারা উহাদিগের মনোগত ভাব জানিতে চেষ্টা করা বিধেয়। লোকের স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার, চক্ষু এবং চেষ্টা এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্ত্তা, এবং নেত্রমুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়।

পিতৃ-মাতৃ-বিহীন অনাথ বালকের ধন রাজা নিজে তাবৎকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন, যাবৎ বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগত অথবা যে পর্য্যন্ত অতীতশৈশব না হয়। ১৬ বৎসর বয়স হইলে অতীত শৈশব হইয়া থাকে। বন্ধ্যা স্ত্রী, যাহার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহোপযোগী ধন দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পুত্ররহিত, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, এবং যাহার সপিণ্ডাদি কেহ অভিভাবক নাই, এবং সাধ্বী বিধবা ও রোগিণী, ইহাদিগের ধন ও অনাথ বালকের ধনের ন্যায় রাজা রক্ষা করিবেন। যদি তাহারা জীবিত থাকিতেই সপিণ্ডেরা উক্ত ধন গ্রহণ করে, তবে ধার্ম্মিক নরপতি চৌর দণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন।

অজ্ঞাতস্বামিক ধন পাইলে রাজা সর্ব্বত্র উহা প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসর মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন তিনি পাইবেন। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে রাজা ঐ ধন নিজকার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি ঐ ধন আমার বলিয়া দাবী করে, রাজা তাহার নিকট উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া তাহাকে ঐ ধন দিবেন। যদি মিথ্যা করিয়া কেহ দাবী করে এবং উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারে এবং নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ কথা বলে, রাজা তাহাকে ঐ দ্রব্যের উপযোগী দণ্ড করিবেন।

প্রনষ্টদ্রব্য রক্ষাহেতু রাজা ধনস্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের ষড়্ভাগ, দশমভাগ ও দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। নষ্ট দ্রব্য যদি কেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা রাজার নিকট দিতে হইবে। রাজা উহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন। সেই দ্রব্য যদি কেহ চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে মত্তহস্তী দ্বারা বিনাশ করিবেন।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোপনিহিত কোন ধন প্রাপ্ত হইলে তাহা সমগ্রই নিজে গ্রহণ করিবেন। রাজাকে কোন অংশ দিতে হইবে না। কারণ ব্রাহ্মণই সকলের অধিপতি। রাজা যদি পূর্ব্বোপনিহিত কোন নিধি ভূমিমধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিবেন ও আপনি অর্দ্ধেক লইবেন।

যে কোন বর্ণের হউক না কেন, ধন চুরি গেলে পর রাজা

চোরের নিকট হইতে ধন আদায় করিয়া যাহার ধন চুরি গিয়াছে তাহাকে দিবেন। যদি তাহা না দিয়া আপনি লন, তাহা হইলে চোরের তুল্য পাপ হইবে।

বর্ণধর্ম্ম, যে দেশের যে ধর্ম্ম, গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আছে, অথচ যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, জানপদ ধর্ম্ম, শ্রেণীধর্ম্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই কুল-ধর্ম্ম, এই সকল ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রাজা স্বকীয় ধর্ম্মনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন এবং বিচারকালে এই সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ধনলোভে লোকমধ্যে বিবাদ জন্মান কিম্বা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা রাজার বা রাজপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। রাজা ব্যবহার বিধিতে আস্থাবান্ হইয়া দেশ, পাত্র, কাল প্রভৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া সত্য ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন। সাধুগণ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা যে রূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশ কুল ও জাতিধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেই মতই ব্যবস্থা করিবেন।

উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে টাকার প্রার্থনা করিয়া যদি আবেদন করে, তাহা হইলে রাজা সাক্ষী ও লেখ্যাদি দ্বারা প্রদত্ত ধন প্রমাণ করিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন। উত্তমর্ণ যে যে উপায় দ্বারা অধমর্ণ হইতে আপন প্রাপ্য পাইতে পারেন, রাজা সেই সেই উপায়ের অনুমোদন করিয়া উত্তমর্ণকে তাহার প্রাপ্য দেওয়াইবেন।

আমি তোমার ধারি না, বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহ্নব করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষী ও লেখ্যাদি দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের দণ্ড করিবেন।

যে বাদী এইরূপ সাক্ষী ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করে যে, সাক্ষী ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, কিম্বা তাহাকে সাক্ষী মানিয়া পশ্চাৎ অস্বীকার করে, অথবা যে বাদী বুঝিতে পারে না যে, তাহার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইয়াছে। কিম্বা যে বাদী তাহার মূল বিষয় একবার বর্ণনা করিয়া, পরে তাহা হইতে পৃথক্ বলে, অথবা যে তৎকর্ত্তৃক সম্যক্ স্বীকৃত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে আর স্বীকার করে না, যে বাদী অসম্ভাব্য প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছে, অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না এবং আবেদিত বিষয় প্রমাণ করিতে পারে না ও সাধ্যসাধন কিছুই জানে না। এইরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয়। যে বাদী আমার সাক্ষী আছে বলে এবং বিচারকালে সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে পারে না, তাহার আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

উক্ত গুণযুক্ত ব্যক্তিগণই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। কৃতদার, পুত্রবান্ এবং একদেশনিবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয় লোক ইহারা অর্থীকর্ত্তৃক মানিত হইলে সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। অনাপদ্‌কালে অর্থাৎ মারামারি প্রভৃতি ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য মানা যাইতে পারে না। সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য সমুদায়ের জ্ঞান আছে এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, সাহায্যকারী, ভৃত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহাপাতকাদিদোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে।

রাজাকে সাক্ষী মানিতে নাই। সূপকার, কারুজীবী, নটাদি, বহুবেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। দাস, লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধকর্ম্মচারী, বৃদ্ধ, শিশু, একতন চাণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ ও খঞ্জাদি, বিকলেন্দ্রিয়, আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ ও তস্কর এই সকল ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মানিবে না। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে, অরণ্যাদি নির্জ্জনস্থলে, চৌরাদিকৃত উপ-দ্রবে, অথবা আততায়িকৃত প্রাণিহত্যাস্থলে, উক্ত ব্যাপার জানে, এমন যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে। তথাপি বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও বিকৃতমনা পুরুষকে সাক্ষী করিবে না। সকল প্রকার সাহসকার্য্যে, চৌর্য্যে, স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যে গৃহস্থ, পুত্রবান্ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা নাই।

সাক্ষিদ্বৈধ স্থলে বিচারক বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন। সাক্ষী সমান হইলে গুণবাক্যদ্বারা সত্য নিরূপণ করিবেন। চক্ষুঃগ্রাহ্য বিষয়ে সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয়। চক্ষুঃগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রবণযোগ্যব্যাপার শ্রবণে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয়। এবং ঐ সকল ঘটনায় যে সকল সাক্ষী সত্য কথা বলে, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখিয়াছে ও যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অন্যথা ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় বলে, তাহা হইলে পরকালে সে অধোমুখ হইয়া নরকগামী ও স্বর্গহীন হয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থিকর্ত্তৃক মানিত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে এইরূপস্থলে বিচারক যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তথা হইলে তাহারা যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বলিবে। লোভহীন একজনও সাক্ষী ভাল, কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষিযোগ্য নহে। কারণ স্ত্রীবুদ্ধি অস্থির। সাক্ষীরা স্বাভাবিক

যাহা বলিবে, বিচারক তাহাই গ্রাহ্য করিবেন। ভয়াদি কোন কারণবশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, ধর্ম্মনির্ণয়বিষয়ে তাহা গ্রাহ্য নহে।

বিচারস্থলে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয়বচনে কহিবেন, তোমরা বাদীপ্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যেহেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্যস্থলে সত্যবাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ করে এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাকথা কহিলে বরুণপাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনাপ্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব সত্যসাক্ষ্য দিবে। সত্যকথনে সাক্ষী পাপ হইতে মুক্ত হয়, সত্যদ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বিচারক শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্নকালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে সাক্ষীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে 'বল', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল', বৈশ্যকে 'গো, বীজ ও সুবর্ণদ্বারা শপথ করিয়া বল' ও শূদ্রকে 'সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া বল' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন।

ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রীহন্তা, বালকহন্তা, মিত্রদ্রোহীর ও কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে সেই সকল লোক হইয়া থাকে। সাক্ষীকে এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্যদানের দোষ সকল বলিয়া বলিবে, তুমি কখন মিথ্যা বলিও না, যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্যজীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। স্থান-বিশেষে আছে যে, যাহাতে একপ্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার বলিলে তাহার স্বর্গহানি হয় না। এইরূপ বাক্যের নাম দেববাক্য। যেস্থলে সত্যকথা বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রাণরক্ষা হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা চলিতে পারে এবং এইরূপ স্থলে মিথ্যাকথন সত্য হইতে প্রশস্ত হয়। যিনি এইরূপ মিথ্যাকথা কহেন, তাহার পাপশান্তির জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ, অথবা যজুর্ব্বেদীয় কুষ্মাণ্ড মন্ত্রদ্বারা বহ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিবে।

পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারক উভয়পক্ষের শপথগ্রহণ করিয়া সত্যনির্ণয় করিবেন। সপ্তর্ষি ও দেবগণ আত্মশুদ্ধ্যর্থ শপথ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ ঋষিও আত্মশুদ্ধির জন্য পৈযবনের পুত্র সুদাসরাজার নিকট শপথ করেন। জ্ঞানিলোক স্বল্পবিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করিবেন না। তাহা হইলে ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক হয়।

ব্রাহ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়, ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আয়ুধদ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। জ্বলন্ত অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে, এবং স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তাহা হইলে শপথ-বিষয়ে তাহাকে শুচি বলিয়া জানিতে হইবে।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া কেবল নির্ব্বাসনমাত্র দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ড দিবার দশটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—উপস্থ, উদর, জিহ্বা, দুই হস্ত ও দুই পাদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ধন এবং মহাপরাধস্থলে সমুদয় দেহ এই দশটী দণ্ডস্থান। এই দৈহিকদণ্ড ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উপর জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই দণ্ড বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোন দণ্ড না দিয়া অক্ষত শরীরে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবে।

বিচারক বিচারকালে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, অপরাধী এইরূপ অপরাধ কতবার করিয়াছে এবং অপরাধ সম্বন্ধে দেশকাল, অপরাধীর বলাবল, অপরাধের স্বরূপ, এই সকল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া তবে তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। অন্যায়রূপে দণ্ডবিধান করিলে জীবিতাবস্থায় যশঃ এবং পরলোকে স্বর্গহানিকর হইয়া থাকে। অতএব অন্যায় দণ্ড পরিত্যাগ করিবেন।

যে দণ্ডনীয় নয়, তাহাকে দণ্ডবিধান করিলে এবং যে দণ্ড-যোগ্য তাহাকে দণ্ড না দিলে রাজার মহৎ অযশ হয় এবং তিনি নরকে গমন করেন। বিচারক প্রথমে নম্রবাক্যে শাসন করিবে, তৎপরে ধিক্কার বা ভর্ৎসনা দণ্ড, তৃতীয় ধনদণ্ড এবং সর্ব্বশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডবিধান করিবে। অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডেও দুরাত্মা যদি প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে বাক্দণ্ডাদি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ দণ্ডই তাহার উপর প্রয়োগ করিবে।

মদ্যাদিতে মত্ত, উন্মাদগ্রস্ত, ব্যাধিপীড়িত, দাসাদি, অধীন, নাবালক, অশীতিপরবৃদ্ধ, এবং অনিযুক্ত ব্যক্তি ইহাদিগের কৃত ঋণদানাদি ব্যবহারসিদ্ধ নহে।

যে স্থলে ছলে বন্ধক, বিক্রয় দান বা প্রতিগ্রহ করে, অথবা ছলে নিক্ষেপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করে, সেই সকল স্থলে বিচারক বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন। যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ কুটুম্বার্থ ঋণ করিয়া মরে, তাহা হইলে অবিভক্ত বা বিভক্ত

পরিবার মধ্যে সকলকেই উক্ত ঋণ দিতে হইবে। কুটুম্ব ভরণ পোষণের জন্য যদি দাসও ঋণ করে, তাহা হইলে ধনস্বামী দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, তাহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে।

বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, যাহা কিছু ভুক্ত হয়, যাহা কিছু লেখিত হয়, এবং যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা সকলই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ছল, বল ও কৌশলেও যাহা করা যায় তাহাও অসিদ্ধ হইবে।

কাম ক্রোধ সংযম করিয়া যে রাজা ধর্ম্মতঃ ব্যবহার নিষ্পত্তি করেন, তাহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। নদী সকল যেরূপ সমুদ্রের অনুগামী হয়, তদ্রূপ প্রজা সকল রাজার অনুগামী হইয়া থাকে। অতএব রাজা ধর্ম্মানুসারে চলিলে প্রজাগণও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। বাক্‌পারুষ্যকারী, তস্কর, ও দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষা সাহসিককে অত্যন্ত পাপকারী বলিয়া জানিতে হইবে। যে রাজা সাহসিককে দণ্ড বিধান না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত ও লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন। রাজা এইরূপে ব্যবহার সকল নিরূপণ করিবেন। (মনু ৮ অ°)

ঋণদান প্রভৃতি যে অষ্টাদশপদ ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন ব্যবহারতত্ত্বে ব্যবহারের বিষয় মন্বাদির নিয়মানুসারে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিচারক ও তাহার দোষগুণাদির উল্লেখ করিয়া বাদী যাহা অভিযোগ করিবেন, অর্থাৎ যে বিষয়ের নালিশ হইবে, তাহার বিষয়কে ভাষানামে অভিহিত করিয়াছেন। বাদী তাহার অভিযোগ লিখিয়া রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত করিলে বিচারক এই অভিযোগ শুনিয়া যাহার নামে অভিযোগ হইয়াছে, তাহাকে এই অভিযোগের বিষয় বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে উত্তর লইয়া স্বয়ং বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহা লিখিয়া লইবেন। তৎপরে সাক্ষীদ্বারা উক্ত বাক্যের সত্যাসত্য নিরূপণ করিবেন। যদি সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে দিব্য, বিষ ও অগ্নি প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত বিষয় প্রমাণিত করিবেন। এইরূপে প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া ফলনিরূপণ করিতে হয়। যদি প্রতিবাদী দণ্ডনীয় হয়, তাহাহইলে তাহাকে দণ্ডাদি বিধান, এবং দণ্ডনীয় না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। অভিযোগ যদি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যাভিযোক্তাও দণ্ডনীয় হইবে।

প্রতিবাদী বাদীর নালিশের যে জবাব দেন, তাহাকে উত্তরপাদ, সাক্ষী সাবুদ লইয়া বিচারকার্য্যকে ক্রিয়াপাদ, এবং বিচারফল নির্ণয়পাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। (ব্যবহারতত্ত্ব) ব্যবহার নিশ্চয়কালে মন্বাদিশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ যাহাতে অদণ্ড্য দণ্ড না পায়, এবং দণ্ড্য ব্যক্তি দণ্ডভোগ করে, তাহা করা আবশ্যক। এইরূপ করিলে ইহলোকে যশঃ এবং পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। ইহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জের উন্নতি ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যবহারক (ত্রি) ১ ব্যবহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ২ প্রাপ্তবয়স্ক।

ব্যবহারজীবিন্ (ত্রি) ব্যবহারং জীবতি জীব-ণিনি। যিনি ব্যবহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, চলিত উকীল।

ব্যবহারজ্ঞ (পুং) ব্যবহারং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ প্রাপ্তব্যবহার, যিনি ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, চলিত সাবালক। ১৬ বৎসরের পর সাবালক হইয়া থাকে।

"বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডোঽপি নিগদ্যতে।
পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে॥"(ব্যবহারতত্ত্বধৃত নারদ)

(ত্রি) ২ ব্যবহার জ্ঞাতা, যিনি ব্যবহার জানেন।

ব্যবহারত্ব (ক্লী) ব্যবহারস্য ভাবঃ ত্ব। ব্যবহারের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহারদর্শন (ক্লী) ব্যবহারস্য দর্শনং। ব্যবহারের দর্শন, ন্যায়দর্শন, ন্যায়ান্যায় দেখা, বিচারকরণ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারনির্ণয় (পুং) ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ। ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহার-পদ (ক্লী) ব্যবহারস্য পদম্। বাদী কর্তৃক রাজার নিকট নিবেদন, বাদী রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নিকট যে নালিশ উপস্থিত করে, তাহাকে ব্যবহারপদ কহে। চলিত ভাষায় ইহাকে 'নালিশ' বলা যাইতে পারে।

"স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেনাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞি-ব্যবহারপদং হি তৎ॥"
"স্মৃতিসদাচারবহির্ভূতেন বর্ত্মনা পরৈর্ধর্ষিতঃ শরীরতো বা পীড়িতশ্চেদ্ রাজনি নিবেদয়েৎ তদ্ব্যবহারদর্শনস্থানম্॥"
(ব্যবহারতত্ত্ব)

স্মৃতি ও আচারবিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ যদি কেহ স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম এবং সদাচারপদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া কাহার পীড়া জন্মান, উক্তরূপে পীড়িতব্যক্তি তাহার এই উৎপীড়নের বিষয় রাজার নিকট আবেদন করিলে, তাহাকে ব্যবহারপদ কহে।

[ব্যবহার শব্দ দেখ]

ব্যবহারপাদ (পুং) ব্যবহারস্য পাদঃ। ব্যবহারের অংশ, ব্যবহারে চারিটী পাদ। "ব্যবহারপাদ নির্ণয় যথা :—

পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিপাদশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথা চান্যশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্মৃতঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর, ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়, ব্যবহার এই চারিভাগে বিভক্ত।

ব্যবহার-মাতৃকা (স্ত্রী) ব্যবহারস্য মাতৃকেব। ব্যবহারোপযোগিক্রিয়া, মিতাক্ষরায় ৩০ প্রকার ব্যবহারমাতৃকা অভিহিত হইয়াছে। যথা—১ ব্যবহার দর্শন। ২ ব্যবহার লক্ষণ। ৩ সভাসদ। ৪ প্রাড়্বিবাকাদি। ৫ ব্যবহারবিষয়। ৬ রাজার কার্য্যানুৎপাদকত্ব। ৭ কার্য্যার্থীর প্রতি-প্রশ্ন। ৮ আহ্বানসমূহের আহ্বান। ৯ আসেধ। ১০ প্রত্যর্থী আসিলে লেখ্যাদি কর্ত্তব্যতা। ১১ পক্ষবিধহীন। ১২ কীদৃশ লেখ্য। ১৩ পক্ষাভাস। ১৪ অনাদেয়। ১৫ আদেয়। ১৬ নিযুক্ত জয়পরাজয়ে বাদীর জয় ও পরাজয়। ১৭ শোধিত লেখ্য নিবেশন। ১৮ উত্তরাবধিশোধন। ১৯ শোধিত পত্রারূঢ়বিষয়ে উত্তর-কর্ত্তব্য। ২০ উত্তর-লক্ষণ। ২১ সত্যোত্তরলক্ষণ। ২২ মিথ্যোত্তরলক্ষণ। ২৩ প্রত্যবস্কন্দনোত্তর। ২৪ প্রাঙ্ন্যায়োত্তর। ২৫ উত্তরাভাস। ২৬ সঙ্করানুত্তর। ২৭ প্রত্যর্থীর ক্রিয়ানির্দ্দেশ। ২৮ উত্তরপত্র অভিনিবেশিত হইলে সাধননির্দ্দেশ। ২৯ তাহার সিদ্ধি বিষয়ে সিদ্ধি। ৩০ চতুষ্পাদ ব্যবহার। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারবিষয়ে অর্থাৎ বিচারকার্য্যে এই ৩০ প্রকার ব্যবহার-মাতৃকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিতে হয়।

ব্যবহারমার্গ (পুং) ব্যবহারস্য মার্গঃ। ব্যবহারবিষয়, ব্যবহারপদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারয়িতব্য (ক্লী) ব্যবহারের উপযুক্ত। (মনু ৮।৪৭ টীকা)

ব্যবহারবৎ (ত্রি) ব্যবহারোঽস্ত্যস্য-মতুপ্ মস্য ব। ব্যবহার-বিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহারবিধি (পুং) ব্যবহারস্য বিধিঃ। ব্যবহারের বিধান, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারের বিধান যাহাতে আছে, যে শাস্ত্রানুসারে ব্যবহারনিষ্পত্তি করা হয়।

ব্যবহারবিষয় (পুং) ব্যবহারস্য বিষয়ঃ। ব্যবহারপদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। [ব্যবহার শব্দ দেখ]

ব্যবহারশাস্ত্র (ক্লী) বিবাদাদি নিষ্পত্তি বিষয়ক আর্য্যজাতির বিধি গ্রন্থ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি ও গৃহ্যসূত্রাদি এবং দায়ভাগ, মিতাক্ষরা ও নীতিগ্রন্থ বিষয় হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রাড়্বিবাকগণ ঐ বিধির সাহায্যে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বার্থ মীমাংসা করিয়া থাকেন। Hindu law—বর্ত্তমান সময়ে "হিন্দু-ল" নামে আইন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা উপরি কথিত আর্য্য-নীতির অংশ বিশেষ।

ব্যবহারসিদ্ধি (স্ত্রী) ব্যবহারস্য সিদ্ধিঃ। ব্যবহার নির্ণয়।

ব্যবহারস্থান (ক্লী) ব্যবহারস্য স্থানং। ব্যবহারপদ, ব্যবহার বিষয়। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারাসন (ক্লী) বিচারাসন। (রঘু ৮।১৮)

ব্যবহারিক (ত্রি) ব্যবহারমর্হতীতি ব্যবহার-ঠক্। ব্যবহারযোগ্য, ব্যবহারের উপযুক্ত। "ইয়ং বুদ্ধিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি, অয়ং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব উচ্যতে" (বেদান্তসার)

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়, এই বিজ্ঞানময় কোষ ব্যবহারিক জীব নামে কথিত এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিন এই ব্যবহারিক ইহলোক ও পরলোকগামী হইয়া থাকে।

ব্যবহারিকা (স্ত্রী) ব্যবহারেণ চরতীতি ঠক্। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ লোকযাত্রা। ২ সম্মার্জ্জনী। ৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (মেদিনী)

ব্যবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহারোঽস্যাস্তীতি ইনি। ব্যবহার বিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহার্য্য (ত্রি) বি-অব-হৃ-ণ্যৎ। ব্যবহরণীয়, ব্যবহর্ত্তব্য ব্যবহারযোগ্য, যাহাকে লইয়া ব্যবহার করা যায়। পাপী অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।

"প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতোব্যবহার্য্যস্তু বচনাদেব জায়তে॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২২৬)

ব্যবহিত (ত্রি) বি-অব-ধা-ক্ত। ব্যবধানবিশিষ্ট; ব্যবধানযুক্ত।

"কর্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়েৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং মতম্॥"
(মুগ্ধবোধটীকা রামতর্কবাগীশ)

ব্যবহৃত (ত্রি) বি-অব-হৃ-ক্ত। ১ আচরিত, অনুষ্ঠিত ২ উপভুক্ত, ৩ বিচারিত।

ব্যবহৃতি (স্ত্রী) ১ বাণিজ্যের লাভ। ২ কুশলতা। ৩ বাণিজ্য ব্যাপার।

ব্যবায় (ক্লী) বি-অব-অয়-অচ্। ১ তেজঃ। (মেদিনী) (পুং) বিশেষেণ অবায়ণং অধঃ সংশ্লেষণম্, বি-অব-ই-ঘঞ্ ২ মৈথুন, সুরতক্রীড়া। (অমর)

"ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণং তথা।
জরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ॥" (বৈদ্যক)

৩ অন্তর্দ্ধান। (মেদিনী) ৪ শুদ্ধি। (ধরণি) ৫ পরিণাম

"পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো।
গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ" (ভাগবত ৮।৬।১১)

৬ বিঘ্ন, অন্তরায়। (হেম)

ব্যবায়িন্ (পুং স্ত্রী) ব্যবৈতুং শীলমস্য ণিনি। ১ ব্যবায়যুক্ত

কামুক। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া মৈথুনাচরণ করিতে নাই। যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃগণ রেতোগর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

"শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত্বা বা ভোজয়িত্বা নিযুজ্য চ।
ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৄন্॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

২ ব্যবধানকর্ত্তা। 'ব্যবায়িনোঽন্তরং।' (পা ৬।১।১৩৬)
'ব্যবায়ী ব্যবধাতা' (কাশিকা)

ব্যবেত (ক্লী) পৃথক্ কৃত। (ঋক্প্রাতি° ১১।৯)

ব্যশন (ত্রি) ভোজ্যযুক্ত।

ব্যশ্নিয় (পুং) বৈদিক মন্ত্রোক্ত বিষয় বিশেষ।
(তৈত্তিরীয় সং ১।৭।৯।১)

ব্যশ্রুবিন্ (পুং) অগ্নাবীশভেদ। (শুক্লযজুঃ ২২।৩২)

ব্যশ্ব (ত্রি) ১ অশ্বশূন্য। ২ ঋষিভেদ; ইনি ঋগ্বেদের ৪।২২ সূক্তের মন্ত্র দ্রষ্টা। ইনি আঙ্গিরস গোত্রজ। ইহার বংশধরেরা বৈয়শ্ব নামে পরিচিত। [বৈয়শ্ব দেখ।]
৩ রাজভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

ব্যষ্টক (পুং) মৃষ্টক।

ব্যষ্টকা (স্ত্রী) কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।৭।১)

ব্যষ্টি (স্ত্রী) বি-অশ-ক্তিন্। পৃথক্, ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি, ব্যষ্টি।

ব্যসন (ক্লী) বি-অস-ল্যুট্। ১ বিপদ্। ২ দুঃখ। ৩ পতন। ভ্রংশ। ৪ বিনাশ। ৫ পাপ, অমঙ্গল, অশুভ। ৬ নিষ্ফলোদ্যম, বৃথা চেষ্টা। ৭ বিষয়াসক্তি। ৮ দুর্ভাগ্য, অদৃষ্ট,দুরদৃষ্ট। ৯ অযোগ্যতা অক্ষমতা। ১০ কাম ও ক্রোধজনিত দোষ। ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার, তন্মধ্যে কামজ ১০ প্রকার ও ক্রোধজ ৮ প্রকার।

"দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥
কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যবসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥
মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহং ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্ দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥"
(মনু ৭।৪৫-৪৮)

কামজনিত ব্যসন ১০ প্রকার, এবং ক্রোধজনিত ব্যসন ৮ প্রকার। এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন অতি ভয়ানক, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক এই সকল ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। রাজা কামজব্যসনে আসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হন, এবং ক্রোধজ ব্যসনে আসক্ত হইলে এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, পরদোষকথন, রমণীসম্ভোগ, মদজনিত মত্ততা, তৌর্য্যত্রিক, অর্থাৎ নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি এবং বৃথা ভ্রমণ এই দশটী কামজ ব্যসন, অর্থাৎ এই দশটী দোষ কাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিশুনতা, দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরস্বাপহরণ, আক্রোশ অর্থাৎ যথার্থ অস্ত্রাদি প্রদর্শন, এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ সংহার এই ৮ প্রকার ব্যসন ক্রোধজ। পণ্ডিতগণ একমাত্র লোভকেই কামজ ও ক্রোধজ এই উভয়বিধ ব্যসনের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য অতি যত্নের সহিত উহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দশবিধ কামজ ব্যসনের মধ্যে সুরাপান, পাশক্রীড়া, রমণী-সম্ভোগ ও মৃগয়া এই চারিটী বিশেষ দোষাবহ এবং পরিণামে অতিশয় অনিষ্টজনক। ক্রোধজ ৮ প্রকার ব্যসনের মধ্যে নিষ্ঠুর-কথন, প্রাপ্য ধনপ্রবঞ্চনা, এবং নির্ঘাতপ্রহার এই তিনটী বিশেষ অনিষ্টকারক। সাতটী ব্যসনে প্রায় সকল রাজগণই ব্যাসক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বটী গুরুতর বলিয়া জানিতে হইবে। ক্রোধজ কিংবা কামজ ব্যসন মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক। এই কারণ এই সকল ব্যসনাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দেহান্তে নিরয়গামী হইয়া থাকে। (মনু ৭ অ°)

ব্যসনমাত্রই বিশেষ অনিষ্টজনক, সুতরাং সকলেরই ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্যসনাসক্ত হইলে কোন কার্য্যেই সফল-কাম হওয়া যায় না। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, এক একটী ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবশবর্ত্তী হয়, এবং যাহারা সকল প্রকার ব্যসনে রত, তাহারা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মহদৈশ্বর্য্য হইতে পতিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।*

ব্যসনবৎ (ত্রি) ব্যসনমস্যাস্তীতি ব্যসন-মতুপ্ মস্য ব। ব্যসন-বিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত।

ব্যসনার্ত্ত (ত্রি) ব্যসনেনার্ত্তঃ। দৈবী মানুষী পীড়ার্ত্ত, দৈন্যাদি উপরক্ত। (অমর)

---

* "একৈকবিষয়াসক্তাঃ সর্ব্বে মৃত্যুবশংগতাঃ।
যঃ পুনঃ সংহতান্ সেবেৎ বিষমান্ বিষয়ী নরঃ।
স পতেন্মহতৈশ্বর্য্যাচ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥
স্ত্রিয়ঃ পানং দিবাস্বপ্নং তথা বাদিত্রনর্ত্তনম্।
দ্যূতাটনমৃগাখেয়কামজানি তথা পরে॥
দণ্ডৈশ্চ বাচা ঈর্ষ্যাসূয়াক্রোধপৈশুন্যসাহসম্।
অর্থদূষণক্রোধোঽর্থে অষ্টকোপং বিনাশকৃৎ।
দেবা বিদ্যাধরা যক্ষাঃ কিন্নরোরগমানুষাঃ।
পশবঃ পক্ষিণঃ সর্ব্বে বিষয়ে নিধনং গতাঃ॥" (দেবীপুরাণ ৮ অ°)

ব্যসনিতা (স্ত্রী) ব্যসনিনো ভাবঃ ব্যসনিন্ তল্-টাপ্, নস্য লোপঃ। ব্যসনীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যসনাসক্তের ভাব বা কার্য্য, ব্যসন, ব্যসনিত্ব।

ব্যসনিন্ (ত্রি) ব্যসনমস্যাস্তীতি ব্যসন-ইনি। ব্যসনবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত, পর্য্যায়—পঞ্চভদ্র, বিপ্লুত। (হেম)

"চিরস্য মিত্রব্যসনী সুদমো দমঘোষজঃ॥" (মাঘ ২স°)

ব্যসি (পুং) ১ অসিশূন্য। ২ অসিশূন্য কোষ।

ব্যসু (ত্রি) বিগতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যস্য। বিগত প্রাণ, মৃত, যাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

"বভূব প্রাপ্তরাজ্যঃ স দশভির্দিবসৈর্ব্যসুঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ৫।২৪১)

ব্যসুত্ব (ক্লী) ব্যসোর্ভাবঃ ব্যসুত্ব। বিগত প্রাণের ভাব, প্রাণহানি।

"মৃগেতু মুষকান্তয়ঃ ব্যসুত্বমেব শাঙ্করে।" (বৃহৎসংহিতা ৭১।৭)

ব্যস্ত (ত্রি) বি-অস-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ ব্যাপ্ত। (মেদিনী) ৩ প্রত্যেক, পৃথক্ পৃথক্।

"প্রতিপদাত্যমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।
এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ উৎক্ষিপ্ত। ৫ বিপর্য্যস্ত।

ব্যস্তকেশ (ত্রি) ১ কর্কশগাত্র। ২ খসখসে। (অথর্ব্ব ৮।১।১১)

ব্যস্তপদ (ক্লী) ব্যস্তং পদং যস্মিন্ ঋণাদানের অভিযোগে, অর্থাৎ ঋণপরিশোধ না করিলে পদান্তর দ্বারা উত্তর। (মিতাক্ষরা)

ব্যস্তার (ক্লী) হস্তিমদ প্রয়োগ। (ত্রিকা°)

ব্যস্থক (ত্রি) অস্থি হীন।

ব্যহন্, ব্যহ্ন (ত্রি) গত দিন।

ব্যাকরণ (ক্লী) ব্যাক্রিয়ন্তে অর্থা-যেনেতি বি-আ-কৃ-ল্যুট্। বেদাঙ্গ বিশেষ। (শব্দরত্না°) ইহা সাধ্য, সাধন, কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপণ রূপ। ইহার ব্যুৎপত্তি—

'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে সাধু শব্দা অস্মিন্ অনেনেতি বা' যাহাতে বা যাহা দ্বারা সাধুশব্দ সকল ব্যুৎপাদিত হয়, তাহার নাম ব্যাকরণ ইহা শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, ইহা দ্বারা কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপিত হয়।

২ বিস্তার।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্মনোব্যাকরণাত্মিকম্।"

(ভারত ১২।২৫১।১১)

বেদসংহিতার সুগ্রথিত ও সুমার্জ্জিত ভাষা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে একটা ধারণা জন্মে যে বহু প্রাচীন সময়ে সেই বৈদিকযুগে অবশ্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন ভাষা সুগঠিত ও সুমার্জ্জিত না হইলে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাষার বিকাশ—তৎপরে ব্যাকরণের প্রকাশ ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ভাষার নিয়ম প্রদর্শনই ব্যাকরণের কার্য্য। এই নিমিত্তই ব্যাকরণের অপর নাম শব্দানুশাসনশাস্ত্র। শব্দের পার নাই—শব্দসমূহ অসীম ও অনন্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, জনশ্রুতিতে জানা যায় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বর্ষকাল প্রতিপদোক্ত শব্দ-পারায়ণ বলিয়াছিলেন, তথাপি শব্দসমূহের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। (১)

সুতরাং ব্যাকরণ ভাষার শাসনের উদ্দেশ্যে বা ভাষা পঠনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়। কেবল সাধুশব্দ-সমূহের ব্যুৎপাদনই ব্যাকরণের বিষয়। মহাভাষ্যকারও স্পষ্টতঃ তাহা বলিয়াছেন।

ব্যাকরণ বেদাঙ্গশাস্ত্র-সমূহের প্রধান অঙ্গ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, "প্রধানং চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্"। বেদসংহিতার সৃষ্টির সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেও যে ব্যাকরণ ছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। ঋক্ যজু প্রভৃতি মন্ত্রগুলি যখন বিকীর্ণ অবস্থায় পঠিত হইত, ভিন্ন ভিন্ন শাখাপ্রবর্ত্তকগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন নামপাঠ,পদপাঠ ও সংহিতাপাঠে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহারও বহুপূর্ব্বে বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিদের সুনিয়মাবদ্ধ সুগ্রথিত মন্ত্রগুলিতে সকল বিষয়েরই উন্নত অবস্থার ইতিহাসের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে উচ্চতম দার্শনিকতত্ত্ব, উচ্চতম সমাজতত্ত্ব, ও বিজ্ঞানতত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তৎকালে ভাষাবিজ্ঞান যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল, মন্ত্রাদি পাঠেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় বৈদিকযুগে ব্যাকরণ ছিল না ইহা মনে করাও অসঙ্গত। আমরা যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতায়) স্পষ্টতঃই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্যথা :—

"বাগ্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ: তে দেবা অব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎ বরং বৃণে মহ্যং চৈব বায়বেচ সহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ্যতঃ। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত তদেতৎ ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্। (২)

ভাবার্থ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ প্রার্থনা

---

(১) "এবং শ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।"

(২) ইহার ভাষ্য এইরূপ,—অগ্র পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপিণী অব্যাকৃতা মেঘাগুনিতবদখণ্ডাকারা অবিদিত-পদবাক্য-প্রভেদেতি। যাবৎ তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিদ্য এতাবদিদং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতে চ প্রত্যয়া ইত্যেবাষক্রমণং অখণ্ডা বাচোবিভেদনং কৃতবান্ ইত্যাদি।

করেন যে বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ ও প্রত্যেক পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য।

ইহা মনে হইতে পারে যে ইন্দ্রই বুঝি বেদের সময়ের আদি বৈয়াকরণ। কিন্তু মহাভাষ্যকারের কথায় জানা যায় ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ফলতঃ বৈদিকযুগের বৈয়াকরণ মহোদয়গণের নাম ও ইতিহাস আবিষ্কার করার উপায় অতি দুর্লভ। পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রথম চৌদ্দটী সূত্র মাহেশ্বর সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, মাহেশ ব্যাকরণ নামে অতি বিস্তৃত একখানি ব্যাকরণ ছিল, তাহার তুলনায় পাণিনীয় ব্যাকরণ সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদনিখাত জলবিন্দুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই উক্তির কোন মূলভিত্তি নাই। প্রতিবাদিগণ বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণের উক্ত প্রত্যাহার সূত্র কয়েকটী ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন মাহেশ ব্যাকরণ নাই।

[পাণিনি শব্দে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যাহাই হউক, পাণিনির পূর্ব্বেও যে বহুল বৈয়াকরণ ছিলেন, আমরা পাণিনির সূত্রেও তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান বৈয়াকরণ পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাই। তদ্‌যথা :—অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, চরক, চক্রবর্ম্মা, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডুক, মধুক, যস্ক, বড়বা বড়তন্তু, বশিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকথ্য, শিপালি, গৌলক, ও স্ফোটায়ন।

গোল্ডষ্টুকার আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চক্রবর্ম্মা, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শৌনক এবং স্ফোটায়ন এই কয়েক জনকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাতিশাখ্য

গোল্ডষ্টুকার প্রাতিশাখ্য সমূহকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু রুডলফরোট ও বেবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রাতিশাখ্য সমূহ পাণিনির কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং এই সকল গ্রন্থ প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ইহাদের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন এই প্রাতিশাখ্য গ্রন্থসমূহ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। শৌনক রচিত ঋগ্‌বেদীয় শাকল শাখার ঋক্ প্রাতিশাখ্য, যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয় শাখার কাত্যায়ন রচিত বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য এবং সামবেদের মাধ্যন্দিন শাখার পুষ্পমুনি রচিত সাম প্রাতিশাখ্য এবং শৌনকীয় আথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। [এই সকল প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের বিবরণ, "প্রাতিশাখ্য" শব্দে এবং "বেদ" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাতিশাখ্যে পদচ্ছেদ সন্ধিচ্ছেদ, উচ্চারণের প্রকার (নতি-প্লুতি) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে সন্ধি ও সমাস প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রাতিশাখ্যেও ব্যাকরণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার উচ্চারণ প্রণালী বিনির্দ্দিষ্ট থাকায় উহাতে ষড়ঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষার আলোচ্য বিষয়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিষয়টীও ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রাতিশাখ্যে ছন্দের সম্বন্ধেও আলোচনা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ষড়ঙ্গের বিষয় গুলি প্রাতিশাখ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রুডলফরোট সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল প্রাতিশাখ্যগুলি এত প্রাচীন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাদের অনেকগুলি প্রাতিশাখ্যই যে পাণিনির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। প্রাতিশাখ্যে সন্ধি বিচ্ছেদ ও পদবিচ্ছেদাদি দেখিয়া মনে হয় প্রাতিশাখ্য একবারে ব্যাকরণের আলোচনা পরিবর্জ্জিত নহে। এতদ্দ্বারা উহাও জানা যায় যে, ব্যাকরণের আলোচনা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন করা আদৌ সম্ভবপর হইত না। শাখা প্রবর্ত্তকগণ স্বীয় স্বীয় শাখার অন্তর্গত বেদ পঠন-পাঠনের নিমিত্ত প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল শাখা পাণিনির বহু পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং পাণিনির বহু পূর্ব্বে বৈয়াকরণগণ বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের উন্নতি বিধানে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রফেসর মুলার ও বেবার প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। গোল্ডষ্টুকার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।

আমরা ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ব্যাকরণের আলোচনাজাত বহুল শব্দ-প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "অথাতৈব স্বো ভক্ষো ন্যগ্রোধস্যাবরোধাশ্চ ফলানি চৌদুম্বরাণ্যাশ্বত্থানি প্লাক্ষাণ্যভিষুণুয়াত্তানি ভক্ষয়েৎস সোঽস্য স্বো ভক্ষো যতো বা অধি দেবা যজ্ঞেনেষ্ট্বা স্বর্গং

ব্রাহ্মণগ্রন্থে ব্যাকরণ

* * * * *

এতর্হ্যচক্ষতে কুরুক্ষেত্রে তে হ প্রথমজা ন্যগ্রোধানাং তেভ্যো হাল্যেঽধিজাতাস্তে যন্নাকোহরোহংস্তস্মান্ন্যঙ্‌রোহতি ন্যগ্রোধো ন্যগ্রোহো বৈ নাম তন্ন্যগ্রোহং সন্তং ন্যগ্রোধ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। (ঐতরেয়ব্রাহ্ম° ৭।৩০)

উদ্ধৃত অংশে ন্যগ্রোধ শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধিত হইয়াছে। অপরন্তু এস্থলে একটী "পরোক্ষ" শব্দ আছে। এই পরোক্ষ শব্দটী শব্দশাস্ত্রের গূঢ় ভাবের অভিব্যঞ্জক।

নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেনঃ—

ত্রিবিধা হি শব্দ-ব্যবস্থা—প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ; পরোক্ষবৃত্তয়ঃ অতি-

পরোক্ষবৃত্তয়শ্চ। তত্রোক্তক্রিয়া—প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ, অন্তর্লীনক্রিয়া-পরোক্ষবৃত্তয় অতি পরোক্ষবৃত্তিষু শব্দেষু নির্ব্বাচনাভ্যপায়স্তস্মাৎ পরোক্ষবৃত্তিতামাপন্ন প্রত্যক্ষ বৃত্তিনা শব্দেন নির্ব্বাক্তব্যঃ।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সময়ে যে ব্যাকরণের গভীরতত্ত্ব-নিবহের আলোচনা হইয়াছিল, এইরূপ এক একটী শাব্দিকশাস্ত্র ব্যবহৃত গভীরার্থ মূলক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারি। ফলতঃ পাণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের বিপুল উন্নতি সাধিত না হইলে কখনই সহসা পাণিনীয় ব্যাকরণের ন্যায় একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ রচিত হইত না।

ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্র মাত্রেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীনেরা বলেন—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে॥

সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়নের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। বৈদিক সময়ে ব্যাকরণের যথেষ্ট প্রয়োজন অনুভূত হইত। আমরা মহাভাষ্য পাঠে এই সকল প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জানিতে পাই। ভাষ্যকার বলেন—

""রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"

অর্থাৎ রক্ষার্থ, উহার্থ, আগমার্থ, লঘ্বর্থ, এবং অসন্দেহার্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। ভগবান্ পতঞ্জলি উক্ত বাক্যের প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই সকল ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপঃ—

১। বেদরক্ষার্থ ব্যাকরণ অধ্যেয়। যোগাগমবর্ণ বিকারজ্ঞ ব্যক্তিই সম্যক্‌রূপে বেদ পরিপালনে সমর্থ।

২। উহ অর্থে অনুসন্ধান পূর্ব্বক বেদার্থতাৎপর্য্য পরিগ্রহণ। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সকল স্থলে সর্ব্বলিঙ্গ ও সর্ব্ববিভক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না। যাজ্ঞিকগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন। ব্যাকরণ না জানিলে এইরূপ স্থলের অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৩। আগম—ব্যাকরণ ষড়ঙ্গের প্রধান অঙ্গ। প্রধান বিষয়ে যত্ন করিলে সে যত্ন অবশ্যই ফলবান্ হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের পক্ষে ষড়ঙ্গ অবশ্য অধ্যেয় ও জ্ঞেয়। সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৪। লঘু উপায়ে শব্দ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যেয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দশাস্ত্র অবশ্য জ্ঞেয়। কিন্তু ব্যাকরণ ব্যতীত অপার শব্দ সমুদ্রের অভিজ্ঞতা লাভ একবারেই অসম্ভব। ব্যাকরণ লঘু উপায়ে শব্দজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে, সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৫। অসন্দেহার্থ ব্যাকরণ অধ্যেয়। ব্যাকরণ না পড়িলে বেদার্থজ্ঞানে সন্দেহের নিরাস হয় না। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন—

"স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্‌বাহীমালভেত"

এই স্থলে "স্থূলপৃষতী" শব্দ কি প্রকার স্বরে পাঠ করিতে হইবে, ব্যাকরণ জানা না থাকিলে তাহাতে স্বভাবতঃ সন্দেহ জন্মে। "স্থূলপৃষতী" পদটী সমাস-নিবদ্ধ। তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি উভয় প্রকারেই এই পদটী সমাস-বদ্ধ হইতে পারে, তদ্‌যথা—

(ক)—স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ=স্থূল পৃষতী (তৎপুরুষ)

(খ)—স্থূলানি বা পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতী।

বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপদ প্রকৃত স্বরে উচ্চারিত হইবে। তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইবে। বৈয়াকরণ ভিন্ন অপরের পক্ষে স্বর বিচারে বেদপাঠ অসম্ভব।

৬। দুষ্ট শব্দ পরিহার করার নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়। দুষ্ট শব্দ ব্যবহারে ম্লেচ্ছত্ব জন্মে। ম্লেচ্ছ না হওয়ার নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৭। যজ্ঞাদির মন্ত্রে দুষ্ট শব্দ ব্যবহারে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাদৃশ বিপদ না ঘটিতে পারে এই নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়। স্বরবর্ণ ব্যতিক্রমে শব্দ দুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্‌যথা :—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।"

স্বরবৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্য নিবন্ধন শব্দ দুষ্ট হইয়া অথবা মিথ্যা প্রযুক্ত হইয়া যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় উহা আর সে অর্থ প্রকাশ করে না। সেই দুষ্টশব্দ-রচিত বাক্য বজ্রের ন্যায় হিংসক হইয়া যজমানকে বিনষ্ট করে। স্বরবৈষম্য "ইন্দ্র শত্রু" শব্দ বৃত্রের হত্যার কারণ হইয়াছিল। অর্থাৎ কোনও সময়ে ইন্দ্রের বিনাশের নিমিত্ত বৃত্রাসুর অভিচার আরম্ভ করেন। এই অভিচারে "ইন্দ্র-শত্রুবধস্ব" এই মন্ত্র উক্তিত হইয়াছিল। এস্থলে "ইন্দ্রস্য শময়িতা শাতয়িতা বা ভব" ইহাই ক্রিয়াশব্দ। এখানে শত্রু শব্দ আশ্রিত উহা রূঢ়ি শব্দ নহে। এই আশ্রয় হেতু বহুব্রীহি ও তৎপুরুষের অর্থভেদ। "ইন্দ্রশত্রুর্বধস্ব" এই বাক্য ইন্দ্র-শাতনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়া উচিত। কিন্তু অজ্ঞ ঋত্বিক্ আদ্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্র আমন্ত্রিত (সম্বোধনে বিহিত) হইয়া বৃত্রের শাতয়িতা হওয়ার প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃত্রের অনুষ্ঠিত অভিচার বিপরীত ফল প্রদান করিয়া বৃত্রেরই নাশের হেতু

হয়। অতএব দুষ্ট শব্দ ব্যবহার পরিহারের জন্য ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৮। আরও কথা এই যে ব্যাকরণজ্ঞান ভিন্ন মন্ত্র পাঠে ক্রিয়া নিষ্ফল হয়, যথা :—

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥"

সুতরাং বৈদিককার্য্য প্রতিশুদ্ধির নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৯। ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফলে অভ্যুদয় হইয়া থাকে, যথা—

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ ॥"

এইরূপ প্রমাণ আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"একঃ শব্দঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।"

১০। বিভক্তিজ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয় না, যথা :—

"প্রযাজাঃ সাবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ"

সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে বিভক্তি জ্ঞানের নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১১। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।"

পদজ্ঞান, স্বরজ্ঞান ও অক্ষরজ্ঞান ব্যাকরণ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১২। শ্রুতিতে শব্দ বৃষরূপে কল্পিত হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহোদেবো মর্ত্যা আবিবেশ।

অর্থাৎ এই শব্দরূপ বৃষের চারিটী শৃঙ্গ—পদজাত নামাখ্যাত-উপসর্গ ও নিপাত। ইহার তিনটী পাদ—লড়াদি বিষয়ীভূত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল। ইহার দুইটী শীর্ষ—ব্যঙ্গ ও ব্যঞ্জক ইহাদের মধ্যে একটী নিত্য, অপরটী কার্য্য। ইহারা উভয়ই শব্দাত্মক। ইহার সাত হাত—সাত বিভক্তি। উরু কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে ইহা বদ্ধ। ইনি বর্ষণ করেন বলিয়া বৃষভ। ইনি শব্দ করেন। শব্দই এই বৃষের কার্য্য। মহাদেবরূপ শব্দ, মরণধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্য-সমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রুতিতে এইরূপে শব্দ শাস্ত্র সমাদৃত হইয়াছে সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১৩। এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে, তদ্‌যথা :—

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ
গুহা ত্রীণি নিহিতা-নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।

১৪। বাগ্‌বিদ্ ব্যক্তিকে বাক্য সুবাসা জায়ার ন্যায় বিশেষরূপে আত্মবরণ করে এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইবে। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই,—

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত
ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্য উষতী সুবাসাঃ ॥

১৫। কুলা দ্বারা যেমন শক্তুর তুষাদি অপনোদিত হয় সেই প্রকার ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার অপশব্দ তিরোহিত হইয়া ভাষা সুমার্জ্জিত ও লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই :—

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত অত্রা-সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি।

অপ শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, ব্যাকরণ পাঠ করিলে, ঐ দোষ ঘটে না সুতরাং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হও হইতে হয় না। শ্রৌত প্রমাণ এই যে—

"আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।"

১৬। পুত্র জাত হইলে দশম দিবসে পুত্রের নাম রাখিতে হইত। সেই নাম তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত না হয়। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নামই শোভনীয়। শ্রুতিতে এই রূপ নির্দেশ আছে যথাঃ—

"দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্ত-রন্তঃস্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরি প্রতিষ্ঠিতং তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতমিতি।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে বর্ণ বিচার এবং কৃৎ ও তদ্ধিত বিচার ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং নামকরণাদিতেও ব্যাকরণের প্রয়োজন হইত।

১৭। শ্রুতিতে লিখিত আছে বরুণ দেব ব্যাকরণ জ্ঞান হেতু সত্যদেব হইয়াছিলেন, ইহাও ব্যাকরণ পাঠের একটা উদ্দেশ্য। শ্রুতি প্রমাণ যথাঃ—

"সুদেবোঽসি বরুণ যস্যতে সপ্ত সিন্ধবঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব।"

অর্থাৎ হে বরুণ তুমি সুদেব, তুমি সত্যদেব, তোমার সাত সিন্ধু সাত বিভক্তি, তালুতে প্রকাশিত হইয়াছে; অগ্নি যেমন ছিদ্র স্থানে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে তদ্রূপ তোমার সাত বিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে। এই কারণে তুমি সত্যদেব।

"আমি সত্যদেব হইব" এই কারণেও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত।

এই সকল শ্রৌত প্রমাণে জানা যায় যে কেবল ব্যাকরণ জ্ঞানের নিমিত্তই ব্যাকরণ পঠিত হইত না। বৈদিক আর্য্যগণের কর্ম্মকাণ্ডে এবং বহুল ব্যাবহারিক কার্য্যেই ব্যাকরণ জ্ঞানের প্রয়োজন হইত। এমন কি বেদান্তজ্ঞানলাভের নিমিত্তও তাঁহারা ব্যাকরণের আশ্রয় লইতেন।

প্রাচীন সময়ে উপনয়নের পরেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা বর্ণের স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে পরে তাঁহাদিগকে বৈদিক শব্দের উপদেশ প্রদান করা হইত। বহুদিন হইল সে নিয়ম আর পরিলক্ষিত হয় না। মহাভাষ্যকার ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটী আপত্তি তুলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, অধুনা লোক সত্বরে বেদ পাঠ করিয়া বক্তা হয়। বেদে বৈদিক ও লৌকিক শব্দসমূহ চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বেদ পাঠ করিলেই শব্দ শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মিতে পারে, আবার ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন কি? এই অসৎ আপত্তির খণ্ডনার্থ তিনি কর্ম্ম ধর্ম্ম বেদজ্ঞান, বেদাঙ্গ জ্ঞান ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্তও যে ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়, তাহার প্রমাণজনক পূর্ব্বালোচিত শ্রৌত প্রমাণ সমূহের দ্বারা ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে বেদাধ্যয়নের সহায় বলিয়া ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত। কিন্তু লৌকিক শব্দ সাধনের নিমিত্ত নির্ম্মিত আধুনিক ব্যাকরণ শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য কি না এ সম্বন্ধে কলাপব্যাকরণের বৃত্তিকার ব্যাকরণ-কেশরী দুর্গসিংহ এক সুমীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"বৈদিকা লৌকিকৈশ্চ যে যথোক্তাস্তথৈব তে।
নির্ণীতার্থাস্তু বিজ্ঞেয়া লোকাত্তেষামসংগ্রহঃ॥"

ইহার পঞ্জীতে শ্রীমৎ ত্রিলোচন দাস লিখিয়াছেনঃ—

লৌকিকৈঃ পূর্ব্বৈঃ যে বৈদিকাঃ শব্দা যথা যেন প্রকারেণ প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগেন উক্তা বেদে প্রতিপাদিতাঃ তে শব্দাঃ তথৈব তেন প্রকারেণৈব নির্ণীতার্থাঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগোহনদ্বারেণ নিশ্চতার্থা বিজ্ঞেয়া মন্তব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি বেদে হি লৌকিকা এব শব্দা বহবঃ প্রযুজ্যন্তে তেন তেষাং ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণ ইতরেষামপি বৈদিকানাং লৌকিকজ্ঞত্বাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগোহনসামর্থ্যোঃ শক্যতে ব্যুৎপত্তিঃ কর্ত্তুমিতি। তর্হি লৌকিকা অপি সর্ব্বে শব্দা লোকত এব বিজ্ঞাস্যন্তে কিমনেনেত্যাহ লোকাদিতি। তু কিন্তু লোকাদবধেস্তেষাং লৌকিকানাং শব্দানাম্ অসংগ্রহঃ সম্যক্ গ্রহণং ন ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাৎ লৌকিকানাং শব্দানাং ব্যাকরণমেব সম্প্রদায়স্তদভাবে বহুপ্রক্রিয়া-বিষয়াঃ শব্দাঃ কথমবধারয়িতুং শক্যন্ত ইতি, বৈদিকানাং পুনঃ শব্দানাং যুগমন্বন্তরাদিষ্বপি অনবচ্ছিন্নক্রমেণ সম্প্রদায়ত্বাৎ লৌকিকজ্ঞৈরবধারয়িতুং পার্য্যন্ত ইতি॥

ইহার ভাবার্থ এই যে লৌকিক শব্দজ্ঞ পণ্ডিতগণ লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি অনুসারে বৃদ্ধ পরম্পরা ক্রমে বৈদিক শব্দ সমূহের যেরূপ প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ পূর্ব্বক ব্যুৎপত্তি সাধন করিয়া আসিতেছেন তদ্রূপেই সেই গুলি ব্যুৎপাদিত হইবে। কিন্তু বৈদিক শব্দের ন্যায় লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি কেবল লৌকিক ব্যবহার অনুসারে অসম্ভব। কেননা লৌকিক শব্দ সমূহের সাধন প্রণালী অতি বহুল। সুতরাং লৌকিক শব্দ সমূহের সাধনের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। বেদে প্রচুর পরিমাণে লৌকিক শব্দ আছে, পরন্তু বেদে লৌকিক শব্দই অধিক। অতএব কেবল লৌকিক শব্দ সমূহের সাধনের নিমিত্ত ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়। এই রূপ ব্যাকরণ দ্বারা বেদের লৌকিক শব্দের সাধন হয় এই নিমিত্ত এই শ্রেণীর ব্যাকরণও বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার্য্য।

যাজ্ঞিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা, শব্দ ধাতু ও প্রত্যয়াদির বিচার করা প্রাচীন সময়ে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রবর্ত্তকগণ বেদমন্ত্রার্থ বিচারকালে শব্দাদি বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। এই বিচারের ফলেই শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যাদির উৎপত্তি হয়। এখন বেদের অতি অল্প সংখ্যক প্রাতিশাখ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র সৃষ্টির সমকালে শব্দ-শাস্ত্রের যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, প্রণিধানসহ মন্ত্রাদি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। পরবর্ত্তী সময়ে নিরুক্ত এই শব্দ শাস্ত্রের অতীত সাক্ষ্য বহন করিয়া জনসমজে প্রচারিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চতুর্দ্দশ অধ্যায় পাঠ করিলে বৈদিক ব্যাকরণের ইতিহাসের কিঞ্চিৎ লেশাভাস জানিতে পারা যায়। ইতঃপূর্ব্বে শ্রৌতপ্রমাণের দ্বারা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ যে কেবল বেদের প্রয়োজনীয়তাসূচক তাহা নহে, ঐ সকল প্রমাণ পাঠে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে তান্ত্রিকযুগের কোন এক সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে সংসাধিত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদের সময়ে যে ব্যাকরণের উন্নতি, এমন কি এই সময়েই যে "ব্যাকরণ" নামের উৎপত্তি হইয়াছিল ইতঃপূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ হইতে তাহারও প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রই ব্যাকরণ শাস্ত্রের

ব্যাকরণের উৎপত্তি

আদি প্রবর্ত্তক। সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—

ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তম্ ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ
প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্।

উত্তর বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; অবদান শতক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, শারিপুত্র বাল্য কালে ইন্দ্র-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বুস্তন (Buston) বলেন সর্ব্বজ্ঞ (শিব) প্রথম ব্যাকরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাকরণ জম্বুদ্বীপে কখনও প্রেরিত হয় নাই। অতঃপর ইন্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেন এবং বৃহস্পতি উহা অধ্যয়ন করেন। এই ব্যাকরণ জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হয়। বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে, পাণিনির ব্যাকরণ প্রচলনের পরেই ইন্দ্রের ব্যাকরণ বিলুপ্ত হয়। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ 'ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন উহাতে লিখিত আছে সপ্তবর্ম্মা (সর্ব্ববর্ম্মা) ষড়াননের নিকট ইন্দ্র ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া কার্ত্তিকেয় বলেন,—

"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ॥

এই টুকু বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। সপ্তবর্ম্মা বা সর্ব্ববর্ম্মার ব্যাকরণ-জ্ঞান এই সূত্র টুকু শুনিয়াই সঞ্জাত হইল। এই সূত্রটী কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। কেহ কেহ বলেন কলাপব্যাকরণ ইন্দ্র-ব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ বলেন সপ্তবর্ম্মা কালিদাস ও নাগার্জ্জুনের সমকালীয়। যক্ষবর্ম্মা শাকটায়ন ব্যাকরণের টীকায় আদি বৈয়াকরণ ইন্দ্রের নাম ও ইন্দ্র-ব্যাকরণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যও ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোপদেবের ধাতুপাঠ কবিকল্পদ্রুমেও আদি বৈয়াকরণ ইন্দ্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ যথা :—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশালি-শাকটায়ন-
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

সিফ্নার (Schiefner) বলেন, তিব্বতীয় ভাষায় এখনও চন্দ্রব্যাকরণ, সুরক্ষিত আছে। কেহ কেহ বলেন কলাপ-ব্যাকরণ চন্দ্র-ব্যাকরণের অনুগত ইন্দ্র-ব্যাকরণের অনুগত নহে। ইন্দ্র-ব্যাকরণের নাম কেবল গ্রন্থালোচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন যুগ হইতেই ব্যাকরণের নাম শুনিতে পাই। যদিও পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রবর্ত্তনে অপরাপর প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাকরণ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে ব্যাকরণের বহু প্রচলন ছিল উপনিষদাদিতেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্ যথাঃ—

উপনিষদে ব্যাকরণ

শিক্ষাং ব্যাখ্যাং স্যামঃ। বর্ণাঃ স্বরাঃ। মাত্রাবলম্। সাম সন্তানঃ। ৭।১।২) (১১)। [তৈত্তিরীয় আরণ্যক]

ইহাতে বর্ণ স্বর ও মাত্রা। ব্যাকরণোক্ত তিনটী পরিভাষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পর্শ স্বর ও উষ্ম বর্ণের উল্লেখ আছে। (২।২২।৩।৫)। শতপথ ব্রাহ্মণের "নেহদ একবচনেন বহুবচনম্ ব্যবয়ামেঽতি" এই বাক্যে ব্যাকরণ প্রোক্ত একবচন বহুবচনের কথা জানা যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে ভূ, অস্ প্রভৃতি ধাতুর রূপের আলোচনা হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মদ্ ধাতু (১।১০; ২।৩; ৫।২, ২৯) সুধা-সুহিত (৩।৪২, ১৭ জনুংষি জাতবৎ (৪।৬, ২৯, ৩২; ৫।৫) প্রভৃতি ধাতুর উল্লেখ আছে, এতদ্ব্যতীত অক্ষর, অক্ষর পংক্তি, চতুরক্ষর; বর্ণ ও পদ প্রভৃতির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে :—

ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ, কিং প্রাতিপদিকম্ কিম্ নামাখ্যাতম্, কিং লিঙ্গং কিং বচনম্, কা বিভক্তিঃ; কঃ প্রত্যয়ঃ; কঃ স্বরঃ; উপসর্গো নিপাতঃ; কিং বৈ ব্যাকরণম্, কো বিকারঃ; কো বিকারী; কতি মাত্রাঃ; কতি বর্ণাঃ; কত্যক্ষরাঃ; কতি পদাঃ কঃ সংযোগঃ; কিং স্থানানুপ্রদানকরণম্; শিক্ষকাঃ কিমুচ্চারয়ন্তি, কিং ছন্দঃ কো বর্ণ ইতি পূর্ব্বপ্রশ্নাঃ।

(গোপথব্রাহ্মণ ১।২৪)

এতদ্ব্যতীত সামবেদের তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ গ্রন্থে ব্যাকরণের পরিভাষার উল্লেখ আছে।

শিক্ষা

শিক্ষা বেদাঙ্গের অন্তর্গত। ইহাতে উচ্চারণের নিয়মাদি আলোচিত হইয়াছে। সংপ্রতি যে কয়েকখানি শিক্ষাগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ যোগ্য—কেশবীশিক্ষা, গোতমীশিক্ষা, নারদশিক্ষা, মণ্ডূকীশিক্ষা, লোমশঙ্গশিক্ষা। শিক্ষা গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অধিকতর আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রযুগের সময় হইতে এইরূপে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে পাণিনির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুবৃহৎ ব্যাকরণের কোনও নিদর্শন এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পাণিনির সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের আর কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

পাণিনি

পাণিনি মুনির ব্যাকরণ পাণিনি বা অষ্টাধ্যায়ী বা "অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্" নামে প্রসিদ্ধ। পাণিনি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ "পাণিনি" শব্দে দ্রষ্টব্য। এই ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটী অধ্যায় চতুষ্পাদে বিভক্ত সূত্র সংখ্যা ৩৯৯৬টী। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কাহার কাহারও গণনায় সূত্র সংখ্যা ৩৮৬৩টী। জার্ম্মাণ পণ্ডিত বোট্‌লিঙ্ক্ (Bohtlingk) বলেন অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।১৬৬, ১৬৭ ; ৪।৩।১৩২ ; ৫।১।৩৬ ; ৬।১।৬২ ; ৬।১।১০০ ; ৬।১।১৩৭ এই যে সাতটী সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহারা প্রকৃতপক্ষে পাণিনীয় সূত্র নহে কাত্যায়নের বার্ত্তিক। গোল্ডষ্টুকার বলেন এই সাতটী সূত্রের মধ্যে ৪।৩।১৩২ ; ৫।১।৩৬ ; ৬।১।৬২ এই সূত্র তিনটী বার্ত্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, ও তদ্ধিত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে এমন অনেকগুলি শব্দ আছে, যাহা পাণিনির নিজের উদ্ভাবিত, অপর কতকগুলি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদের ব্যবহৃত শব্দগুলিরও অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাহার উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী অনুস্বার, অন্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু প্রত্যয়, প্রদান, ভবিষ্যৎ কাল, বর্ত্তমানকাল—এই কয়েকটী শব্দ তদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় নাই। অনুনাসিক আত্মনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সবর্ণ, হ্রস্ব, এই ত্রয়োদশটী শব্দের নূতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে এইগুলি "প্রাক্" বৈয়াকরণদিগের ব্যবহৃত শব্দ বলিয়া বহুবার উক্ত হইয়াছে। পাণিনি ২।৩।১৩ সূত্রের "চতুর্থী" শব্দের ব্যাখ্যায় "চতুর্থী সংজ্ঞা প্রাচাম্" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পাণিনি পূর্ব্ব বৈয়াকরণদের নিকট হইতে এই সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাতিশাখ্যে কেবল ঙ, ণ, ং অনুনাসিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাণিনি উচ্চারণ স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিয়াছেন:—

"মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" ১।১।৮

কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে ১।৩৫ সূত্রে, অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্যে ১।৯২ সূত্রে "উপধার" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাত্যায়ন বলেন "অন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" (২।১।১১) কিন্তু পাণিনির সূত্র এই যে "অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" (১।১।৬৫) পার্থক্য অল্প হইলেও উহাতে যথেষ্ট বিশিষ্টতা আছে। পাণিনি "অলঃ" এই শব্দটী যোজনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। মহাভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "কিমিদম্ অল্‌গ্রহণম্ অন্ত্যবিশেষণম্" এবং ভবিতুমর্হতি। উপধা সংজ্ঞায়ামন্ত্যনির্দ্দেশশ্চেৎ সংঘাতপ্রতিষেধঃ।" অর্থাৎ সংঘাত প্রতিষেধের নিমিত্তই "অল্" শব্দ গ্রহণ করা হইল। এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও পাণিনির সূক্ষ্মদর্শিতা বিচক্ষণতা ও শাব্দিক পাণ্ডিত্যের বহুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনিকে অনেকেই প্রাচীন ব্যাকরণের সংস্কারক বলিয়া মনে করেন ; তাঁহারা বলেন,—

(১) পাণিনিদ্বারা সর্ব্বপ্রথমে শিবসূত্রের আবিষ্কার ও প্রত্যাহারদ্বারা উহার প্রয়োগ সাধিত হয়।

(২) পাণিনির উদ্ভাবিত অনুবন্ধ সমূহ পাণিনির নিজস্ব। ৩৪।৫৮

(৩) কৃৎ, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, ঘ (তর, তম) ; ঘি (ই এবং উ); ঘু (দা ধা ইত্যাদি), টি এবং ড প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন।

(৪) গণসমূহের উদ্ভাবন।

পাণিনির সময়ে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়

পাণিনির সময়ে দুইশ্রেণীর বৈয়াকরণ ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ইঁহারা বলেন এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্ব্বাঞ্চলবাসী এবং অপর শ্রেণী উত্তরাঞ্চলবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাণিনির ব্যাকরণে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেকগুলি স্থানের নাম আছে। ঐ সকল স্থানের নাম ঋগ্‌বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে পূর্ব্বভারতেও যে এক সম্প্রদায় বৈয়াকরণ ছিলেন অনুসন্ধানে তাহাও জানা গিয়াছে।

পাণিনির কাল নির্ণয়

পাণিনির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুল কল্পনা, জল্পনা ও গবেষণা করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর কোলব্রুক পাণিনি সম্বন্ধে পণ্ডিত জনোচিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বটে কিন্তু এই বিবাদজনক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বোট্‌লিঙ্কের নামই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ যোগ্য। বোট্‌লিঙ্ক কথা সরিৎসাগরের কাহিনীর আলোচনা করিয়াছেন (পাণিনি শব্দে দ্রষ্টব্য)। ইনি বলেন খৃষ্ট জন্মের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক লাসেন এবং বোটেরও এই অভিপ্রায়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রুনাড্ (Ranaud) নামক একজন গ্রন্থকার ভারত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ (Memoir of India after Arab, Persian and Chinese Writers) প্রণয়ন করেন। ইঁহার গ্রন্থে চিনের পরিব্রাজক অন্-ইয়ুং চুয়াং এর (৬২৯-৬৪৫) গ্রন্থ হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। এ চিন পরিব্রাজকের মতে এদেশে দুইজন পাণিনি প্রসিদ্ধি লা

করেন। প্রথম পাণিনি অতি প্রাচীন, তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায় না, দ্বিতীয় পাণিনি বুদ্ধের ৫০০ শত বৎসর পরে প্রায় কণিষ্কের সময়ে জীবিত ছিলেন। এই সকল যুক্তি ধরিয়া এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে "যবনানী" শব্দ দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর বেবারের ধারণা হয় যে আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরেও পাণিনি জীবিত ছিলেন। বেবার বলেন খৃষ্টীয় ১৪০ অব্দে অর্থাৎ কণিষ্কের একশত বৎসর পরে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "যবনানী" শব্দের অর্থ যবনলিপি। কিন্তু বেবার মনে করেন উহা গ্রিকলিপি। গ্রিকলিপি মনে করার কোনও যুক্তি দেখা যায় না। হিন্দুরা প্রাচীন কালের পারসিক দিগকেও যবন বলিয়া অভিহিত করিতেন। আমাদের ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা প্রভৃতিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পণ্ডিত বেবারের এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন।

১৮৫৭ সালে ষ্টানিস্‌লেয়স জুলিয়েন (Stanislaus Julien হয়েন্ চোয়াঙ্গের গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি বলেন কণিষ্কের কালে পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বত্র খ্যাতি ও বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাণিনির কাল নির্ণয়ে ম্যাক্সমুলার প্রথমতঃ কথাসরিৎসাগরের আখ্যায়িকা অনুসরণে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ নন্দরাজের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অতঃপর 'ষড়্‌দর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, খৃষ্ট জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। গোল্ড-ষ্টুকারের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন। গোল্ডষ্টুকারের মতটীও অসমীচীন বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৮৪ সালে অধ্যাপক পিশেল (Prof. Pischell) পাণিনির কাল সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায় যে তিনি পাণিনিকে খৃষ্ট পূর্ব্বের ৬শত শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলিয়া মনে করিয়াছেন। বৈয়াকরণ পাণিনির ন্যায় অপর একজন কবি পাণিনির নামও শুনা যায়। পিটার্সন ও উফ্রেকট্ বলেন কবি ও বৈয়াকরণ পাণিনি একই ব্যক্তি।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিলভেন লেভী (Sylven Levi) পাণিনি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া বলেন আম্ভি সৌভূতা ও ভগভাগণ পাঠে এই তিনটী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষাতেও Omphis, Sophytes ও Pheyclas এই তিনটী শব্দ আছে। পাণিনি সম্ভবতঃ গ্রীকদের নিকট হইতেই এই শব্দত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কল্পনারই এক বিচিত্র খেলা।

ডাক্তার লিবিক্ (Liebich) বলেন পাণিনি খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি বলেন ভগবদ্গীতা পাণিনির পরে রচিত কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ তদীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিখিয়াছেন পাণিনি শেষাঙ্গ রাজের অধীন বাস করিতেন। ইঁহার মতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব্ব সম্মত। সম্ভবতঃ ইহারও বহুপূর্ব্বে এই বৈয়াকরণ কেশরীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাহা হউক এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিশিষ্ট প্রমাণ সুদুর্লভ। অনুমান দ্বারা সূক্ষ্মরূপে কাল নির্ণয়ের দুষ্প্রয়াসে কোনও ফল নাই। এতৎ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় পাণিনি শব্দে দ্রষ্টব্য।

পাণিনির পরে ব্যাড়ি নামক একজন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নাগেশ ভট্ট লিখিয়াছেন "সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতলক্ষশ্লোকগ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধঃ" মহাভাষ্যকার ব্যাড়িকে পাণিনির পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথাঃ—

ব্যাড়ি

আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয় গৌতমীয়া একং পদং বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বাণি পূর্ব্বপদানি, তত্র ন জ্ঞায়তে কস্য পূর্ব্বপদস্য স্বরেণ ভবিতব্যমিতি। (৬।২।৩৬) মহাভাষ্য বার্ত্তিককারের "অভ্য-হিতঞ্চ" (২।২।৩৪) এই সূত্রানুসারে পতঞ্জলি, আপিশলি প্রভৃতিকে স্ব স্ব আচার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্যমূলক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

নিরুক্তকার যাস্ক কাহার মতে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী আবার কাহারও মতে তাঁহার পরবর্ত্তী। এই বিষয়ের বিচার "পাণিনি" শব্দে দ্রষ্টব্য।

যাস্ক

পাণিনীয় সূত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মহাভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিককার পাণিনির সমসাময়িক ও এক দেশবাসী ব্যক্তি এবং ইনিই বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যের প্রণেতা। কৈয়ট ও নাগোজীভট্ট বলেন এই কাত্যায়ন ভ্রাজা নামক শ্লোকের প্রণেতা যথাঃ—

কাত্যায়ন

কঃ পুনরিদং পঠিতম্। ভ্রাজা নামশ্লোকাঃ। কাত্যায়নোপ-নিবদ্ধভ্রাজাখ্যশ্লোকমধ্যপঠিতস্য স্বস্য শ্রুতিরনুগ্রাহিকাস্তি। একঃ শব্দঃ সুজ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।" নাগোজী ভট্ট বলেন—ভ্রাজা নাম কাত্যায়নপ্রণীতাঃ শ্লোকা ইত্যাহুঃ।

পাণিনি সূত্রসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করার নিমিত্ত কাত্যায়ন বার্ত্তিক করেন। এই বার্ত্তিকগুলিও সূত্রের ন্যায়। কিন্তু ভ্রাজা শ্লোকগুলি অনুষ্টুপ্ ছন্দে বিরচিত। কাত্যায়ন-রচিত কর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থখানিও অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

ষড়্‌গুরু শিষ্য বলেন এই কর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থখানি কাত্যায়নের লিখিত। কথা-সরিৎসাগরে কাত্যায়ন সম্বন্ধে একটী গল্প আছে তদ্‌যথা—পার্ব্বতীর শাপে বৎসরাজের রাজধানী কৌশাম্বীনগরে কাত্যায়ন-বররুচির জন্ম হয়। বাল্য বয়সে ইনি অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ও অসাধারণ স্মারকতাশক্তিবিশিষ্ট ছিলেন। ইনি নাটকাদি একবার শুনিয়াই মাতার নিকটে সকল কথা যথার্থরূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শৈশবে সমগ্র প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ ইহার অভ্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর ইনি বর্ষের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণিনিকে পরাস্ত করেন। পাণিনির সহিত যখন ইহাঁর বিচার হয়, মহাদেবের অনুগ্রহে সেই বিচারে ইনি জয় লাভ করেন এবং শিবের আদেশে অবশেষে ইনি পাণিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ ও পরে তদীয় পাণিনি-ব্যাকরণের বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। কাত্যায়ন নন্দরাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। এই কাত্যায়ন পরিভাষা নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন কারিকাও কাত্যায়নের প্রণীত।

পতঞ্জলি। পতঞ্জলি পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্যকার; (পতঞ্জলির পরিচয়াদি পতঞ্জলি শব্দে দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থের বিচার পদ্ধতি ও রচনাপ্রণালী অতি সুন্দর। ইহাতে ব্যাকরণের অতীব কঠিন কঠিন বিষয়গুলিও সাধারণ লৌকিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানে কাব্যের সরলতা কেবল মহাভাষ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে মহাভাষ্য গ্রন্থ একখানি সমাদৃত শব্দশাস্ত্র (Philology)। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শব্দশাস্ত্রের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের অভ্যন্তরে গ্রন্থকারের আবির্ভাব সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে বহুল কথা জানা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। উহার কারণ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। প্রবাদটী এইরূপ—ইনি পাণিনির সূত্র সম্বন্ধে প্রতি দিবস ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং ছাত্রগণের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার উপদেশ ও প্রশ্নোত্তরই মহাভাষ্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং মহাভাষ্যে কথোপকথনের ভাষা এবং তজ্জন্যই ইহা প্রাঞ্জল। ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও ইহার বিচার পদ্ধতি অতি কঠিন। কেহ কেহ বলেন নব্য ন্যায়ের বিচার-পদ্ধতি মহাভাষ্যের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত। মহাভাষ্যকার এক অহ্নে (অহ্নি) অর্থাৎ একদিনে পুত্রদিগকে যে পরিমিত ব্যাকরণের উপদেশ প্রদান করিতেন। সেই টুকুই এক আহ্নিক নামে অভিহিত হইয়াছে। যেমন, পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদটী নয়টী আহ্নিকে বিভক্ত হইয়াছে। মহাভাষ্যাধ্যয়ন ব্যতীত পাণিনীয় সূত্রের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ ভাবে হইল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মহাভাষ্যের টীকাকারগণের নাম "পতঞ্জল" শব্দে দ্রষ্টব্য।

কাশিকাবৃত্তিকার। পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রধান ও প্রাচীন কাশিকাবৃত্তির নাম সর্ব্বত্র সুবিদিত। বামন ও জয়াদিত্য কাশিকাবৃত্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। অধ্যাপক বোট্‌লিঙ্ক স্বপ্রকাশিত পাণিনি ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই কাশিকাবৃত্তি রচিত হয়। ইনি বলেন রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লন মিশ্র বলেন কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর জয়াপীড় সংস্কৃত ভাষার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বরাজ্যে ব্যাকরণ অধ্যয়ন প্রচারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইঁহার সভায় বহুল বৈয়াকরণ পণ্ডিত ছিলেন। যথা, ক্ষীর (ধাতুতরঙ্গিণীকারপ্রণেতা), দামোদর গুপ্ত, মনোরম, শঙ্খদত্ত, চাটক, সন্ধিমান্ ও বামন। এই বামনই কাশিকাবৃত্তির অন্যতর গ্রন্থকার। জয়াপীড় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

কিন্তু এখানে একটী কথা বিবেচ্য—যদি কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতা বামন জয়াপীড়ের সভা পণ্ডিত হইতেন, তাহা হইলে কহ্লন পণ্ডিত কি আর সেই কাশিকাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিতেন না?

উইলসন বলেন, জয়াপীড়ের সভাস্থ বামন কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। বামনকৃত কাব্যালঙ্কার বৃত্তির প্রকাশক ডাক্তার কপ্পেলার সেই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে মৃচ্ছকটিককার শূদ্রক, কালিদাস, অমর, ভবভূতি, মাঘ, হরিপ্রভ, কবিরাজ, কামন্দকীনীতি নামমালা ইত্যাদি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম দেখা যায়। এই যে এখানে কবিরাজের নাম উল্লিখিত আছে, এই কবিরাজ যদি রাঘবপাণ্ডবীয়কার হয়েন, তাহা হইলে বামন খৃঃ দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া গণ্য হইয়া পড়েন। ডাক্তার কপ্পেলারের মতে কাব্যালঙ্কারবৃত্তিকার বামন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

এস্থলে একটি কথা সবিশেষ বিবেচ্য। কাশিকাবৃত্তি কি বামন ও জয়াদিত্য নামে পৃথক দুই ব্যক্তির রচিত অথবা বামনজয়াদিত্য নামক কোনও এক ব্যক্তির? কোলব্রুকের মতে বামনজয়াদিত্য এক ব্যক্তি। কাশীবাসী সুবিখ্যাত বাদশাস্ত্রী "পণ্ডিত" পত্রের ১৮৭৮ সালের জুন মাস সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন কাশিকাবৃত্তি বামনজয়াদিত্য নামক এক ব্যক্তির রচিত। ইদানীন্তন তাঁহার এই অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি কাশিকাবৃত্তি বামন ও জয়াদিত্য নামক দুই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মত-পরিবর্ত্তনের সবিশেষ কারণ আছে। ভট্টজীদিক্ষিত প্রণীত

সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রৌঢ়মনোরমা নাম্নী টীকায় তদ্ধিতপ্রকরণের "বহ্বল্পার্থাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে "এতৎ সর্ব্বং জয়াদিত্যমতেনোক্তং বামনস্তু মন্যতে ইতি"। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে জয়াদিত্য ও বামন এই উভয়েই কাশিকাবৃত্তিকার। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বামনকৃত বৃত্তি, অপরাংশ জয়াদিত্য কৃত।

ডাক্তার বুলর কাশ্মীরে যে হস্তলিখিত কাশিকাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে আদি চতুরধ্যায়ই জয়াদিত্য কৃত, অপর চতুরধ্যায়ের রচয়িতা—বামন। শব্দকৌস্তুভ ও মনোরমায় লিখিত আছে—

"বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।

কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, কাশিকাকার বামন বেদার্থ প্রকাশক মাধবের এবং মাধব হইতে প্রাচীন বোপদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু ম্যাক্সমুলার বলেন ঋগ্‌ভাষ্যে মাধব কুত্রাপি বোপদেবের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বামনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণধাতুবৃত্তিতেও বামনের নামোল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ১৩৫০ অব্দে মাধব আবির্ভূত হইয়াছিলেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বোপদেব বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বামন দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকালায় লোক। সায়ণ হরদত্ত ও ন্যাসকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই হরদত্ত "পদমঞ্জরী" নামক কাশিকাবৃত্তির ব্যাখ্যাকার। ন্যাসকার কাশিকাবৃত্তির পঞ্জীপ্রণেতা।

বোপদেবকৃত কাব্যকামধেনু নামক ব্যাকরণে কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকার কথা ধৃত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ আলোচনায় বলা যাইতে পারে যে কাশিকাকার অবশ্যই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকার লোক। কিন্তু ইহার প্রকৃত সময় বিনির্ণয়ের কোনও উপায় দেখা যায় না।

এখন আর একটী কথা এই যে বামন ও জয়াদিত্য কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? ইহারা হিন্দু ছিলেন, কিংবা বৌদ্ধ ছিলেন, কিংবা জৈন ছিলেন? হিন্দুগণ গ্রন্থারম্ভে আশীর্নমস্কারাদির উল্লেখ করেন, কিন্তু কাশিকাবৃত্তিতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না। বালশাস্ত্রী সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কাশিকাবৃত্তির গ্রন্থকারদ্বয় হিন্দু ছিলেন না। ইঁহাদের সময়ে জৈন বৌদ্ধ ব্যাকরণের বহুল প্রচলন ছিল; তদ্‌যথা—ন্যাসকার, জিনেন্দ্রবুদ্ধ প্রভৃতির গ্রন্থ। অতঃপর হিন্দু বৈয়াকরণগণের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন আমরা ভট্টোজী দীক্ষিত, হরিদীক্ষিত ও নাগেশভট্ট প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই। বামন ও জয়াদিত্য এই উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন, ইহাই অনেকের ধারণা।

সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ইৎসিং এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আলোচ্য। খৃষ্টীয় ৬৩৫ সালে চীনদেশে ইৎসিং এর জন্ম হয়। ইনি ৬৭১ সালে ভারতে যাত্রা করেন এবং ৬৭৩ সালে তমলুকে আগমন করেন।

তিনি তথা হইতে নালন্দা বিহারে যাইয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ৬৯৫ সালে পুনরায় চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৭১৩ সালে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতবর্ষের বহুল তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহার গ্রন্থের ৩৪ অধ্যায়ে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা দৃষ্ট হয়। শব্দ বিদ্যা সম্বন্ধে ইনি অনেক বিষয় লিখিয়াছেন।

ইনি লিখিয়াছেন—ছয় বর্ষ বয়স্ক বালক প্রথমতঃ "মূলসিদ্ধান্ত" শিক্ষা করিত। "সিদ্ধিরস্তু"ই মূল সিদ্ধান্ত। মূলসিদ্ধান্ত বর্ণপরিচয় নামে অভিহিত হইতে পারে। ছয় মাসে এই অধ্যয়ন শেষ হইত। ইৎসিং বলেন ইহাই মাহেশ্বর-সূত্র। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন মূলসিদ্ধান্তে ৪৯ বর্ণ, দশ সহস্রের অধিক শব্দ এবং ৩০০ শ্লোক আছে। প্রতি শ্লোকে ৩২টী করিয়া অক্ষর আছে।

দ্বিতীয় ব্যাকরণ শাস্ত্র—পাণিনিসূত্র। ইহাতে ১০০০ সূত্র। বালকেরা অষ্টম বর্ষে এই গ্রন্থের পাঠ আরম্ভ করে, আট মাসে ইহার পাঠ সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় ব্যাকরণ পুস্তক—ধাতু। ইহাতে ১০০০ সূত্র।

চতুর্থ গ্রন্থ—তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ধাতু, (২) মঞ্জা, (৩) উণাদি। দশম বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করা হইত।

পঞ্চম গ্রন্থ—পাণিনি সূত্র বৃত্তি। ইৎসিং বলেন, এই বৃত্তি গ্রন্থখানি বহুল ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের কর্ত্তা জয়াদিত্য। ইহার প্রতিভা নিরতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, খৃষ্টীয় ৬৬০ সালের পূর্ব্বে জয়াদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন।

ইৎসিং বামনের নামোল্লেখ করেন না। ইৎসিংএর মতে জয়াদিত্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মতে বামন, রাজা জয়াপীড়ের সভা পণ্ডিত ছিলেন। জয়াপীড় অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহাতে এই উভয় গ্রন্থকারের সময়ে এক শত বৎসরের ব্যবধানত্ব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহার সুমীমাংসা হয় না। তবে এতদ্দ্বারা ইহাই বলা যাইতে পারে যে কাশিকাবৃত্তি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরে এবং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কোনও সময়ে কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়া থাকিবে। কাশিকাবৃত্তিতে—

ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্ (৪।২।৬০)

এই সূত্রে "তদধীতে তদ্বেদ" এই বিষয় "আখ্যানাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেভ্যষ্ঠক্" এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া আখ্যায়িকার উদাহরণে "বাসবদত্তিক" পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাসবদত্তাখ্যায়িকার সুবন্ধু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাতে আমাদের মনে হয় কাশিকাবৃত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কাশিকাবৃত্তিখানি অতি প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য।

নিম্নে পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও উহার টীকার নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। পাণিনীয় সূত্র, ইহা অষ্টাধ্যায়ী নামেও পরিচিত।

২। অষ্টাধ্যায়ীর বার্ত্তিক—কাত্যায়ন প্রণীত।

৩। পাণিনীয় সূত্রের মহাভাষ্য—পতঞ্জলি মুনি প্রণীত।

৪। মহাভাষ্য প্রদীপ—কৈয়ট প্রণীত—মহাভাষ্যের টীকা।

৫। ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত—নাগোজী ভট্ট প্রণীত কৈয়ট প্রণীত মহাভাষ্য প্রদীপের টীকা।

৬। কাশিকা বৃত্তি—বামন জয়াদিত্য প্রণীত—পাণিনীয় সূত্রের বৃত্তি।

৭। পদমঞ্জরী—হরিদত্ত প্রণীত কাশিকাবৃত্তির টীকা।

৮। ন্যাস বা কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা জিনেন্দ্রকৃত। (রক্ষিত কৃত ইহার টীকা আছে)।

৯। বৃত্তি-সংগ্রহ—নাগোজীভট্ট প্রণীত পাণিনি সূত্রের সংক্ষিপ্ত টীকা।

১০। ভাষাবৃত্তি—পুরুষোত্তমদের প্রণীত—বৈদিক ব্যাকরণের অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণিনীয় সূত্রের টীকা।

১১। ভাষা বৃত্ত্যর্থ বিবৃতি—সৃষ্টিধর প্রণীত; (পুরুষোত্তম প্রণীত টীকার ব্যাখ্যা)।

১২। শব্দ কৌস্তভ—ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত—পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যা।

১৩। প্রভা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড ওরফে বালম্ভট্ট প্রণীত

১৪। প্রক্রিয়া কৌমুদী—রামচন্দ্র আচার্য্য প্রণীত; এখানি পাণিনির সূত্রাবলম্বনে রচিত ব্যাকরণ। কিন্তু পাণিনি সূত্রের প্রণালী এই গ্রন্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

১৫। প্রসাদ—বিঠ্ঠল্ আচার্য্য প্রণীত প্রক্রিয়া কৌমুদীর টীকা।

১৬। তত্ত্বচন্দ্র—জয়ন্ত রচিত; এখানিও প্রক্রিয়া কৌমুদীর টীকা। কৃষ্ণ পণ্ডিত নামক জনৈক পণ্ডিতও প্রক্রিয়া কৌমুদীর এক সংক্ষিপ্ত টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৭। সিদ্ধান্ত কৌমুদী—ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত এই গ্রন্থখানিও প্রক্রিয়া কৌমুদীর প্রণালীতে লিখিত হয়। প্রক্রিয়া কৌমুদীর প্রণালী অপেক্ষা এই গ্রন্থ অধিকতর ও সম্পূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে বহুস্থানে এই গ্রন্থখানি পা অষ্টাধ্যায়ের পঠন কার্য্যের সহায় বলিয়া সমাদৃত।

১৮। প্রৌঢ় মনোরমা—ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত; ইহা সি কৌমুদীরই টীকা।

১৯। তত্ত্ববোধিনী—জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী কৃত এই গ্র ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর টীকা।

২০। শব্দেন্দুশেখর—এখানিও প্রাগুক্ত গ্রন্থের সং টীকা।

২১। লঘু শব্দেন্দু শেখর—এখানিও প্রাগুক্ত গ্রন্থের সং টীকা।

২২। চিদহি মালা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড বিরচিত; এ লঘু শব্দেন্দু শেখরের টীকা।

২৩। শব্দরত্ন—হরিদীক্ষিত প্রণীত। নাগোজী ভট্ট মনো যে টীকা করেন এখানি তাহারই ব্যাখ্যা।

২৪। লঘু শব্দরত্ন—উক্ত গ্রন্থের সংক্ষেপ।

২৫। ভাবপ্রকাশিকা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত এই হরিদীক্ষিতের প্রণীত শব্দরত্নের টীকা।

২৬। মধ্যকৌমুদী—বরদরাজকৃত, সিদ্ধান্ত কৌমুদীর সং করিয়া বরদরাজ এই গ্রন্থ প্রচার করেন। ইঁহার প্রক লঘুকৌমুদী গ্রন্থও আছে।

২৭। পরিভাষা—পাণিনি সূত্র ব্যাখ্যার্থ বার্ত্তিক ও মহা হইতে উদ্ধৃত নিয়মবচন।

২৮। পরিভাষা বৃত্তি—শিবদেব প্রণীত উপর্য্যুক্ত গ্রন্থের টী

২৯। লঘু পরিভাষাবৃত্তি—ভাস্কর ভট্ট প্রণীত উপ পরিভাষাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা।

৩০। পরিভাষা গ্রন্থের টীকা।

৩১। চন্দ্রিকা—স্বামী প্রকাশানন্দ প্রণীত পরি সংগ্রহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা।

৩২। পরিভাষেন্দুশেখর—নাগেশভট্টকৃত পরিভাষা ব্যাখ্যা।

৩৩। পরিভাষেন্দু শেখর কাশিকা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড

৩৪। কারিকা—মহাভাষ্য ও কাশিকাতে যে নিয়ম আছে এখানি সেই শ্লোকের সংগ্রহ গ্রন্থ।

৩৫। বাক্য প্রদীপ বা বাক্ পদীয়—ভর্ত্তৃহরি প্রণীত। অপর নাম হরিকারিকা।

৩৬। ব্যাকরণ ভূষণ—কোণ্ড ভট্ট প্রণীত; এই গ্রন্থ বাক্পদীয়ের ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণের দার্শনিক গ্রন্থ।

৩৭। ভূষণ সার দর্পণ—হরিবল্লভ প্রণীত ব্যাকরণ ভূষণ গ্রন্থের টীকা।

৩৮। ব্যাকরণ ভূষণ সার—ব্যাকরণ ভূষণের টীকা।

৩৯। ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা—নাগেশ ভট্ট রচিত। এ গ্রন্থখানিও ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের ন্যায়।

৪০। লঘুভূষণ কান্তি—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত।

৪১। লঘুব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা।

৪২। কলা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত, এখানি লঘু ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষার টীকা।

৪৩। গণপাঠ।

৪৪। গণরত্ন মহোদধি সটীক।

৪৫। পাণিনি ধাতুপাঠ।

৪৬। ধাতু প্রদীপ বা তন্ত্র প্রদীপ মৈত্রেয় রক্ষিত কৃত,ইহাতে উদাহরণ ও ধাতুরূপের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৭। মাধবীয় বৃত্তি—সায়ণাচার্য্য প্রণীত।

৪৮। পদচন্দ্রিকা—একখানি ব্যাকরণ। ইহাতে পাণিনি সূত্র যথেষ্ট উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাণিনীয় সূত্রাবলম্বনে এইরূপ আরও বহুল গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত তর্কশাস্ত্রসহ সম্বন্ধবিশিষ্ট আরও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। সেই সকল গ্রন্থ ব্যাকরণশাস্ত্রের দর্শন নামে অভিহিত হইতে পারে। নিম্নে আরও কয়েকখানি ব্যাকরণের নাম উল্লিখিত হইতেছে :—

৪৯। সরস্বতীপ্রক্রিয়া—অনুভূতি স্বরূপাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে সাত শত সূত্র আছে। গ্রন্থকার এই ব্যাকরণ সরস্বতী দেবীর প্রসাদে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুস্থানে এই ব্যাকরণখানির অধিক প্রচলন। এই ব্যাকরণখানির তিনখানি টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়—একখানি পুঞ্জরাজকৃত, অপরখানি মহাভট্ট প্রণীত। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা নামেও ইহার একখানি টীকা আছে।

৫০। শব্দানুশাসন বা হৈমব্যাকরণ—জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরি প্রণীত। জৈনগণ এই ব্যাকরণখানি আদরের সহিত পাঠ করেন। কামধেনু নামক ব্যাকরণগ্রন্থে অভিনব শাকটায়ন রচিত আর একখানি শব্দানুশাসন গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫১। প্রাকৃত মনোরমা—বররুচি প্রণীত প্রাকৃতচন্দ্রিকা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা। ইহাতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ব্যাকরণের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫২। কলাপব্যাকরণ—এই ব্যাকরণখানি বঙ্গদেশে অতীব প্রচলিত। ইহার অপর নাম কাতন্ত্রব্যাকরণ।

৫৩। দৌর্গসিংহী—দুর্গাসিংহ প্রণীত কলাপব্যাকরণের টীকা।

৫৪। কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা—দুর্গাসিংহকৃত।

৫৫। কাতন্ত্রবিস্তার—বর্দ্ধমান মিশ্রকৃত।

৫৬। কাতন্ত্রপত্রিকা—কলাপব্যাকরণের টীকা, ত্রিলোচন দাস প্রণীত।

৫৭। কলাপতত্ত্বার্ণব—রঘুনন্দন আচার্য্যশিরোমণি কৃত।

৫৮। কাতন্ত্রচন্দ্রিকা—কলাপটীকা।

৫৯। চৈত্রকুটি—বররুচিকৃত কলাপটীকা।

৬০। ব্যাখ্যাসার—হরিরাম চক্রবর্ত্তিকৃত কলাপটীকা।

৬১। ব্যাখ্যাসার—রামদাসকৃত কলাপটীকা।

৬২। কলাপটীকা—সুষেণ কবিরাজকৃত।

৬৩। „ রমানাথকৃত।

৬৪। „ উমাপতিকৃত।

৬৫। „ কুলচন্দ্রকৃত।

৬৬। „ মুরারিকৃত।

৬৭। „ বিদ্যাসাগরকৃত।

৬৮। কাতন্ত্রপরিশিষ্ট—শ্রীপাতদত্তকৃত।

৬৯। পরিশিষ্টপ্রবোধ—গোপীনাথকৃত কাতন্ত্রপরিশিষ্ট-টীকা।

৭০। পরিশিষ্টসিদ্ধান্তরত্নাকর—শিবরামচক্রবর্ত্তিকৃত কাতন্ত্র-পরিশিষ্টটীকা।

৭১। কাতন্ত্রগণধাতু—

৭২। মনোরমা—রমানাথকৃত কাতন্ত্রগণধাতুর টীকা।

৭৩। কাতন্ত্রষট্‌কারক—মহেশনন্দীকৃত।

৭৪। কাতন্ত্রউণাদিবৃত্তি—শিবদাস প্রণীত।

৭৫। কাতন্ত্রচতুষ্টয়প্রদীপ।

৭৬। কাতন্ত্রধাতুঘোষ।

৭৭। কাতন্ত্রশব্দমালা।

এতদ্ব্যতীত কলাপসূত্র ও তদ্বৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বনে আরও বহুল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

৭৮। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ—ক্রমদীশ্বর প্রণীত। এই ব্যাকরণখানি জুমরনন্দী দ্বারা প্রতিসংস্কৃত, এই নিমিত্ত ইহা জৌমার নামেও অভিহিত হয়।

৭৯। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকা—গোয়ীচন্দ্রকৃত।

৮০। ব্যাকরণদীপিকা—ন্যায়পঞ্চাননকৃত। এই গ্রন্থখানি গোয়ীচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকার ব্যাখ্যা।

৮১। দুর্ঘটঘটনা—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা।

সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণগ্রন্থাবলম্বনেও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকা-

ব্যাখ্যাগ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়। গোপালচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দঘোষ ও ধাতুঘোষ প্রভৃতি নামে বহুল ব্যাকরণনিবন্ধ আছে। এই ব্যাকরণখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত।

৮২। মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত। এই ব্যাকরণখানিও বঙ্গদেশে অধীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

৮৩। সুবোধিনী—দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৪। ছাটা—মিশ্রকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৫। মুগ্ধবোধটীকা—রামানন্দকৃত।

৮৬। „ রামতর্কবাগীশকৃত।

৮৭। „ মধুসূদনকৃত।

৮৮। „ দেবিদাসকৃত।

৮৯। „ রামভদ্রকৃত।

৯০। „ রামপ্রসাদ তর্কবাগীশকৃত।

৯১। „ শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত।

৯২। „ দয়ারাম বাচস্পতিকৃত।

৯৩। „ ভোলানাথকৃত।

৯৪। „ কার্ত্তিকসিদ্ধান্তকৃত।

৯৫। „ রতিকান্ত তর্কবাগীশকৃত।

৯৬। „ গোবিন্দরামকৃত।

এতদ্ব্যতীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আরও বহুল টীকা আছে।

৯৭। মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট—কাশীশ্বরকৃত।

৯৮। „ নন্দীকেশ্বরকৃত।

৯৯। কবিকল্পদ্রুম—এখানি বোপদেবকৃত গণপাঠ।

১০০। কাব্যকামধেনু—বোপদেবকৃত ধাতুপাঠ ও ধাত্বর্থ।

১০১। ধাতুদীপিকা—দুর্গাদাসকৃত।

১০২। কবিকল্পদ্রুমব্যাখ্যা—রামন্যায়ালঙ্কারকৃত। রামন্যায়ালঙ্কার কবিকল্পদ্রুমের আরও একখানি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১০৩। ধাতুরত্নাবলী—রাধাকৃষ্ণ প্রণীত।

১০৪। কবিরহস্য—হলায়ুধকৃত। ইহাতে সাধারণ সাধারণ ক্রিয়ার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখানি টীকাও আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মুগ্ধবোধাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

১০৫। সুপদ্মব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত প্রণীত। যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাকরণখানি অধীত হইয়া থাকে।

১০৬। মকরন্দ—বিষ্ণুমিশ্রকৃত সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

১০৭। সুপদ্মব্যাকরণটীকা—কন্দর্পসিদ্ধান্ত।

১০৮। „ কাশীশ্বর।

১০৯। „ শ্রীধরচক্রবর্ত্তী।

১১০। „ রামচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত এই ব্যাকরণখানির আরও টীকা আছে বলিয়া জানা যায়।

১১১। সুপদ্মপরিশিষ্ট।

১১২। সুপদ্মধাতুপাঠ—পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত। ইহাতে সুপদ্মব্যাকরণের পরিভাষা ও উণাদিবৃত্তিও আছে।

১১৩। কাশীশ্বরগণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১১৪। কাশীশ্বরগণটীকা—রামকান্তপ্রণীত।

১১৫। রত্নমালাব্যাকরণ—পুরুষোত্তমপ্রণীত। এখানি কামরূপ ও কুচবিহার অঞ্চলে অধীত হয়। ইহারও তিনখানি টীকা আছে।

১১৬। দ্রুতবোধ—ভরতমল্লপ্রণীত সটীকব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির অধিক প্রচলন নাই।

১১৭। শুদ্ধসুবোধ রামেশ্বর প্রণীত। রামেশ্বরের সটীক আরও একখানি ব্যাকরণ আছে।

১১৮। হরিনামামৃত ব্যাকরণ—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সমাদৃত। ইহাতে ব্যাকরণের সঙ্গে ভক্তি ও ভগবল্লীলার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৯। চৈতন্যামৃত—এখানিও গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের প্রণীত। ইহারৎ টীকা আছে।

১২০। কারিকাবলী—রামনারায়ণকৃত। পদ্যে রচিত-ব্যাকরণ।

১২১। প্রবোধপ্রকাশব্যাকরণ—বলরামপঞ্চাননকৃত।

১২২। রূপমালাব্যাকরণ—বিমলাসরস্বতী প্রণীত।

১২৩। জ্ঞানামৃতব্যাকরণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১২৪। আশুবোধব্যাকরণ।

১২৫। লঘুবোধব্যাকরণ।

১২৬। শীঘ্রবোধব্যাকরণ।

১২৭। সারামৃতব্যাকরণ।

১২৮। দিব্যব্যাকরণ।

১২৯। পদাবলীব্যাকরণ।

১৩০। উদ্ধাব্যাকরণ প্রভৃতি আরও বহুল নাতিবৃহৎ বা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যাকরণশিক্ষার নিমিত্ত যে কত শত ব্যাকরণবৃত্তিটীকা ও পঞ্জী প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। যে কতিপয় ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকাব্যাখ্যার নাম লিখিত হইল, সেই সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত

এবং ব্যাকরণ-পাঠাবলম্বীদের সুপরিচিত। ফলতঃ সংস্কৃত-ব্যাকরণগ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তালিকা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত মাধবীয়বৃত্তিতে আরও বহুল বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

চন্দ্র, আপিশলি, শাকটায়ন, আত্রেয়, ধনপাল, কৌশিক, পুরস্কার, সুধাকর, মধুসূদন, যাদব, ভাগুরি, শ্রীভদ্র, শিবদেব, রামদেবমিশ্র, দেবনন্দী, রাম, ভীম, ভোজ, হেলারাজ, সুভূতিচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যজ্ঞনারায়ণ, কণ্বস্বামী, কেশবস্বামী, শিবস্বামী, ধূর্ত্তস্বামী, ক্ষীরস্বামী, (এই ক্ষীরস্বামী ক্ষীরতরঙ্গিণী প্রণেতা) ইত্যাদি।

মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে তরঙ্গিণী, আভরণ, শাকাভরণ, সামন্ত, প্রক্রিয়ারত্ন ও প্রতীপ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে।

অনেক ব্যাকরণগ্রন্থে ব্যাঘ্রভূতি ও ব্যাঘ্রপাদের বার্ত্তিকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধাতুপারায়ণ নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই ধাতুপারায়ণখানি হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুর্গাদাসের রচিত ধাতুদীপিকা গ্রন্থে ভট্টমল্ল, গোবিন্দভট, চতুর্ভুজ, গদিসিংহ, গোবর্দ্ধন এবং শরণদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণের নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি বররুচি বিরচিত। এই গ্রন্থের প্রাকৃত-মনোরমা বা প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক একখানি বৃত্তিগ্রন্থও আছে। উহা ভামহ বিরচিত; প্রাকৃতমঞ্জরী নামক বৃত্তিখানি কাত্যায়ন-কৃত এবং প্রাকৃতসঞ্জীবনী নাম্নী টীকাখানি বসন্তরাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-ভাষার আলোচনার জন্য আরও অনেকগুলি ব্যাকরণ বিরচিত হয়; নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল :—

প্রাকৃত-কল্পতরু—রাম তর্কবাগীশ।
প্রাকৃত-কামধেনু—লঙ্কেশ্বর, ইহা প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর নামেও খ্যাত।
প্রাকৃত-কৌমুদী—
প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—কৃষ্ণ পণ্ডিত; ইনি শেষকৃষ্ণ নামেও পরিচিত ছিলেন।
প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—করঞ্জ কবিসার্ব্বভৌম বামনাচার্য্য।
প্রাকৃত-দীপিকা—চণ্ডীদেব শর্ম্মা, এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ের টীকা।
প্রাকৃত-পাদ—নারায়ণ; এই গ্রন্থখানির পূর্ণনাম সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃতপাদ।
প্রাকৃত-প্রক্রিয়াবৃত্তি—উদয় সৌভাগ্যমণি; ইহা হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের টীকা। এই গ্রন্থখানি ব্যুৎপত্তি-দীপিকা বা প্রাকৃতবৃত্তিঢুণ্টিকা নামেও খ্যাত।
প্রাকৃত-প্রদীপিকা—
প্রাকৃত-প্রবোধ—নরচন্দ্র; ইহা হেমচন্দ্র রচিত প্রাকৃতাধ্যায়ের অপর একখানি বৃত্তি।
প্রাকৃত-ভাষান্তরবিধান—চন্দ্র।
প্রাকৃত-রহস্য—ইহা ষড়্ভাষাবার্ত্তিক নামেও বিদিত।
প্রাকৃত-লক্ষণ—চণ্ড।
প্রাকৃত-ব্যাকরণ—সামন্ত ভদ্র।
প্রাকৃত-ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র (শব্দানুশাসন)।
প্রাকৃত-ব্যাকরণ বৃত্তি—ত্রিবিক্রমদেব।
প্রাকৃত-সংস্কার—
প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব—মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র।
প্রাকৃত-সূত্র—বাল্মীকি।
প্রাকৃতাধ্যায়—হেমচন্দ্রকৃত শব্দানুশাসনের ৮ম অধ্যায়।
প্রাকৃতানন্দ—রঘুনাথ শর্ম্মা।
প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী—

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার আদি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের নাম "Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes dedicado ao Excellent e Revir Senhor D. T. Mignel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padra Jr Manoel da Assumpcam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental." Lisbon: 1743

হালহেড্ নামক একজন সিবিলিয়ান বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্ বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরী কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উহার ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর প্রণীত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। প্রণেতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। উহা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত।

মুগ্ধবোধ, মূল বঙ্গানুবাদ সহ, সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত, চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। পত্রসংখ্যা ৫৫। [কেরী ও ফর্ষ্টার এবং ওয়ালষ্টন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।]

ব্যাখ্যাগ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়। গোপালচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দঘোষ ও ধাতুঘোষ প্রভৃতি নামে বহুল ব্যাকরণনিবন্ধ আছে। এই ব্যাকরণখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত।

৮২। মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত। এই ব্যাকরণখানিও বঙ্গদেশে অধীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

৮৩। সুবোধিনী—দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৪। ছাটা—মিশ্রকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৫। মুগ্ধবোধটীকা—রামানন্দকৃত।

৮৬। „ রামতর্কবাগীশকৃত।

৮৭। „ মধুসূদনকৃত।

৮৮। „ দেবিদাসকৃত।

৮৯। „ রামভদ্রকৃত।

৯০। „ রামপ্রসাদ তর্কবাগীশকৃত।

৯১। „ শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত।

৯২। „ দয়ারাম বাচস্পতিকৃত।

৯৩। „ ভোলানাথকৃত।

৯৪। „ কার্ত্তিকসিদ্ধান্তকৃত।

৯৫। „ রতিকান্ত তর্কবাগীশকৃত।

৯৬। „ গোবিন্দরামকৃত।

এতদ্ব্যতীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আরও বহুল টীকা আছে।

৯৭। মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট—কাশীশ্বরকৃত।

৯৮। „ নন্দীকেশ্বরকৃত।

৯৯। কবিকল্পদ্রুম—এখানি বোপদেবকৃত গণপাঠ।

১০০। কাব্যকামধেনু—বোপদেবকৃত ধাতুপাঠ ও ধাত্বর্থ।

১০১। ধাতুদীপিকা—দুর্গাদাসকৃত।

১০২। কবিকল্পদ্রুমব্যাখ্যা—রামন্যায়ালঙ্কারকৃত। রামন্যায়ালঙ্কার কবিকল্পদ্রুমের আরও একখানি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১০৩। ধাতুরত্নাবলী—রাধাকৃষ্ণ প্রণীত।

১০৪। কবিরহস্য—হলায়ুধকৃত। ইহাতে সাধারণ সাধারণ ক্রিয়ার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখানি টীকাও আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মুগ্ধবোধাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

১০৫। সুপদ্মব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত প্রণীত। যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাকরণখানি অধীত হইয়া থাকে।

১০৬। মকরন্দ—বিষ্ণুমিশ্রকৃত সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

১০৭। সুপদ্মব্যাকরণটীকা—কন্দর্পসিদ্ধান্ত।

১০৮। „ কাশীশ্বর।

১০৯। „ শ্রীধরচক্রবর্ত্তী।

১১০। „ রামচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত এই ব্যাকরণখানির আরও টীকা আছে বলিয়া জানা যায়।

১১১। সুপদ্মপরিশিষ্ট।

১১২। সুপদ্মধাতুপাঠ—পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত। ইহাতে সুপদ্মব্যাকরণের পরিভাষা ও উণাদিবৃত্তিও আছে।

১১৩। কাশীশ্বরগণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১১৪। কাশীশ্বরগণটীকা—রামকান্তপ্রণীত।

১১৫। রত্নমালাব্যাকরণ—পুরুষোত্তমপ্রণীত। এখানি কামরূপ ও কুচবিহার অঞ্চলে অধীত হয়। ইহারও তিনখানি টীকা আছে।

১১৬। দ্রুতবোধ—ভরতমল্লপ্রণীত সটীকব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির অধিক প্রচলন নাই।

১১৭। শুদ্ধসুবোধ - রামেশ্বর প্রণীত। রামেশ্বরের সটীক আরও একখানি ব্যাকরণ আছে।

১১৮। হরিনামামৃত ব্যাকরণ—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সমাদৃত। ইহাতে ব্যাকরণের সঙ্গে ভক্তি ও ভগবল্লীলার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৯। চৈতন্যামৃত—এখানিও গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের প্রণীত। ইহার২ টীকা আছে।

১২০। কারিকাবলী—রামনারায়ণকৃত। পদ্যে রচিত-ব্যাকরণ।

১২১। প্রবোধপ্রকাশব্যাকরণ—বলরামপঞ্চাননকৃত।

১২২। রূপমালাব্যাকরণ—বিমলাসরস্বতী প্রণীত।

১২৩। জ্ঞানামৃতব্যাকরণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১২৪। আশুবোধব্যাকরণ।

১২৫। লঘুবোধব্যাকরণ।

১২৬। শীঘ্রবোধব্যাকরণ।

১২৭। সারামৃতব্যাকরণ।

১২৮। দিব্যব্যাকরণ।

১২৯। পদাবলীব্যাকরণ।

১৩০। উদ্ধাব্যাকরণ প্রভৃতি আরও বহুল নাতিবৃহৎ বা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যাকরণশিক্ষার নিমিত্ত যে কত শত ব্যাকরণবৃত্তিটীকা ও পঞ্জী প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। যে কতিপয় ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকাব্যাখ্যার নাম লিখিত হইল, সেই সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত

এবং ব্যাকরণ-পাঠাবলম্বীদের সুপরিচিত। ফলতঃ সংস্কৃত-ব্যাকরণগ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তালিকা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত মাধবীয়বৃত্তিতে আরও বহুল বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

চন্দ্র, আপিশলি, শাকটায়ন, আত্রেয়, ধনপাল, কৌশিক, পুরস্কার, সুধাকর, মধুসূদন, যাদব, ভাগুরি, শ্রীভদ্র, শিবদেব, রামদেবমিশ্র, দেবনন্দী, রাম, ভীম, ভোজ, হেলারাজ, সুভূতিচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যজ্ঞনারায়ণ, কশ্বস্বামী, কেশবস্বামী, শিবস্বামী, ধূর্ত্তস্বামী, ক্ষীরস্বামী, (এই ক্ষীরস্বামী ক্ষীরতরঙ্গিণী প্রণেতা) ইত্যাদি।

মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে তরঙ্গিণী, আভরণ, শাকাভরণ, সামন্ত, প্রক্রিয়ারত্ন ও প্রতীপ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে।

অনেক ব্যাকরণগ্রন্থে ব্যাঘ্রভূতি ও ব্যাঘ্রপাদের বার্ত্তিকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধাতুপারায়ণ নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই ধাতুপারায়ণখানি হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুর্গাদাসের রচিত ধাতু-দীপিকা গ্রন্থে ভট্টমল্ল, গোবিন্দভট্ট, চতুর্ভুজ, গদিসিংহ, গোবর্দ্ধন এবং শরণদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণের নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি বর-রুচি বিরচিত। এই গ্রন্থের প্রাকৃত-মনোরমা বা প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক একখানি বৃত্তিগ্রন্থও আছে। উহা ভামহ বিরচিত; প্রাকৃতমঞ্জরী নামক বৃত্তিখানি কাত্যায়ন-কৃত এবং প্রাকৃতসঞ্জীবনী নাম্নী টীকাখানি বসন্তরাজ কর্তৃক রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-ভাষার আলোচনার জন্য আরও অনেকগুলি ব্যাকরণ বিরচিত হয়; নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল :—

প্রাকৃত-কল্পতরু—রাম তর্কবাগীশ।

প্রাকৃত-কামধেনু—লঙ্কেশ্বর, ইহা প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-কৌমুদী—

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—কৃষ্ণ পণ্ডিত; ইনি শেষকৃষ্ণ নামেও পরিচিত ছিলেন।

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—করঞ্জ কবিসার্ব্বভৌম বামনাচার্য্য।

প্রাকৃত-দীপিকা—চণ্ডীদেব শর্ম্মা, এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ের টীকা।

প্রাকৃত-পাদ—নারায়ণ; এই গ্রন্থখানির পূর্ণনাম সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃতপাদ।

প্রাকৃত-প্রক্রিয়াবৃত্তি—উদয় সৌভাগ্যমণি; ইহা হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের টীকা। এই গ্রন্থখানি ব্যুৎপত্তি-দীপিকা বা প্রাকৃতবৃত্তিঢুণ্ঢিকা নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-প্রদীপিকা—

প্রাকৃত-প্রবোধ—নরচন্দ্র; ইহা হেমচন্দ্র রচিত প্রাকৃতাধ্যায়ের অপর একখানি বৃত্তি।

প্রাকৃত-ভাষান্তরবিধান—চন্দ্র।

প্রাকৃত-রহস্য—ইহা ষড়্‌ভাষাবার্ত্তিক নামেও বিদিত।

প্রাকৃত-লক্ষণ—চণ্ড।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—সামন্ত ভদ্র।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র (শব্দানুশাসন)।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ বৃত্তি—ত্রিবিক্রমদেব।

প্রাকৃত-সংস্কার—

প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব—মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র।

প্রাকৃত-সূত্র—বাল্মীকি।

প্রাকৃতাধ্যায়—হেমচন্দ্রকৃত শব্দানুশাসনের ৮ম অধ্যায়।

প্রাকৃতানন্দ—রঘুনাথ শর্ম্মা।

প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী—

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার আদি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের নাম "Vocabularis em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes dedicado ao Excellent e Revir Senhor D. T. Mignel de Tavora Arcebispo de Evora do Cone lho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padra Jr Manoel da Assumpeam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental." Lisbon: 1743

হালহেড্ নামক একজন সিবিলিয়ান বাঙ্গালা-ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্ বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরী কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উহার ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর প্রণীত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। প্রণেতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। উহা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত।

মুগ্ধবোধ, মূল বঙ্গানুবাদ সহ, সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত, চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। পত্রসংখ্যা ৫৫। [কেরী ও ফষ্টার এবং ওয়ালটন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।]

১৮২০ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে পিয়ার্সন স্বয়ং মরে সাহেব কৃত ইংরাজী ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন।

কীথ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—পত্রসংখ্যা ৫৯। মূল্য দুই আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮২০ সালে প্রকাশিত। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত পনর হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়।

স্যার্ চার্লস্ হেটন প্রকাশিত ব্যাকরণ। ১৮২১। মূল্য ১৫৲। ইহার একস্থলে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বুঝান হইয়াছে।

ইংলিসদর্পণ, অর্থাৎ ইংরাজির বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—রামচন্দ্র প্রণীত। ১৮২২। পত্রসংখ্যা ২০১।

গঙ্গাকিশোর ব্যাকরণ—১৮২২। Grammar by Gangakisser; ইহা ইংরাজিভাষার কি বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ তাহা নাম হইতে বুঝা যায় না।

ভাষা-ব্যাকরণ—১৮২৩। পত্রসংখ্যা ৭৬। লেখক অজ্ঞাত। [১৮২৩ খৃঃ বাঙ্গালাভাষায় লিখিত একখানি ইংরাজি-ব্যাকরণও প্রকাশিত হয়; লেখকের নাম জানা যায় নাই]।

ব্যাকরণসার—নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র প্রণীত। ইহা বাঙ্গালায় লিখিত একখানি সংস্কৃতব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১৭১। ১৮২৪ স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রামমোহন রায়ের ইংরাজিভাষায় লিখিত বাঙ্গালাব্যাকরণ—১৮২৬। ইংরাজদিগের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—ইংরাজির অনুবাদ, পত্রসংখ্যা ১১৬। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৩; শেষ সংস্করণ স্কুলবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫১। এই সময়ের মধ্যে তিন হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। "এই গ্রন্থে দার্শনিক গবেষণা ও ভাষাতত্ত্ব ঘটিত সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।" *

মরে সাহেবের ইংরেজি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকাশক জে, সি, মার্সমান। ১৮৩৩।

ছন্দোমঞ্জরী—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রকাশিত। ১৮৩৪। মূল্য ।৹ চারি আনা।

ব্যাকরণসংগ্রহ—পত্রসংখ্যা ১৯, গোপালচন্দ্র চূড়ামণি কর্ত্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

ব্যাকরণসার—দ্বারকানাথ রায়।

[বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-ভূষণসার নামে ও দ্বারকানাথ শর্ম্ম প্রণীত একখানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।]

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৭৮। মূল্য চারি আনা।

* এই ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সারসংগ্রহ—বাঙ্গালাব্যাকরণ, ভগবচ্চন্দ্র প্রকাশিত। ১৮৪০।

ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী একজন বৈদ্য। ইংরাজি-ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত। পত্রসংখ্যা ৮২।

১৮৪১, "গৌড়ীয়ব্যাকরণ—প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী। হিন্দু-কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সংগৃহীত"।

ভগবচ্চন্দ্রের ব্যাকরণসারসংগ্রহ—দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৪৫, পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য বার আনা। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ-বিচার সহ।

সংস্কৃতব্যাকরণ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় লিখিত। ইউরোপীয় ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, সর্ব্বনাম পর্য্যন্ত। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ৭০। মূল্য আট আনা।

কেরি সাহেবের ইংরাজি-বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুবাদ; জে, রবিনসন প্রকাশিত। ১৮৪৬ খৃঃ। পত্রসংখ্যা ১০৯। মূল্য এক টাকা। ইহার একস্থলে বাঙ্গালাভাষায় চলিত পাঁচশত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ও অর্থ দেওয়া ছিল।

মুগ্ধবোধসারচন্দ্রোদয়—মুগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত। লেখক উত্তরপাড়া নিবাসী তারকনাথ শর্ম্মা। পত্রসংখ্যা ২২৬। (১৮৪৭)।

শ্যামাচরণের ইংরাজি-বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রোজারিও কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৪০৮। মূল্য পাঁচ টাকা। ইংরাজিভাষাভিজ্ঞের জন্য লিখিত। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গভর্মেণ্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃপ্রণালী ও কথোপকথনের ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

উপক্রমণিকা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫১; চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১১৮। মূল্য আট আনা। এই ব্যাকরণ খানি মিঃ উইলিয়মস্ কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদের আদর্শে রচিত। সংস্কৃত কালেজে ব্যবহৃত। অন্যত্র মুগ্ধবোধের স্থান অধিকার করিতেছিল।

শ্যামাচরণের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—রোজারিও কোম্পানির প্রকাশিত। ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ৩৬৯। মূল্য আঠার আনা। তৎপ্রণীত ইংরাজি ব্যাকরণের অনুবাদ।

ওয়াগ্নার সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১১৬। মূল্য এক টাকা চারি আনা। স্কুলবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষ্ণুসার ব্যাকরণ—১৮৫৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ। ফ্রিচার্চের পণ্ডিত বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৩৬।

নন্দকুমারের ব্যাকরণদর্পণ—পত্রাঙ্ক ১০৭। মূল্য আট আনা। ১৮৫৩। ছন্দঃপ্রকরণ ও রসপ্রকরণ সমেত। সমগ্র গ্রন্থ পদ্যে রচিত। লেখক সৈনিকবিভাগের একাউন্টেন্ট আফিসের কেরাণী ও হুগলিকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।

ক্ষেত্রমোহনের ব্যাকরণ—পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৩। হিন্দু-কলেজ পাঠশালার ব্যবহারার্থ রচিত।

১৮৫৭, বাঙ্গালাব্যাকরণ—রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৮৬৫। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য ।৵০।

১৮৫৭, (২য় সংস্করণ) ধাতুমালা—Rev. J. Long প্রণীত।

১৮৫৮, বঙ্গভাষাব্যাকরণ—ব্রজকিশোর গুপ্ত বিরচিত।

১২৬৬ (১৮৫৮ খৃঃ ২য় সংস্করণ), সুখবোধ—ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ প্রণীত।

১৮৫৮, সরলব্যাকরণ—লেখকের নাম অপ্রকাশিত। ২য় সংস্করণ ১৮৬১। মূল্য ৷৷০।

১৮৬১, বাঙ্গালাব্যাকরণ—লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত। কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশিত। ২৭শ সংস্করণ সংবৎ ১৯৪৯; ৩২শ সংস্করণ সংবৎ ১৯৫৪ মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। এই সংস্করণে গ্রন্থকারের পুত্র ললিতমোহন শর্ম্ম-মহাশয় গ্রন্থের আদ্যন্ত পরিবর্ত্তন করেন।

১৮৬৪, ব্যাকরণসেতু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার সংগৃহীত।

১২৭৫ (১৮৬৭ খৃঃ), সমাস দর্পণ—আদ্যনাথ শর্ম্মপ্রণীত।

১৮৬৮, ছন্দোমালা—মধুসূদন বাচস্পতি প্রকাশিত। পৃঃ ১০২।

১৮৬৮, লঘুব্যাকরণ—জয়গোপাল গোস্বামি প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭০।

১৮৬৯, বাঙ্গালাব্যাকরণ-সঞ্জীবনী—যশোদানন্দন সরকার প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৬; ৪র্থ ১৮৮১। পৃষ্ঠা ১২৭। মূল্য ৷৵০।

১৮৭৩, নববোধব্যাকরণ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ বি, এল্ প্রণীত।

১৮৭৪, বাঙ্গালাব্যাকরণ—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত। ১৬শ সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩০৫। ১৮শ ১৩০৭।

১৮৭৪, ব্যাকরণাঙ্কুর—স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত। পৃঃ ৮৪। ২৩শ সংস্করণ ১৯০২।

১৮৭৪, কাব্যদর্পণ—লেখকের নাম অপ্রকাশিত।

১৮৭৫, প্রথমপাঠ বাঙ্গালাব্যাকরণ—শ্রীযাদবচন্দ্র গোস্বামি প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৭। ৭ম সংস্করণ ১৮৯৫।

১৮৭৫, সুখবোধব্যাকরণ—শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। ১২শ সংস্করণ ১৮৯৭। ১৫শ, ১৯০১।

১৮৭৯, বাঙ্গালাব্যাকরণ ও রচনা-পদ্ধতি—কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ২১৮। পরিশিষ্ট ৫৪ পৃঃ। ২য় সংস্করণ ১৮৮১। ৩য় ১৮৮৩। ১১শ ১৮৯৭। ১৫শ ১৯০০। ১৮শ ১৯০৪।

১৮৮০, পদবোধব্যাকরণ—রামচন্দ্র (ভট্টাচার্য্য) বিদ্যারত্ন প্রণীত। ২য়, ১২৮৮ ও ৬ষ্ঠ, ১৮৯০।

১৮৮০, বাঙ্গালাব্যাকরণপ্রবেশিকা—জগদ্বন্ধু মোদক। ১৬শ সংস্করণ ১৯০০ খৃঃ।

প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালাব্যাকরণ—১৮৮৬ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), পণ্ডিত তারিণীশঙ্কর সান্যাল প্রণীত। ২৬শ সংস্করণ ১৯০২।

১২৮৮ (১৮৮০ খৃঃ), বাঙ্গালাব্যাকরণ—চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ২৩৮

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সর্ চার্লস্ উইলকিন্স ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইয়েটস্ সাহেব সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। ইহার পরে ইয়েটস্ একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে জন বীমস্ ও ফর্ব্বেশ্ কৃত দুইখানি বঙ্গভাষায় রচিত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে Mrs Moorat ইংরাজীভাষায় একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, উহার নাম Elementary Bengali Grammar in English. এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালাশিক্ষার্থী য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী-দিগের বিশেষ উপযোগী। ১৯২৩ সম্বতে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপক্রমণিকা ব্যাকরণের একখানি ইংরাজী অনুবাদ সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণকৌণ্ডিন্য (পুং) একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ব্যাকর্ত্তৃ (ত্রি) জগৎস্রষ্টা। সৃষ্টিকর্ত্তা।

ব্যাকার (পুং) ১ ব্যাখ্যা, বিবৃতি। ২ পরিবর্ত্তিতাকার।

ব্যাকীর্ণ (ত্রি) বি-আ-কৄ-ক্ত। বিক্ষিপ্ত, ছড়ান, বিশেষরূপে চারি দিকে ছড়ান।

ব্যাকুঞ্চিত (ত্রি) বিশেষ আকুঞ্চিত। খিলানের ন্যায় বাঁকান।

ব্যাকুল (ত্রি) বিশেষেণাকুলঃ। ১ শোকাদি দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা শূন্য। শোকমোহাদিতে অভিভূত হইয়া যিনি ইতি কর্ত্তব্যতা জ্ঞানশূন্য হন। পর্য্যায়—বিহস্ত। (অমর) ২ ব্যাপৃত। ৩ উৎকণ্ঠিত। ৪ কাতর। ৫ ভয়বিধুর। ৬ উপদ্রুত।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" (ভাগবত ১।৩।২৮)

ব্যাকুলতা (স্ত্রী) ব্যাকুলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যাকুলের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাকুলত্ব, আকুলতা, কাতরতা।

ব্যাকুলধ্রুব (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ব্যাকুলাত্মন্ (ত্রি) ব্যাকুলঃ আত্মা যস্য। শোকাভিহতচিত্ত। শোককাতর।

ভো বৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা বহুকুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণমানা !
রামোঽহং ব্যাকুলাত্মা দশরথতনয়ঃ পৃচ্ছতে শোকদগ্ধঃ।
(মহানাটক)

ব্যাকুলিতিন্ (ত্রি) ব্যাকুলিত।

ব্যাকৃতি (ত্রি) বিশিষ্টা আকৃতিঃ। ১ ভঙ্গি। (হলায়ুধ) ২ ছল, বঞ্চনা।

ব্যাকৃত (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত। ১ প্রকাশিত। ২ ব্যাখ্যাত। ৩ পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত।

ব্যাকৃতি (স্ত্রী) বি-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ প্রকাশন। ২ ব্যাখ্যান। ৩ পরিবর্ত্তন, রূপান্তরীকরণ।

ব্যাকোপ (পুং) বিশেষ ব্যাপ্তি। (কুসুমাঞ্জলী ৬।৯)

ব্যাকোশ (পুং) ব্যাকুশতি প্রস্ফুটতীতি বি-আ-কুশ ক। ১ বিকাশিত। (অমরটীকা রামাশ্রম)

"দোষাপি নূনমহিমাংশুরসৌ কিলেতি-
ব্যাকোশকোকনদতাং দধতে নলিন্যঃ।" (মাঘ ৪।৪৬)

ভাবে-ঘঞ্। ২ প্রস্ফুটন।

ব্যাকোষ (ত্রি) ব্যাকুষ্যতি মুকুলী ভাবাদ্ বহি নিঃসরতীতি-বি-আ-কুষ ক। প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত, বিকাশিত।

"তং পদ্মানিকরাকারং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
ব্যাকোষপদ্মাভিমুখো নলো বিধ্যাধ সায়কৈঃ॥"
(ভারত ৭৩০।২২)

ব্যাক্রোশ (পুং) বি-আ-ক্রুশ-ঘঞ্। তিরস্কার, কটূক্তি, দুর্ব্বাক্য, গালাগালি।

ব্যাক্রোশক (ত্রি) চীৎকারকারী।

ব্যাক্ষেপ (পুং) বি-আ-ক্ষিপ্-ঘঞ্। বিলম্ব।

"অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধেহি লক্ষণম্।" (রঘু ১০।৬)

২ ব্যাসঙ্গ অত্যাসঙ্গ। ৩ আকুলতা।

ব্যাখ্যা (স্ত্রী) ব্যাখ্যানমিতি বি-আ-খ্যা 'আতশ্চোপসর্গে' ইতি অঙ্, তত টাপ্। বিবরণ, ব্যাখ্যান, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থানৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥"
(ভাগবত ৭।১৩।৮)

ব্যাখ্যা শব্দে সাধারণতঃ টীকা বা অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ বুঝায়। শাস্ত্রগ্রন্থ সকল প্রায় সূত্র বা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ। সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত, সুতরাং ব্যাখ্যা ভিন্ন অর্থবোধ হওয়া কঠিন, এই জন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রসমূহের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে, ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলি বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি নানাশাখায় বিভক্ত।

ইহা ভিন্ন ব্যাখ্যার একটী সাধারণ লক্ষণও আছে। তদ্‌যথা –

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

পদচ্ছেদ—অর্থাৎ সূত্রে কয়টী পদ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া; পদার্থোক্তি—কোন্ পদের কি অর্থ তাহা নির্দ্দেশ করা; বিগ্রহ—সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাস করা; বাক্য-যোজনা—সমস্ত বাক্যটীর বা সূত্রটীর অন্বয় অর্থাৎ বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা; আক্ষেপের সমাধান—সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সমাধান বা নিরসন, ব্যাখ্যার এই পাঁচটী লক্ষণ। ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত পাঁচটী বিষয় থাকা উচিত। বেদেও পদচ্ছেদ প্রদর্শনের জন্য পদপাঠ, পদগ্রন্থ এবং ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যা-গ্রন্থে সর্ব্বস্থলে সমভাবে ঐ পাঁচটী বিষয় বর্ণিত হয় নাই। বাক্য-যোজন দ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা-কর্ত্তৃগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। বাক্যযোজনাচ্ছলেই পদের অর্থ বলা হইয়াছে। আক্ষেপের সমাধানের জন্য তাঁহারা স্থলবিশেষে একাধিক কল্প বা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে স্থলে অনেক কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই স্থলে সাধারণতঃ শেষ কল্পই সমীচীন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তি যোগ্য। শেষ কল্পটীর নির্দ্দেশ করিলেই যখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন অসমীচীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলির উপন্যাস অন্যায় বা অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ শিষ্টবুদ্ধির বৈশদ্য ও পরিচালনার জন্য বা কৌশলপ্রদর্শন অভিপ্রায়ে নানাকল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা গ্রন্থেরও বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। বৃত্তি গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত ও তদীয় রচনা গাম্ভীর্য্যযুক্ত। যে গ্রন্থে সূত্রানু-সারি পদের দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয়, এবং নিজের প্রযুক্ত পদ সকল অর্থাৎ বাক্যগুলিও ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম ভাষ্য। ভাষ্যের রচনা প্রগাঢ়। ভাষ্যের অক্ষরার্থ সহজ, তাৎপর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ আয়াসগম্য। কোন বৃত্তি ভাষ্যাকারে এবং কোন কোন ভাষ্যও ব্যাখ্যার প্রণালীতে রচিত দেখিতে পাওয়া

যায়। তাহাতে ভাষ্যের লক্ষণ আদৌ নাই। যে ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত, অনুক্ত এবং দুরুক্ত অর্থ পরিব্যক্ত হয় তাহার নাম বার্ত্তিক।

[ভাষ্য, বার্ত্তিক প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্রষ্টব্য।]

২ বর্ণন, কথন। ৩ গ্রন্থ।

"ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসঃ বিদ্যাক্ষহস্তাম্বুজৈঃ" (তন্ত্রসার)

ব্যাখ্যাগম্য (ক্লী) ব্যাখ্যয়া গম্যং ব্যাখ্যয়া বিবরণেন গম্যতে জ্ঞায়তে যৎ। উত্তরাভাসভেদ। বাদী নালিস করিলে প্রতিবাদী যথার্থ উত্তর না দিয়া কোনরূপ একটী উত্তর দিলে তাহাকে ব্যাখ্যাগম্য কহে।

"অস্তব্যস্তপদব্যাপি নিগূঢ়ার্থং তথাকুলম্।
ব্যাখ্যাগম্যমসারঞ্চ নোত্তরং শস্যতে বুধৈঃ ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ ব্যাখ্যা অর্থাৎ টীকাদি দ্বারা যাহা বোধগম্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাত (ত্রি) বি-আ-খ্যা ক্ত। বিবৃত, কথিত, যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাতব্য (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তব্য। ব্যাখ্যান যোগ্য, ব্যাখ্যার্হ, ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত।

ব্যাখ্যাতৃ (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তৃচ্। ব্যাখ্যাকারক। যিনি ব্যাখ্যা করেন।

ব্যাখ্যান (ক্লী) বি-আ-খ্যা-ল্যুট্। ব্যাখ্যা, বিবরণ, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

ব্যাখ্যানশালা (স্ত্রী) ব্যাখ্যানস্য শালা। ব্যাখ্যান-গৃহ, যে গৃহে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাস্বর (পুং) ১ ব্যাখ্যার উপযুক্ত স্বর। ২ মধ্যম স্বর। (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।১৩।৬)

ব্যাখ্যেয় (ত্রি) বি-আ-খ্যা-যৎ, আকারস্য একারঃ। ব্যাখ্যার্হ, বর্ণনীয়, ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য।

ব্যাঘট্টন (ক্লী) বি-আ-ঘট্ট-ল্যুট্। ১ সজ্ঘর্ষণ, সজ্ঘট্টন। ২ আলোড়ন, মন্থন।

ব্যাঘাত (পুং) ব্যাহন্যতেঽনেনেতি বি-আ-হন ঘঞ্ নস্য ত। ১ বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ত্রয়োদশ যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ নহে, ইহাতে কোন শুভ কর্ম্মাদি করিতে নাই। তবে একটু বিশেষ এই যে, এই যোগের প্রথম ছয়দণ্ড ত্যাগ করিয়া শুভকর্ম্ম করা যায়।

"গণ্ড ব্যাঘাতয়োঃ ষট্ ৮ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতি ব্যতিপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে সাধুদিগের বিঘ্নকারী, কঠোর, অসত্যভাষী, দয়াশূন্য, মন্দ চক্ষু, দীর্ঘ শরীর ও কৃশাঙ্গ হইয়া থাকে।

"ব্যাঘাতকর্ত্তা চ সতাং নিতান্তং ব্যাঘাতজন্মা মনুজঃ কঠোরঃ।
অসত্যভাষী কৃপয়া বিহীনো মন্দেক্ষণো দীর্ঘতনুঃ কৃশাঙ্গঃ ॥"
(কোষ্ঠী প্রদীপ)

২ অন্তরায়, বিঘ্ন।

"তেন ব্যাঘাতমন্ত্রাণাং ক্রিয়মাণমবেক্ষ্য চ।" (ভারত ১।১।২৮৮)

৩ প্রহার। (মেদিনী) ৪ কাব্যের অলঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ।

"ব্যাঘাতঃ স তু কেনাপি বস্তু যেন যথাকৃতম্।
তেনৈব চেদুপায়েন কুরুতেঽন্যস্তদন্যথা ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭২৬)

কোন ব্যক্তি যে উপায় দ্বারা একটী কার্য্য করে, অন্য ব্যক্তি সেই উপায় দ্বারা যদি সেইরূপ কার্য্যের অন্যথা করে, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

হরনেত্র দ্বারা ভস্মীভূত মদন নারীগণ কর্ত্তৃক সেই নয়ন দ্বারাই জীবিত হইয়াছিল। অতএব বিরূপাক্ষ জয়কারিণী বামলোচনাদিগকে স্তব করি। এই স্থলে হরনেত্র দ্বারা মদন দগ্ধ হইয়াছিল। নারীগণ সেই নেত্র দ্বারাই তাহাকে জীবিত করে, সুতরাং যে উপায় দ্বারা মদনভস্ম হইয়াছিল, সেই উপায় দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ জীবিত হওয়ায়, ব্যাঘাত-অলঙ্কার হইল।

অন্যবিধ লক্ষণ—

"সৌকর্য্যেণ চ কার্য্যস্য বিরুদ্ধং ক্রিয়তে যদি ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭২৭)

যদি কার্য্যের সৌকর্য্য দ্বারা বিরুদ্ধকৃত হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"ইহৈব ত্বং তিষ্ঠ দ্রুতমহমহোভিঃ কতিপয়ৈঃ
সমাগন্তা কান্তে! মৃদুরসি ন চায়াসসহনা।
মৃদুত্বং মে হেতুঃ সুভগ! ভবতা গন্তুমধিকং
ন মৃদ্বী সোঢ়া যদ্বিরহকৃতমায়াসমসহম্ ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ইহা নায়কনায়িকার উক্তি প্রত্যুক্তি, কোন নায়ক বিদেশ গমনকালে নায়িকাকে বলিয়াছিল হে কান্তে! তুমি এই গৃহে অবস্থান কর, আমি কতিপয় দিন মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তুমি অতি কোমলা, আয়াস সহ্য করিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমার সহিত গমনক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না। এই কথায় উত্তরে নায়িকা বলিয়াছিল, হে সুভগ! আমার মৃদুতাই আপনার সহিত

গমনের প্রধান কারণ, আমি মৃগ্ধী বলিয়া আপনার সহিত গমন করিব. কারণ বিরহকৃত অসহনীয় আয়াস আমি সহ করিতে পারিব না। এই স্থলে নায়ক নায়িকাকে মুগ্ধী বলিয়া তাহার সহিত গমন অযুক্ত বলিয়াছিল, কিন্তু নায়িকা হেতু দ্বারা ঐ মৃদুতাই তাহার গমনের প্রধান কারণ বলায়, সৌকর্য্য দ্বারায় কার্য্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় এখানে ব্যাঘাত অলঙ্কার হইল।

অত্র নায়কেন নায়িকামৃদুত্বং সহগমনাভাবহেতুত্বেনোক্তং, নায়িকয়া চ প্রত্যুত সহগমনে ততোঽপি সৌকর্য্যেণ হেতুতয়োপন্যস্তম্। (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ব্যাঘারণ (ক্লী) জলসিঞ্চন কার্য্য। (কাত্যায়ন শ্রৌ° ৮।৫।২)

ব্যাঘ্র (পুং) ব্যাজিঘ্রতীতি বি-আ ঘ্রা-ক। স্বনামখ্যাত চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ, চলিত বাঘ। পর্য্যায়—শার্দ্দূল, দ্বীপী, পৃদাকু, বনখ, চিত্রক, পুণ্ডরীক, হিংস্র পশু, ব্যাড়, হিংস্রক, হিংসারু, শ্বাপদ, পঞ্চনখ, ব্যাল, গুহাশয়, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, নখায়ুধ। ইহার মাংসগুণ—অর্শঃ; প্রমেহ, জঠরাময় ও জড়ত্বনাশক, (রাজনি°) ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি প্রসহন জাতীয় জন্তু। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, কশ্যপপত্নী দংষ্ট্রার গর্ভে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

"দংষ্ট্রা ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ ব্যাঘ্রসিংহাংশ্চ তাবিনী।
দ্বীপিনশ্চ সুতাস্তস্যা ব্যালাস্তাশ্চামিষপ্রিয়াঃ॥"
(বহ্নিপুরাণ কাশ্যপীয় বংশনামাধ্যায়)

এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জন্তু স্তন্যপায়ী, এবং অতিশয় হিংস্র ও মাংসাশী বলিয়া পরিচিত। উদরে ক্ষুধা না থাকিলেও ইহারা সম্মুখের শিকার না মারিয়া ছাড়ে না। শুনা যায়, ইহারা গোমেষাদি, এমন কি, মনুষ্যদিগকেও অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া মুখে করিয়া গভীর জঙ্গলে লইয়া যায় এবং তথায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে তাহাকে আহার করে। একটী মনুষ্য বা পশু একবারে আহার করিতে অশক্ত হইলে ইহারা অবশিষ্ট গলিত শবদেহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত আহার করে। আমাদের দেশে বিড়ালেরা যেমন ইন্দুর ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে নিহত করে, ব্যাঘ্রেরাও সেইরূপ শিকার লইয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া স্বয়ং দূরে সরিয়া যায়। ঐ সময়ে শিকার যদি পলাইতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে ইহারা দূর হইতে লাফ দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে কামড়াইয়া বা থাবার আঘাতে নিৰ্জ্জিত করিয়া পুনরায় সরিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ক্রীড়া কালে ইহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত অনেক লোক এইরূপ অবস্থায় ব্যাঘ্রের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বনভূমিস্থ বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছে।

শিকার লইয়া ক্রীড়া ও আমোদ এবং বিড়ালের সহিত বাঘের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের লোকেরা বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলিয়া থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণও এই একই কারণে সিংহ, ব্যাঘ্র, গোবাঘা, বিড়াল প্রভৃতিকে পশুজাতির Felis শাখার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ব্যাঘ্রগণ Felidæ জাতির Felinæ শ্রেণীভুক্ত। চিতাবাঘ গুলি ঐ জাতির অন্য একটি শাখা (Felis Pardus) বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু নেকড়ে-বাঘ জাতি Canidæ অর্থাৎ কুকুর জাতির অন্তর্ভুক্ত। কেন না, দন্ত ও মুখের আকৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে উহাদিগকে স্বভাবতঃই কুকুর জাতীয় অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়।

ঐ ব্যাঘ্র জাতি, সমগ্রভারতের অর্থাৎ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচল শ্রেণীর ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানের বনজঙ্গলে বাস করে। ব্রহ্মরাজ্য, মলয় প্রায়োদ্বীপ, পশ্চিম এসিয়া খণ্ড ও আফ্রিকা মহাদেশের বনজঙ্গলে, অথবা শর বা তৃণাচ্ছাদিত নদীতীরে যেখানে অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুর জলপান করিতে আসিবার সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ স্থানে ইহাদিগকে সাধারণতঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়।

স্থানবিশেষের জলবায়ুর তারতম্য হেতু ব্যাঘ্র জাতিরও আকৃতিগত অনেক বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এই কারণে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঘ্রও দেখিতে পাই। বাঙ্গালার পার্ব্বত্য জঙ্গলে যে বৃহদাকার ব্যাঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা য়ুরোপীয় শিকারিদিগের নিকট Royal Bengal tiger নামে খ্যাত। এরূপ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ব্যাঘ্র জগতের আর কোথাও দেখা যায় না। ইহারা প্রায় ১২ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। সুন্দরবন যাত্রী কাঠুরিয়াগণের মুখে ইহাদের হিংসা-প্রকৃতির অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। পশ্চিম-বাঙ্গালার এবং মধ্য-ভারতের পার্ব্বত্য-বনভূমে এতাদৃশ দীর্ঘাকার ব্যাঘ্র দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালার বাঘের ন্যায় হিংসা প্রকৃতিক নহে।

সুন্দরবনের বড় বাঘ (Tigris regalis) ও পশ্চিম বাঙ্গালার মধ্যমাকৃতি গো-বাঘ গুলি যাহা য়ুরোপীয় শিকারীর ভাষায় Baffals-tiger" নামে পরিচিত, তাহাই ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভাষায় স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম-ভারতে বাঙ্গালার বাঘ ও বাঘিনীগুলি শের ও শেরণী নামে প্রখ্যাত। অন্যত্র পাটায়ত-বাঘা বা গো-বাঘা; হিন্দুস্থানের স্থানে স্থানে শেলা-বাঘ; মহারাষ্ট্রে বুহাগ বা পটিবাঘ; বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতের দিকে নাহর। ভাগলপুরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে তুৎ; গোরখপুরে নোঙ্গাচার; তেলগু ও তামিল পুলি,

পেড়ু পুলী ; মলয়ালম পরৈঁপুলি ; কণাড়ি হুলী, তিব্বতে তাঘ, ভোটাঙ্গ তুখ. লেপছা সুহ্‌তোঙ্‌ ; যবদ্বীপ মাচাল ; সুমাত্রা রিমাস বা হরিমন।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রের গাত্র লালাভ-হরিদ্রাবর্ণ, তাহার মাঝে মাঝে কাল ডোরা উহা মেরুদণ্ডের নিকট কিছু প্রশস্ত ও উদরের দিকে ছুঁচাল। উদরের নিম্নভাগে হরিদ্রাভ শ্বেত লোম দেখা যায়। চিতাবাঘ গুলির গায় ঐরূপ কাল ডোরা নাই। গোল-গোল কাল গুল দৃষ্ট হয়। বর্ণও ঐরূপ গাঢ় লালাও নহে, বরং ঈষৎ তরল হরিদ্রাবর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। কোন কোন চিতাজাতীয় ব্যাঘ্রের গাত্রলোমও ঈষৎ লালমিশ্রিত হরিদ্রাভ দেখা যায়। ইহারা উপরি উক্ত দুই প্রকার ব্যাঘ্র অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার। [চিতা বাঘ দেখ।]

ওয়ালটার এলিয়ট, মেজর সার উইন্‌ ও সার্জ্জন মেজর জার্ডন প্রভৃতি ইংরাজ শিকারীরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যতগুলি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' শিকার করিয়াছেন, তাহাদের কোনটাই ১০´-৩´´ ইঞ্চ মাপের বেশী নহে, তবে দু-একটী ১২।১৩ ফুট বাঘের কথা যাহা কোন কোন শিকারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রগাত্র হইতে চর্ম্ম ছাড়াইয়া শুকাইবার সময় টানিয়া মাপা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের ব্যাঘ্র জাতির স্বভাব আলোচনা করিয়া শিকারী এলিয়াট লিখিয়াছেন ;—'ইহারা স্বভাবতঃ ভীরুস্বভাব, তাড়া দিলে পলাইয়া যায়, কিন্তু যদি কেহ ইহাদিগকে রাগায় অথবা কোন প্রকার আহত করে, তাহা হইলে ইহারা কুপিত হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ পার্ব্বতীয় বনজঙ্গলে ইহারা বাস করে এবং অবসর বুঝিয়া চুপি সাড়ে সমতল প্রান্তরে আসিয়া শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকে। অনেক স্থানে ইহারা শস্যাদি নষ্ট করিয়া কৃষকদিগের ক্ষতি করে। সুবিধা ও একক পাইলে কৃষককে ধরিয়া লইয়া যাইতেও কাতর হয় না। রাত্রি-কালে গ্রীষ্মনিবন্ধন কোন গ্রামবাসী আপন গৃহের অলিন্দে শুইয়া থাকলে ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। বাঘিনা-দিগকে দুইটী হইতে চারিটী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়, ইহাদের গর্ভধারণের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই।

এলিয়ট্ খান্দেশবাসী ভালজাতির মুখে শুনিয়াছেন যে, মন্থন-বায়ুর সময় যখন খাদ্যের বিশেষ অভাব হয়, তখন ব্যাঘ্রেরা ব্যাঙ খাইয়া জীবন ধারণ করে। ঐ সময়ে উদরের জ্বালায় এক বাঘ একটী সজারুকে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা পায় ; কিন্তু উহার একটী কাঁটা তাহার গলনালীতে প্রবিষ্ট ও বিদ্ধ হওয়ায় সে আর কোন দ্রব্য আহার করিতে পারে নাই। ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

মেজর সারউইল ব্যাঘ্রতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বাঘদিগেরও দুইটী হইতে চারিটী শাবক হয়। যত দিন না ঐ ব্যাঘ্র-শাবক আপনি শিকার করিতে সমর্থ হয়, ততদিন তাহারা মাতার পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্যাঘ্র-শিশু যখন শিকার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা একযোগে ৪।৫টী গাভী নষ্ট করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে বুড়া বাঘেরা কখনই ঐরূপ ক্ষতি করে না. তাহারা ক্ষুধার সময় সম্মুখে পাইলে একটী মাত্র গাভী লইয়াই প্রাণ ঠাণ্ডা করে। বুড়ো বাঘেরা এই রূপ প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটী করিয়া গোরু ধরিয়া লইয়া যায়। গোরু ধরিবার জন্য তাহারা গভীর জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের সন্নিকটে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলেই বৃষ, মহিষ বা গাভী লইয়া পুনরায় বনান্তরালে অপসৃত হয়। তাহারা যেখানে ঐ নিহত পশু লইয়া যায়, সেই খানেই প্রায় ২, ৩, বা ততোঽধিক দিবস থাকিয়া হাড়গুলি চিবাইয়া খাইয়া তবে গভীর বনে চলিয়া যায় ; এই কারণে বাঘে গোরু লইয়া গিয়াছে শুনিয়াই শিকারীরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে অন্বেষণ করে এবং মৃত পশুদেহের সন্ধান পাইলেই সেই স্থানের নিকটে কোন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করে। ব্যাঘ্র যখন নিশ্চিন্ত মনে ঐ গলিত মাংস ও অস্থি ভোজন করিতে থাকে তখন শিকারী লুকাইত স্থান হইতে গুলি বা তীর মারিয়া বাঘকে মারিয়া ফেলে, যে বনে বাঘ থাকে, মনুষ্য সেখানে উপস্থিত হইলেই একটী বিজাতীয় গন্ধ পায় এবং তখনই বুঝিতে পারে যে, এখানে একটী বাঘ আছে। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতিকে থাবড় মারিয়া বাঘ জখম করিতে শুনা গিয়াছে।

বাঘিনীরা নিবিড় বনে, বিশেষতঃ যেখানে নলবন আছে সেই খানেই, আপনার শাবক লুকাইয়া রাখে। ঐ শাবক যদি কেহ তাহার অসাক্ষাতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে সেই স্থানে আসিয়া দিবারাত্র চীৎকার করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ হাস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই বনে ব্যাঘ্র শিকার করা হয় ; কিন্তু শিক্ষিত শিকারীরা হাওদার মধ্যে থাকিয়া ব্যাঘ্রকে গুলিমারা নিরাপদ মনে করেন না। তাঁহারা পদব্রজে বনদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ব্যাঘ্র-শিকার করাই সুবিধাজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। কোন কোন স্থলে, যেখানে অন্য ব্যাঘ্র পশুহত্যা করিয়া রাখিয়াছে সেই স্থলে কোন বৃক্ষের উপর মাচা বাঁধিয়া শিকারীরা বসিয়া থাকে এবং ব্যাঘ্র ঐ মাংস খাইতে আসিলে উপর হইতে বন্দুকের গুলিতে তাহার প্রাণ সংহার করে। কখন বা তাহারা বৃক্ষের নিম্নে বৃষাদি কোন জন্তুকে নিরাপদভাবে বাঁধিয়া রাখে। ব্যাঘ্র ঐ বৃষ আহারের লোভে তথায় উপস্থিত হইলে শিকারী উপর হইতে তাহার উপর গুলি বর্ষণ করে।

দেশীয় শিকারীরা প্রথমে এক স্থানে জাল পাতিয়া চলিয়া যায়, পরে বন ঘিরিয়া গোলাকার ভাবে চারিদিক্ হইতে তাড়া দিয়া ব্যাঘ্রকে জালের মধ্যস্থলে আনায়ন করে। বাঘ জালে পড়িলে তাহাকে ধরিয়া ফেলে, অথবা বড়্সার আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করে। সিংহভূম, হাজারি বাগ প্রভৃতি অঞ্চলে কোলেরা বনদেশ হইতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া গবর্মেণ্টের সদরে চর্ম্ম ও নখ আনিয়া দেয় এবং তাহার জন্য রাজকোষ হইতে পুরস্কার পাইয়া থাকে। কখন কখন ষ্ট্রীক্‌নিয়া খাওয়াইয়াও ব্যাঘ্রকে মারিয়া ফেলা হয়। প্রতিবৎসর এইরূপে অসংখ্যক ব্যাঘ্র নিহত হইলেও ব্যাঘ্র জাতির সংখ্যা কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যাঘ্রের নখ বিশেষ উপকারী। ব্যাঘ্রের নখের মালা বালকদিগের গলায় ধারণ করাইলে কাহারও কুদৃষ্টি হয় না। শিক্ষিতের নিকট উহা শোভার সামগ্রী। কোন কোন ব্যক্তি চেনের লকেট বা গলার নেক্‌লেসে ব্যাঘ্রের নখশ্রেণী সোণা দিয়া বাঁধাইয়া বক্ষে বা গলায় পরে, কেহ বা রূপা দিয়া বাঁধাইয়া বলয়াকারে (bracelets) হস্তে পরিধান করে। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাবদ্ধ লোকে বালরোগে সন্তানাদির গলায় বা কোমরে ব্যাঘ্র নখ ধারণ করায়। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ নখ থাকিলে বালগ্রহদিগের প্রকোপজনিত জ্বর বা দৃষ্টি অপনোদিত হয়। মড়াঞ্চে পোয়াতি অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হইয়া অল্পকাল পরেই মরিয়া যায়, তাহাদেরও জাত বালকের গলায় ব্যাঘ্র-নখ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। প্রবাদ, উহার বলে, বালক ব্যাঘ্রের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের স্কন্ধসন্ধির মধ্যে যে কণ্ঠাস্থি আছে, তাহা অভিচার কার্য্যে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাদের গোঁফ বা ওষ্ঠ লোমও বশীকরণের বিশেষ সহায়ক। যদি পুরুষে উহার অধিকারী হয় তাহা হইলে সে অনায়াসে অভিলষিত কামিনী বশে আনিতে পারে। উহা যদি নারীর নিকট থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই পুরুষকে বশে আনিতে সমর্থ হয়।

দক্ষিণভারতের নিম্নশ্রেণীর অসভ্য লোকে ব্যাঘ্রের মাংস খাইয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে এই ব্যাঘ্র পারস্য হইয়া বোখারা ও জাভ্রয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমুরদেশ, আল্‌টাই পর্ব্বতশ্রেণী ও চীনদেশেও প্রচুর বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ও মলয়-প্রায়োদ্বীপে যথেষ্ট ব্যাঘ্র আছে, কিন্তু সিংহলে নাই। এই সকল বিভিন্ন দেশের ব্যাঘ্রের মধ্যেও আকৃতিগত সামান্য পার্থক্য আছে।

চিতাবাঘ (F. pardus) ও নেকেড়ে বাঘের (Canis pallipes) বিষয় যথাস্থানে লিপি বদ্ধ হওয়ায় এখানে আর বিবৃত হইল না।

সাধারণ ব্যাঘ্র অপেক্ষা নেকেড়ে বাঘগুলিই বেশী হিংস্র। অনেক স্থলে শুনা গিয়াছে যে, রাখালেরা মহিষদল চরাইতে চরাইতে তাড়া দিয়া পলায়মান ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া তাহার মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া আনিয়াছে। এলিয়ট লিখিয়াছেন, এক সময়ে একটী রাখালকে বাঘে লইয়া যায়। অপরাপর রাখালেরা ইহা দেখিয়া গোলমাল করে এবং গোমহিষাদিকে সেই দিকে তাড়াইতে থাকে। মহিষেরা দ্রুতবেগে যাইয়া ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে, বাঘ তাহাতে ভীত হইয়া রাখাল বালককে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তথাপি সে মহিষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। মহিষেরা শৃঙ্গদ্বারা ব্যাঘ্রের উদর বিদীর্ণ করিয়া দিয়া ছিল।

নেকড়ে বাঘের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা কিছুতেই শিকার পরিত্যাগ করে না। কখন কখন দুই দিন পর্য্যন্ত ইহারা শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া থাকে। [নেকড়ে বাঘ দেখ।]

উপরে গো-বাঘা নামে যে বাঘের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা Buffalo tiger নামে খ্যাত। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রায় Bengal tiger এর মত, তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত জাতি অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্রাকার হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, "বাঘের বেটা বাঘডাসা" (F. viverrina—the large tiger cat) অর্থাৎ ইহারা বাঘের অনুপযুক্ত পুত্র। ইহারা প্রায়ই জলার ধারে শরবনে থাকে এবং মাছ, পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া উদর পূর্ণ করে। হিমালয়ের পার্ব্বত্য পাদমূলে, নেপালের তরাই-প্রদেশে, পূর্ণিয়া জেলায় ও কলিকাতার সমীপবর্ত্তী নানা স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। রেভারেও বেকার বলেন, মলবার উপকূলের বাঘডাসা গুলি অপেক্ষাকৃত তেজস্বী। ইহারা সময় সময় ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়। পালিত গুলি অনায়াসে দেশী কুকুর গুলিকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। অনেকে ইহাদিগকে বিড়াল জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। F. bengalensis ও ঐরূপ এক জাতীয় বাঘ-বিড়াল (Leopard-cat)। ইহাদের শরীর ২৬ ইঞ্চি এবং পুচ্ছ প্রায় ১২ ইঞ্চি। ইহাদিগকে কেহ কেহ "বাগাটী" বলিয়া থাকে।

কেন্দুয়া বাঘ বা কেঁদো (Felis jubata) জাতীয় পশুগুলি হিন্দুস্থানে—চিতা, তেলগু—চিতাপুল্লি, কণাড়ী—চির্চা ও শিবুঙ্গী এবং কোথাও কোথাও লঘর নামে পরিচিত। ইহারা পোষ মানে, এই কারণে শিকারীরা অনেক সময়ে কৌশলে ইহাদের ধরিয়া আনে এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে কুকুরদিগের ন্যায় শিকার কার্য্যের সহচর করিয়া লইয়া যায়।

ইহাদের গাত্র উজ্জ্বল রক্ত ও হরিদ্রামিশ্রিত পাটলবর্ণের

লোমে আচ্ছাদিত। মধ্যে মধ্যে কাল দাগ আছে, কিন্তু উহা উপরি উক্ত চিতার ন্যায় চক্রাকার নহে। চক্ষুকোণ হইতে দুইটী কাল ডোরা মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোলাকার। পুচ্ছ দীর্ঘ এবং তাহাতে কাল দাগ আছে কিন্তু অগ্রভাগ অত্যন্ত সরু ও কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত। দেহ-যষ্টি শীর্ণ ও দীর্ঘ এবং কোমর গ্রে-হাউণ্ড নামক শীর্ণদেহী কুকুরের মত। চক্ষুতারকা গোলাকার। মস্তক লইয়া সমগ্র শরীর ৪॥০ ফুট, পুচ্ছ ২।০ ফুট এবং খাড়াই ২॥০ হইতে ২৮০ ফুট।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রকে প্রাচীনেরা প্রথমে চিতা Panther বা Leopardus) বলিয়া জানিতেন। উত্তর আফ্রিকাবাসী বর্ত্তমান আবব জাতির ও উক্ত প্রাচীনদিগের বিশ্বাস যে সিংহ ও প্রকৃত চিতা (Pards) জাতির সহযোগে এই জাতীয় চিতার উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ও উত্তরভারতের খান্দেশ হইতে সিন্ধু, রাজপুতনা ও পঞ্জাব প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কেন্দুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে ও বাঙ্গালায় কেন্দুয়ার অভাব নাই। ইহারা নীলগাই, গো-শাবক, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া যায়। জের্দন সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি বনে শৃগালের সহিত কেন্দুয়াকে একত্র বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন। এক সময়ে তিনি নীলগাইর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেন্দুয়াকে গোপনে দৌড়াইতে দেখিয়াছিলেন। সুবিধা পাইলে কেন্দুয়া নীলগাইকে ধরিয়া নিহত করিবে এই চেষ্টায় সে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে।

কেন্দুয়া-শাবক পালিত করিয়া বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিলেও শিকারের উপযোগী হয় না। শৈশবে ইহারা আপনাপন পিতা-মাতার নিকট হইতে শিকার ধরিবার তাগ বাগ শিক্ষায় অভ্যস্ত হইলে পর, অর্থাৎ যখন ইহারা স্বয়ং আহার্য্য জন্তুদিগকে ধরিয়া খাইতে সমর্থ হয়, সেই সময়ে ইহাদিগকে লইয়া পশু শিকারের উপযোগী প্রথা সমূহে শিক্ষিত করিলে ইহাদিগকে গ্রে-হাউণ্ড কুকুরের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী দেখা যায়। মহিসুররাজ টিপু-সুলতানের ঐরূপ পালিত ৫টী শিকারী কেন্দুয়া ছিল, শ্রীরঙ্গপত্তনে ইংরাজ সৈন্যের তাৎকালিক অধিনায়ক সর্ অর্থার ওয়েলেসলী টিপুর অধঃপতনের পর ঐ পাঁচটী বাঘ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় শিকারী বাঘগুলি সাধারণতঃ গ্রে-হাউণ্ড বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার অপেক্ষা অধিক বেগে শিকারকে আক্রমণ করে। এমন কি দ্রুতগামী হরিণকেও অতিক্রম করিয়া ইহারা সম্মুখ ভাগ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

এই ব্যাঘ্র শব্দ নরাদি শব্দের উত্তরস্থ হইলে অর্থাৎ নরাদি শব্দের পরে থাকিলে শ্রেষ্ঠার্থবাচক হইয়া থাকে। যথা পুরুষ-ব্যাঘ্র অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ।

"উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে" ব্যাকরণের এই সূত্রানুসারে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া থাকে। পুরুষব্যাঘ্র—পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব। এখানে শ্রেষ্ঠার্থে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইল।

২ রক্তৈরণ্ড। ৩ করঞ্জ। (মেদিনী)

ব্যাঘ্রক (পুং) অনুকম্পিতো ব্যাঘ্রাজিনঃ (অজিনান্তস্যোত্তর-পদলোপশ্চ। পা ৫।৩৮২) ব্যাঘ্রাজিন—কন্, অজিনশব্দস্য লোপঃ। ব্যাঘ্রাজিন।

ব্যাঘ্রকর (পুং) রক্তৈরণ্ড বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রকেতু (পুং) বাসবদত্তা বর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

ব্যাঘ্রখড়্গ (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রগ্রীব (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (মার্ক°পু° ৫৮।১৭)

ব্যাঘ্রঘণ্টা [ণ্টী] (স্ত্রী) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ। বম্বে-লঘু-বাঘাণ্টী। মহারাষ্ট্র গোবিন্দী। ইহার গুণ—পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণ, রুচিকর, বিষ ও কফনাশক। ইহার ফল—তিক্তোষ্ণ, বিসূচী, কফ ও বাতরোগনাশক এবং ত্রিদোষবিনাশক।

"ব্যাঘ্রঘণ্টী পিত্তলোষ্ণা রুচ্যা বিষকফাপহা।
ফলং চাস্যাস্তু তিক্তোষ্ণং বিসূচীকফবাতনুৎ॥
ত্রিদোষহারিণী প্রোক্তা বৈদ্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রচর্ম্মন্ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য চর্ম্ম। বাঘের চামড়া।

ব্যাঘ্রজম্ভন (ত্রি) ব্যাঘ্রধ্বংস। (অথর্ব্ব ৪।৩।৭)

ব্যাঘ্রতরু (পুং) রক্তৈরণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রতল (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (বৈদ্যকনিঘণ্টু) ২ রক্তৈরণ্ড।

ব্যাঘ্রতলা (স্ত্রী) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (রক্তৈরণ্ড।)

ব্যাঘ্রতা [ত্ব] (স্ত্রী) ব্যাঘ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যাঘ্রদংষ্ট্র (পুং) গুল্মভেদ। (Tribulus lanuginolus)

ব্যাঘ্রদত্ত (পুং) ব্যক্তিভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

ব্যাঘ্রদল [লা] (পুং স্ত্রী) ১ ব্যাঘ্রনখ, নখী। ২ রক্তৈরণ্ড।

ব্যাঘ্রনখ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য নখমিব। নখী নামক গন্ধদ্রব্য। মহা-রাষ্ট্রে ও উৎকলে বাঘনখা। পর্য্যায়—ব্যাড়ায়ুধ, করজ, চক্রকারক, নখাঙ্ক, নখী, নখ্য, ব্যাঘ্রনখী। (শব্দরত্না°) গুণ—তিক্তোষ্ণ, কষায়, বাত ও কফনাশক, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক, সুগন্ধ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গ্রহণী, শ্লেষ্মা, রক্তজ্বর ও কুষ্ঠরোগ-নাশক এবং লঘু, উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণ্যকর, স্বাদু ও বিষনাশক, অলক্ষ্মী ও মুখদৌর্গন্ধনাশক, পাক ও রসে কটু। (ভাবপ্র°) ২ কন্দবিশেষ। ৩ নখক্ষতবিশেষ। (মেদিনী) (পুং) ব্যাঘ্রস্য নখমিব কণ্টকং যস্য। ৪ স্নুহীবৃক্ষ। ৫ ব্যালনখ। (রাজনি°) ৬ ব্যাঘ্রের নখ।

ব্যাঘ্রনখক (ক্লী) ব্যাঘ্রনখমেব স্বার্থে কন্। ১ ব্যাঘ্রনখ। ২ নখক্ষত। নখের আচড়। (শব্দমালা)

ব্যাঘ্রনখী (স্ত্রী) ব্যাঘ্রনখ। (ভাবপ্র°)

ব্যাঘ্রনায়ক (পুং) ব্যাঘ্রস্য নায়ক ইব। শৃগাল। (রাজনি°)

ব্যাঘ্রপদ্ (পুং) ১ গুল্মভেদ। (Flacourtia sapida)। ২ বশিষ্ঠের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ৯।৯৭।১৬-৮ মন্ত্রদ্রষ্টা। ৩ একজন বৈয়াকরণ, বোপদেব ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ৫ সুন্দরেশ্বরস্তোত্র প্রণেতা।

ব্যাঘ্রপদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৫৪।৮৮১)

ব্যাঘ্রপদ্য (পুং) বৈয়াঘ্রপদ্যের প্রামাদিক পাঠ। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১৬।১)

ব্যাঘ্রপরাক্রম (পুং) ব্যাঘ্রস্য পরাক্রমঃ। ১ ব্যাঘ্রের পরাক্রম। (ত্রি) ব্যাঘ্রস্য পরাক্রম ইব পরাক্রমো যস্য। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট।

ব্যাঘ্রপাদ্ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পাদ ইব গ্রন্থিযুক্তমূলানি যস্য। "পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১৩৮) ইত্যলোপঃ। ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ। (অমর) ২ মুনিবিশেষ। ৩ বৈয়াকরণভেদ। [ব্যাঘ্রপদ্ দেখ।]

৪ (ত্রি) ব্যাঘ্রতুল্য চরণ।

ব্যাঘ্রপাদ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পাদা ইব মূলানি যস্য। ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ। ২ বিকণ্টক বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ মুনিবিশেষ। ৪ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। ইঁহার চরণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ছিল।

"পুরাকৃত যুগে তাত! ঋষিরাসীৎ মহাযশাঃ।
ব্যাঘ্রপাদ ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥"
(ভারত ১৩।১৪।১০৯)

ব্যাঘ্রপুচ্ছ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পুচ্ছমিব সবৃন্তদলমস্য। ১ এরণ্ডবৃক্ষ। (অমর) ২ ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল।

ব্যাঘ্রপুর (ক্লী) নগরভেদ।

ব্যাঘ্রপুষ্পি (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

ব্যাঘ্রপ্রতীক (ত্রি) ১ ব্যাঘ্রশরীর। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায়। (অথর্ব্ব ৪।২৭)

ব্যাঘ্রবল (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১২০।৭৩)

ব্যাঘ্রভট (পুং) যোদ্ধৃভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১০।২১)

২ অসুরভেদ। (৪৭।২০)

ব্যাঘ্রভূতি (পুং) ১ বৈয়াকরণভেদ। ২ ধর্ম্মশাস্ত্রকারভেদ।

ব্যাঘ্রমুখ (পুং) ব্যাঘ্রস্য মুখমিব মুখং যস্য। ১ বিড়াল। (ক্লী) ২ বাঘের মুখ, ব্যাঘ্রাস্য। ৩ রাজা ব্রহ্মগুপ্তের নামান্তর। ৪ তন্নামক জনপদবাসী লোকভেদ। (বৃ° স° ১৪।৫) ৫ পর্ব্বতভেদ। (মার্কপু° ৫৮।১১)

ব্যাঘ্ররাজ (পুং) রাজভেদ।

ব্যাঘ্ররূপা (স্ত্রী) বন্ধ্যা কর্কটী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রলোমন্ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য লোম। ১ ব্যাঘ্রের লোম। ২ শ্মশ্রু, মুখলোম, গোঁপ দাড়ি।

"মুখে শ্মশ্রূণি ন ব্যাঘ্রলোম" (শুক্লযজু° ১৯।৯২)
'মুখে যানি শ্মশ্রূণি তানি চ ব্যাঘ্রলোম' (বেদদীপ°)

ব্যাঘ্রবক্ত্র (পুং) ব্যাঘ্রস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য। ১ বিড়াল। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ৩ শিব। (হরিবংশ ১৬৮ ৫২ শ্লো°) (ক্লী) ৪ বাঘের মুখ।

ব্যাঘ্রশ্বন্ (পুং) কুক্কুরভেদ।

ব্যাঘ্রসেন (পুং) ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৬৯।১০)

ব্যাঘ্রাক্ষ (ত্রি) ব্যাঘ্রস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্য, ষচ্ সমাসান্ত। ১ ব্যাঘ্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চক্ষু বাঘের মত। ২ ব্যাঘ্রের চক্ষু। ৩ অসুরবিশেষ, (হরিবংশ ১২৮৬৮ শ্লো°) ৪ স্কন্দানুচর দেবতাভেদ।

ব্যাঘ্রাজিন (পুং) মুনিবিশেষ। (পা° ৫।৩।৮২)

ব্যাঘ্রাট (পুং) ব্যাঘ্র ইব অটতীতি অট-গতৌ পচাদ্যচ্। ভরদ্বাজ পক্ষী। ভারুই পাখী। (অমর)

ব্যাঘ্রাণ (ক্লী) বিশেষরূপ আঘ্রাণ।

ব্যাঘ্রাদনী (স্ত্রী) ত্রিবৃতা। (অমর) ব্যাঘ্রাদিনী পাঠও হয়।

ব্যাঘ্রায়ুধ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য আয়ুধং। ব্যাঘ্রনখ, বাঘের নখ। নখই ইহাদের অস্ত্র। ২ নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

ব্যাঘ্রাস্য (পুং) ব্যাঘ্রস্য আস্যমিব আস্যমস্য। ১ বিড়াল। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, যাহার বাঘের ন্যায় মুখ। (ক্লী) ৩ ব্যাঘ্রমুখ, বাঘের মুখ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ বৌদ্ধদেবতাভেদ।

ব্যাঘ্রিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে দেবমাতৃভেদ।

ব্যাঘ্রী (স্ত্রী) ব্যাঘ্র-ঙীষ্। ১ কণ্টকারী। (অমর) ২ বরাটিকাভেদ, কড়িবিশেষ। (রাজনি°) ৩ ব্যাঘ্রনখা, নখীবিশেষ। (চক্রদত্ত) ৪ ব্যাঘ্রপত্নী, বাঘিনী।

ব্যাঘ্রীযুগ (ক্লী) বৃহতী ও কণ্টকারী।

ব্যাঘ্রেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গ বিশেষ। তন্নামক শিবলিঙ্গ।

ব্যাঘ্র্য (ত্রি) ব্যাঘ্রবৎ। (অথর্ব্ব ১১।২।৪)

ব্যাঙ্গি (পুং) ব্যঙ্গের গোত্রাপত্য।

ব্যাচিখ্যাসু (ত্রি) ব্যাখ্যাতুমিচ্ছুঃ' বি-আ-খ্যা-সন্, সনন্তাদ্-উ প্রত্যয়ঃ। ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক, ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী।

ব্যাজ (পুং) ব্যজতি যথার্থব্যবহারাদপগচ্ছতীত্যনেনেতি বি-অজ-ঘঞ্। ১ কপট, ছল, অযথার্থব্যবহার, ইহা বঞ্চন মাত্র ফল, অপদেশ। "অন্যমুদ্দিশ্যান্যার্থমনুষ্ঠানং অপদেশঃ। যথা—

'জলক্রীড়ামুদ্দিশ্য জারাবলোকনার্থং যাতি।" (ভরত)

অন্য উদ্দেশে অন্যার্থের অনুষ্ঠানের নাম অপদেশ। যথা

জলক্রীড়া উদ্দেশে উপপতির অনুসন্ধানে গমন করিতেছে। ২ বাধা, ৩ ব্যাঘাত, বিঘ্ন। ৪ কালবিলম্ব। ৫ টাকার সুদ।

ব্যাজনিন্দা (স্ত্রী) ব্যাজেন নিন্দা। ১ কপট কুৎসা। ২ শব্দালঙ্কার ভেদ, ইহার লক্ষণ,—

"নিন্দায়া নিন্দয়া ব্যক্তি র্ব্যাজনিন্দেতি গীয়তে।" (চন্দ্রালোক)

যে স্থলে কপটভাবে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজনিন্দা বুঝায়।

ব্যাজভানুজিৎ (পুং) রাজভেদ।

ব্যাজময় (ত্রি) ব্যাজ স্বরূপে ময়ট্। ব্যাজস্বরূপ, কপটময়।

ব্যাজস্তুতি (স্ত্রী) ব্যাজেন স্তুতিঃ। ১ ব্যাজরূপ স্তুতি, কপট প্রশংসা। ২ শব্দালঙ্কার বিশেষ।

ইহার লক্ষণ—

* * * উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ।

নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ॥"

যে স্থলে নিন্দা দ্বারা স্তুতি অথবা স্তুতিদ্বারা নিন্দা বুঝায়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম গেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥" ইত্যাদি (অন্নদামঙ্গল)

এই স্থলে নিন্দা দ্বারা স্তুতি বর্ণিত হওয়ায় ব্যাজস্তুতি হইল এবং যে স্থলে স্তুতি দ্বারা নিন্দা অভিহিত হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

"ব্যাজস্তুতিস্তব পয়োদ ময়োদিতেয়ং
যজ্জীবনায় জগতস্তব জীবনানি।
স্তোত্রন্তু তে মহদিদং ঘন ধর্ম্মরাজ-
সাহায্যমর্জ্জয়সি যৎ পথিকান্নিহত্য॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি° ৭০৭)

হে পয়োদ! তোমার জল যে জগতের জীবন স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়,আমার মতে তাহা কেবল তোমার ব্যাজস্তুতি মাত্র, কিন্তু তুমি পথিকদিগকে হনন করিয়া ধর্ম্মরাজের যে সাহায্য অর্জ্জন কর, ইহাই তোমার মহৎ স্তব। এই স্থলে স্তুতি দ্বারা ধর্ম্মরাজের সাহায্যার্জ্জনরূপ নিন্দা অভিহিত হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

ব্যাজিহ্ম (ত্রি) বিশেষ প্রকারে কুটিল, বক্র।

ব্যাজীকরণ (ক্লী) বঞ্চনীকরণ ; ছলনা করা।

ব্যাজোক্তি (স্ত্রী) ব্যাজেন উক্তিঃ। ১ ছলবাক্য, ছলে উক্তি, ছল করিয়া বলা। ২ অলঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"ব্যাজোক্তির্গোপনং ব্যাজাদুদ্ভিন্নস্যাপি বস্তুনঃ।"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৪৯)

ছলপূর্ব্বক প্রকটিত বিষয়ের গোপন করিলে এই অলঙ্কার হয়। যে বিষয়টী সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন একটী ছলদ্বারা যদি তাহা গোপন করা হয়, তাহা হইলে তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"ব্যাজোক্তিরন্যহেতূক্ত্যা যদাকারস্য গোপনম্।" (চন্দ্রালোক)

অন্য হেতূক্তিদ্বারা যেখানে আকারের গোপন করা হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হয়।

ব্যাড় (পুং) ১ সর্প। ২ মাংসভক্ষক পশু, ব্যাঘ্র। (অমর)

"শ্বা শৃগালো বৃকো গৃধ্রো ব্যাড়ঃ কঙ্কস্তথা ক্রমাৎ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।১০)

৩ ইন্দ্র। (শব্দরত্না°) ৪ বঞ্চক। (রায়মুকুট)

ব্যাড়ায়ুধ (ক্লী) ব্যাড়স্য ব্যাঘ্রস্য আয়ুধং নখমিব। ব্যাঘ্রনখী।

ব্যাড়ি (পুং) কোষ ও ব্যাকরণকারক মুনিবিশেষ। পা ১।২।৬৪ সূত্রের ৪৫ বার্ত্তিকে ব্যাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ কবিভেদ। ৩ প্রাতিশাখ্যকারিকা ও সংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। নাগোজী ভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যায়—বিন্ধ্যবাসী, নন্দিনীতনয়, বিন্ধ্যস্থ, নন্দিনীসুত। (ত্রিকা°)

ব্যাড়্যা (স্ত্রী) ব্যাড়ি-ষ্যঙ্‌ ততশ্চাপ্। (পা ৪।১।৮০) ব্যাড়ির স্ত্রী।

ব্যাত্ত (ত্রি) বি-আ দা-ক্ত। ১ প্রসারিত। ২ বিস্তৃত, প্রশস্ত, বিপুল, লম্বাচৌড়া।

ব্যাত্যুক্ষী (স্ত্রী) ব্যতিহারেণ উক্ষণং বি-আ-অতি-উক্ষ (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্। ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। পা ৩।৩।৪৩) ইতি অঞ্। (টিড্ঢাণঞিতি। পা ৪।১।১৫) ইতি ঙীপ্। রসিক ও রসিকাদিগের অন্যোন্য জলক্রীড়ন। পরস্পর জলক্রীড়া।

ব্যাদান (ক্লী) বি-আ-দা ল্যুট্। ১ প্রসারণ, বিস্তার। ২ উদ্‌ঘাটন, খোলা।

ব্যাদিশ (পুং) বিশেষেণাদিশতি স্ব স্ব কর্ম্মণি নিয়োজয়তি জগৎ বি-আ-দিশ-ক। বিষ্ণু।

অনন্তরূপোঽনন্তশ্রীর্জিতমন্যু র্ভয়াপহঃ।
চতুরস্রোগভীরাত্মা বিদিশো ব্যাদিশো দিশঃ॥" (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ব্যাদীর্ঘ (ত্রি) অতি দীর্ঘ।

"সুভ্রূকেশো রক্তশ্যামঃ কম্বুগ্রীবো ব্যাদীর্ঘাস্যঃ।
শূরঃ ক্রূরঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রী চৌরস্বামী ব্যায়ামী চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৬৯।২৭)

ব্যাদীর্ণ (ত্রি) বিশেষরূপে চেরা।

ব্যাদীর্ণাস্য (পুং) সিংহ।

ব্যাদেশ (পুং) বিশেষ আদেশ।

"ব্যাদেশঃ সর্ব্বযোধানামদ্যৈব ক্রিয়তামিহ।"(রা০ ৫।৮১।৫৪)

ব্যাধ (পুং) বিধ্যতি মৃগাদীন্ ব্যধ (শ্যাদ্ব্যধেতি। পা ৩।১।১৪১) ইতি-ণ। মৃগহিংসকজাতি, মৃগবধব্যবসায়ী জাতি, চলিত শিকারী। পর্য্যায়—মৃগবধাজীব, মৃগয়ু লুব্ধক, মৃগারি০, দ্রোহাট, মৃগজীবন, বলপাংশুন। (শব্দরত্না০)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বস্বিপত্নীতে ক্ষাত্রিয়ের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। নাপিত হইতে গোপকন্যাতে সর্ব্বস্বী জাতি হইয়াছে।

"নাপিতাদ্গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতি।
ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ব্রহ্মখণ্ড ১০ অঃ)

"বিদ্ধা মৃগী ব্যাধশিলীমুখেন মৃগোঽপি তৎকাতরবীক্ষণেন।
অসূন্ পরিত্যজ্য গতব্যথা সা মৃগস্য জীবাবধিরাবিরাসীৎ॥"(উদ্ভট)

২ দুষ্ট। (মেদিনী) ৩ শবর, নীচজাতি।

ব্যাধক (পুং) ব্যাধ স্বার্থে কন্। ব্যাধশব্দার্থ।

ব্যাধভীত (পুং) ব্যাধাদ্ভীতঃ। ১ মৃগ। (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ ব্যাধ হইতে ভীত।

ব্যাধাম (পুং) বজ্র। (হেম)

ব্যাধি (পুং) বিবিধা আধয়ো হস্মাৎ যদ্বা বি-আ-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। রোগ, পীড়া, হিন্দী—বৈমারী।

"পুরুষদুঃখসংযোগাঃ ব্যাধয়ঃ।" (সুশ্রুত সূত্রস্থা০)

পুরুষে দুঃখযোগ হইলে তাহাকে ব্যাধি কহে। পুরুষ যে দুঃখ অনুভব করে, তাহাই ব্যাধিপদবাচ্য। এই ব্যাধি দুই প্রকার, শারীর ও মানস। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিষমতা নিবন্ধন শারীরব্যাধি এবং কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন মানসব্যাধি।

শরীর ও মন এই উভয়ই ব্যাধিসমূহের ও আরোগ্যের আশ্রয় স্থান। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী শারীর দোষ এবং রজঃ ও তমঃ এই দুইটী মানস দোষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উক্ত বায়ু পিত্তাদি দোষ কুপিত হইয়া শারীরিক ব্যাধি এবং রজঃ ও তমোদোষে মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলি, হোম ও স্বস্ত্যয়নাদি দৈব আশ্রয় এবং সংশোধন ও সংশমনাদিযুক্তি-আশ্রয় এই উভয় দ্বারা বাতাদি দোষের শান্তি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধিদ্বারা মানস ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

নিজ, আগন্তু ও মানসভেদে ব্যাধি তিন প্রকার। শরীর-স্থিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়জনিত যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নিজ অর্থাৎ দোষজ। যে ব্যাধি ভূত, বিষ, অগ্নি ও অভিঘাতাদি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আগন্তু। আর অভীষ্ট পদার্থের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তিবশতঃ যে রোগ হয়, তাহাকে মানসব্যাধি কহে।

এই তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে মানসব্যাধি শান্তির জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক লোভ, ক্রোধ ও মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অহিতজনক ধর্ম্মার্থকামের অসেবন এবং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের নিষেবণ করিবেন। যেহেতু ইহ-লোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ব্যতীত মানসিক সুখ দুঃখ সম্পাদনের কোন কারণ নাই। সুতরাং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের সেবা, তদ্বিষয়ক জ্ঞানশালী বৃদ্ধগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ এবং আত্ম-জ্ঞান, দেশজ্ঞান, কালজ্ঞান, বলজ্ঞান ও শক্তিজ্ঞান বিষয়ে মনো-যোগী হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মার্থকামের অনুষ্ঠান, ধার্ম্মিকলোকের অনুসরণ এবং আত্মাদির বিজ্ঞান এই সকল মানস ব্যাধির ঔষধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

শাখা, মর্ম্ম, অস্থিসন্ধি এবং কোষ্ঠ এই চারি প্রকার শরীরা-বয়বকে রোগমার্গ বা রোগের স্থান কহে। এই রোগমার্গ ত্রিবিধ, বাহ্যরোগমার্গ, মধ্যমরোগ মার্গ ও আভ্যন্তর রোগমার্গ। রক্তাদি ধাতুসমূহ ও ত্বক্ এই কএকটী অবয়বের নাম শাখা। শাখাকে বাহ্যরোগমার্গ কহে, অর্থাৎ এই স্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহা বাহ্যরোগ নামে অভিহিত। বস্তি, হৃদয় ও মস্তকাদি ১০৭টী মর্ম্ম এবং অস্থির সংযোগ স্থান সকল অস্থিসন্ধি এই মর্ম্ম ও অস্থিসন্ধি নিবদ্ধ স্নায়ু, কণ্ডরা প্রভৃতি শরীর মধ্যে, মহানিম্ন, আমাশয় ও পক্কাশয় এই সকল শব্দ এক পর্য্যায়ক, ইহারাই কোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই কোষ্ঠই আভ্যন্তর রোগমার্গ।

শারীর ব্যাধি আবার বায়ু, পিত্ত, কফ ও আগন্তু কারণ ভেদে চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ।

আগন্তুব্যাধির কারণ—নখাঘাত, দন্তাঘাত, লগুড়াদির অভি-ঘাত, অভিষঙ্গ অর্থাৎ প্রহারাদির আবেশ বা কামাদির আবেশ, অভিচার (শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণ) অভিশাপ, তাড়ন, বন্ধন, ব্যধন, পীড়ন, রজ্জুবন্ধন, শস্ত্র, বজ্র ও ভূতোপসর্গ

প্রভৃতি। নিজ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ; বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য নিবন্ধন নিজ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আগন্তু ও নিজ উভয় ব্যাধিরই প্রয়োজকহেতু যথা—অননুকূল রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ (মিথ্যাজ্ঞানাদি) এবং পরিণাম অর্থাৎ ঋতুস্বভাবজ শীতোষ্ণাদির অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ এই চারি প্রকার ব্যাধিই পরস্পরকে অনুবন্ধন করে, কিন্তু একক অন্য বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

আগন্তু ব্যাধি—ব্যথাপূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য উৎপাদন করে; কিন্তু নিজ রোগে প্রথমেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য হয়, পরে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অভিঘাতাদি কারণোদ্ভূত আগন্তুরোগে অগ্রে রোগলক্ষণ ব্যথা উপস্থিত হয়, পরে তাহাতে বাতাদি দোষের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নিজরোগে প্রথমে বাতাদি দোষের বৈষম্য হইয়া পরে তাহাতে রোগের যথাযথ লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। সুতরাং আগন্তুরোগে নিজরোগ বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে না। আর বাতজ, পিত্তজ ও কফজ রোগেরও নিজ নিজ লক্ষণ সমূহই তাহাদের ভেদক। অতএব এক রোগের সহিত অন্য রোগের অনুবন্ধ অর্থাৎ মিশ্রীভাব হইলেও তাহারা এককে অন্য বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

বস্তি, পক্বাশয়, কটিদেশ, সক্থিদ্বয়, পাদদ্বয় ও অস্থিসমূহ এই সকল বায়ুর স্থান। ইহাদের মধ্যে পক্বাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান জানিতে হইবে। স্বেদ, রস, লসীকা, শোণিত ও আমাশয় এই গুলি পিত্তের স্থান, এই সকলের মধ্যে আমাশয়ই পিত্তের প্রধান স্থান। বক্ষঃস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ, আমাশয় ও মেদ, এই গুলি কফের স্থান। ইহাদের মধ্যে বক্ষঃস্থলই কফের বিশেষ আশ্রয় স্থান জানিতে হইবে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরের সকল স্থানেই বিচরণ করিয়া থাকে। সর্ব্বশরীরচর বাতাদিদোষত্রয় কুপিত ও অকুপিত হইয়া শরীরে শুভাশুভ সংঘটন করে। বাতাদি দোষ শরীরে প্রকৃতিস্থ থাকিলে পুষ্টিবল ও বর্ণপ্রসাদাদি শুভ কার্য্য করে। আর উহারা বিকৃতিভাবাপন্ন হইলে বিকার অর্থাৎ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ বিকার দুই প্রকার সামান্যজ ও নানাত্মজ। যে সকল রোগ বাতাদি সকল দোষেই জন্মিতে পারে, তাহাদিগকে সামান্যজ বিকার এবং যে সকল রোগ কেবল বায়ু বা কেবল পিত্ত অথবা কেবল কফ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নানাত্মজ বিকার কহে। জ্বরাদিকে সামান্যজ বিকার কথা যায়, কারণ উহারা বাতাদি সকল দোষ হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। আর আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতাদি রোগকে নানাত্মজ বলা যায়, কারণ উহারা কেবল বায়ুদ্বারাই উৎপন্ন হয়, পিত্ত ও কফদ্বারা উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দাহাদি যে সকল রোগ কেবল পিত্তদ্বারা বা গুরুত্বাদি যে সকল রোগ কেবল কফদ্বারা জন্মে, তাহাদিগকেও নানাত্মজ বিকার কহে।

নানাত্মজ বিকার যথা—বাতজ বিকার অশীতি প্রকার, পিত্তজ-বিকার ৪০ প্রকার এবং কফজ বিকার ২০ প্রকার। জ্বরাদি সামান্যজ বিকার বহুবিধ। রোগসকলের নিশ্চয়রূপে সংখ্যা করা যায় না, কারণ বাতাদি প্রকৃতি, রসরক্তাদি অধিষ্ঠান, রোগলক্ষণ ও পক্বাশয়াদি আয়তন ইহাদের প্রকারভেদের যখন সংখ্যা করা যায় না, তখন রোগের সংখ্যা কি প্রকারে স্থির করা যাইতে পারে। রোগোৎপাদক দোষদূষ্যাদির অসংখ্যেয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যাধিও অসংখ্যপ্রকার হইয়া থাকে। (চরক সূত্রস্থা°)

ব্যাধির লক্ষণ—

"রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে॥
তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ॥
কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথাব্যাধিচিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ো কর্ম্মজো বুধৈঃ।
স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মদোষজাঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ)

দোষবৈষম্যের নাম রোগ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য-নিবন্ধন ব্যাধি হইয়া থাকে এবং তাহাদের সমতাই আরোগ্য। জ্বর প্রভৃতি রোগ সকল অতিশয় দুঃখপ্রদ। এই রোগ চারি-প্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক এবং কায়িক। তন্মধ্যে শরীরের স্বভাববশতঃ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বাভাবিক রোগ কহে। যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি অথবা জন্ম হইতে যে সকল রোগ হয়, যথা জন্মান্ধতা প্রভৃতি।

কোন আঘাত বা পতন প্রভৃতি কারণে কিংবা জন্মান্তরভাবি-রোগকে আগন্তুক রোগ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দীনতা, ক্রূরতা, শোক, বিষাদ প্রভৃতি কারণে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে মানসব্যাধি কহে। পাণ্ডু প্রভৃতি কায়িক ব্যাধি।

কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ ভেদে ব্যাধি তিন-প্রকার। পূর্ব্ব জন্মের প্রবল দুষ্কর্ম্মের দ্বারা যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মজব্যাধি কহে। এই ব্যাধি প্রায়শ্চিত্ত

ও ভোগাদি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহাপাতক সকল নরকভোগের পর ব্যাধিরূপে জীবকে পীড়া দিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে পাপ বিনষ্ট হইলে ঐ ব্যাধির শান্তি হয়। যথাবিধি রোগনির্ণয় করিয়া উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত হইলেও যে স্থলে ব্যাধির শান্তি হয় না, তাহাই কর্ম্মজব্যাধি বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দোষজব্যাধি কহে।

কর্ম্মদোষজ ব্যাধি—যদি দোষ অল্প পরিমাণে দূষিত হইয়া অতি প্রবল ব্যাধি জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। কর্ম্ম ও দোষ এই দুইটাই ব্যাধির জনক বলিয়া ইহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। অতি দুষ্কর্ম্মই এই ব্যাধির মূল কারণ এবং স্বল্পদোষও উহার অন্যতম কারণ। ভোগাদিদ্বারা দুষ্কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

উক্ত তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে দুষ্কর্ম্মকৃত ব্যাধিসমূহ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দুষ্কর্ম্মের ভোগ হইলে, দোষজ ব্যাধিসকল যথাশাস্ত্র চিকিৎসিত হইলে এবং কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকল দুষ্কর্ম্ম ও দোষ এই উভয়ের ক্ষয় হইলে শান্তি হইয়া থাকে।

ব্যাধি সকল আবার সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্যভেদে ত্রিবিধ। ইহার মধ্যেও উহারা আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। যে ব্যাধি চিকিৎসা দ্বারা শমিত থাকে এবং চিকিৎসা না করিলে প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্যব্যাধি কহে। ব্যাধি উৎপন্ন হইলে তাহার চিকিৎসা না করিলে সাধ্যরোগ যাপ্য, যাপ্যরোগ অসাধ্য এবং অসাধ্যরোগ জীবন নাশক হয়। সুতরাং ব্যাধি জন্মিবামাত্রই তাহার যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করা বিধেয়। দোষ অল্প হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ উহা অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় বিপদ উপস্থিত করিয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ) [রোগশব্দ দেখ]

অগ্নিপুরাণে সর্ব্বব্যাধিহর নামক কবচের বিধান লিখিত আছে যে, কোন ব্যাধি হইলে ঐ কবচ যথাবিধানে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ এবং প্রতিদিন উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয়, এই জন্য উহার নাম সর্ব্বব্যাধিহর কবচ।

(অগ্নিপুরাণ ২০০ অ°)

২ কুষ্ঠৌষধি, কুড়। (অমর)

ব্যাধিকাল (পুং) রোগবৃদ্ধি ও হানির হেতুভূতকাল। (মাধবনি°)

ব্যাধিঘাত (পুং) ব্যাধের্ঘাতো যস্মাৎ। স্থূল আরগ্বধবৃক্ষ, বড় সোন্দালগাছ। (রাজনি°)

ব্যাধিঘ্ন (পুং) ব্যাধিং হন্তি ব্যাধ-হন্-টক্। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (জটাধর) (ত্রি) ২ ব্যাধিনাশক।

ব্যাধিজিৎ (পুং) ব্যাধিং জয়তি জি-কিপ্ তুক্ চ। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (ত্রি) ২ ব্যাধিজয়কারী।

ব্যাধিত (ত্রি) ব্যাধিঃ সংজাতোহস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ব্যাধিযুক্ত। পর্য্যায়—আময়াবী, বিকৃত, অপটু, আতুর, অভ্যমিত, অভ্যান্ত, রোগী। (জটাধর)

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥" (হিতোপদেশ)

ব্যাধিন্ (ত্রি) ব্যাধ-পিনি। ১ ব্যাধযুক্ত। ব্যধ-পিন্। ২ শত্রুবেধনশীল। (শুক্লযজুঃ ১৬।১৮)

ব্যাধিনাশন (পুং) দ্বীপান্তর বচা, চলিত তোবচিনি। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিরিপু (পুং) ব্যাধি এব রিপুঃ। ১ ব্যাধিরূপ শত্রু। ২ কর্ণিকার বৃক্ষ। (রাজনি°)

ব্যাধিবিপরীত (পুং) ব্যাধের্বিপরীতঃ। ব্যাধির বিপরীত ঔষধাদি, যথা—অতীসাররোগে মলরোধক পাঠাদি এবং মসূরাদি পথ্য। (মাধবনি°)

ব্যাধিস্থান (ক্লী) ব্যাধির আশ্রয় স্থান দেহ ও মন, ব্যাধিনিলয়, ব্যাধ্যায়তন।

ব্যাধিহন্তৃ (পুং) ব্যাধের্হন্তা। বারাহী নামক কন্দশাক, চলিত শূয়ার আলু। (রাজনি°) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিহর (ত্রি) ব্যাধি-হৃ-অপ্। ব্যাধিনাশক, রোগনাশক।

ব্যাধী (স্ত্রী) অসুখ। অশান্তি। (অথর্ব্ব ৭।১১৪।২)

ব্যাধুত (ত্রি) বি-আ-ধু-ক্ত। কম্পিত। (শব্দরত্না°)

ব্যাধূত (ত্রি) বি-আ-ধূ-ক্ত। কম্পিত।

"উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গার্ণকর্ণজ্বরাঃ।"

(গীতগোবিন্দ ১।৩৮)

ব্যাধ্য (ত্রি) ব্যাধসম্পর্কীয়। ২ শিব।

ব্যাধ্যগল (পুং) দামোদরকৃত বৈদ্যকগ্রন্থ।

ব্যান (পুং) ব্যানিতি সর্ব্বশরীরং ব্যাপ্নোতীতি বি-আ-অন-অচ্। শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুর অন্তর্গত সর্ব্ব শরীরগত বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরগামী অর্থাৎ এই বায়ু সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

হৃদয়দেশে যে বায়ু অবস্থিত, তাহার নাম প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্ব্বশরীরে ব্যানবায়ু অবস্থিত। ব্যানবায়ুর কার্য্য—সর্ব্বদেহচারী ব্যানবায়ুর

দ্বারা রসবহন, ঘর্ম্ম ও রক্তস্রাব এবং গমন,উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ এই পাঁচপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। দেহী-দিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যানবায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর প্রস্পন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়া। দেহে এই বায়ু কুপিত হইলে প্রায় সকল দেহগত রোগ হইয়া থাকে। • (ভাবপ্রকাশ)

ব্যানদা (স্ত্রী) ব্যানং দদাতীতি দা-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। সকল শরীরসঞ্চারি ব্যানবায়ুদানকারিণী।

"প্রাণদা অপানদা ব্যানদা বর্চোদা বরিবোদাঃ" (শুক্লযজুঃ ১৭।১৫)

'ব্যানদা ব্যানং সর্ব্বশরীরসঞ্চারিবায়ুং দদাতীতি' (মহীধর)

ব্যানাশ (ত্রি) ব্যাপনশীল। ব্যাপকা। (ঋক্ ৩।৫০।৩)

ব্যাপক (ত্রি) বিশেষেণাপ্নোতি বি-আপ-ণ্বুল্। ১ অধিকদেশ-বৃত্তি, যাহা অনেক স্থানে ব্যাপিয়া থাকে। ২ ন্যায়োক্তস্বাধিকরণ বৃত্ত্যভাবাপ্রতিযোগিপদার্থ, তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী।

"সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা।
স উপাধির্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগী অর্থাৎ অভাব, সেই ব্যাপক। ২ আচ্ছাদক।

"পক্ষস্য ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলম্।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যেবমুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ ॥"

পক্ষস্য ভাষার্থস্য ব্যাপকং আচ্ছাদকং অভিযোগাপ্রতিকূল-মিতি" (ব্যবহারতত্ত্ব)

ব্যাপকন্যাস (পুং) পূজাঙ্গন্যাসভেদ। পূজাদি কার্য্যে এই ন্যাস করিতে হয়। যে দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই দেবতার মূলমন্ত্রে শিরোভাগ হইতে পাদ পর্য্যন্ত ন্যাস করাকে ব্যাপক ন্যাস কহে।

"আদাবৃষ্যাদিকোন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃপরম্।
অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসে হৃদাদিন্যাস এব চ ॥" (তন্ত্রসার)

ব্যাপত্তি (স্ত্রী) বি-আপ-ক্তি। ব্যাপদ, বিপদ, মৃত্যু।

ব্যাপদ্ (স্ত্রী) বি-আ পদ-ক্বিপ্। মৃত্যু, আপদ্।

ব্যাপন (ক্লী) বি-আপ-ল্যুট্। ১ ব্যাপ্তি, বিস্তার। ২ আচ্ছাদন।

ব্যাপনীয় (ত্রি) বি-আপ-অনীয়র্। ব্যাপনযোগ্য, ব্যাপ্তির যোগ্য। ২ আচ্ছাদনীয়।

ব্যাপন্ন (ত্রি) বি আ-পদ-ক্ত। ১ মৃত। ২ বিপন্ন, বিপদ্গ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, সংসারে জড়িত।

ব্যাপাদ (পুং) বি-আ-পদ-ক্ত। দ্রোহচিন্তন, পরের অনিষ্ট চিন্তন। ২ মারণ, বিনাশ, বধ।

ব্যাপাদক (ত্রি) ব্যাপাদয়তীতি বি-আ-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ব্যাপাদনকারী, বিনাশকারী।

ব্যাপাদন (ক্লী) বি-আ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ২ পরা-নিষ্ট চিন্তন, পরের অনিষ্ট চিন্তা। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

ব্যাপাদনীয় (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-অনীয়র্। ব্যাপাদনযোগ্য, ব্যাপাদনের উপযুক্ত।

ব্যাপাদয়িতব্য (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-তব্য। ব্যাপাদনযোগ্য।

ব্যাপাদিত (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-ক্ত। মারিত।

"একা চেদ্বহুভিঃ কাপি দৈবাদ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্যাপার (পুং) বি-আ-পৃ-ঘঞ্। ১ কর্ম্ম। ২ সাহায্য।

"আযাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবম্বিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা ॥" (কুমার ৬।৩২)

'ব্যাপারং সাহায্যং' (মল্লিনাথ)

৩ নৈয়ায়িক মতে করণজন্য ক্রিয়াজনক পদার্থ, যে পদার্থ করণজন্য ক্রিয়ার জনক হয়, তাহাই ব্যাপার। "তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্য জনকো ব্যাপারঃ" তজ্জন্য হইয়া অর্থাৎ করণজন্য হইয়া তজ্জন্য জনক ব্যাপার।

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্বিধঃ।"
(ভাষাপরিচ্ছেদ)

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ তাহার নাম ব্যাপার, এই ব্যাপার ষড়্বিধ। ৪ ব্যবসায়, চলিত ক্রীত দ্রব্যের উপর অধিক যে লাভ করা হয়, তাহাকে ব্যাপার কহে।

ব্যাপারক (পুং) ব্যাপার স্বার্থে কন্। ব্যাপার শব্দার্থ।

"নিয়তবিষয়াভিমানব্যাপারকোঽহঙ্কারঃ স্বীকার্য্যঃ" (কুসুমাঞ্জলি)

অহঙ্কারের কার্য্যই নিয়ত বিষয়াভিমান।

ব্যাপারণ (ক্লী) আদেশ। নিয়োগ। (পা ৮।২।১০৪)

ব্যাপারবত্তা (স্ত্রী) ব্যাপারবতো ভাবঃ ব্যাপারবৎ তল্-টাপ্। ব্যাপারবিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাপার।

ব্যাপারবৎ (ত্রি) ব্যাপারো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ব্যাপারবিশিষ্ট, ব্যাপারযুক্ত।

ব্যাপারিন্ (ত্রি) ব্যাপারোঽস্যাস্তীতি ব্যাপার-ইনি। ১ ব্যাপার বিশিষ্ট। ২ ব্যবসায়ী।

• "কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়েত্যপি।
গত্যুৎক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ ॥
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্।
প্রস্পন্দনোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টা প্রোক্তা মনস্বতঃ।
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্ ॥
(ভাবপ্রকাশ প্রথম ভাগ)

ও ভোগাদি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহাপাতক সকল নরকভোগের পর ব্যাধিরূপে জীবকে পীড়া দিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে পাপ বিনষ্ট হইলে ঐ ব্যাধির শান্তি হয়। যথাবিধি রোগনির্ণয় করিয়া উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত হইলেও যে স্থলে ব্যাধির শান্তি হয় না, তাহাই কর্ম্মজব্যাধি বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়,তাহাদিগকে দোষজব্যাধি কহে।

কর্ম্মদোষজ ব্যাধি—যদি দোষ অল্প পরিমাণে দূষিত হইয়া অতি প্রবল ব্যাধি জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। কর্ম্ম ও দোষ এই দুইটাই ব্যাধির জনক বলিয়া ইহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। অতি দুষ্কর্ম্মই এই ব্যাধির মূল কারণ এবং স্বল্পদোষও উহার অন্যতম কারণ। ভোগাদিদ্বারা দুষ্কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

উক্ত তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে দুষ্কর্ম্মকৃত ব্যাধিসমূহ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দুষ্কর্ম্মের ভোগ হইলে, দোষজ ব্যাধিসকল যথাশাস্ত্র চিকিৎসিত হইলে এবং কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকল দুষ্কর্ম্ম ও দোষ এই উভয়ের ক্ষয় হইলে শান্তি হইয়া থাকে।

ব্যাধি সকল আবার সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্যভেদে ত্রিবিধ। ইহার মধ্যেও উহারা আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। যে ব্যাধি চিকিৎসা দ্বারা শমিত থাকে এবং চিকিৎসা না করিলে প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্যব্যাধি কহে। ব্যাধি উৎপন্ন হইলে তাহার চিকিৎসা না করিলে সাধ্যরোগ যাপ্য, যাপ্যরোগ অসাধ্য এবং অসাধ্যরোগ জীবন নাশক হয়। সুতরাং ব্যাধি জন্মিবামাত্রই তাহার যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করা বিধেয়। দোষ অল্প হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ উহা অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় বিপদ উপস্থিত করিয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ) [রোগশব্দ দেখ]

অগ্নিপুরাণে সর্ব্বব্যাধিহর নামক কবচের বিধান লিখিত আছে যে, কোন ব্যাধি হইলে ঐ কবচ যথাবিধানে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ এবং প্রতিদিন উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয়, এই জন্য উহার নাম সর্ব্বব্যাধিহর কবচ।

(অগ্নিপুরাণ ২০০ অ°)

২ কুষ্ঠৌষধি, কুড়। (অমর)

ব্যাধিকাল (পুং) রোগবৃদ্ধি ও হানির হেতুভূতকাল। (মাধবনি°)

ব্যাধিঘাত (পুং) ব্যাধের্ঘাতো যস্মাৎ। স্থূল আরগ্বধবৃক্ষ, বড় সোন্দালগাছ। (রাজনি°)

ব্যাধিঘ্ন (পুং) ব্যাধিং হন্তি ব্যাধ-হন্-টক্। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (জয়দত্ত) (ত্রি) ২ ব্যাধিনাশক।

ব্যাধিজিৎ (পুং) ব্যাধিং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (ত্রি) ২ ব্যাধিজয়কারী।

ব্যাধিত (ত্রি) ব্যাধিঃ সংজাতোঽস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ব্যাধিযুক্ত। পর্য্যায়—আময়াবী, বিকৃত, অপটু, আতুর, অভ্যমিত, অভ্যান্ত, রোগী। (জটাধর)

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥" (হিতোপদেশ)

ব্যাধিন্ (ত্রি) ব্যাধ-ণিনি। ১ ব্যাধযুক্ত। ব্যধ-ণিন্। ২ শত্রুবেধনশীল। (শুক্লযজুঃ ১৬।১৮)

ব্যাধিনাশন (পুং) দ্বীপান্তর বচা, চলিত চোবচিনি। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিরিপু (পুং) ব্যাধি এব রিপুঃ। ১ ব্যাধিরূপ শত্রু। ২ কর্ণিকার বৃক্ষ। (রাজনি°)

ব্যাধিবিপরীত (পুং) ব্যাধের্বিপরীতঃ। ব্যাধির বিপরীত ঔষধাদি, যথা—অতীসাররোগে মলরোধক পাঠাদি এবং মসুরাদি পথ্য। (মাধবনি°)

ব্যাধিস্থান (ক্লী) ব্যাধির আশ্রয় স্থান দেহ ও মন, ব্যাধিনিলয়, ব্যাধ্যায়তন।

ব্যাধিহন্তৃ (পুং) ব্যাধের্হন্তা। বারাহী নামক কন্দশাক, চলিত শূয়ার আলু। (রাজনি°) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিহর (ত্রি) ব্যাধি-হৃ-অপ্। ব্যাধিনাশক, রোগনাশক।

ব্যাধী (স্ত্রী) অসুখ। অশান্তি। (অথর্ব্ব ৭।১১৪।২)

ব্যাধুত (ত্রি) বি-আ-ধু-ক্ত। কম্পিত। (শব্দরত্না°)

ব্যাধূত (ত্রি) বি-আ-ধূ-ক্ত। কম্পিত।

"উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।"

(গীতগোবিন্দ ১।৩৮)

ব্যাধ্য (ত্রি) ব্যাধসম্পর্কীয়। ২ শিব।

ব্যাধ্যগল (পুং) দামোদরকৃত বৈদ্যকগ্রন্থ।

ব্যান (পুং) ব্যানিতি সর্ব্বশরীরং ব্যাপ্নোতীতি বি-আ-অন-অচ্। শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুর অন্তর্গত সর্ব্ব শরীরগত বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরগামী অর্থাৎ এই বায়ু সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

হৃদয়দেশে যে বায়ু অবস্থিত, তাহার নাম প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্ব্বশরীরে ব্যানবায়ু অবস্থিত। ব্যানবায়ুর কার্য্য—সর্ব্বদেহচারী ব্যানবায়ুর

বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে, এইজন্য বহ্নি ও ধূম যথাক্রমে ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগী। এই ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগীর অপর নাম ব্যাপক ও ব্যাপ্য। বহ্নি ধূমের ব্যাপক এবং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। সকল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাপ্যদ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে। ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা অবশ্যই থাকিবে। যেহেতু বহ্নি কারণ, ধূম কার্য্য। কারণ বিনা কার্য্য হইতেই পারে না। এই জন্য ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যাপকের সত্তা থাকিলে যে ব্যাপ্যের সত্তা থাকিবে এইরূপ নহে, কিন্তু ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা থাকিতেই হইবে। উত্তপ্ত অয়োগোলকে বহ্নির সত্তা আছে, কিন্তু উহাতে ধূমের সত্তা নাই, বহ্নির সত্তায় যে ধূমের সত্তা থাকিবে, তাহা নহে, কিন্তু ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা থাকিতেই হইবে, ইহা নিশ্চয়, যেখানে যেখানে ধূম থাকিবে, সেই সেই স্থলেই বহ্নি থাকিবে, কিন্তু যেখানে যেখানে বহ্নি থাকিবে, সেই সেই স্থলে যে ধূম থাকিবে তাহা নহে, থাকিতেও পারে এবং নাও পারে। উত্তপ্ত অয়োগোলকে বহ্নি আছে, কিন্তু ধূম নাই, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

বস্তুতঃ বহ্নি সকল সময়ে ধূম উৎপাদন করে না, সময় বা অবস্থা বিশেষে ধূম উৎপাদন হইয়া থাকে। সুতরাং বহ্নির সত্তায় যে ধূমের সত্তা তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু ধূমের সত্তাতে বহ্নির সত্তা না থাকিয়াই পারে না। অতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহ্নির অনুমিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপক বহ্নি ব্যাপ্য ধূমের অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। অয়োগোলকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে যে, বহ্নি আছে, অথচ তাহাতে ধূম নাই। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বটে কিন্তু অগ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই।

নব্য ন্যায়ে তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহার প্রথম লক্ষণ এই—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ" (তত্ত্বচিন্তা°) সাধ্যের অভাববিশিষ্টের অবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। ইহাতে কিছুই বুঝা যায় না, প্রত্যেক কথা ধরিয়া তবে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, যে স্থলে সাধ্যের অভাব থাকে, সেই স্থলে হেতু না থাকিলেও হেতু সাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যাহা অনুমান করা হয়, তাহাই সাধ্য, যে স্থলে বহ্নির অনুমান হয়, তথায় বহ্নি সাধ্য। যাহাদ্বারা অনুমান করা হয়, তাহার নাম হেতু। ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হয়, এই জন্য ধূম হেতু। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতুক বহ্নিযুক্ত, হেতু যখন ধূম বিদ্যমান আছে, তখন সাধ্য যে বহ্নি তাহা নিশ্চয় আছে, এইরূপ অনুমিতি হইল। এইস্থলে বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু। বহ্নির অভাব জলহ্রদ প্রভৃতিতে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ জলাদিতে বহ্নি নাই, অতএব তথায় ধূমও নাই। সুতরাং ধূম বহ্নিব্যাপ্য। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, কিন্তু 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' বহ্নিহেতুক ধূমবিশিষ্ট এরূপ নহে কারণ এইস্থলে সাধ্যধূম, অয়োগোলকে সাধ্য যে ধূম তাহার অভাব আছে, কিন্তু তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য হইতে পারে না, সুতরাং বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নাই।

দার্শনিক প্রণালী অনুসারে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' এই ব্যাপ্তির লক্ষণটী বুঝিতে হইলে প্রত্যেক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর কথা বলা হইয়াছে, অভাবেরও সেইরূপ সেইরূপ প্রতিযোগী ও অনুযোগী আছে। 'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী' যাহার অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী এবং যাহাতে অভাব বিদ্যমান থাকে, সেই অভাবের অনুযোগী বা অধিকরণ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতা এবং অনুযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে অনুযোগিতা কহে। সুতরাং প্রতিযোগিতা শব্দে প্রতিযোগি-নিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা শব্দে অনুযোগি-নিষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা অভাবের জানিতে হইবে। প্রতিযোগিতা বা অনুযোগিতা অভাবনিরূপ্য বা অভাবনিরূপিত। এবং অভাব প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার নিরূপক। এই নিরূপ্যনিরূপকভাব অনুভব দ্বারা জানা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, ভূতলে ঘটের অভাব আছে, 'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী' যাহার অভাব হয়, সেই তাহার প্রতিযোগী হয়, সুতরাং এস্থলে ভূতলে ঘটের অভাব থাকায় ঘটই প্রতিযোগী হইল। ভূতলে ঘট থাকে, ঘটের অধিকরণ ভূতল, সুতরাং ভূতল অনুযোগী। অতএব স্থির হইল যে,অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটনিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা ভূতলনিষ্ঠ। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ প্রতিযোগিনিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা শব্দে অনুযোগিনিষ্ঠ বুঝায়। সুতরাং অভাব ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক।

যাহা কোন আধার বা অধিকরণে স্থিত হয়, তাহার নাম বৃত্তি। বৃত্তির ভাব বা ধর্ম্মকে বৃত্তিত্ব কহে। কোন কোন স্থলে বৃত্তিত্ব শব্দে বৃত্তিকেও বুঝায়। বৃত্তিত্ব শব্দে আধেয়ত্ব, যে আধার বা অধিকরণে আধেয় পদার্থ সকল থাকে। সুতরাং আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্ব সেই আধার বা অধিকরণ দ্বারা নিয়মিত। অতএব সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, সাধ্যাভাব—সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব। এই অভাবের অধিকরণ বা আধার হইল সাধ্যাভাব-

বান্; অবৃত্তিত্ব শব্দের অর্থ বৃত্তিত্বের অভাব। বৃত্তিত্বনিশ্চয়ই সাধ্যাভাবের অধিকরণরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে এইক্ষণ ব্যাপ্তির লক্ষণের অর্থ হইল যে, "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ" ইহার অর্থ এইরূপ হইবে যে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতানিরূপক যে অভাব সেই অভাবের অধিকরণ-নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব সেই বৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি। কিরূপে এই লক্ষণ সমন্বয় হয়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে সাধ্য বহ্নি, অর্থাৎ প্রতিপাদনীয়, বহ্নিনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব হইল বহ্নির অভাব, এই অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি, জলহ্রদাদি অধিকরণে বহ্নি নাই, তাহার অভাব আছে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই অর্থাৎ ধূমে তাদৃশ বৃত্তিত্বের অভাব আছে। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, ইহা স্থির হইল।

টীকাকারগণ এই লক্ষণের উপর বিস্তর আপত্তি ও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, এক একটী করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া আবার তাহার উপর দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই পাঁচটী লক্ষণ ব্যাপ্তিপঞ্চক নামে অভিহিত, কিন্তু এই পাঁচটী লক্ষণেই দোষ প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই লক্ষণটী এইরূপ ভাবে করা হইয়াছে যে, ইহাতে কোনস্থলেই দোষ দিবার উপায় নাই। এই লক্ষণে বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা এই ব্যাপ্তিপঞ্চক এবং সিদ্ধান্তলক্ষণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

টীকাকারগণ 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' এই লক্ষণের যে সকল আপত্তি ও তাহার সমাধান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী আপত্তি ও তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইল। নৈয়ায়িকদিগের মতে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্যে অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ কহে, ইহা ব্যতীত দুইটী দ্রব্যের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। বহ্নি ও বহ্নির অবয়বের সহিত যে সম্বন্ধ ইহা সমবায় সম্বন্ধ, দেহের সহিত দেহীর যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়। কিন্তু বহ্নির সহিত পর্ব্বতের বা মহানসের যে সম্বন্ধ তাহা সংযোগসম্বন্ধ, সমবায়সম্বন্ধ নহে। বহ্নি সমবায় সম্বন্ধে কেবলমাত্র স্বাবয়বে থাকে, অন্যস্থলে থাকিতে পারে না। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধে বহু স্থানে থাকে, পর্ব্বত মহানস (উনান) প্রভৃতিতে যে বহ্নি থাকে, উহা সংযোগ সম্বন্ধে। বহ্নি সমবায় সম্বন্ধে কখন পর্ব্বতাদিতে থাকে না এবং থাকিতেও পারে না, ইহা ধ্রুবসত্য। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে না, সেই স্থলে সেই সম্বন্ধে সেই বস্তুর অভাব অবশ্যই থাকে। অতএব সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি নাই, সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে। অথচ সেই স্থলে ধূম আছে, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে পারিতেছে না। কারণ সমবায় সম্বন্ধে যে বহ্নির অভাব, পর্ব্বতও তাহার অধিকরণ বা আধার বটে। কিন্তু পর্ব্বত নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব ধূমে নাই। পর্ব্বত নিরূপিত বৃত্তিত্বই ধূমে রহিয়াছে। আরও একটী কথা এই যে, পর্ব্বতে বহ্নি আছে, সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে আছে বলিয়া সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই ইহা সত্য। কিন্তু পার্ব্বতীয় বহ্নিই সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, কিন্তু মহানসে যে বহ্নি আছে, সেই বহ্নি সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে নাই। মহানসীয় বহ্নি মহানসে এবং পার্ব্বতীয় বহ্নি পর্ব্বতে আছে। মহানসীয় বহ্নির সংযোগ পর্ব্বতে বা পার্ব্বতীয় বহ্নির সংযোগ মহানসে কোন ক্রমেই হইতে পারে না। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, মহানসীয় বহ্নির অভাব সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, তাহার আর ভুল নাই, মহানসীয় বহ্নিও বহ্নি। সুতরাং পর্ব্বতও ঐ অভাবের অধিকরণ। অথচ পর্ব্বতে ধূম রহিয়াছে। অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি কিরূপে হইতে পারে?

এই আপত্তির উক্তরূপ উত্তর অভিহিত হইয়াছে। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত। এই স্থলে বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, সংযোগ সম্বন্ধে এই স্থলে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। পর্ব্বতে ধূম দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে, তথায় সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি আছে, সমবায় সম্বন্ধে নাই। কারণ কেবল বহ্নি বহ্নির স্বাবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, অন্যত্র থাকিতে পারে না। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, তথায় সেই সম্বন্ধেই সেই বস্তু সাধ্য হইবে। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, তথায় সে সম্বন্ধে সে বস্তু সাধ্য হইতেই পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে যে সাধ্যাভাব বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্য হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এই স্থলে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য হয় নাই, কারণ সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি থাকিতেই পারে না। অতএব পর্ব্বতে যে বহ্নির সংযোগ তাহা সংযোগ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অতঃপর এই স্থলে লক্ষণসমন্বয় করিয়া দেখা যাউক। সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই, সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব বহ্নির অবয়বে এবং যে স্থলে বহ্নি নাই, তথায় আছে। বহ্নির অবয়বে বা বহ্নিশূন্য প্রদেশে কখনই ধূম থাকিতে পারে না, সুতরাং

সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই। অতএব সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে থাকা সত্ত্বেও ধূমে ব্যাপ্তি হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষ নাই।

'বহ্নিমান্' এই স্থলে কেবল বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানস সম্বন্ধীয় বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই, কারণ 'বহ্নিমান্' বলিলে কেবল মাত্র বহ্নির বোধ হয়। মহানসীয় বহ্নিত্বের বোধ হয় না। 'পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির্নাস্তি" পর্ব্বতে মহানস সম্বন্ধীয় বহ্নি নাই, এই রূপ বোধ হইলেও পর্ব্বতে যে বহ্নি নাই ইহা কিছুতেই প্রতীত হয় না। মহানসীয় বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে, কিন্তু শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয় বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রূপে সাধ্য হইবে, সেই রূপেই সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ ধরিতে হইবে। অতএব পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিবার কোনই বাধা হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ করিতে হইলে এইরূপ করিতে হয়।

সাধ্যাভাব—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাবই—সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ।

এই সকল শব্দের প্রত্যেক শব্দের অর্থ না করিলে উহার অর্থ কিছুই বুঝা যায় না। সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার অর্থ এইরূপ। সাধ্যের ধর্ম্মের নাম সাধ্যতা, সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কহে। এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অর্থ সাধ্য অংশে প্রতীয়মান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপ বা ধর্ম্মের নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। যে হেতু ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ বা নিয়মন করিয়া থাকে।

বহ্নির সাধ্যতানিরূপণ করিতে হইলে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এবং সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এক নহে, বিভিন্ন। কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায়। এই প্রকার বহ্নিগত সাধ্যতা এবং ঘটগত সাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কারণ বহ্নিগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম বহ্নিত্ব এবং ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম ঘটত্ব। যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহার নাম অবচ্ছিন্ন। সাধ্যতারও যেরূপ অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে, প্রতিযোগিতারও সেইরূপ অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে। যে স্থলে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব হয়, তথায় ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধ তদবচ্ছিন্ন নহে। এইরূপ মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে তাহা শুদ্ধ বহ্নিত্ব তদবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্ব্বতে উক্ত দুই প্রকার অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির কোন হানি হইতে পারে না, কারণ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে থাকিলেও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং শুদ্ধ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে নাই, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি হইল।

(ব্যাপ্তিপঞ্চক)

নব্য নৈয়ায়িকগণ এই প্রণালীতে বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছিন্ন প্রভৃতি শব্দের অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে তবে ঐ সকল উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। ব্যাপ্তির একটী লক্ষণের আপত্তি ও খণ্ডন প্রসঙ্গে তাহার আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সিদ্ধান্ত লক্ষণে এই সকল কথা কিরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা সিদ্ধান্ত লক্ষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন।

ব্যাপ্তিকর্ম্মন্ (পুং) ব্যাপ্তিবিশিষ্টং কর্ম্ম যস্য। ব্যাপন-ক্রিয়া বিশিষ্ট, সকল স্থলে যাহার ক্রিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার বৈদিক পর্য্যায় ইষতি, নক্ষতি, আক্ষাণ, আনট্, আষ্ট, আপান, অশৎ, নশৎ, আনশে, অশ্নুতে। (বেদনি॰ ২।১৮ অ॰)

ব্যাপ্তিমৎ (ত্রি) ব্যাপ্তি বিদ্যতেঽস্য ব্যাপ্তি-মতুপ্। ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট, ব্যাপ্তিযুক্ত।

ব্যাপ্তিত্ব (ক্লী) ব্যাপ্তিমতো ভাবঃ ব্যাপ্তিমৎ ভাবে ত্ব। ব্যাপ্তি-মতের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্য (ক্লী) ব্যাপ্যতে ইতি বি-আপ-ণ্যৎ। সাধন, হেতু। "ব্যাপ্যং লিঙ্গঞ্চ সাধনং" (ত্রিকা॰) লিঙ্গ, হেতু, কারণ। ব্যাপ্য দ্বারা ব্যাপকের অনুমিতি হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক মতে ব্যাপ্তির অনুযোগীর নাম ব্যাপ্য [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ] ২ কুষ্ঠৌষধ। (অমর) (ত্রি) ৩ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ব্যাপনীয়।

"প্রস্থানং তে কুলিশকলনান্নিশ্চিতং পণ্ডিতাগ্রে-
শ্চিত্তেঽস্মাকং তদপি রমতে যাহি যাহীতি বাণী।
অপ্রামাণ্যং কথয়তি সদা নন্দসূনোর্বিয়োগো
ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্ব্রজকুলভুবাং ব্যাপকস্যাপ্রসিদ্ধৌ"॥ (পদাঙ্কদূত)

ব্যাপ্যবৃত্তি (ত্রি) অল্পদেশবৃত্তি, যাহা অল্প পদার্থে থাকে।

ব্যাপ্রিয়মাণ (ত্রি) বি-আ-পৃ-শানচ্। ব্যাপৃত, নিযুক্ত।

ব্যাম (পুং) বিশেষেণ অম্যতেঽনেনেতি অম গতৌ ঘঞ্। পরিমাণ বিশেষ, এই পরিমাণ বাহুদ্বয় উভয় পার্শ্বে সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, চলিত বাঁও।

'ব্যামব্যায়ামন্যগ্রোধাস্তির্য্যগ্‌বাহুপ্রসারিতৌ।' (হেম)

ব্যামিশ্র (ত্রি) বি-আ-মিশ্র-ঘঞ্‌। সংমিলিত, ভিন্ন বিষয়ের একীভাব করণ।

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্‌॥" (গীতা ৩।২)

'কচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা, কচিদ্‌ জ্ঞানপ্রশংসা, ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব' (স্বামী) কখন কর্ম্মের প্রশংসা কখন জ্ঞানের প্রশংসা এইরূপ বিভিন্ন বাক্যকে ব্যামিশ্র কহে।

ব্যামোহ (পুং) বি-আ-মুহ-ঘঞ্‌। মোহ, অজ্ঞান।

ব্যাম্য (ত্রি) ১ বিরুদ্ধগমন বা নিয়ম লঙ্ঘন হেতু ব্যাধিত। ২ বিবিধরূপে পীড়িত। "বিগমনেন বিবিধং বা আময়তি (ব্যাধিতো ভবতি) পুরুষোঽনেনেতি ব্যাম্যো যঃ পাশঃ।" (অথর্ব্ব ৪।১৬।৮ ভাষ্য)

ব্যায়ত (ত্রি) বিশেষেণায়তং। ১ ব্যাপৃত, দৈর্ঘ্য।

"অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং।
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥" (শকুন্তলা ২অ°)

২ দৃঢ়। ৩ অতিশয়। ৪ দূর। ৫ ব্যাম, বাঁও।

ব্যয়তন (ক্লী) আয়তন বিশিষ্ট।

ব্যায়াম (পুং) বি-আ-যম-ঘঞ্‌। ১ পৌরুষ। ২ ব্যাপার। ৩ শ্রম। ৪ বিষম। ৫ ব্যাম। (হেম) ৬ দুর্গসঞ্চার। (মেদিনী) ৭ মল্লক্রীড়া, পারসী কুস্তী। শ্রমসাধনব্যাপার, যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাহাকে ব্যায়াম কহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ব্যায়ামের বিধান আছে।

"শরীরায়াসজননং কর্ম্ম ব্যায়ামসংজ্ঞিতম্‌।" (বৈদ্যক)
শরীরের আয়াসজনন কর্ম্মের নাম ব্যায়াম।

"ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।" (রাজব°)

স্নিগ্ধভোজী বলবান্‌ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতজনক, এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে অতিশয় হিতকর হইয়া থাকে। বলবান্‌ আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সকল ঋতুতেই শক্তির অর্দ্ধপরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। কুক্ষি, ললাট এবং গ্রীবাদেশে যখন ঘর্ম্ম হয় তখনই শক্তির অর্দ্ধেক বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং সেই সময়ই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা বিধেয়।

চরকসংহিতায় ব্যায়ামের গুণদোষাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। মনের অনুকূল এবং দেহের বলবর্দ্ধক যে শারীরিক চেষ্টা বা ক্রিয়া তাহাকে ব্যায়াম কহে। এই ব্যায়াম উপযুক্ত পরিমাণে করিতে হইবে। উপযুক্ত রূপে ব্যায়াম করিলে শরীরের দৃঢ়তা দূর এবং ক্রমশঃ বলবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এইরূপ পরিমাণে ব্যায়াম করিবে, যাহাতে শরীরের অতিশয় ক্লান্তি না হয়, ইহাই উপযুক্ত ব্যায়াম নামে অভিহিত। এই ব্যায়াম দ্বারা দেহ লঘু, কর্ম্মে সামর্থ্য, শরীর স্থির অর্থাৎ যৌবনভাবে অবস্থান, ক্লেশসহিষ্ণুতা, বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধিনাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

যাহারা নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করে, তাহাদের অগ্নি বৃদ্ধি হয়, সুতরাং বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ, বিদগ্ধ, অবিদগ্ধ সকল প্রকার খাদ্যই পরিমিত ব্যায়ামশীল ব্যক্তির অনায়াসে পরিপাক হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের বাতাদিদোষ কুপিত হইতে পারে না। অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া দেহানুকূল ব্যায়াম দ্বারা বাতাদিদোষের বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহাদের সমতাই হইয়া থাকে।

অতিশয় ব্যায়াম শরীরের বিশেষ অপকারজনক। ইহা দ্বারা শরীরের গ্লানি, মনোগ্লানি, ধাতুক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহা অতি মাত্রায় করা বিধেয় নহে। হস্তী যেরূপ অযথা বলে সিংহকে আক্রমণ করিলে আপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অতি মাত্রায় ব্যায়ামকারী ব্যক্তিও স্বয়ং বিনষ্ট হয়। (চরকসূত্রস্থান° ৭অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

"লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিভক্তঘনগাত্রতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে॥" (ভাবপ্রকাশ)

ব্যায়াম দ্বারা শরীর লঘু, কর্ম্মে সামর্থ্য এবং বিভক্ত ঘন গাত্রতা, অর্থাৎ শরীরের যে স্থল যেরূপ হওয়া উচিত, কোন স্থল সরু, কোন স্থল মোটা এবং কোন স্থল দৃঢ় ইত্যাদি হওয়া, দোষ ক্ষয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের শরীর ব্যায়াম দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে, তাহাদের কোন ব্যাধি হয় না, বিরুদ্ধ, বা বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে, তাহাদের শরীর শীঘ্র শিথিল হয় না, ব্যায়াম দ্বারা স্থৌল্য আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে, যাহাদের দেহ স্থূল, তাহারা ব্যায়াম করিলে তাহাদের শরীর শীঘ্র কৃশ হয়। অতএব ব্যায়াম সদৃশ স্থৌল্যনাশক আর কিছুই নাই। এই ব্যায়াম বলবান্‌ ও স্নিগ্ধভোজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপকারক। ইহা বসন্ত ও শীত ঋতুতে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গ্রীষ্মাদি অন্য ঋতুতে যাহার যেরূপ শক্তি, তিনি তাহার অর্দ্ধশক্তিপরিমাণ ব্যায়াম করিবেন। অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ শুষ্ক অর্থাৎ পিপাসা না হয় ও কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হয়, তখনই অর্দ্ধশক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ ভাবে শ্রান্ত হইলেই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা উচিত। ইহার অধিক ব্যায়াম করিলে শরীরের অপকার হইয়া থাকে। সুস্থ ব্যক্তিরই ব্যায়াম কর্ত্তব্য, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিতান্ত অপকারক।

"ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী শ্বাসী কৃশঃ ক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন ॥
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ।
তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে ॥" (ভাবপ্র°)

ভুক্তবান্ প্রভৃতি ব্যক্তি ব্যায়াম করিবেন না, অর্থাৎ ভোজনের পর, রতিক্রীড়ার পর ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্ন কাসরোগী, শ্বাসরোগী, কৃশ ব্যক্তি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত এবং শোষরোগী এই সকল ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ অপকারক। যাঁহারা অতি ব্যায়াম করেন, তাঁহাদের কাসরোগ, জ্বর, ছর্দ্দি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক অর্থাৎ তমক শ্বাস ও রক্তপিত্ত রোগ হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ভা°)

ব্যায়াম প্রাতঃ ও সায়ংকালে কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন অপর সময়ে উচিত নহে, অপর সময়ে করিলে শরীরের অপকার হয়।

ব্যায়ামবৎ (ত্রি) ব্যায়ামো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ব্যায়ামযুক্ত, ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী।

ব্যায়ামিক (ত্রি) ব্যায়াম সম্বন্ধীয়। "ব্যায়ামিকীনাং চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্।" ইহা ৬৪ কলাবিদ্যার একতম। ভাগবত ১০।৪৫।৩৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে 'ব্যায়ামিকী' স্থলে 'বৈতালিকী' পাঠ দেখা যায়।

ব্যায়ামিন্ (ত্রি) ব্যায়াম অস্ত্যর্থে ইনি। ১ ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী। ২ শ্রমশীল।

ব্যায়ুক (ত্রি) দ্রুত পলায়ন শীল। (কাঠক ৩১।৩)

ব্যায়ুধ (ত্রি) আয়ুধহীন। (ভারত দ্রোণ°)

ব্যায়োগ (পুং) বি-আ-যুজ-ঘঞ্। দশবিধ রূপকের অন্তর্গত রূপকবিশেষ, দৃশ্যকাব্যভেদ, চলিত নাটকবিশেষ, অভিনয়যোগ্য বলিয়া ইহা দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিগণিত।

"স্যান্নাটকং প্রকরণং ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ।
ব্যায়োগসমবাকারো বিথ্যঙ্কেহামৃগা ইতি।
অভিনেয়প্রকারাঃ স্যুর্ভাষাঃ ষট্‌সংস্কৃতাদিকাঃ॥" (হেম)

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবাকার প্রভৃতি দশপ্রকার দৃশ্যকাব্য। ইহার লক্ষণ—

"খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ॥
একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।
কৌশিকীবৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ॥
রাজর্ষিরথদিব্যো বা ভবেদ্ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃঙ্গারশান্তেভ্য ইতরেঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৬।৫১৪)

ব্যায়োগ দৃশ্যকাব্যের ইতিবৃত্ত বিখ্যাত হইবে, অর্থাৎ মহাভারতাদি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে ইহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে স্ত্রীলোক অল্প এবং পুরুষ অধিক থাকিবে। ইহা গর্ভ, বিমর্ষ ও সন্ধিহীন হইবে। ইহার অঙ্ক একটী এবং ইহাতে অস্ত্রীনিমিত্ত সমর, অর্থাৎ যাহাতে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সমর সংঘটিত হয় নাই এরূপ প্রবন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে, কৌশিকী বৃত্তিতে ইহা বর্ণন করিতে নাই। ইহার নায়ক বিখ্যাত রাজর্ষি, দিব্য বা ধীরোদ্ধত হইবে। এই ব্যায়োগে শৃঙ্গার, হাস্য ও শান্তরস ভিন্ন অন্য সকল রস বর্ণন করিতে হয়। সংস্কৃত সৌগন্ধিকাহরণ একখানি ব্যায়োগগ্রন্থ।

ব্যায়োজিম (পুং) স্থূণানুসমবিষমপালি। (সুশ্রুত ১।২৬ অ°)

ব্যারোষ (পুং) আক্রোশ।

ব্যাল (পুং) বিশেষেণ আসমন্তাৎ অলতীতি অল-পর্য্যাপ্তৌ-অচ্। ১ সর্প। ২ শ্বাপদ। (অমর) ৩ দুষ্টগজ। (মেদিনী)

"ব্যালদ্বিপা যন্তৃভিরুন্মদিষ্ণবঃ কথঞ্চিদারাদপথেন নিন্যিরে॥"
(মাঘ ১২।২৮)

৪ পালিত শিকারী চিতাবাঘ। ৫ ব্যাঘ্র। (রাজনি°) ৬ রাজা। (অমরটীকা-মথুরেশ) ৭ বিষ্ণু। ৮ দণ্ডকচ্ছন্দোভেদ। (ত্রি) ৯ শঠ, ধূর্ত্ত, ক্রূর। ১০ অপকারী। (জটাধর)

ব্যালক (পুং) ব্যাল এব স্বার্থে-কন্। দুষ্টগজ। পর্য্যায়—গম্ভীরবেদী, অঙ্কুশদুর্দ্ধর, চালক। (ত্রিকা°) ২ শ্বাপদ, হিংস্রজন্তু। ৩ ব্যালশব্দার্থ।

ব্যালকরজ (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যালখড়্গ (পুং) ব্যালনখ, ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°)

ব্যালগন্ধা (স্ত্রী) ব্যালস্যেব গন্ধো যস্যাঃ। নাকুলী, লাঙ্গলী নামক মহাকন্দশাক। চলিত—বিষলাঙ্গলিয়া। (রাজনি°)

ব্যালগ্রাহ (পুং) ব্যালং গৃহ্লাতীতি ব্যাল-গ্রহ-অণ্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া।

ব্যালগ্রাহিন্ (পুং) ব্যালং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ণিনি। ভিক্ষার্থসর্পধারী, যাহারা অর্থের জন্য সর্পাদি ধারণ করিয়া থাকে। সর্পখেলক, চলিত সাপুড়িয়া বা বেদিয়া, বেদেরা সাপ ধরিয়া এবং তাহার ক্রীড়া দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্য্যায়—অহিতুণ্ডিক, জাঙ্গুলি, আহিতুণ্ডিক, ব্যালগ্রাহ, গারুড়িক, বিষবৈদ্য। (শব্দরত্নাবলী)

ব্যালগ্রীব (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (বৃ°স°১৪।৯)

ব্যালজিহ্বা (স্ত্রী) ব্যালস্য জিহ্বেব আকৃতির্যস্যাঃ। মহাসমঙ্গা, স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ, বাট্যালকভেদ, একপ্রকার বেড়েলা। (রাজনি°) ২ ব্যালের জিহ্বা, সর্প বা হিংস্রজন্তুর জিহ্বা।

ব্যালত্ব (ক্লী) ব্যালস্য ভাবঃ। ব্যালের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যালদংষ্ট্র (পুং) ব্যালস্য দংষ্ট্রেব আকৃতির্যস্য। গোক্ষুরক্ষুপ।

ব্যালদ্রেক্কাণ (পুং) সর্পদ্রেক্কাণ। [ব্যালবর্গ দেখ]

ব্যালনখ (পুং) ব্যালস্য নখ ইব আকৃতি যস্য। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, নখীবিশেষ, হিন্দী বাঘনখা। পর্য্যায়—কুটস্থ, চক্রনায়ক, চক্রী, চক্রনখ, ব্যাঘ্রকল, দ্বীপিনখ, খপুর, ব্যালপাণিজ, ব্যালায়ুধ, ব্যালবল, ব্যালখড়্গা। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, কফ, বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও ব্রণনাশক, বর্ণবর্দ্ধক এবং সৌগন্ধপ্রদ।

ব্যালপত্র (পুং) এর্ব্বারুকলতা, ক্ষেত্রকাকুড়।

ব্যালপত্রা (স্ত্রী) ব্যালানি তীক্ষ্ণানি পত্রাণি যস্যাঃ। এর্ব্বারু।

ব্যালপাণিজ (পুং) ব্যাঘ্রনখাখ্য গন্ধদ্রব্য, নখীবিশেষ। (রাজনি°)

ব্যালপ্রহরণ (ক্লী) ১ ব্যাঘ্রনখ। ২ নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যালবল (পুং) ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°)

ব্যালমৃগ (পুং) ব্যালো হিংস্রো মৃগঃ পশুঃ। চিত্রব্যাঘ্র, চলিত—চিতাবাঘ।

"রথনেমিস্বনৈশ্চৈব ঘণ্টাশব্দশ্চ ভারত।
পৃথগ্‌ব্যালমৃগাণাঞ্চ পক্ষিণামিব সর্ব্বশঃ॥" (ভারত ৩।২১৯।৩)

ব্যালম্ব (পুং) বিশেষেণ আলম্বতে বি-আ-লম্ব-অচ্। ১ রক্তৈরণ্ড। (ত্রি) ২ লম্বমান।

ব্যালম্বিন্ (ত্রি) ব্যালম্বতে বি-আ-লম্ব-ইনি। ব্যালম্বযুক্ত, বিলম্বিত।

"অন্যেষামুষ্ণম্বং প্রসাদপট্টৈর্বিভূষিত শিরস্কম্।
ব্যালম্বিরত্নমালং ছত্রং কার্য্যঞ্চ মায়ূরম্॥"(বৃহৎসংহিতা ৭৩।৫)

ব্যালবর্গ (পুং) ব্যালদ্রেক্কাণ। কর্কট ও বৃশ্চিকের প্রথম, দ্বিতীয়, এই দুই দুই দ্রেক্কাণ এবং মীনের তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ব্যালদ্রেক্কাণ নামে অভিহিত হয়।

ব্যালায়ুধ (পুং ক্লী) ব্যালস্য আয়ুধং নখ ইব আকৃতির্যস্য। ব্যালনখ, ব্যাঘ্রনখ, নখীনামক গন্ধদ্রব্য। (অমরটীকা মথুরেশ) ২ বাঘের নখ।

ব্যালি (পুং) ব্যাড়িঃ ড়স্য ল। ব্যাড়িমুনি।

ব্যালিক (ত্রি) ব্যালেন চরতি ব্যাল (গর্গাদিভ্যষ্ঠন্। পা ৪।৪।১০) ইতি ঠন্। ব্যালদ্বারা বিচরণকারী, সাপুড়িয়া।

ব্যালীঢ় (ক্লী) সর্পদংশনভেদ, সাপের কামড়বিশেষ।

"একং দংষ্ট্রাপদং দ্বে বা ব্যালীঢ়াখ্যমশোণিতম্।"
(বাভট উত্তরত° ৩৬ অ°)

যে সর্পদংশনে একটী বা দুইটী দাঁত বিদ্ধ হইয়াছে, অথচ শোণিতস্রাব হয় নাই, তাহাকে ব্যালীঢ় দংশন কহে।

ব্যালুপ্ত (ক্লী) সর্পদংশনভেদ।

"দংষ্ট্রাপদে সরক্তে দ্বে ব্যালুপ্তং" (বাভট উত্তরত° ৩৬ অ°)

দুইটী দাঁত বসাইয়া দিলে এবং সেই স্থান রক্তযুক্ত হইলে তাহাকে ব্যালুপ্ত কহে।

ব্যালোল (ত্রি) ঈষৎ কম্পিত, চঞ্চল, লক্‌লকে।

ব্যাবক্রোশী (স্ত্রী) বি-আ-অব-ক্রুশ (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্, ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। ৫।৪।১৪) ইতি স্বার্থে অঞ্, (ন কর্ম্মব্যতিহারে। পা ৭।৩।৬) ইতি এঙপ্রতিষেধঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পরস্পর আক্রোশন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ। (ভরত)

ব্যাবভাসী (স্ত্রী) বি-আ-অব ভাস-ণচ্, স্বার্থে অঞ্, ঙীপ্। ব্যাবক্রোশী, পরস্পরাক্রোশকারী।

ব্যাবর্গ (পুং) বিভাগ, ভাগকরা।

ব্যাবর্ত্ত (পুং) বি-আ-বৃত-অচ্। নাভিকণ্টক। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর আবর্ত্তক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ২ চক্রমর্দ্দ, চাকন্দা গাছ। (রাজনি)

ব্যাবর্ত্তক (ত্রি) ব্যাবর্ত্তয়তীতি বি-আ-বৃত-ণিচ্-ণ্বুল্। ব্যাবর্ত্তনকারী। যিনি ব্যাবর্ত্তন করান।

ব্যাবর্ত্তন (ক্লী) বি-আ-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্। পরাঙ্মুখীকরণ, ফেরান।

ব্যাবর্ত্তনীয় (ত্রি) বি-আ-বৃত-ণিচ্-অনীয়র্। ব্যাবর্ত্তনযোগ্য, ব্যবর্ত্তনার্হ।

ব্যাবর্ত্তিত (ত্রি) বি-আ-বৃত-ণিচ্-ক্ত। পরাঙ্মুখীকৃত।

ব্যাবর্ত্ত্য (ত্রি) ব্যবর্ত্তনের যোগ্য, ত্যাগের উপযুক্ত।

ব্যাবহারিক (ত্রি) ব্যবহার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্ পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্। ১ ব্যবহার। ব্যবহারমিত্যাহ ব্যবহার-ঠক্ (স্বাগতাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৭) ইতি বৃদ্ধিনিষেধঃ ঐচাগমশ্চ ন স্যাৎ।

২ ব্যবহার যিনি বলেন, বিচারক। ৩ ব্যবহারসম্বন্ধীয়। ৪ ধর্ম্মাধিকরণ সম্বন্ধীয়। ৫ রাজাদিগের বাহ্য অভ্যন্তর সকল প্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত অমাত্য।

"ব্যবহারে বাহ্যাভ্যন্তর-সকলবাজ্যকৃত্যে নিযুক্তা অমাত্যাঃ ব্যাবহারিকাঃ" (রামায়ণটীকা ২।৬৬।১২)

ব্যাবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহার বিশিষ্ট।

ব্যাবহারী (স্ত্রী) ব্যবহার-ঙীষ্। ১ পরস্পর ব্যবহার। ২ পরস্পর হরণ। (বোপদেব ৬।১১০)

ব্যাবহার্য্য (ত্রি) ব্যবহার-যৎ। ব্যবহারযোগ্য, যাহা ব্যবহার করিবার উপযুক্ত।

ব্যাবহাসী (স্ত্রী) বি-অব-হস (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্, ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। পা ৭।৩।৬) ইতি এঙ্ প্রতিষেধঃ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পরস্পর হাস্যকরণ। ২ পরস্পর বিচারণা।

ব্যাবৃৎ (স্ত্রী) ১ বিশেষত্ব নির্দ্দেশ। ২ আদ্যোপান্ত বর্ণিত।

ব্যাবৃতত্ব (ক্লী) ১ অনাবৃতত্ব। ২ গূঢ়াভিসন্ধিতা।

"ব্যাবৃতাতি প্রায়ত্বং গূঢ়াভিসন্ধিতা" (মৈত্রেয়উ°নি° ৩।৫)

এই প্রয়োগ অসাধু, ব্যাবৃত্তত্ব প্রয়োগই সাধু।

্যাবৃত্ত (ত্রি) বি-আ-বৃত্-ক্ত। ১ নিবৃত্ত। ২ নিষিদ্ধ। ৩ খণ্ডিত। ৪ পৃথক্‌কৃত। ৫ মনোনীত। ৬ বেষ্টিত। ৭ অংগীকৃত। ৮ স্তুত। ৯ নিবারিত। ১০ আচ্ছাদিত।

াবৃত্তি (স্ত্রী) বি-আ-বৃত-ক্তিন্। ১ খণ্ডন।

"অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-

রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।" (মহিম্নঃ স্তোত্র)

২ আবৃত্তি। ৩ মনোনয়ন। ৪ বেষ্টন। ৫ স্তুতি। ৬ নিরাকরণ। ৭ নিষেধ। ৮ বাধা। ৯ নিবৃত্তি। ১০ নিয়োগ। ১১ বিপর্য্যাস।

াবৃৎসু (ত্রি) ১ অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছুক। ২ খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছুক।

াশ্রয় (পুং) বি-আ-শ্রি-ঘঞ্। বিভিন্ন আশ্রয়। (পাণিনি ৫।৪।৪৮)

াস (পুং) বি-অস-ঘঞ্। বিস্তার।

'বিস্তীর্ণৈতৎ মহজ্জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।

ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্॥" (ভারত ১।১।৫১)

'সমাসঃ সংক্ষেপঃ। ব্যাসো বিস্তারঃ' (টীকা) ২ মানভেদ। (শব্দরত্না°) ৩ পুরাণাদি পাঠক ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ পুরাণাদি পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে। ইহার লক্ষণ—

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।

কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতম্।

বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ॥

ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থঞ্চার্পয়েন্নৃপ।

য এবং বাচয়েদ্ ব্রহ্ম স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

বেদ ও পুরাণাদি পাঠকালে সুস্পষ্টভাবে অদ্রুত, শান্ত, স্পষ্টাক্ষরপদ অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর ও পদগুলি স্পষ্টরূপে মধুর স্বরে াসভাবাদির সহিত গ্রন্থের অর্থ যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এইরূপভাবে যে ব্রাহ্মণ উহা পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে।

৪ গোলের মধ্যরেখা, গোলবস্তুর মধ্যরেখা। (Diameter)

"ব্যাসে ভনন্দাগ্নিহতে বিভক্তে খবাণসূর্য্যৈঃ পরিধিস্তু সূক্ষ্মঃ।

দ্বাবিংশতিঘ্নে বিহৃতেঽথ শৈলৈঃ স্থূলোঽথবা স্যাদ্ব্যবহারযোগ্যঃ॥"

(লীলাবতী)

ব্যস্যতি বেদানিতি বি-আ-অস-অচ্। ৫ মুনিবিশেষ। বেদ াস। ইহার নামনিরুক্তি—

"যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরস্তপসা ভগবানৃষিঃ।

লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ॥"

(ভারত ১০৫।১৪)

যে ভগবান্ ঋষি তপোবলে বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া 'ব্যাস' এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহারই নাম সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হয়। এই ব্যাস সত্যবতীর কন্যাকালে পরাশর ঋষি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [বিশেষ বিবরণ বেদব্যাস শব্দে দেখ]

৪ সমাসবিগ্রহ বাক্য, সমাস করিবার কালে যে বাক্য করা হয়, তাহাকে ব্যাসবাক্য কহে। যথা—'দর্ভপাণিঃ' 'দর্ভঃ পাণৌ যস্য সঃ দর্ভপাণিঃ ইহার নাম ব্যাসবাক্য।

ব্যাস, ১ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ লক্ষণ, পঞ্চরত্ন, গোলাধ্যায়, (ব্যাসসিদ্ধান্ত) তত্ত্ববোধ ও তাহার টীকা, তীর্থপরিভাষা, দত্তকদর্পণ, প্রতিমালক্ষণ, বালকৃষ্ণাষ্টক, বৃহৎসংহিতা, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও পুরাণনিচয়, যোগসূত্রভাষ্য, বক্রতুণ্ডস্তোত্র, বক্রতুণ্ডাষ্টক, বিশ্বনাথাষ্টক, শিবতত্ত্ববিবেক ও ইতিহাস নামক গ্রন্থাদি রচয়িতা। ইনি পুরাণপাঠকের নিকট ব্যাসদেব বা বেদব্যাস নামে সুপরিচিত। [বেদব্যাস ও ব্যাস শব্দ দেখ।]

২ ষড়্‌গুরুশিষ্যের ছয় গুরুর একতম। ৩ শ্রুতপ্রকাশিকা প্রণেতা সুদর্শনাচার্য্যের উপাধি। ৪ তত্ত্বসারটীকা প্রণেতা।

ব্যাস আচার্য্য, অষ্টমহামন্ত্রপদ্ধতিপ্রণেতা।

ব্যাসকূট (ক্লী) ব্যাসস্য কূটং। মহাভারতাদি গ্রন্থের কূটার্থ শ্লোক, যে সকল শ্লোক অতি দুর্ব্বোধ এবং অস্পষ্ট তাহাকে ব্যাসকূট কহে। ২ সীতাহরণের পর মাল্যবান্ পর্ব্বতে নির্জ্জনে অবস্থিতি কালে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইলে যে সকল কূট শ্লোক দ্বারা তাঁহার চিত্তশান্তি সম্পাদন করা হয়।

ব্যাসকেশব (পুং) শব্দকল্পদ্রুম নামক অভিধান প্রণেতা। কেশবকৃত "কল্পদ্রুম" নামে একখানি অভিধান পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এক কি না?

ব্যাসক্ত (ত্রি) বি-আ সঞ্জ-ক্ত। বিশেষরূপে আসক্ত। অতিশয় আসক্ত, সংলগ্ন।

"অংসব্যাসক্তবংশধ্বনিসুখিত জগদ্বল্লবীভির্সস্তী।

মূর্ত্তির্গোপস্য বিষ্ণোরবতু জগতি নঃ স্রগ্‌ধরাহারিহারা॥"

(ছন্দোমঞ্জরী) ২ উদ্‌ভ্রান্ত, অভিভূত।

ব্যাস গণপতি, বৈদ্যশাস্ত্রসারসংগ্রহ সঙ্কলয়িতা।

ব্যাসগিরি, শঙ্করবিজয়প্রণেতা।

ব্যাসগীতা (স্ত্রী) ১ কূর্ম্মপুরাণের অংশবিশেষ।

২ উপনিষদ্ভেদ। (কূর্ম্ম° উ° বি° ১২০৪৫৬)

ব্যাসঙ্গ (ত্রি) বি-আ সঞ্জ-ঘঞ্। বিশেষরূপে আসঙ্গ, অতি আসক্তি, বিশেষ সংযোগ, বিশেষ মনোযোগ।

ব্যাসতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ যতি। লক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থের নিকট অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি পরে ব্রাহ্মণ্যতীর্থের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বেদেশ ভিক্ষু ইহার মন্ত্রশিষ্য। ইনি ব্যাসরায়মঠ স্থাপন

করিয়াছিলেন। ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে। ইনি ব্যাসতীর্থ বিন্দু, ব্যাস যতি ও ব্যাসরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি ইহার রচিত—

অনুজয়তীর্থবিজয়; জয়তীর্থকৃত কথালক্ষণ বিবরণের টীকা; আনন্দতীর্থকৃত কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, বৃহদারণ্যকভাষ্য, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য, মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য প্রভৃতির টীকা; তর্কতাণ্ডব, আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জয়তীর্থ কৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী টীকার তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা নাম্নী টিপ্পন, ন্যায়ামৃত ও কণ্টকোদ্ধার নামক তাহার টীকা, জয়তীর্থকৃত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনবিবরণের ভাবপ্রকাশিকা নামক টীকা, ভেদোজ্জীবন এবং জয়তীর্থকৃত অপরাপর গ্রন্থটীকার সংক্ষেপ পরিচয় স্বরূপ মন্দার মঞ্জরী নামক টিপ্পন।

ব্যাসতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

ব্যাসতুলসী (স্ত্রী) একজন পণ্ডিত।

ব্যাসত্র্যম্বক (পুং) একজন পণ্ডিত।

ব্যাসত্ব (ক্লী) ব্যাসস্য ভাবঃ ব্যাস-ত্ব। ব্যাসের ভাব বা ধর্ম্ম।

"লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ।"

(ভারত ১।১০৫।১৪)

ব্যাস দেব বেদ বিভাগ করায় জগতে ব্যাসত্ব অর্থাৎ ব্যাস এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাসদত্তি (পুং) বররুচির পুত্র।

ব্যাসদাস (পুং) ক্ষেমেন্দ্রের নামান্তর।

ব্যাসদেব, দায়ভাগনির্ণয় বিবেক প্রণেতা।

ব্যাসদেব মিশ্র, বৃহচ্ছন্দবত্ত্বটীকা রচয়িতা।

ব্যাসদীপপ্রজা (স্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কটী। (বৈদ্যকনি০)

ব্যাসপদ্মনাভ, বৈষ্ণবোৎসব কাব্য কর্ত্তা।

ব্যাসপূজা (স্ত্রী) ব্যাসস্য পূজা। ব্যাসের পূজা, ব্যাসের অর্চ্চনা।

ব্যাসবৎস, শিশু হিতৈষিণী নাম্নী কুমারসম্ভব-টীকা প্রণেতা।

ব্যাসবিট্ঠল আচার্য্য, শব্দচিন্তামণি নামক অভিধান সঙ্কলয়িতা।

ব্যাসভট্ট, শ্রীরঙ্গরাজস্তব ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক বেদান্তগ্রন্থ প্রণেতা

ব্যাসমাতৃ (স্ত্রী) ব্যাসস্য মাতা। ব্যাসের মাতা, বেদব্যাসের জননী। পর্য্যায় সত্যবতী, বাসবী, গন্ধকালিকা, যোজনগন্ধা, দাসেয়ী, শালঙ্কায়ন জীবসূ, কোন কোন গ্রন্থে শালঙ্কায়নজা এই রূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কালী, ঝসোদরী, বিচিত্রবীর্য্যসূ, চিত্রাঙ্গদসূ, যোজনগন্ধিকা, গন্ধকালী, সত্যা, দাসনন্দিনী।

(শব্দরত্না°)

ব্যাসমূর্ত্তি (পুং) ব্যাস এব মূর্ত্তির্যস্য। শিব। (শিবপু°)

ব্যাসবন (ক্লী) মুনিঋষিসেবিত পবিত্র বনভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

ব্যাসবর্য্য (পুং) পণ্ডিতভেদ। বাক্যার্থদীপিকারচয়িতা হনূমদাচার্য্যের পিতা।

ব্যাসসদানন্দজা, সম্বোবোধিনী-প্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা। ইনি স্তম্ভতীর্থবাসী ছিলেন।

ব্যাসসমাসিন্ (ত্রি) ব্যাসসমাসযুক্ত, ব্যাসবাক্য ও সমস্তপদ-বিশিষ্ট।

ব্যাসসূত্র (ক্লী) ব্যাসপ্রণীতং সূত্রং। ব্যাস প্রণীত সূত্র, বেদান্ত সূত্র, বেদান্ত দর্শনের সূত্র ব্যাস প্রণয়ন করেন। [বেদান্ত দেখ]

ব্যাসস্থলী (স্ত্রী) দেশভেদ, পবিত্র স্থানভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

ব্যাসাচল (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

ব্যাসাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ যতি। ইনি পরে বেদব্যাসতীর্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে।

ব্যাসারণ্য (ক্লী) ব্যাসস্য অরণ্যং। ১ ব্যাসবন, ব্যাস যে বনে অবস্থান করিতেন, তাহাকে ব্যাসবন কহে। ২ একজন প্রসিদ্ধ যতি, ইনি সুবোধিনী প্রণেতা। বিশ্বেশ্বরের গুরু।

ব্যাসার্দ্ধ (পুং) ব্যাসস্য অর্দ্ধঃ। ব্যাসের অর্দ্ধভাগ, গোল বস্তুর মধ্য ভাগের নাম ব্যাস, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ (Radius)

ব্যাসাশ্রম (পুং) ব্যাসস্য আশ্রমঃ। ১ ব্যাসমুনির আশ্রম স্থান। ২ বেদান্তকল্পতরু প্রণেতা অমলানন্দের নামান্তর।

ব্যাসাষ্টক (ক্লী) ব্যাসবিরচিত শিবস্তোত্র বিশেষ।

ব্যাসাসন (ক্লী) যে আসনে বসিয়া বক্তা বা পাঠক পুরাণাদি পাঠ করেন।

ব্যাসিদ্ধ (ত্রি) বি-আ-সিধ-ক্ত। ১ নিষিদ্ধ। নিবারিত (মিতাক্ষরা) ২ অবরুদ্ধ। ৩ বিশেষ স্থানে বা বিশেষ ব্যক্তিকে ভিন্ন অন্য স্থানে বা অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ।

ব্যাসীয় (ত্রি) ১ ব্যাস সম্বন্ধীয়। ২ (ক্লী) ব্যাসরচিত গ্রন্থ।

ব্যাস্কী (পুং) ব্যাড়ির গোত্রাপত্য।

ব্যাসেধ (পুং) বিঘ্ন, উৎপাত।

ব্যাসেশ্বর (পুং) ব্যাসেন স্থাপিত ঈশ্বরঃ। শিবলিঙ্গ বিশেষ, ব্যাস স্থাপিত শিবলিঙ্গ।

ব্যাসেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণের অধ্যায়ভেদ।

ব্যাহত (ত্রি) বি-আ-হন-ক্ত। ১ বিশেষ রূপে আহত। ২ ব্যর্থ, বিফলীকৃত। ৩ প্রতিবদ্ধ। ৪ নিষিদ্ধ, নিবারিত।

"অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

ব্যাহতি (স্ত্রী) বিরুদ্ধ বলা, বাধা দেওয়া।

ব্যাহনস্য (ত্রি) বিশিষ্ট মৈথুনযুক্ত বা তদঙ্গীভূত কার্য্য।

"ব্যাহনস্যাং বাচমবাদীৎ" (শুক্লযজুঃ ৬।৩৬)

'বাহনত্বাং বাচং বিশিষ্টমৈথুনযুক্তাং তদঙ্গভূতাং বাচং যদবাদীৎ'
(মহীধর)

ব্যাহন্তব্য (ত্রি) বি-আ-হন-তব্য। ব্যাহননযোগ্য।

"অতস্তে শাসনং ভর্ত্তুর্ন ব্যাহন্তব্যমেবহি।"
(গৌড় রামায়ণ ২।২৩।৪)

ব্যাহন্যমান (ত্রি) বি-আ-হন-শানচ্। প্রতিষিধ্যমান।

ব্যাহরণ (ক্লী) বি-আ-হৃ-ল্যুট্। কথন, উক্তি।

ব্যাহর্ত্তব্য (ত্রি) বর্ণনযোগ্য, বলার উপযুক্ত।

ব্যাহার (পুং) বি-আ-হৃ-ঘঞ্। বাক্য।

"পশুশস্ত্রব্যাহারে নৃপমৃত্যু র্মুনিবচশ্চেদম্।"
(বৃহৎসংহিতা ৪৮।৭১

ব্যাহারময় (ত্রি) বাক্যময়, বাক্যস্বরূপ, বাক্যযুক্ত।

ব্যাহারিন্ (ত্রি) বাক্যবিশিষ্ট।

ব্যাহৃত (ত্রি) বি-আ-হৃ-ক্ত। কথিত।

ব্যাহৃতি (স্ত্রী) বি-আ-হৃ-ক্তিন্। ১ ব্যাহার। কথন, উক্তি। ২ মন্ত্রবিশেষ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ এই মন্ত্র।

"ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতিস্তদনন্তরম্।
ততোহধীয়ীত সাবিত্রীমেকাগ্রশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃ স্বঃ সনাতনাঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ॥
প্রধানপুরুষঃ কালো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সত্বং রজস্তমস্তিস্রঃ ক্রমাদ্‌ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৩ অ°)

'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি মন্ত্র, পুরাকালে এই মন্ত্র স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা সকল অশুভনাশক; সত্ব, রজঃ, তমঃ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বরূপ। এই ব্যাহৃতি ওঁকার পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যাহৃতিহোম বলিলে এই মন্ত্রে হোম বুঝিতে হইবে। ('ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ') এই সকলকে মহাব্যাহৃতি কহে।

যে স্থলে অন্য কোন মন্ত্র নাই, সেখানে ব্যাহৃতি মন্ত্র যোগ করিয়া দিতে হইবে।

"যত্র মন্ত্রা ন বিদ্যন্তে ব্যাহৃতীস্তত্র যোজয়েৎ।"
(তৈত্তি° উপ° ১।৫।১)

ব্যাহৃতি (স্ত্রী) সামভেদ।

ব্যুচ্ছিত্তি (স্ত্রী) বি-উৎ-ছিদ ক্তিন্। ব্যুচ্ছেদ, বিনাশ।

"তেষামেব সমেতানাং যজ্ঞব্যুচ্ছিত্তিশঙ্কিনাম্।
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৬।৪৭)

ব্যুচ্ছেত্তৃ (ত্রি) বি-উৎ-ছিদ-তৃচ্। ব্যুচ্ছেদকারক, বিনাশক।

ব্যুত (ত্রি) বি-বে-ক্ত। স্যূত। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্যুতি (স্ত্রী) বি বে-ক্তিন্। উতি, তন্তু সন্ততি। (ভরতদ্বিরূপকো°)

ব্যুৎক্রম (পুং) বি-উৎ-ক্রম-ঘঞ্। ক্রমবিপর্য্যয়, ব্যতিক্রম, পর্য্যায় উৎক্রম, অক্রম, (হেম) অনিয়ম।

"পশ্যেৎ কশ্চচ্চলচপল রে কা ত্বরাহং কুমারী।
হস্তালম্বং বিতর হ হ হা ব্যুৎক্রমঃ কাসি যাসি॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ব্যুৎক্রমণ (ক্লী) বি-উৎ-ক্রম-ল্যুট্। পৃথক্ অবস্থান।

ব্যুৎক্রান্ত (ত্রি) ১ অতিক্রান্ত,গত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ প্রহেলিকা।

ব্যুত্থাতব্য (ত্রি) বিশেষ প্রকারে উত্থানের যোগ্য, বিরুদ্ধভাবে স্থাপনের যোগ্য, দূরস্থ করিবার উপযুক্ত।

"অতোহস্মাৎ কামাদ্বিত্বা ব্যুত্থাতব্যম্।" (বৃহদারণ্যক)

ব্যুত্থান (ক্লী) বি-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ স্বাতন্ত্র্য কৃত্য, স্বাধীন ভাবে কার্য্যকরণ। ২ বিরোধাচরণ। (মেদিনী) ৩ প্রতিরোধ। ৪ সমাধি পারণ। (হেম) ৫ নৃত্যভেদ। (শব্দরত্না°) ৬ বিশেষরূপে উত্থান। ৭ চিত্তের অবস্থা বিশেষ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা। এই পাঁচ প্রকার চিত্ত ভূমিঃ মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিন প্রকার চিত্তের অবস্থাকে ব্যুত্থান কহে। চিত্তের ব্যুত্থান অবস্থায় যোগ হইতে পারে না। এই তিনটী অবস্থা অতিশয় চঞ্চল. এই জন্য ঐ অবস্থায় মন কিছুতেই স্থির হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুইটী অবস্থাই যোগের অনুকূল, সুতরাং ঐ অবস্থায় যোগ করা কর্ত্তব্য।

"ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিত্রয়ম্।" (পাতঞ্জলভাষ্য)

ব্যুৎপত্তি (স্ত্রী) বি-উৎ-পদ-ক্তিন্। ১ বিশেষ উৎপত্তি। ২ সংস্কার, শাস্ত্রে বিশেষ সংস্কার, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলে বিশেষ রূপে তাহার যে সংস্কার হয়, তাহাকে ব্যুৎপত্তি কহে। ৩ জ্ঞান বিশেষ, শক্তিজ্ঞান। "ব্যবহারাদিবাধকং বিনা বিবরণাদপি ব্যুৎপত্তেঃ, বাধকং বিনা স্বসাধ্যত্ব বাধকং যদ্বিশেষণং তদভাব-বত্ববিশেষণসহকারেণ ব্যুৎপত্তেঃ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ শক্তিগ্রহ-সম্ভবাৎ"। (আখ্যাতবাদ মাথুরিটীকা।)

ব্যুৎপন্ন (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ক্ত। ১ সংস্কৃত। ২ ব্যুৎপত্তিযুক্ত, যাহার শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। প্রকৃতি প্রত্যয় সাহায্যে উৎপন্ন।

ব্যুৎপাদক (ত্রি) বিশেষেণোৎপাদয়তি জ্ঞানং বি-উৎ-পদ-ণ্বুল্। ব্যুৎপত্তিজনক, সংস্কারজনক।

ব্যুৎপাদন (ক্লী) বি-উৎ-পদ ণিচ্-ল্যুট্। ব্যুৎপত্তি।

ব্যুৎপাদিত (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ণিচ্-ক্ত। যাহা ব্যুৎপন্ন করা হইয়াছে, প্রকৃতি প্রত্যয় সাহায্যে উৎপাদিত।

ব্যুৎপাদ্য (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ণিচ্-যৎ। ব্যুৎপাদনীয়, ব্যুৎপাদনযোগ্য, ব্যুৎপত্তির উপযুক্ত। ২ ব্যুৎপত্তি লভ্য।

ব্যুৎসর্গ (পুং) বিশেষ ব্যাখ্যান।

ব্যুদ (ত্রি) বিগতং উদকং যত্র, উদকশব্দস্য উদাদেশঃ। বিগতোদক, যাহার জল বিগত হইয়াছে।

"উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ।" (ভাগবত ১০।২৫।২৩)

'ব্যুদপ্রায়া বিগতোদকপ্রায়াঃ স্বল্পজলাঃ' (স্বামী)

ব্যুদক (ত্রি) বিগতোদক, জলরহিত। (ভাগবত ৫।১৪।১৩)

ব্যুদস্ত (ত্রি) বি-উৎ-অস-ক্ত। ১ নিরস্ত, নিবারিত। ২ নিরাকৃত। ৩ মদ্দিত। ৪ পরিত্যক্ত। ৫ পরিক্ষিপ্ত। ৬ অবনত।

ব্যুদাস (পুং) বি-উৎ-অস-ঘঞ্। ১ নিরাস। ২ পরিত্যাগ।

"অথৈকান্তব্যুদাসেন শরীরে পাঞ্চভৌতিকে।"

(ভারত ১২।১৯।১৮)

৩ মর্দন। ৪ নিরাকরণ। ৫ ঔদাস্য, অবজ্ঞা।

ব্যুদূহন (ক্লী) নিরসন। (শতপথব্রা° ৭।১।২।১৭)

ব্যুদ্‌গ্রন্থন (ক্লী) গ্রন্থিমোচন, গাঁইট খোলা।

ব্যুন্দন (ক্লী) বি-উন্দ-ল্যুট্। বিশেষ রূপে ক্লেদন। "অদিত্যৈ ব্যুন্দনমসি" (শুক্লযজু° ২।২)'ব্যুন্দনমসি বিশেষেণ ক্লেদনমসি' (মহী)

ব্যুম্মিশ্র (ত্রি) বিশেষপ্রকারে মিশ্রিত।

ব্যুপকার (পুং) বি-উপ-কৃ-ঘঞ্। উপকারহীন, উপকার রহিত, বিগত উপকার।

ব্যুপজাপ (পুং) অস্বচ্ছভাষণ, চুপে চুপে কথা বলা।

(আপস্তম্ব ১।৮।১৫)

ব্যুপতোদ (পুং) ১ উৎপীড়ন। ২ সংঘর্ষণ।

ব্যুপদেশ (পুং) প্রবঞ্চনা, ছলনা।

ব্যুপদ্রব (ত্রি) বিগত উপদ্রবো যত্র। বিগতোপদ্রব, উপদ্রব রহিত, যে স্থলে কোনরূপ উপদ্রব নাই।

ব্যুপরত (ত্রি) ১ শান্তিপ্রাপ্ত। ২ স্থিত। ৩ নিবৃত্ত, স্থগিত।

ব্যুপরম (পুং) ১ শান্তি। ২ নিবৃত্তি। ৩ স্থিতি।

ব্যুপবীত (ত্রি) উপবীতহীন, উপবীতবর্জ্জিত।

ব্যুপশম (পুং) বি-উপ-শম-অচ্। অশান্তি।

ব্যুপ্তকেশ (ত্রি) ব্যুপ্তাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ যস্য। মুণ্ডিতমস্তক, যিনি মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়াছেন।

"নমঃ কপর্দ্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ" (শুক্ল যজু° ১৬।২৯)

'ব্যুপ্তাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ যস্য স ব্যুপ্তকেশস্তস্মৈ নমঃ, যত্যাদি রূপেণ মুণ্ডিতত্বং' (মহীধর)

ব্যুষ্, ১ দাহ। ২ বিভাগ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যুষ্যতি। লোট্ ব্যুষ্যতু। লুঙ্ অব্যুষীৎ। ব্যুষ ও উৎসর্গ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যোষয়তি। লুঙ্ অবুবুষৎ।

ব্যুষ (স্ত্রী) প্রাতঃকাল, উদয়কাল। (অথর্ব্ব ১৩।৩।২১)

ব্যুষস্ (স্ত্রী) ব্যুষ শব্দার্থ।

ব্যুষিতাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদি)

ব্যুষ্ট (ক্লী) বি-বস-ক্ত। ১ ফল। ২ দিন। ৩ প্রভাত। প্রভাত এই অর্থে কোন কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতে ব্যুষ্ট দোষার পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, প্রদোষ, নিশিথ ও ব্যুষ্ট এই তিনটী দোষার পুত্র।

"প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।

ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে॥"

(ভাগবত ৪।১৩।১৪)

(ত্রি) ৪ উষিত, যিনি বাস করিয়াছেন।

"সা ব্যুষ্টা রজনীং তত্র পিতুর্বেশ্মবিভাবিনী।" (ভারত ৩।৩১।২৮)

৫ দগ্ধ, ঝলসান। ৬ পর্য্যুষিত, বাসি।

ব্যুষ্টি (স্ত্রী) বি-বস-ক্তিন্। ১ ফল। সমৃদ্ধি। ৩ স্তুতি। (হেম) ৪ প্রকাশ। "ব্যুষ্টিষু শবসা শশ্বতীনাং" (ঋক্ ১।১৭১।৫) 'ব্যুষ্টিষু সতী প্রকাশেষু সৎসু' (সায়ণ) ৫ দাহ। ৬ প্রভাত। ৭ ইচ্ছা।

ব্যুষ্টিমৎ (ত্রি) ব্যুষ্টি বিদ্যতেঽস্য ব্যুষ্টি-মতুপ্। ব্যুষ্টিযুক্ত; ব্যুষ্টি বিশিষ্ট। ফল বিশিষ্ট, স্তুতিযুক্ত, পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত। মহাভারত-টীকায় নীলকণ্ঠ ব্যুষ্টি শব্দের পরমৈশ্বর্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

'ব্যুষ্টিঃ পরমৈশ্বর্য্যং তদ্বস্তি' (মহাভারত ১২।৯৬৭২ টীকা)

ব্যূক (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। বক পাঠান্তর।

ব্যূঢ় (ত্রি) বিশেষেণ উহ্যতে স্ম, বি-বহ-ক্ত। ১ বিন্যস্ত। ২ সংহত। (অমর) ৩ ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত।

"দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।

আচার্য্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥" (গীতা ১।২)

৪ পৃথুল, স্থূল।

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" (রঘু ১।১৩)

৫ তুল্য। ৬ উত্তম, অত্যুত্তম। ৭ বিবাহিত। ৮ পরিহিত। ৯ দৃঢ়, সুসন্নদ্ধ। ১০ স্ফীত।

ব্যূঢ়কঙ্কট (ত্রি, ব্যূঢ়ঃ কঙ্কটঃ সন্নাহো যেন। সন্নদ্ধ, সাঁজোয়া বিশিষ্ট। (অমর)

ব্যূঢ়ি (স্ত্রী) বি-বহ-ক্তিন্। ১ বিন্যাস। ২ সংহতি। ৩ পৃথুলতা।

ব্যূত (ত্রি) বি-বেঞ্-ক্ত। উত, তন্তুবিন্যাস, চালিত বোনা, তন্তুদ্বারা নির্ম্মিত।

ব্যূতি (স্ত্রী) বি-বে-ক্তিন্ (উতি যূতি জূতীতি। পা° ৩।৩।৯৭) ইতি নিপাতিতঃ। বস্ত্রাদি বয়নক্রিয়া, পর্য্যায় বাণি, ব্যুতি, বানী। (শব্দরত্না°)

ব্যূহ (পুং) বি-উহ-ঘঞ্। ১ সমূহ। ২ নির্ম্মাণ। ৩ তর্ক। (মেদিনী) ৪ দেহ।

"সঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবৰ্ত্তি-
ব্যূহেহর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥" (ভাগবত ১১।৬।১০)

৫ সৈন্য। ৬ পরিণাম। ৭ লিঙ্গ। ৮ যুদ্ধার্থ সৈন্যরচনা, যুদ্ধ কালে যে রূপে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে ব্যূহ কহে। পর্য্যায় বলবিন্যাস। (অমর)

'যুদ্ধার্থং সৈন্যস্য দেশবিশেষে বিভজ্য দুর্ভেদ্যত্বনিমিত্তং স্থাপনং ব্যূহঃ, উহ বিতর্কে ঘঞ্। যুদ্ধে দণ্ডাদয়ো ভেদা বিশেষা ব্যূহস্তে-ত্যর্থাৎ আদিনা ভোগমণ্ডলসংহতানাং গ্রহঃ' (অমরটীকা ভরত)

যুদ্ধ করিবার সময় দেশ বা স্থান বিশেষে সৈন্যদিগকে বিভাগ করিয়া দুর্ভেদ্য ভাবে যে স্থাপন করা হয়, তাহার নাম ব্যূহ। এই ব্যূহাকারে সৈন্য রচনা করা হইলে শত্রুপক্ষীয়গণ শীঘ্র তাহা ভেদ করিতে পারে না। এই ব্যূহ দণ্ড, ভোগ, মণ্ডল ও অসংহত এই চারিপ্রকার এবং ইহাদের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। তাহার মধ্যে তির্য্যগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ বক্র ভাবে সৈন্য সমাবেশ করিলে তাহাকে দণ্ডব্যূহ, অন্বাবৃত্তি অর্থাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ করিয়া যে যে সৈন্য সমাবেশ করা হয়, তাহাকে ভোগ-ব্যূহ, সর্ব্বতোবৃত্তি অর্থাৎ চারিদিকে বেড়ার মত সৈন্য স্থাপন করিলে তাহাকে মণ্ডল ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিলে তাহাকে অসংহতব্যূহ কহে। এই চারি প্রকার ব্যূহের আবার ক্রৌঞ্চ ও চক্রাদি ভেদে অনেক প্রকার ভেদ আছে। (অমরটীকা ভরত)

ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
সব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্ ॥
ব্যূহভেদাস্তু চত্বারো দণ্ডভোগোঽস্রমণ্ডলম্।
অসংহতাশ্চ নির্ণীতা নীতিসারাদিসম্মতাঃ ॥
অন্যেঽপি প্রকৃতিব্যূহাঃ ক্রৌঞ্চচক্রাদয়ঃ কচিৎ।
তির্য্যগ্‌বৃত্তিস্তু দণ্ডস্যাদ্ভোগোঽন্বাবৃত্তিরেব চ ॥
মণ্ডলং সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্‌বৃত্তিরসংহতঃ।
সৈন্যানাং নীতিসারাদৌ ব্যূহভেদাঃ সমীরিতাঃ ॥
ক্রৌঞ্চচক্রাদিভেদানাং লক্ষণং ভারতাদিষু ॥" (শব্দরত্না°)

রাজাদিগের যুদ্ধ কালে স্থানভেদে সকল সৈন্যের যে বিন্যাস তাহাকে ব্যূহ কহে। এই ব্যূহ চারিপ্রকার; দণ্ড, ভোগ, অস্রমণ্ডল ও অসংহত। এই চারিপ্রকার ভিন্ন প্রকৃতি ব্যূহ ও ক্রৌঞ্চ চক্রাদি প্রভৃতি ভেদ আছে। ভারতাদিতে তাহার লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে।

মনুতে দণ্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচী, গরুড়, পদ্ম, বজ্র প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥" (মনু ৭।১৮৭-৮)

রাজা যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন চারিদিক্ হইতে যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি দণ্ডব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। পশ্চাদ্দিকে যদি ভয়ের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে শকটব্যূহ, উভয়পার্শ্বদেশ হইতে ভয় থাকিলে বরাহ বা মকরব্যূহ, এবং অগ্রে বা পশ্চাতে ভয়ের কারণ থাকিলে গরুড়-ব্যূহ, আর কেবল যদি সম্মুখে ভয় থাকে তাহা হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। রাজা যে দিকে ভয়ের আশঙ্কা করিবেন সেই দিকেই সৈন্য বিস্তার করিবেন এবং নিজে পদ্মব্যূহ রচনা করিয়া মধ্যে অবস্থান করিবেন।

মনুটীকায় কুল্লূক এই সকল ব্যূহের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

দণ্ডব্যূহে—সৈন্যদিগকে দণ্ডাকৃতি করিয়া রচনা করিলে তাহাকে দণ্ডব্যূহ কহে। এই ব্যূহের অগ্রভাগে বলাধ্যক্ষ,মধ্যস্থলে রাজা, এবং পশ্চাৎ সেনাপতি, দুই পার্শ্বদেশে হস্তিসকল, ও ঐ হস্তিসমূহের সমীপে ঘোটকসকল, তৎপরে পদাতি সৈন্য সকল এইরূপে সকলদিকে সমানভাবে সৈন্য রচনা করিলে তাহাই দণ্ডব্যূহ নামে অভিহিত হয়। সকলদিক্ হইতেই যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থানই প্রশস্ত।

শকটব্যূহ—সৈন্যের অগ্রভাগ সূচ্যাকার অর্থাৎ প্রথমে অল্প সৈন্য ও পশ্চাতে অধিক সৈন্য বিন্যাস করিলে তাহাকে শকট ব্যূহ কহে। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ প্রশস্ত।

বরাহব্যূহ—অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্ম, প্রথম ও শেষে অল্পসংখ্যক সৈন্য এবং মধ্যভাগে অধিক সৈন্য স্থাপন করিলে তাহাকে বরাহব্যূহ কহে। বরাহব্যূহ ও গরুড়ব্যূহ প্রায় এক প্রকার, প্রভেদ এই যে বরাহব্যূহ হইতে মধ্যদেশে অধিকতর সৈন্য বিন্যাস করিলে গরুড়ব্যূহ হয়। দুই পার্শ্বদেশ হইতে ভয় সম্ভাবনা থাকিলে এই ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থানই কর্ত্তব্য।

মকরব্যূহ—বরাহব্যূহের বিপরীতভাবে অর্থাৎ অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ বিপুল এবং মধ্যভাগ সূক্ষ্মরূপে ব্যূহ রচনা করিলে তাহাকে মকরব্যূহ কহে। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ রচনা করিতে হয়।

সূচীব্যূহ—পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে, সংহত অর্থাৎ সম্মিলিতরূপে যে সৈন্যাবস্থান তাহাকে সূচীব্যূহ কহে। সম্মুখভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এইরূপ ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া গমন করিতে হয়।

পদ্মব্যূহ—যে স্থলে বিস্তৃতভাবে সমস্ত সৈন্যের সমাবেশ করা হয়, তাহাকে পদ্মব্যূহ কহে। *

এই সকল প্রকার ব্যূহরচনাতেই রাজা ও সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই দণ্ডব্যূহের ন্যায় অবস্থান করিবেন।

কামন্দকী নীতি,ও শুক্রনীতিতে ব্যূহের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে—

"সর্ব্বব্যূহবিধানজ্ঞা যুদ্ধকর্ম্মসু কর্ম্মণঃ।
উরঃ কক্ষে চ পক্ষৌ চ মধ্যং পৃষ্ঠং প্রতিগ্রহঃ॥
কোটী চ ব্যূহশাস্ত্রজ্ঞৈঃ সপ্তাঙ্গো ব্যূহ ইষ্যতে। ইত্যাদি।
(কামন্দকীয়নীতি ১৯।২৯)

উরঃ, কক্ষদয়, পক্ষদয়, মধ্য, পৃষ্ঠ, প্রতিগ্রহ ও কোটিদ্বয় এই সপ্তাঙ্গব্যূহ। যুদ্ধকার্য্যে এই সপ্তাঙ্গব্যূহে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি সৈন্যসমাবেশ করিতে হয়। ধনু, সূচী, দণ্ড, শকট ও মকরধ্বজ প্রভৃতি মহাব্যূহ।

নীতিময়ূখ গ্রন্থে প্রধানরূপে ছয়টী ব্যূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—মকর, শ্যেন, সূচী, শকট, বজ্র ও সর্ব্বতোভদ্র। এই ছয়প্রকার ব্যূহের মধ্যে অন্য সকল ভেদ থাকিলেও এই ছয়প্রকার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অগ্নিপুরাণে দশটী প্রধান ব্যূহের বিষয় লিখিত আছে, এই দশটী যথা—গরুড়, মকর, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী। এই দশটী প্রধান ব্যূহ, ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ব্যূহ আছে। উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সৈন্যদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অনুসারে যে বিন্যস্ত বা সাজান হয়, তাহার নাম ব্যূহ। এই ব্যূহ প্রথমে দুই প্রকার, প্রাণ্যঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ, অর্থাৎ কোন প্রাণীর আকৃতি অনুসারে যে ব্যূহ রচনা করা হয়, তাহাকে প্রাণ্যঙ্গ এবং দ্রব্যের আকৃতি অনুসারে ব্যূহ রচনা করিলে তাহাকে দ্রব্যরূপ কহে। এই সকল ব্যূহ গরুড়াদি ভেদে দশ প্রকার।

এই সকল প্রকার ব্যূহ মধ্যেই সৈন্যদিগকে পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া দুইভাগ পক্ষে, দুইভাগ অনুপক্ষে এবং একভাগ গুপ্তভাবে রাখিবেন। এইরূপে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে এক বা দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবে, আর তিন ভাগ ব্যূহ রক্ষা করিবে। রাজা স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিবেন না, একক্রোশ ব্যবধানে থাকিবেন, কারণ মূলোচ্ছেদে অর্থাৎ রাজার কোন অনিষ্ট হইলে সকলেই বিনষ্ট হইতে পারে, এইজন্য দূরে অবস্থান তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে তাহার অবস্থান করা উচিত।

ব্যূহ রচনাকালে ব্যূহ মধ্যে যোধদিগকে সংহত বা বিরল ভাবে রচনা করিবে না, অর্থাৎ সৈন্য সকল ফাক্ ফাক্ করিয়া বা গায় গায় সাজাইবে না। এইরূপভাবে সৈন্যসমাবেশ করিতে হইবে, যাহাতে আয়ুধ সকলের পরস্পর সংমর্দ্দ না হয়। যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া এবং বহু হইলে যথেচ্ছ বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করাই বিধেয়। যে স্থলে বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করিতে হয়, সেইস্থলে সূচীমুখ ব্যূহ করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি এইরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে শত্রুগণ শীঘ্র তাহা ভেদ না করিতে পারে। ব্যূহ মধ্যে গজের পাদ রক্ষার্থে চারিরথ, রথ রক্ষার জন্য চারি অশ্ব, অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত চারিজন চর্ম্মী নিয়োগ করিতে হইবে। ব্যূহ মধ্যে অগ্রভাগে চর্ম্মী, তৎপশ্চাৎ ধন্বী, ধন্বীর পশ্চাৎ অশ্ব ও রথ এবং রথের পশ্চাদ্‌ভাগে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিতে হয়। ব্যূহ মধ্যে যাহাতে স্কন্ধ মাত্র দেখা যায়, এইরূপে বীরপুরুষদিগকে সম্মুখ ভাগে স্থাপন করিবে। কিন্তু ব্যূহের অগ্রভাগে কদাচ ভীরুদিগকে স্থাপন করিবে না। ইহারা অগ্রে থাকিলে শত্রুগণ শীঘ্র ইহাদিগকে ভেদ করিতে পারে। বীরপুরুষগণ সম্মুখ ভাগে থাকিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবেন।

যুদ্ধকালে ব্যূহ মধ্যে সংহত ও হতদিগের রণস্থল হইতে অপনয়ন, গজ সকলের প্রতি যুদ্ধ, তোয়দানাদি এবং আয়ুধানয়ন এই সকল পত্তিদিগের কার্য্য। স্বসৈন্যের রক্ষা এবং সম্মিলিত শত্রু সৈন্যের ভেদ চর্ম্মীদিগের কর্ম্ম। যুদ্ধস্থলে শত্রু পক্ষীয়দিগকে বিমুখ করা ধন্বীদিগের কার্য্য। আহত ব্যক্তিদিগকে দূরাপসরণ, যান ও শত্রু সৈন্যের ভয়োৎপাদন এই সকল রথকর্ম্ম নামে অভিহিত। সম্মিলিত সৈন্যের ভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণের একত্র মিলন, এবং প্রাকার তোরণ প্রভৃতির ভঙ্গ গজকর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত। পত্তিগণ বিষম ভূমিতে অবস্থান, রথ ও অশ্ব

* 'দণ্ডাকৃতি ব্যূহরচনাদি দণ্ডব্যূহঃ এবং শকটাদিব্যূহোঽপি। তত্রাগ্রে বলাধ্যক্ষো মধ্যে রাজা পশ্চাৎ সেনাপতিঃ পার্শ্বয়োর্হস্তিনস্তৎসমীপে ঘোটকাঃ ততঃ পদাতয়ঃ ইত্যেবং কৃতরচনো দীর্ঘঃ সর্ব্বতঃ সমবিন্যাসো দণ্ডব্যূহঃ তেন তচ্ছদ্রথাহ্বাং মার্গং সর্ব্বতো ভয়ে সতি যায়াৎ। সূচ্যাকারাগ্রং পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথুলঃ শকটব্যূহস্তেন পৃষ্ঠতো ভয়ে সতি গচ্ছেৎ। সূক্ষ্মমুখপশ্চাদ্ভাগঃ পৃথুমধ্যো বরাহব্যূহঃ এবং পৃথুতরমধ্যো গরুড়ব্যূহঃ তাভ্যাং পার্শ্বয়োর্ভয়ে সতি ব্রজেৎ। বরাহবিপর্য্যযেন মকরব্যূহঃ তেনাগ্রে পশ্চাচ্চ উভয়ত্র ভয়ে সতি গচ্ছেৎ। পিপীলিকাপংক্তিরিব অগ্রপশ্চাদ্‌ভাগেন সংহতরূপতয়া যত্র যত্র সৈনিকাবস্থানং স শীঘ্র গম্ভীরপুরুষমুখঃ সূচীব্যূহঃ তেন অগ্রতো ভয়ে সতি যায়াৎ।

সমবিস্তৃতপরিমণ্ডলো মধ্যাপবিষ্ট জিগীষুঃ মণ্ডলব্যূহঃ তেন পুরানিগত্য সর্ব্বদা কপটনিবেশনং কুর্য্যাৎ।" (নমুটীকাং গুম ১ ৩।২৮৭-৮৮)

সকল সমভূমিতে এবং নাগগণ জল ও কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিবে।* (অগ্নিপু° ২৩৬ অ°)

এইরূপ ভাবে ব্যূহ রচনা করিতে হইবে যে, সময় মত ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বহু ব্যূহ এবং বহু ব্যূহকে ভাঙ্গিয়া একটী ব্যূহ করা যাইতে পারে। ব্যূহের প্রথম ভাগে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্যগণ ব্যূহ রক্ষা করিবে, তাহাদের পশ্চাৎ ধনুর্দ্ধারী সৈন্য থাকিবে, তাহাদের পশ্চাৎ অশ্বারোহী, এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী এবং রথারোহীর পশ্চাদ্‌ভাগে হস্তি-সৈন্য স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে ব্যূহ মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করা বিধেয়। এই সকল সৈন্য সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিবে।

নীতিসারে লিখিত আছে যে, ব্যূহের সম্মুখে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি শূরগণ পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন; কেন না তাঁহাকে রক্ষা করিয়া অন্যান্য সেনানীগণের যুদ্ধ করা বিধেয়। যে কোন ব্যূহই রচিত হউক না কেন, তাহার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোক, কোষ, ধনাগার, রাজা, ফল্গুসৈন্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য এবং তাহার রক্ষকগণ অবস্থান করিবেন। ব্যূহ মধ্যে হস্ত্যশ্বরথপদাতি এই চতুরঙ্গবল উক্তরূপে সাজাইতে হইবে। ব্যূহের দুই পার্শ্বে অশ্বারোহী, অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী, এবং রথের পার্শ্বে পদাতি সৈন্য সকল সাজাইতে হয়।

"নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপুরুষাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং কোষশ্চ স্বামী ফল্গু চ যদ্বলম্॥
পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়ো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়ো র্নাগা নাগানাঞ্চাটবী বলম্॥" (নীতিসার)

নীতিময়ূখে লিখিত আছে যে, ব্যূহ মধ্যে প্রধান দুই জন সেনাপতি থাকিবে। একজন সম্মুখ-ভাগ রক্ষা, এবং অপর জন পশ্চাদ্-ভাগ রক্ষা করিবেন। ব্যূহ মধ্য হইতে যদি কোন সৈন্য পলায়ন করে, তাহা হইলে পশ্চাদ্‌ভাগে যিনি থাকিবেন, তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেন।

"পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্ব্বং পুরস্কৃত্য কৃতী বলম্।
যায়াৎ সন্নদ্ধসৈন্যৌঘৈঃ খিন্নাংশ্চাশ্বাসয়ন্ বলম্॥" (নীতিময়ূখ)

'পূর্ব্বসেনাপতেরগ্রেযানমুক্তং। অধুনা পশ্চাদ্‌যানম্, অতো জ্ঞায়তে অগ্রেযাতা পশ্চাদ্‌যাতা চেতি সেনাপতিদ্বয়-মস্তীতি'। (তট্টীকা)

শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে, ব্যূহরচনার জন্য বিশেষ বিশেষ বাদ্য ও সঙ্কেত-বাক্য কল্পনা করা আবশ্যক। এই সঙ্কেত-বাক্য বা বাদ্য দ্বারা যে কোন ব্যূহ রচনা করিতে হইবে, তাহা জানা যাইবে। এই সঙ্কেত কেবল সেনাপতি ও সৈন্যগণই জানিবে, অন্য কেহ যাহাতে ইহা জানিতে না পারে, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রধান সেনাপতি এই সঙ্কেত করিলে সকল সৈন্য তৎক্ষণাৎ তাহাদের পূর্ব্বশিক্ষানুসারে কার্য্য করিবে। ইহাতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিবে না। সৈন্যগণ ঐ সঙ্কেত-বাক্যানুসারে সম্মিলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রযাণ, অপযান, পর্য্যায়রূপে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচক্রাকার, পরস্পর পৃথক্ হওয়া, অল্পে অল্পে বা পর্য্যায়ক্রমে পঙ্‌ক্তিপ্রবেশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্র-নিপাত, শীঘ্র-সন্ধান, অস্ত্রাদিগ্রহণ, অস্ত্রনিপাত, ও আত্মরক্ষা, শীঘ্র আপনাকে লুক্কায়িত করা, শত্রুর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ, এক এক বা দুই দুই ইত্যাদিরূপে একত্র গমন করা, পশ্চাদ্দিকে আসা বা সম্মুখে যাওয়া ইত্যাদি এই সকল প্রকার কার্য্যই সঙ্কেত বাদ্য বা ধ্বান দ্বারা অনুষ্ঠান করিবে।

সৈন্যগণ এইরূপ প্রণালীতে ব্যূহাকারে অবস্থান করিয়া

---

* "দেশে স্বদৃশ্যঃ শত্রূণাং কুর্য্যাৎ প্রকৃতিকল্পনাম্।
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্॥
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ।
ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥
গরুড়ো মকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সূচীব্যূহশ্চ তে নবঃ।
ব্যূহানামথ সর্ব্বেষাং পঞ্চধা সৈন্যকল্পনা॥
দ্বৌ পক্ষাবনুপক্ষৌ দ্বাবরশ্যং পঞ্চমং ভবেৎ।
একেন যদি বা দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যাং যুদ্ধমাচরেৎ॥
ভাগত্রয়ং স্থাপয়েত্তু তেষাং রক্ষার্থমেব চ।
ন ব্যূহকল্পনা কার্য্যা রাজ্ঞো ভবতি কর্হিচিৎ॥
মূলোচ্ছেদে বিনাশঃ স্যাম্ন যুধ্যেচ্চ স্বয়ং নৃপঃ।
সৈন্যস্য পশ্চাৎ তিষ্ঠেত্তু ক্রোশমাত্রে মহীপতিঃ॥
ন সংহতান্ ন বিরলান্ যোধান্ ব্যূহে প্রকাশয়েৎ।
আয়ুধানাস্তু সংমর্দ্দো যথা ন স্যাৎ পরস্পরম্॥
ভেত্তুকামঃ পরানীকং সংহতৈরেব ভেদয়েৎ।
ভেদরক্ষাঃ পরেণাপি কর্ত্তব্যাঃ সংহতাস্তথা॥
ব্যূহং ভেদাবহং কুর্য্যাৎ পরব্যূহেষু চেচ্ছয়া।
গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা দ্বিজ॥
রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমাস্তস্য চ চর্ম্মিণঃ।
ধন্বিনশ্চর্ম্মিভিস্তুল্যাঃ পুরস্তাচ্চর্ম্মিণো রণে॥
পৃষ্ঠতো ধন্বিনঃ পশ্চাদ্ধন্বিনাং তুরগা রথাঃ।
রথানাং কুঞ্জরাঃ পশ্চাদ্দাতব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতাঃ॥
শূরাঃ প্রমুখতো দেয়াঃ স্কন্ধমাত্রপ্রদর্শনম্।
কর্ত্তব্যং ভীরুসঙ্ঘেন শত্রুবিদ্রাবকারণম্॥" ইত্যাদি। (অগ্নিপু° ২৩৬ অ°)

বিপক্ষীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। শুক্রনীতিতে ক্রৌঞ্চ, শ্যেন, চক্র, শকট, ব্যাল প্রভৃতি ব্যূহ-রচনা-প্রণালী লিখিত আছে। যথা—

ক্রৌঞ্চব্যূহ—ক্রৌঞ্চ শব্দে বক। বকগণ আকাশে যেরূপ মিলিত হইয়া পঙ্‌ক্তি ক্রমে গমন করে, সেনাপতি সৈন্যদিগকে তদ্রূপ বলাকাকার পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত করিবেন। এই ব্যূহে সৈন্যসংখ্যার পরিমাণানুসারে এক এক বা দুই দুই ক্রমে সাজাইতে হয়।

শ্যেনব্যূহ—শ্যেন পক্ষীর যেরূপ আকৃতি, তদনুসারে এই ব্যূহ করিতে হয়, অর্থাৎ এই ব্যূহের সম্মুখভাগ সূক্ষ্ম, শেষভাগ মধ্যম এবং দুই পার্শ্বদেশ বিস্তীর্ণ করিতে হয়।

চক্রব্যূহ—এই ব্যূহ চক্রাকার অর্থাৎ গোল, ইহাতে চক্রাকারে সৈন্য সমাবেশ করিতে হয়। এই ব্যূহের প্রবেশযোগ্য একটীমাত্র পথ থাকিবে এবং ইহা ৮টী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তি দ্বারা বেষ্টিত হইবে। সর্ব্বতোভদ্রব্যূহও প্রায় এই প্রকার হইবে, বিশেষ এই যে, কেবল চারিদিকে ৮টী পরিধি অর্থাৎ চক্রাকারে ৮ ভাগে সৈন্য পরিবেষ্টিত থাকিবে। এই ব্যূহে কোনরূপ প্রবেশদ্বার থাকিবে না।

ইহা ভিন্ন শকটব্যূহ—শকটাকার, ব্যালব্যূহ—ব্যালাকার, ইত্যাদিরূপে জানিতে হইবে। কোন্ সৈন্যের পর কোন্ সৈন্য থাকিবে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা সকল ব্যূহেই এক প্রকার।*

সৈন্যসংখ্যা অল্প বা অধিক হইলে সেনাপতি বিবেচনানুসারে একটী, দুইটী বা অনেক ব্যূহ রচনা করিয়া বা স্থান বিবেচনায় ব্যূহসঙ্কর, অর্থাৎ দুই তিন প্রকার নিয়মানুসারে একপ্রকার ব্যূহ রচনা করিবেন। রাজা বা সেনাপতি নদী, অদ্রি, বন ও দুর্গ প্রভৃতি যে যে স্থানে ভয় উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে উক্ত প্রকার ব্যূহীকৃত বল লইয়া গমন করিবেন।

যে স্থলে সম্মুখদিকে ভয় উপস্থিত হইবে, তথায় মকরব্যূহ, শ্যেনব্যূহ কিংবা সূচীব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিবে। পশ্চাদ্দিকে ভয় উপস্থিত হইলে শকটব্যূহ এবং পার্শ্বদ্বয়ে ভয় থাকিলে বজ্রব্যূহ এবং চারিদিকে ভয় থাকিলে সর্ব্বতোভদ্রব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে হয়।

"নদ্যদ্রিবনদুর্গেষু যত্র যত্র ভয়ং ভবেৎ।
সেনাপতিস্তত্র তত্র গচ্ছেৎ ব্যূহীকৃতৈর্বলৈঃ॥
যায়াৎ ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরো ভয়ে।
শ্যেনেনোভয়পক্ষেণ সূচ্যা বা ধোরচক্রয়া॥
পশ্চাদ্‌ভয়েতু শকটং পার্শ্বয়োর্বজ্রসংজ্ঞকম্।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রং চক্রং ব্যালমথাপি বা॥" ইত্যাদি

(শুক্রনীতি)

মহাভারতেও মকর, শ্যেন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যূহের উল্লেখ আছে। সকল প্রকার ব্যূহের নাম এবং সংখ্যা হওয়া অসম্ভব, কারণ সেনাপতি যুদ্ধসৌকর্য্যের জন্য দ্রব্য বা প্রাণীর আকৃতি অনুসারে ব্যূহরচনা করিয়া থাকেন। সেই সকল ব্যূহ অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে কিরূপে ব্যূহরচনা করিতে হয়, তাহারই দুই চারিটী প্রদর্শিত হইল।

মহাভারত, অগ্নিপুরাণ, শুক্রনীতি, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয়-নীতি, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যূহন (ক্লী) বি-উহ-ল্যুট্। ১ সৈন্যসংস্থান, ব্যূহ। ২ মেলন। "চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।" (ভাগবত ৩।২৬।৩৬)
'ব্যূহনং মেলনং তৃণাদেঃ' (স্বামী)
(ত্রি) ৩ ক্ষোভক।
"পরং শুণেভ্যঃ পৃশ্নিগর্ভস্বরূপং
যশঃ শৃঙ্গং ব্যূহনং কান্তরূপম্।" (হরিবংশ ১২৯।৩৯)
'ব্যূহনং জগৎক্ষোভকং' (নীলকণ্ঠ)

ব্যূহপার্ষ্ণি (পুং) ব্যূহস্য পার্ষ্ণিঃ। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ। পর্য্যায়—প্রত্যাসার, প্রত্যাসর। (ভরত) ২ ব্যূহমধ্য। (শব্দরত্না°)

ব্যূহপৃষ্ঠ (ক্লী) ব্যূহস্য পৃষ্ঠং। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ, ব্যূহে পৃষ্ঠদেশ।

ব্যূহমতি (পুং) ললিতবিস্তারোক্ত দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°

ব্যূহরাজ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।
"বুদ্ধক্ষেত্রাৎ ব্যূহরাজোনাম বোধিসত্ত্বো মহাসত্ত্বঃ" (ললিতবি
২ শ্রেষ্ঠব্যূহ।

ব্যৃদ্ধ (ত্রি) ১ ধনহীন। ২ ফলহীন। (শতপথব্রা° ৪।৬।৭।

ব্যৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ ধনশূন্যতা। ২ নিষ্ফলতা। শস্যাদির অজন্মা। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৮

---

* "একৈকশো দ্বিশো বাপি সঙ্ঘশো যোধিতো যথা।
ক্রৌঞ্চানাং খে গতিযাদৃক্ পঙ্‌ক্তিতঃ সম্প্রজায়তে।
তাদৃক্ সঞ্চারয়েৎ ক্রৌঞ্চব্যূহং দেশবলং যথা॥
সূক্ষ্মগ্রীবং মধ্যপুচ্ছং স্থূলপক্ষন্তু পঙ্‌ক্তিতঃ।
বৃহৎপক্ষং মধ্যগলপুচ্ছং শ্যেনং মুখে তনু॥
চক্রব্যূহশ্চৈকমার্গো হ্যষ্টধা কুণ্ডলীকৃতঃ।
চতুর্দ্দিক্ষ্বষ্টপরিধিঃ সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকঃ॥
অমার্গশ্চাষ্টবলয়োর্গোলকঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
শকটঃ শকটাকারো ব্যালো ব্যালাকৃতিঃ সদা॥
সৈন্যমল্পং বৃহদ্বাপি দৃষ্ট্বা মার্গং রণস্থলম্।
ব্যূহৈর্ব্যূহেন ব্যূহাভ্যাং সাঙ্কর্য্যেনাপি কল্পয়েৎ॥" (শুক্রনীতি)

ব্যে, ১ বৃত্তি, আচ্ছাদন। ভ্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ ব্যয়তি-তে। লিট্ বিব্যায়, বিব্যথ, বিব্যে। লুট্ ব্যাতা। লৃট্ ব্যাস্যতি-তে। লুঙ্ অব্যাসীৎ, অব্যাসিষ্টাং, অব্যাস্ত। সন্ বিব্যাসতি-তে। যঙ্ বেবীয়তে। যঙ্লুক্ বাব্যেতি, বাব্যাতি। ণিচ্ ব্যায়য়তি। ক্ত বীত।

ব্যেক (ত্রি) একোন। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ব্যেণস্ (ত্রি) ১ পাপমুক্ত। ২ দুর্ভাগ্যবর্জ্জিত। (ঋক্ ৩।৩৩।১৩)

ব্যেণী (স্ত্রী) উজ্জ্বল, অত্যন্ত শ্বেত। 'ব্যেণী বিশেষেণ শ্বেতা' (ঋক্ ৫।৮০।৪ সায়ণ)

ব্যেনব (ত্রি) নানা শব্দকারী। (অথর্ব্ব° ১২।১।৪১)

ব্যোকস্ (ত্রি) পৃথক্‌ভাবে বা ভিন্ন স্থানে বাসকারী। (শতপথব্রা° ৯।৩।২।৬)

ব্যোকার (পুং) লৌহকার। (অমর)

ব্যোদন (পুং) বিবিধ প্রকার অন্ন।
"ব্যোদন উরু ক্রমিষ্ঠ জীবসে" (ঋক্ ৮.৫২।৯)
'ব্যোদনে বিবিধে অন্নে লব্ধে সতি' (সায়ণ)

ব্যোম (পুং) দশার্হের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৩)

ব্যোম্ (দেশজ) ১ আকাশ। ব্যোমন্ শব্দার্থ। ২ অশ্বদ্বয়কে শকটে আবদ্ধ করিবার কাষ্ঠদণ্ড বিশেষ। ৩ পারাবতাদির শূন্য-মার্গে অবস্থানের জন্য বংশদণ্ডোপরিস্থ বংশশলাকানির্ম্মিত চতুষ্কোণ ছত্রী।

ব্যোমক (পুং) অলঙ্কার।

ব্যোমকেশ (পুং) ব্যোম ইব কেশা যস্য বিরাটমূর্ত্তিত্বাদস্য তথাত্বং। শিব। (অমর)

ব্যোমকেশিন্ (পুং) গঙ্গাধারণকালে ব্যোমব্যাপিনঃ কেশাঃ অস্য সন্তীতি ইনি। মহাদেব, শিব।

ব্যোমগ (ত্রি) ব্যোম্নি গচ্ছতীতি গম-ড। আকাশগামী, ব্যোমগত।

ব্যোমগঙ্গা (স্ত্রী) ব্যোম্নি-যা গঙ্গা। আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমগমন (ক্লী) ব্যোম্নি গমনং। ১ আকাশগমন। (ত্রি) ব্যোম্নি গমনো যস্য। ২ আকাশগমনবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ব্যোমগমনী—বিদ্যাভেদ, যে বিদ্যা দ্বারা আকাশে গমন করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যোমগমনী-বিদ্যা কহে।

ব্যোমচর (ত্রি) ব্যোম্নি চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, যাহারা আকাশে বিচরণ করে।

ব্যোমচারিন্ (পুং) ব্যোম্নি চরতীতি চর-ণিনি। ১ দেবতা। ২ পক্ষী। (মেদিনী) ৩ চিরজীবী। ৪ দ্বিজাত। (বিশ্ব) (ত্রি) ৫ আকাশচারিমাত্র; যাহারা আকাশে বিচরণ করে, তাহারাই ব্যোমচারী।

ব্যোমচারিপুর (ক্লী) ব্যোমচারি আকাশগামিপুরং। শৌভপুর। (ভূরিপ্রয়োগ)

ব্যোমধূম (পুং) ব্যোম্নঃ ধূমঃ। মেঘ। (ত্রিকা°)

ব্যোমন্ (ক্লী) ব্যে-বৃত্তৌ (নামন্ সীমন্নিতি। উণ ৪।১৪৬) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। যদ্বা বিপূর্ব্বদবতের্ব্যাপ্ত্যর্থত্বাৎ ঔণাদিকে 'সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্' ইতি সূত্রেণ মনিন্ প্রত্যয়ে জ্বরত্বরেত্যাদি ইত্যুটিগুণঃ। বা ব্যবতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগৎ ইতি ভাবে মন্ ওম্। ১ অন্তরীক্ষ, আকাশ। পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত। বেদান্তমতে ইহা আত্মা হইতে প্রথমে উদ্ভূত হয়।
"এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদগ্নিরিত্যাদি।" (শ্রুতি)
আত্মা হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ২ জল। (মেদিনী) ৩ অভ্রক, মেঘ। (রাজনি°)

ব্যোমনাসিকা (স্ত্রী) ভারতীপক্ষী। (ত্রিকা°)

ব্যোমপঞ্চক (ক্লী) পঞ্চব্যোম।

ব্যোমপাদ (পুং) ব্যোম্নি পাদো যস্য। বিষ্ণু।

ব্যোমমঞ্জর (ক্লী) ব্যোম্ন-মঞ্জরমিব। পতাকা। (ত্রিকা°)

ব্যোমমণ্ডল (ক্লী) ব্যোম্নঃ মণ্ডলম্। ১ পতাকা। (শব্দরত্না°) ২ আকাশ।

ব্যোমমধ্যে (অব্য) শূন্যমার্গে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থানে।

ব্যোমমায় (ত্রি) আকাশের ন্যায় উচ্চ।

ব্যোমমুদ্গার (পুং) ব্যোম্নঃ মুদ্গার ইব। বায়ুর শব্দ, নির্ঘাত।

ব্যোমমৃগ (পুং) চন্দ্রের দশম অশ্বভেদ।

ব্যোমযান (ক্লী) ব্যোমগামি যানং। বিমান, আকাশযান, দেবযান, যে যানদ্বারা আকাশে গমন করা যায়, বেলুন। [বেলুন শব্দ দেখ।]

ব্যোমরত্ন (ক্লী) ১ সূর্য্য।

ব্যোমবল্লিকা[ল্লী] (স্ত্রী) আকাশবল্লীলতা, চলিত আলোক-লতা। (রাজনি°)

ব্যোমশিবাচার্য্য (পুং) প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যোমবতী নাম্নী টীকাপ্রণেতা।

ব্যোমসদ্ (ত্রি) ১ দেবতা। ২ গন্ধর্ব্ব। ৩ ভূতযোনি।

ব্যোমসরিৎ (স্ত্রী) ব্যোম্নি যা সরিৎ। ব্যোমগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমস্থলী (স্ত্রী) ব্যোম্নঃ স্থলী। ১ নভঃস্থল। ২ পৃথিবী, ভূমি। (ভূরিপ্র°)

ব্যোমস্পৃশ্ (ত্রি) আকাশ স্পর্শকারী। অত্যুচ্চ।

ব্যোমাভ (পুং) ব্যোম্না শূন্যেন আভাতীতি আ-ভা-ক। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°) ২ দেবপ্রতিম জৈন সাধুভেদ।

ব্যোমারি (পুং) বিশ্বেদেবগণ।

ব্যোমোদক (ক্লী) ব্যোম্নঃ উদকম্। দিব্যোদক, আকাশজল। শিশির।

ব্যোম্নিক (ত্রি) ব্যোমসম্বন্ধীয়। নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে "পরমব্যোম্নিক" পদে সর্ব্বোচ্চ আকাশস্থলকে (highest ether) বুঝাইয়াছে।

ব্যোষ (ক্লী) বিশেষেণ ওষতীতি উষ দাহে পচাদ্যচ্। ত্রিকটু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত তাহাকে ত্রিকটু বা ব্যোষ কহে।

ব্যোষাদ্যগুগ্গুলু (পুং) গুগ্গুলু ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, চিত্রক, ত্রিফলা, মুথা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সমান শোধিত গুগ্গুলু, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ—রোগীর অগ্নির বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। ইহা সেবনে স্থৌল্যরোগ আশু প্রশমিত হয়।

ব্যোষাদ্যঘৃত (ক্লী) অর্শরোগোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃতপরিমাণের তিন গুণ অধিক পলাশক্ষারজলে, ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমিত ত্রিকটু কল্কদ্বারা পাক করিয়া ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃতসেবনে অর্শ-রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসরত্না°)

ব্যোষাদ্যচূর্ণ (ক্লী) অর্শরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, আতইচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার সহিত সর্ব্বসমান কুড়চিছালের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই চূর্ণসেবনের পরিমাণ ৪ মাষা। ইহা সেবনে অর্শরোগের উপকার হয়।

(চক্রদ° অর্শরোগাধি°)

ব্যোষাদ্যলৌহ (ক্লী) বিদ্রধিরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিবৃৎ, কটকী ও লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অনুপান ত্রিফলারস। ইহা সেবনে বিদ্রধিরোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রচিন্তা°)

ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রয়োগ (পুং) মেদোরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলের ছাল, ত্রিফলা, কট্কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল-লবণ, জীরা, হবুষা, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান, এবং শক্তু ১৬গুণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। শীতল অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে প্রমেহ, বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌রোগ, রাজযক্ষ্মা, মেদ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত এবং অগ্নি, স্মৃতি ও বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(ভৈষজ্যরত্না° মেদোরোগাধি)

ব্র, (পুং) সঙ্ঘীভূত, পরস্পরে অনুরাগযুক্ত। 'ব্রিয়স্ত ইতি ব্রা ব্রাতাঃ তকারলোপশ্ছান্দসঃ। বিশাং ব্রাতা যথা পরস্পরমনুরাগ-বন্তস্তথৈতেঽপীত্যর্থঃ॥' (ঋক্ ১।১২৬।৫ সায়ণ)

ব্রজ, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ সক সেট্। লট্ ব্রজতি। লোট্ ব্রজতু। লিট্ বব্রাজ। লুট্ ব্রজিতা। লৃট্ ব্রজিষ্যতি। লুঙ্ অব্রাজীৎ, অব্রাজিষ্টাং অব্রাজিষুঃ। সন্ বিব্রজিষতি। যঙ্ বাব্রজ্যতে। যঙ্লুক্ বাব্রক্তি। ণিচ্ ব্রাজয়তি। ব্রজ—১ সংস্কৃতি। ২ গতি। চুরাদি° পরস্মৈ সক সেট্। লট্ ব্রাজয়তি। লুঙ্ অবব্রাজৎ।

ব্রজ (ক্লী) ব্রজতীতি ব্রজ-ঘ। ব্রজন, গমন। (পুং) ব্রজগতৌ (গোচর সঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ইতি ঘপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ২ সমূহ। (অমর) ৩ গোষ্ঠ।

"নিরুদ্ধবীবধাসারপ্রসারা গা ইব ব্রজম্।
উপরুদ্ধন্তু দশার্হাঃ পুরীং মাহীষ্মতীং দ্বিষঃ॥" (মাঘ ২।৬৪)

৪ ব্রজভূমি, অগ্রবণ ও মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তিদেশ। এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি, ইহা মহাতীর্থ স্বরূপ। মথুরার চারিদিকে ৮৪ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডকে ব্রজধাম কহে।

"ব্রজমণ্ডলভূগোলং শেষনাগফণং বরম্।
কুমুদাখ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষাং মধ্যসংস্থিতম্॥
তস্যোপরিস্থিতং লোকং সর্ব্বস্থানং মহাফলম্।
কৃষ্ণলীলাবিহারার্থমুচ্চস্থানবিরাজিতম্॥
চতুরষ্টকক্রোশেন পরিপূর্ণবিরাজিতম্।
অত্র প্রদক্ষিণাকুর্ব্বন্ ধনধান্যসুখং ভবেৎ॥
দানার্চ্চাবাসতো লোকে বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
আবাসান্ ম্রিয়তে চেহ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
পুণ্যং লক্ষগুণং লব্ধ্বা কৃতেঽস্মিন্ ব্রজমণ্ডলে।
কৃষ্ণেন নির্ম্মিতাস্তীর্থাঃ সার্দ্ধদ্বয়সহস্রকাঃ॥"

(মৎস্যপু° ধৃত ব্রজভক্তিবি° ১ অঃ)

এই স্থান চতুরষ্টক্রোশ পরিমিত, অর্থাৎ ৮৪ ক্রোশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অতিশয় পুণ্যভূমি। যদি কেহ এই স্থান প্রদক্ষিণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন ধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে। এই স্থানে দান, পূজা বা বাস করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং যদি কেহ এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে লক্ষগুণ পুণ্য লাভ করিয়া তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ব্রজভূমি

দ্বাদশটী করিয়া বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন দৃষ্ট হয়। ঐ ৪৮টী বনের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

দ্বাদশবন—১ মহাবন, ২ কাম্যবন, ৩ কোকিলবন, ৪ তাল-বন, ৫ কুমুদবন, ৬ ভাণ্ডীরবন, ৭ ছত্রবন, ৮ খদিরবন, ৯ লোহজ-বন, ১০ ভদ্রবন, ১১ বহুলবন, ১২ বিল্ববন, এই দ্বাদশবন ইহাদের সকল বনই শুভ ফলপ্রদ।

দ্বাদশ উপবন— ১ ব্রহ্মবন, ২ অপ্সরোবন, ৩ বিহ্বলবন, ৪ কদম্ববন, ৫ স্বর্ণবন, ৬ সুরভিবন, ৭ প্রেমবন, ৮ ময়ূরবন, ৯ মানেঙ্গিতবন, ১০ শেষশায়িবন, ১১ নারদবন, ১২ পরমানন্দবন। এই দ্বাদশ উপবন।

দ্বাদশ প্রতিবন— ১ রঙ্কবন, ২ বার্ত্তাবন, ৩ করহাখাবন, ৪ কাম্যবন, ৫ অঞ্জনবন, ৬ কর্ণবন, ৭ কৃষ্ণাক্ষিপণকবন, ৮ নন্দ-প্রেক্ষণ কৃষ্ণাপ্যনন্দন বন, ৯ ইন্দ্রবন, ১০ শিক্ষাবন, ১১ চন্দ্রাবলী-বন ও ১২ লোহবন, এই দ্বাদশ প্রতিবন।

দ্বাদশ অধিবন—১ মথুরা, ২ রাধাকুণ্ড, ৩ নন্দগ্রাম, ৪ গুড়স্থান, ৫ ললিতাগ্রাম, ৬ বৃষভানুপুর, ৭ গোকুল, ৮ বলদেবক, ৯ গোবর্দ্ধনবন, ১০ জাবট, ১১ বৃন্দাবন, ১২ সঙ্কেতবটবন এই দ্বাদশ অধিবন।

মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মাত্রই ব্রজভূমি বলিয়া কথিত। এই সকল বনযাত্রা করিলে ব্রজমণ্ডল মধ্যস্থিত দেবতাদিগকে প্রথমে দর্শন করিতে হয়। ইহাদিগকে দর্শন না করিলে বনযাত্রা নিষ্ফল হয়, তৎপরে প্রথমে ভগবানের লীলা দেখিয়া এই সকল বন ভ্রমণ করিতে হইবে। এই সকল বন উক্তরূপে দর্শন করিলে সকল অভীষ্ট লাভ এবং অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

"ইতি দ্বাদশ সংজ্ঞানি বনান্যধিবনানি চ।
বনানামধিপাঃ প্রোক্তা ব্রজমণ্ডলমধ্যগাঃ॥
এষাং নৈব বিলোকেন বনযাত্রা চ নিষ্ফলা।
এষাঞ্চ দর্শনেনৈব বনযাত্রা শুভপ্রদা॥
আদৌ লীলাং যথা পশ্যেদ্বনযাত্রাং ততশ্চরেৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

(বিষ্ণুপুরাণধৃতব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজধামের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে তাহা অভিহিত হইল না।

[মথুরা ও বৃন্দাবন শব্দ দেখ।]

ব্রজক (পুং) তপস্বী। (শব্দরত্না°)

ব্রজকিশোর (পুং) ব্রজস্য কিশোরঃ। শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজকিশোরমন্ত্র এবং তাঁহার ধ্যান ও পূজাদির বিষয় লিখিত আছে। দ্বাদশবনের মধ্যে ললিতাবনের অধিপতি ব্রজকিশোর। 'ওঁ ক্লীং ললিতা-গ্রামাধিবনাধিপতয়ে ব্রজকিশোরায় নমঃ' এই এক বিংশাক্ষর ইহার মন্ত্র। উঁহার পূজা করিতে হইলে নারায়ণপূজাবিধি অনুসারে পূজা এবং উক্ত মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয়, ন্যাস যথা—অস্য মন্ত্রস্য বিভাণ্ডক ঋষি ব্রজকিশোর দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মম সকলপাপক্ষয়ার্থং যুগলকৃষ্ণদর্শনার্থে বিনিয়োগঃ, শিরসি বিভাণ্ডক ঋষয়ে নমঃ, মুখে ব্রজকিশোরায় নমঃ, হৃদি গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, এই রূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"ললিতাসংযুতং কৃষ্ণং সর্ব্বৈশ্চ সখিভির্বৃতম্।
ধ্যায়েত্ত্রিবেণীরূপস্থং মহারাসকৃতোৎসবম্॥"

(ব্রজভক্তিবিলাস)

এই রূপে ধ্যান ও পূজাদি করিয়া যথাশক্তি জপাদি করিতে হয়। (ব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজক্ষিৎ (ত্রি) ব্রজে কূপে ক্ষিয়তি নিবসতি ইতি। ব্রজ-ক্ষি-কিপ্। "ব্রজ ইতি মেঘনামসু (নি° ১।১০।১১) পঠিতং। অত্র তু উদকধারণসামর্থ্যাৎ কূপ উচ্যতে।" (শুক্লযজুঃ ১০।৪ মহীধর)

ব্রজন (ক্লী) ব্রজ ল্যুট্। গমন।

ব্রজনাথ (পুং) ব্রজস্য নাথঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভূমির অধিপতি।

ব্রজনাথভট্ট, মরীচিকা নাম্নী ও ললিতত্রিভঙ্গ নামক বেদান্ত-গ্রন্থরচয়িতা।

ব্রজভক্তিবিলাস (পুং) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ।

ব্রজভাষা, ব্রজভূমিবাসী সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে এবং যে ভাষা অবলম্বন করিয়া পশ্চিমহিন্দুস্থান-বাসী সুকবিগণ কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাহাই ব্রজভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এক সময়ে দিল্লী ও আগ্রা জেলার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশকে ব্রজভূমি বা ব্রজরাজ্য বলিত। এই রাজ্যের রাজধানী মথুরা। বৃন্দাবন ও গোকুলনগরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া এক সময়ে সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল এবং ভগবানের লীলাগানের জন্য ঐ স্থানের ভাষাই সকলের বিশেষ প্রিয় ছিল।

সুবিস্তৃত ভরতপুররাজ্য, বৃন্দারণ্যের অন্তর্গত গোবর্দ্ধন-গিরিপ্রদেশ এবং গোপগিরিদুর্গাধিষ্ঠিত সুপ্রাচীন গোয়ালিয়র রাজ্যবাসী সুশিক্ষিত হিন্দুগণও ব্রজভূমির অধিবাসীবর্গের ন্যায় পরিষ্কার ও প্রাঞ্জলভাবে ব্রজভাষা ব্যবহার করিতেন। দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলবাসী হিন্দুগণ ব্রজবুলি ভিন্ন খড়িবুলি ও নিছাচ হিন্দিতে কথা বলিত এবং মুসলমানেরা শুদ্ধ হিন্দী ও রেখ্তা (উর্দ্দু) ভাষা ব্যবহার করিত। কিন্তু বইস্বার, বুন্দেলখণ্ড ও গঙ্গার অন্তর্ব্বেদী প্রদেশে ব্রজভাষা কতক সংমিশ্রিত

ভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিরূপে কথিত ভাষার নিশ্রণ লাভ করিয়া ব্রজভাষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য-সাহিত্যজগতে সুপরিচিত কৃষ্ণকবির সতসইগ্রন্থের টীকা হইতে আমরা এ বিষয়ের একটু আভাস পাই—

"পৌরুষ কবিতা ত্রিবিধিহৈ কবি সব কহত বখান।
প্রথম দেববাণী বহুরি প্রাকৃতি ভাষা জান॥
দেসদেসতেঁ হোত সো ভাষা বহুত প্রকার।
বরন তহৈঁ তিন সবনমেঁ গ্বালিয়রী রসসার॥"

উল্লিখিত 'ভাষা' যে ব্রজ ও গোয়ালিয়র প্রদেশের চলিত ভাষা, তাহা কবির উক্তিতেই বুঝা যায়।

এই ব্রজভাষা যে কতকাল হইতে লিখিত-ভাষারূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা এক সময়ে ধীরে ধীরে উক্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং সাধারণ লোকে, বিশেষতঃ কবিতা-রসাস্বাদী ব্যক্তিমাত্রই এই ভাষাকে কবিতাকলাপের প্রিয়তম প্রবাহের পবিত্র সলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, এক সময়ে সমগ্র এসিয়ার কি হিন্দু কি মুসলমান অনেক কবিই এই ব্রজভাষায় কবিতা বা গান রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাই আমরা খিয়াল, তুক্, ধ্রুপদ, বিষ্ণুপদস্তুতি, নানা প্রকার গীত, কবিতা, ছন্দ, দোঁহা, ছপ্‌পাই, সোরঠা, কুন্দলিয়া, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কাব্যসমূহ এই ভাষায় বিরচিত দেখিতে পাই। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার কথা থাকিলেও, সংস্কৃত হইতে ইহার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদাদির ন্যায় ইহাতেও পদাদির কর্ত্তা, কর্ম্ম বা কাল-ভেদে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই কারণে অনেক পণ্ডিতই এই ভাষাকে সংস্কৃতের ন্যায় মধুর ও সুশ্রাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবিপ্রিয়া গ্রন্থে কবি কেসোদাস এই ভাষার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ভাষাবোলন জানহীঁ জিনকে কুলকো দাস।
ভাষাকবিভো মন্দমতি তিহিঁ কুলকেসোদাস॥"

সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণকবি কুলপতিমিশ্র* এবং বিহারীদাস† উভয়েই ব্রজভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরি উক্ত গীত ও কবিতা ব্যতীত প্রাচীনকালে ব্রজভাষায় রচিত অপর কোন পুস্তক বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালের পূর্ব্বে রচিত "পৃথিরাজরাস" ও "হামীররাস" উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ চাঁদকবির বিরচিত।* [চাঁদকবি দেখ।]

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে ও তৎপরবর্ত্তী সময় হইতেই ব্রজভাষায় নানা গ্রন্থাদি লিখিত হইতে থাকে।

হিন্দী হইতে ব্রজভাষার যে পার্থক্য তাহা নির্দ্দেশের জন্য, আমরা নিম্নে কএকটী শব্দ ও ধাতুর পরিবর্ত্তিতরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হিন্দিতে যেমন ড, ঢ স্থানে র উচ্চারণে দোষ হয় না এবং য কখন জ, কখন বা খ উচ্চারিত হয়, ব্রজভাষায় অনেক স্থলে সেইরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। নিম্নোক্ত পদগুলিরও ব্রজ-বুলিতে পরিবর্ত্তন ঘটে।

লর। ডর। বব। যজ। শস। ক্ষছ। মব। তব। গষ। থত। তথ। বক। যঐ। যেই। অয়। যথ। হোই। ঝজ।

আবার অনেক স্থলে এক শব্দের এক অর্থে দুই তিন রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কখন বা লিখিত ব্রজভাষায় দুএকটী শব্দে দেবনাগরী অক্ষরের স্থলে কায়থী হিন্দির অ, খ, চ, ঝ, র প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন বা শ্রুতিমাধুর্য্যসম্পাদনের জন্য বর্গীয় ব অন্তঃস্থ ব রূপে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

জালো, জারো। থালী, থারী। ঘোড়া, ঘোরা। ঘড়া, ঘরা। বন, বন। বসুদেব, বসুদেব। যমুনা, জমুনা। যস, জস। শব্দ, সব্দ। শিশু, সিসু। অক্ষর, অচ্ছর। লক্ষমী, লছমী। গাঁম, গাঁব। নাঁম, নাঁব। ইমলী, ইবলী। কভ, কবূ। কভী, কবী। পগড়ী, পঘড়ী। পগা, পঘা। রথ, রত। ভরত, ভরথ। যোতিশী, যোতিকী। যোতিষ, যোতিক। যহ, ইহ। আয়ে, আএ। লায়ে, লাএ। কিয়া, কিআ। দিয়া, দিআ। ষট, খট। ষষ্ঠী, খষ্ঠী। যেহী, যেঈ। তুহী, তুঈ। তুঝে, তুজে। তুঝ, তুজ।

হিন্দী (খড়িবোলী) ভাষার "হোনা" ক্রিয়া পদটী ভাষায় কিরূপ রূপান্তরিত হয়, নিম্নে তাহাই দেখান হইল—

হিন্দি		ভাষা।
হোনা		হোনৌ-হৈবো
মৈঁ হূঁ	১ম পুং ১ব	হৌ-মৈঁ-হোঁ

---

* "ভিতো দেববাণী প্রগটহৈ কবিতাকো যাত।
তে ভাষামেঁ হোয়তো সব সমতেঁ রসযাত॥" (কবিরহস্য)

† "ব্রজভাষা ভাষত সকল সুরবাণী সমতুল।
তাহি বখানত সকল কবি জান মহারসমূল।
ব্রজভাষা বরনী কবিন বহুবিধিবুদ্ধিবিলাস।
সবকো ভূষণ সতসৈয়া কয়ো বিহারীদাস॥"

* প্রাচীন "পৃথিরাজরাস" গ্রন্থ বিরল প্রচার হইয়া পড়িয়াছে, এখন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ ব্যতীত ব্রজ-ভাষায় রচিত আর সুবৃহৎ গ্রন্থ দেখা যায় নাই।

হিন্দী		ভাষা
তৈঁ-তূ হৈ	২য় পুং ১ব°	তৈঁ-তূ হৈ
বহ হৈ	৩য় পুং ১ব°	বহ-সো-হৈ
হম হৈঁ	১ম পুং বহুব°	হম হৈঁ
তুম হো	২য় পুং „	তুমহো
বে হৈঁ	৩য় পুং „	বে-তেঁ হৈঁ
হোতাথা	১ম পুং ১ব°	হোতুহো
হোতেথে	১ম, ২য়, ৩য় পুং বহুব°	হোতহে
হোতীথী (স্ত্রী)	ঐ ১ব°	হোত্তিহী
হোতীথীঁ „	ঐ বহুব°	হোত্তিহী

নিম্নে কএকটী হিন্দিপদের ব্রজ-বুলিতে প্রয়োগ দেওয়া গেল—

হিন্দি	ভাষা	অর্থ
মেরা	মেরো	আমার
তেরা	তেরো	তোমার
তুমকো	তোকো	তোমাকে
উস্‌কো	বা-তাকো	তাকে, উহাকে
ইস্‌কা	যাকো	ইহার
তিস্‌কা	তাকো	উহার
মঝসে	মো-সাঁ তেঁ	আমা হইতে
কুছ	কছু	কিছু
ভলা	ভলো	ভাল
তক	লৌ	পর্য্যন্ত

নিম্নে মিশ্র হিন্দি খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইল। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলেই উহাদের পরস্পরের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

খড়ীবোলী।

ক্যা কুটব পড়গয়া হৈ উলঝেড়া।
হরিভজন বিন নহীঁ হৈ সুলঝেড়া।
নামবল্লী সে পারহ্‌ঁ পলমেঁ
কৃষ্ণবিন মাঁঝে ধার হৈ বেড়ী॥
লগকে চরণোঁ সে কৃষ্ণকে যহ কহ্‌ঁ
কুঞ্জ গলিয়োঁ মেঁ হো জো মুটভেড়া।
দো-মুঝে ঠৌন বহ অচল হরিজী
জৈসে ধ্রুকো দিয়া অটল ঘেড়া॥
তেরে মিলনে কী বাট হৈ সীধী
যোঁ হোঁ মারেঁ হৈঁ কিতনে ভট ভেড়া।
কৃষ্ণকো রখ গুপাল নিত উঠ ভোগ
মিসরী মক্‌খন মলাই ঔর পেড়া॥ ইত্যাদি

ভাষা দোঁহা

উন বিন সব ঋতু ফিরগঈ দেখ দিনকে ফের।
জেঠ ভিজোঈ আঁসুবনি সাবন আরী ঘের।
গৌন সমেঁ কৈঁটা গহ্যো সুন্দরি হিত জিয় জানি।
ছুটত হী দোউ ছুটে কৈঁটা ইত প্রানী।
মন রাখোঁ হো বরজ কৈ জিয় রাখোঁ সমুঝায়।
নৈনা বরজে নারহৈঁ মিলে আগউ হায়।
জব বরজে তব নারহে গেয় প্রেমরস নৈঁ।
অপ বস তেঁ পরবস ভয়ে যে বিসবাসী নৈন। ইত্যাদি

ব্রজভূ (পুং) ব্রজে ভূরুৎপত্তির্যস্য। ১ কেলিকদম্ব। (শব্দচন্দ্রিকা) ব্রজস্য ভূর্ভূমিঃ। (স্ত্রী) ২ ব্রজভূমি। (ত্রি) ৩ ব্রজজাত। ভাস্কর পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণ ভট্ট সুললিত শ্লোকাবলীতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বৃন্দাবনের দেবস্থানসমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রজভূষণ, ১ গুণরত্নাকর নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ২ তত্ত্ববিবেকসার নামক বেদান্ত ও ভাগবতপুরাণটীকা রচয়িতা। ৩ হঠপ্রদীপিকা-টীকাকার।

ব্রজভূষণ মিশ্র, বেদান্তরত্নমালাপ্রণেতা।

ব্রজমণ্ডল (ক্লী) ব্রজস্য মণ্ডলম্। ব্রজভূমি।
"ব্রজমণ্ডলভূগোলং শেষনাগফণং বরম্।"(ব্রজভক্তিবি° ১অ°)

ব্রজমোহন (পুং) ব্রজ ব্রজবাসিনো জনান্ মোহয়তীতি মুহ-ণিচ-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজযুবতি (স্ত্রী) ব্রজানাং যুবতিঃ। ব্রজকামিনী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজরাজ, ১ উণাদিবৃত্তিপ্রণেতা। ২ কারিকাবলীটীকা নামক বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা। ৩ শঙ্করদিগ্বিজয়সারপ্রণেতা। ৪ সম্বৎ-সরোৎসবকল্পলতারচয়িতা।

ব্রজরাজ গোস্বামিন্, ন্যায়সারপ্রণেতা।

ব্রজরাজদীক্ষিত, ১ রসিকরঞ্জন নামক রসমঞ্জরীটীকাপ্রণেতা। ২ আর্য্যাত্রিশতীমুক্তক বা রসিকরঞ্জন, বল্লভাখ্যানটীকা, শৃঙ্গার-শতক ও ষড়্‌ঋতুবর্ণন নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম কামরাজ। তর্ককারিকাপ্রণেতা জীবরাজ দীক্ষিত ইহার পুত্র।

ব্রজরাজশুক্ল, অন্নপূর্ণাকল্পলতা, চণ্ডীবিলাস, ছিন্নমস্তারহস্য, জৈমিনীসূত্রটিপ্পন, ত্রিশতীটীকা, নীতিবিলাস, দানমঞ্জরী, রস-সুধানিধি (বৈদ্যক), শ্যামাদীপদান ও সূর্য্যরহস্যপ্রণেতা।

ব্রজরামা (স্ত্রী) ব্রজস্য রামা। ব্রজবধূ।

ব্রজলাল (পুং) ১ নন্দলাল, শ্রীকৃষ্ণ। ২ একজন রাজা। ইনি কামসূত্রটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের প্রতিপালক ছিলেন। ৩ সেবাবিচাররচয়িতা।

ব্রজবধূ (স্ত্রী) ব্রজস্য বধূঃ। ব্রজবনিতা, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজবর (পুং) ব্রজে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভক্তিবিলাসে ইঁহার মন্ত্র ও পূজাদি এই রূপ লিখিত আছে। এই ব্রজবর দ্বাদশ অধিবনের অন্তর্গত আবট বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ওঁ ঠঃ জাঁ বটাধিবনাধিপতয়ে ব্রজবরায় নমঃ' এই ঊনবিংশাক্ষর ইঁহার মন্ত্র। ব্রজবরের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজা-ক্রমে পূজা সমাপন করিয়া এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।

'অস্য মন্ত্রস্য ব্যাসীকঋষির্জ্জবিটবনাধিপো ব্রজবরো দেবতা পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ মম সকলসৌভাগ্যসম্পৎফলপ্রাপ্ত্যর্থে জপে বিনি-য়োগঃ। ন্যাস পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ ব্রজকিশোর মন্ত্রের ন্যায় করিবে। ধ্যান—

"নানাশৃঙ্গারভূষাঢ্যং রাধাকৃষ্ণং মনোহরম্।
ধ্যায়েৎ যুগলমূর্ত্তিঞ্চ বনযাত্রাবরপ্রদম্॥"

(ব্রজভক্তিবিলাস ১ অ°)

ব্রজবল্লভ (পুং) ব্রজানাং ব্রজবাসিনাং বল্লভঃ, প্রিয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজসুন্দরী (স্ত্রী) ব্রজস্য সুন্দরী। ব্রজস্ত্রী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজস্ত্রী (স্ত্রী) ব্রজকামিনী।

ব্রজস্পতি (পুং) ব্রজস্য পতিঃ, সুড়াগমঃ। ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণ।

"যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতাস্মিতাধরম্।" (ভাগবত ১০।৩৯।৩)

ব্রজাঙ্গনা (স্ত্রী) ব্রজস্য অঙ্গনা। ব্রজস্ত্রী, গোপী।

"ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং
জহার মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

ব্রজাবাস (পুং) ব্রজে আবাসঃ। ১ ব্রজে অবস্থান।

"বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রু র্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥" (ভাগবত ১০।১১।৩৫)

(ত্রি) ব্রজে আবাসো যস্য। ২ ব্রজনিবাস, যাঁহারা ব্রজে অবস্থান করেন। চলিত কথায় ব্রজবাসীও বলে। ৩ বৃন্দা।

ব্রজিন্ (ত্রি) পুঞ্জীভূত। একত্রীভূত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্রজিনী— তমঃপুঞ্জবতী। (ঋক্ ৫।৪৪।২ সায়ণ, এই অর্থে রাত্রিকে বুঝায়।

ব্রজিন (ক্লী) কল্মষ, পাপ।

ব্রজেন্দ্র (পুং) ব্রজস্য ইন্দ্রঃ। ব্রজের অধিপতি নন্দ। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজেশ্বর (পুং) ব্রজস্য ঈশ্বরঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজৌকস্ (পুং) ব্রজে ওকঃ অবস্থানং যেষাং। ব্রজবাসী।

ব্রজ্য (ত্রি) গো-জাত। 'ব্রজে গোসমূহে ভবো ব্রজ্যঃ তস্মৈ.'।

(শুক্লযজু° ১৬।৪৪ মহীধর)

ব্রজ্যা (স্ত্রী) ব্রজনমিতি ব্রজ গতৌ (ব্রজ যজোর্ভাবে ক্যপ্। পা ৩।৩।৯৮) ইতি ক্যপ্। ১ পর্য্যটন। ২ জিগীষুর প্রধান। আক্রমণ। ৩ গমন। (মেদিনী) ৪ সজাতীয় বস্তুর একত্র সন্নিবেশ।

"কোহঃ শোকসমূহস্তু তাদস্তোস্তানপেক্ষকঃ।
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোহরঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।৫৬৫)

৫ রঙ্গ। ৬ রন্ধালয়। (ধরণি) ৭ বর্গ।

ব্রজ্যাবৎ (ত্রি) গজগমন সদৃশ। (ভট্টি ৭।৭০)

ব্রঢ়িমন্ (পুং) বৃঢ়-ইমনিচ্। (পা° ৫।১।১২৩) বৃঢ়ের ভাব।

ব্রণ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ব্রণতি। লিট্ বব্রাণ। লুট্ ব্রণিতা। লুঙ্ অব্রণীৎ, অব্রাণীৎ। সন্ বিব্র-ণিষতি। যঙ্ বাব্রণ্যতে। ব্রণ ২ অঙ্গচূর্ণ। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্রণয়তি। লুঙ্ অববণৎ।

ব্রণ (পুং ক্লী) ব্রণয়তি গাত্রমিতি ব্রণ অঙ্গচূর্ণে পচাদিত্বাদচ্। ১ ক্ষত। পর্য্যায়—ঈর্ম্ম, অরুঃ। (অমর) ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ রোগ। শরীরে যে সকল ক্ষত হয়, তাহাই ব্রণ, ইহাকে চলিত ফোড়া কহে। সাধারণতঃ ব্রণ বলিলে ঘা বা ক্ষত বুঝায়। ইহা প্রথমে দুই প্রকার, শারীর ও আগন্তু। যে ব্রণ বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত ও সন্নিপাত জন্য হয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফাদি দূষিত হইয়া যে ব্রণরোগোৎপত্তি হয়, তাহাকে শারীর-ব্রণ কহে। আর যে স্থলে পুরুষ, পশু, পক্ষী, ব্যাল, সরীসৃপ, প্রপতন, পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণৌষধ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তু কহে। (সুশ্রুত)

চরকসংহিতায় ব্রণরোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রণরোগ দুই প্রকার নিজ ও আগন্তু। শারীর দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, বা সন্নিপাত (বায়ু), পিত্ত ও কফের মিশ্রণ দ্বারা যে স্থলে ব্রণরোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিজ ব্রণ কহে। এবং বাহ্য হেতু দ্বারা অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত, পতন, দংশন প্রভৃতি দ্বারা যে ব্রণরোগ জন্মে, তাহাকে আগন্তু কহে। নিজ ব্রণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া ব্রণরোগ জন্মে এবং আগন্তু ব্রণরোগে কোন বাহ্য কারণে ক্ষত হইয়া পরে বাতাদি দোষদূষিত হয়।

নিজব্রণের লক্ষণ স্ব স্ব প্রকোপণ হেতু (অর্থাৎ যে কারণে দোষ কুপিত হইতে পারে সেই কারণে) বায়ু, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইয়া বহির্ম্মার্গ আশ্রয় করিয়া ব্রণরোগ জন্মায়। ইহা বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ভেদে তিন প্রকার। বাতজ লক্ষণ বায়ু দূষিত হইয়া যে স্থলে ব্রণরোগ উৎপাদন করে, সেই স্থলে ব্রণ স্তব্ধ, খরস্পর্শ, এবং তাহা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত, অল্প অল্প স্রাবযুক্ত, তীব্র বেদনাবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই ব্রণে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং উহা দপ্ দপ্ করিতে থাকে।

পিত্ত কুপিত হইয়া যে স্থলে ব্রণ হয়, তথায় তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, ক্লেদ, দাহ, অবদারণ এবং ঐ ব্রণ অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

কফ দোষে যে স্থলে ব্রণোৎপত্তি হয়, তথায় ব্রণ অতি পিচ্ছিল

গুরু অর্থাৎ উহা ভার ভার বোধ হয়, স্নিগ্ধ, স্তিমিত, অল্প বেদনা-যুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং অল্প ক্লেদযুক্ত ও ইহা অতি বিলম্বে পাকিয়া থাকে।

বাতজব্রণে বাতহর দ্রব্যদ্রব্য, স্নেহপান, স্নিগ্ধস্বেদ, স্নিগ্ধ উপনাহ (পুলটিস), প্রলেপ ও পরিষেক-ক্রিয়ায় উপকার হয়। পিত্তজ ব্রণে মধুর, স্নিগ্ধ, প্রদেহ ও পরিষেক, ঘৃতপান ও বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। কফজ ব্রণে কষায়, কটু, উষ্ণ ও রুক্ষ প্রদেহ, পরিষেক, লঙ্ঘন ও শোধন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উক্ত শারীর ও আগন্তু এই দ্বিবিধ ব্রণ নানারূপ ভেদে বিংশতি প্রকার। উহার মধ্যে দুষ্টব্রণ দ্বাদশ প্রকার, স্থান ৮টী, গন্ধ ৮ প্রকার, স্রাব চতুর্দ্দশ প্রকার, উপদ্রব ১৬ প্রকার, দোষ ২৪ প্রকার, এবং চিকিৎসা ক্রম ৩৬ প্রকার। এবং উক্ত ব্রণসমূহের পরীক্ষা তিন প্রকার অভিহিত হইয়াছে।

বিংশতি প্রকার ব্রণ—১ কৃত্যোদকৃত্য অর্থাৎ দ্বিবিধ সাধ্য-ব্রণ, সুখসাধ্য ও কষ্ট সাধ্য। ২ দুষ্ট ব্রণ। ৩ মর্ম্মস্থিত। ৪ নবোৎপন্ন সংবৃত, ৬ দারুণোৎপন্ন, অত্যন্তোদ্‌গত, ৭ সবিষ, ৮ বিষমস্থিত, ৯ অস্রাবী, ১০ উৎসঙ্গী। এই দশ প্রকার ব্রণমধ্যে, কোন ব্রণ কষ্টে কেহ বা সহজে প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইহার বিপরীত ১০ প্রকার, ১ অকৃত্যোৎকৃত্য অর্থাৎ দ্বিবিধ অসাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়, ২ অদুষ্ট, ৩ অমর্ম্মস্থিত, ৪ পুরাণ, ৫ অসংবৃত, ৬ অদারুণোৎপন্ন, ৭ নির্বিষ, ৮ সমস্থিত, ৯ স্রাবশীল, ১০ অনুৎসঙ্গী। এই বিংশতি প্রকার ব্রণ। দ্বাদশপ্রকার দুষ্টব্রণ—১ শ্বেত, ২ অবসন্নচর্ম্মা, ৩ অতিস্থূলচর্ম্মা, ৪ অতিকপিলবর্ণ, ৫ নীল, ৬ শ্যাব, ৭ অতিপীড়ক, ৮ রক্ত, ৯ কৃষ্ণ, ১০ অতি-পূতিক, ১১ রৌপ্যবর্ণ, ১২ কুম্ভীমুখ। এই দ্বাদশ প্রকার দুষ্টব্রণ।

ব্রণের ৮ প্রকার স্থান, আটটী স্থানে সাধারণতঃ ব্রণোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই স্থান যথা—১ ত্বক্‌, ২ শিরা, ৩ মাংস, ৪ মেদ, ৫ অস্থি, ৬ স্নায়ু, ৭ মর্ম্ম, ৮ অভ্যন্তর।

ব্রণের ৮ প্রকার গন্ধ, উক্ত ব্রণসমূহ হইতে ৮ প্রকার গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—১ ঘৃতবদ্‌গন্ধ, ২ তৈলবদ্‌গন্ধ, ৩ বসাবদ্‌গন্ধ, ৪ পূয়গন্ধ, ৫ রক্তগন্ধ, ৬ ধূমগন্ধ, ৭ অম্লগন্ধ ও ৮ পূতিগন্ধ।

ব্রণের ১৪ প্রকার স্রাব—উক্ত সকল প্রকার ব্রণ হইতে ১৪ প্রকার স্রাব হইয়া থাকে। এই সকল স্রাব যথা—লসীকা-স্রাব, ২ জলস্রাব, ৩ পূয়স্রাব, ৪ রক্তবর্ণস্রাব, ৫ হরিদ্রাবর্ণস্রাব, ৬ অরুণবর্ণ, ৭ পিঙ্গলবর্ণ, ৮ কষায় অর্থাৎ বটপত্রাদির কাথের ন্যায়, ৯ নীলবর্ণ, ১০ হরিদ্বর্ণ, ১১ স্নিগ্ধ, ১২ রুক্ষ, ১৩ শ্বেতবর্ণ ও ১৪ কৃষ্ণবর্ণ স্রাব।

ব্রণের ১৬ প্রকার উপদ্রব—১ বিসর্প, ২ পক্ষাঘাত ৩ শির-স্তম্ভ, ৪ অপতানক, ৫ মোহ, ৬ উন্মাদ, ৭ ব্রণব্যথা, ৮ জ্বর, ৯ তৃষ্ণা, ১০ হনুগ্রহ, ১১ কাস, ১২ বমি, ১৩ অতিসার, ১৪ হিক্কা, ১৫ শ্বাস ও ১৬ কম্প। ব্রণরোগের এই ১৬ প্রকার উপদ্রব। ব্রণ হইলে ধাতু ও অবস্থাবিশেষে এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

ব্রণরোগের ২৭ প্রকার দোষ —১ স্নায়ুক্লেদ, ২ বিলম্বে ছেদ, ৩ গভীরতা, ৪ ক্রিমির উৎপত্তি ও দংশন (অর্থাৎ ঘায়ে পোকা পড়া ও কামড়ান), ৫ অস্থিভেদ, ৬ সশল্যত্ব, ৭ সবিষত্ব, ৮ পরি-সর্পণ, ৯ নখাঘাত, ১০ কাষ্ঠাঘাত, ১১ চর্ম্মের অতিঘট্টন, ১২ লোমের অতিঘট্টন, ১৩ অনুপযুক্ত ব্রণবন্ধন, ১৪ অতি স্নেহপ্রয়োগ, ১৫ অতিভৈষজ্যকর্ষণ, ১৬ অজীর্ণ, ১৭ অতি ভোজন, ১৮ বিরুদ্ধভোজন, ১৯ অসাত্ম্যভোজন, ২০ শোক, ২১ ক্রোধ, ২২ দিবানিদ্রা, ২৩ মৈথুন ও ২৪ ক্ষোভণ। ব্রণ-রোগে এই ২৪ প্রকার দোষ। ব্রণরোগে যখন এই সকল দোষ উপস্থিত হয়, তখন যদি রীতিমত চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে উহা প্রশমিত হয় না। এবং ব্রণে পরিস্রাব, দুর্গন্ধ ও বহুদোষ ঘটিলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে।

ব্রণের ত্রিবিধ পরীক্ষা—ব্রণের দোষাদোষ জানিবার জন্য তিন প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, দর্শন, প্রশ্ন ও স্পর্শন। প্রথম দর্শন, এই দর্শনদ্বারা রোগীর বয়স, ব্রণের বর্ণ, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের পরীক্ষা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইহাদ্বারা রোগোৎপাদক হেতু, উপস্থিত পীড়া ও অগ্নিবলের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তৃতীয় স্পর্শ, ব্রণ স্পর্শ করিলে উহার কাঠিন্য, কোমলত্ব, শীতত্ব ও উষ্ণত্ব প্রভৃতির অনুভব হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ব্রণরোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

যদি কাহারও ব্রণ ত্বক্‌, মাংস বা মর্ম্মরহিত স্থানে উৎপন্ন, অনতিদীর্ঘকালের, তৃষ্ণাদি উপদ্রবশূন্য, রোগী যুবক ও হিতা-হিতজ্ঞ এবং কাল শুভ অর্থাৎ হেমন্ত বা শীতঋতুতে হয়, তাহা হইলে উহা অচিরেই আরোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রণই সুখসাধ্য জানিতে হইবে। আর যদি এই সকল গুণের কোন রূপ অভাব হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য; আর ইহাদের সকলগুলির অভাব হইলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

ব্রণপীড়িত ব্যক্তির বলাবল বিবেচনা করিয়া বমন, বিরেচন, অস্ত্রপ্রয়োগ বা বস্তিক্রিয়াদ্বারা বিশোধন করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপে বিশুদ্ধ হইলে শীঘ্রই ব্রণ প্রশমিত হয়।

ব্রণের ৩৬ প্রকার উপক্রম, ৬ প্রকার শোথঘ্নক্রিয়া অর্থাৎ ব্রণের ফুলা যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার জন্য ৬ প্রকার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শস্ত্রকর্ম্ম, অবপীড়ন, নির্ব্বাপণ, সন্ধান, স্বেদ,

শমন, শোধনকষায়, রোপণকষায়, শোধনপ্রলেপ, রোপণপ্রলেপ, শোধনতৈল, রোপণতৈল, শোধনঘৃত, রোপণঘৃত, শোধন-পত্রাচ্ছাদন, রোপণপত্রাচ্ছাদন, সব্যবন্ধন, দক্ষিণবন্ধন, খাদ্য, উৎসাদন, অবসাদন, দ্বিবিধ দাহ, ধূপ, মার্দ্দবকরণ, কাঠিন্যহর-লেপন, মার্দ্দবকরলেপন, ব্রণাবচূর্ণন, বর্ণ্য, রোপণ ও রোমরোহণ এই ৩৬ প্রকার ব্রণের উপক্রম।

যে স্থানে ব্রণ হয়, তাহার পূর্ব্বে সেই স্থানে শোথ অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে, এই শোথই ব্রণের পূর্ব্বরূপ। ত্বক্‌ প্রভৃতি স্থানে শোথ দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, এই শোথস্থানে ব্রণের সম্ভাবনা। এই শোথের দোষাদির বিষয় পরীক্ষা করিয়া তাহার শান্তির জন্য যাহাতে এই শোথে ব্রণ না হয়, তন্নিমিত্ত প্রথমে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। ইহাতে আর ব্রণ হয় না। কিন্তু ঐ শোথ বহুদোষযুক্ত হইলে বমন বিরেচনাদি শোধন, ও অল্পদোষ দুষ্ট হইলে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিতে হয়। শোথে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে প্রথমে বাতঘ্নকষায় ও ঘৃতপ্রয়োগ দ্বারা তাহার শান্তি করিতে হয়।

ব্রণরোগের চিকিৎসা—ব্রণের শোথাবস্থায় বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও অম্লবেতস, ইহাদের ছাল জলে বাটিয়া ঘৃত-সংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ প্রশমিত হয়। সিদ্ধি, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, পদ্মমূল, শতমূলী, নীলোৎপল, নাগকেশর ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও শোথ বিনষ্ট হয়। যবশক্তু, যষ্টিমধু, ঘৃত ও চিনি এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং অবিদাহী অন্নভোজন ব্রণশোথের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক।

ব্রণের শোথাবস্থায় প্রথমে এইরূপে প্রলেপ দিবে, ইহাতে যদি শোথ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে উপনাহ অর্থাৎ পুলটিশ দিয়া তাহাকে পাকাইতে হইবে। পরে উহা পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ছেদ করিতে হয়। ছেদ করিলেই শীঘ্র উহা আরোগ্য হয়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক।

ফোড়া পাকাইবার জন্য উক্তরূপ পুলটিশ দিতে হইবে। যবাদি শক্তু জলে পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত বা তৈল অথবা ঘৃততৈল উভয় মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া উষ্ণাবস্থায় পুলটিশ দিবে। কৃষ্ণতৈল, মসিনা, ব্যাকুড়, কুড় ও সৈন্ধবযুক্ত যবাদি শক্তুপিণ্ড, অম্লদধিতে ঐ সকল দ্রব্য অম্ল করিয়া পুলটিশ দিবে। এই সকল পুলটিশ দ্বারা ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

উক্তরূপ পুলটিশ দেওয়া হইলে যখন ব্রণশোথে দাহ, রক্ত-বর্ণতা, সূচীবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ শোথ পাকিয়াছে এবং শোথস্থল স্পর্শ করিলে যদি জলপূর্ণ বস্তির ন্যায় উহার স্পর্শ হয় ও অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে যদি উহা পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ ব্রণ উত্তমরূপ পাকিয়াছে জানিতে হইবে। ব্রণ উত্তমরূপে পাকিয়া উঠিলে তাহা ছেদ করিতে হয়, পক্বব্রণের পক্ষে শস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক। যদি ভীরুব্যক্তি অস্ত্র-প্রয়োগে অসম্মত হয়, তাহা হইলে মসিনা, গুগ্‌গুলু, সিজমনসার আটা, কুকড়া ও পায়রার বিষ্ঠা, পলাশক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী বা দন্তী এই সকল পক্বব্রণের উপর দিতে হইবে, এই সকল দ্রব্য পক্ব-ব্রণের ভেদক অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য উহাতে লাগাইয়া রাখিলে পক্বব্রণ ফাটিয়া যায়।

ব্রণে শস্ত্রকর্ম্ম ৬ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পাটন, ব্যধন, ছেদন, লেখন, প্রচ্ছন ও সীবন। নাড়ীব্রণ (নালীঘা), পক্বশোথ, ক্ষতোদর, বদ্ধগুদোদর ও অন্তরশল্যস্থান অর্থাৎ যাহার মধ্যদেশে শল্য আছে, এই সকল স্থান শস্ত্রোপযোগী।

জলোদর, পক্বগুল্ম, রক্তগুল্ম এবং বিসর্পপিড়কাদি রক্তজরোগ সকল ব্যধনযোগ্য অর্থাৎ এইগুলি বিদ্ধ করিতে হয়। অর্শ প্রভৃতি অধিমাংসরোগ সকল ছেদন অর্থাৎ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

যে সকল ব্রণে অধিক মাংস সঞ্জাত হয় এবং প্রান্তদেশ স্থূল, উন্নত ও কঠিন ঐ সকল ব্রণ লেখন অর্থাৎ তীক্ষাগ্রশস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দিতে হয়। বাতরক্ত প্রভৃতি প্রচ্ছন অর্থাৎ কণ্টকাদি তীক্ষ্ণবস্তুদ্বারা কিঞ্চিৎ বিঁধিয়া দিতে হয়।

যে সকল ব্রণের মুখ সূক্ষ্ম, কিন্তু মধ্যস্থল কোষযুক্ত সেই সকল ব্রণ প্রপীড়ন করিতে হয়। নিম্নোক্তরূপে ব্রণের প্রপীড়ন করিবার বিধি আছে। প্রপীড়নদ্রব্য যথা—তেওড়া, মসুর, মটর ও গোধূম। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী দ্রব্য লইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া ইহার সহিত কোনরূপ স্নেহপদার্থ মিশ্রিত না করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিতে হইবে, তাহা হইলে ব্রণের পুয় আপনিই বাহির হইয়া আসিবে।

শিমুলছাল, বেড়েলামূল ও বটপল্লব এই সকল দ্রব্যের পরি-ষেক ও প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। শতধৌতঘৃত, দুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথের পরিষেক এবং শৈত্যক্রিয়া করিলে রক্তপিত্তোত্থণ ব্রণ প্রশমিত হয়। ব্রণক্ষতস্থলে জ্বালানিবারণের জন্য শিমুল-ছালাদির প্রলেপ বা পরিষেক দিতে হয়। ইহাতে শীঘ্র যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

ব্রণচ্ছেদাদি করিলে যদি ক্ষতস্থলে মাংস ঝুলিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ মাংস পূর্ব্বে যেরূপভাবে ছিল, সেইরূপ ভাবে ঠিক করিয়া দিয়া ঐ স্থলে ঘৃত ও মধুর প্রলেপ দিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। যখন জানা যাইবে মাংস জোড়া লাগিয়াছে, তখন ক্ষতস্থল পূরণ করিবার জন্য প্রিয়ঙ্গু, লোধ, কট্‌ফল

বরাহক্রান্তা ও ধাই ফুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অথবা পক্ববল্কলচূর্ণ, বা শুক্তিচূর্ণ ঐ ব্রণের মধ্যে দিবে, ইহাতে ব্রণক্ষত পূরিয়া উঠিবে। বাতোত্থণব্রণে যদি দাহ ও বেদনা থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রণে কৃষ্ণতিল ও মসিনা ভাজিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপিত এবং ঐ দুগ্ধ দ্বারাই উহা বাটিয়া প্রলেপ দিবে, এইরূপে প্রলেপ দিলে দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

ব্রণের ক্ষতস্থলে যদি অত্যন্ত শূল হয়, তাহা হইলে স্নেহ-শর্করার বিধানানুসারে উহা প্রস্তুত করিয়া ব্রণে প্রক্ষেপ দিবে, ইহাতে ঐ শূল নিবারিত হয়। দশমূলের কাথ বা দধির মাত অথবা ঈষদুষ্ণ সতৈলঘৃত ব্রণস্থলে পরিষেক করিলে বাতোত্থণ-ব্রণের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

সাধারণতঃ ব্রণের দাহ ও বেদনা নিবারণের জন্য যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও তিলচূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া তাহা জলে পেষণ এবং ঘৃতাভ্যক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়। সমান পরিমাণে কৃষ্ণতিল ও মুগ দুগ্ধে পাক করিয়া তাহার উপনাহ দিলেও ব্রণের দাহ ও বেদনা নিবারিত হয়।

যে সকল ব্রণের মুখ অতি সূক্ষ্ম এবং যে সকল ব্রণ হইতে বহুস্রাব হইতে থাকে, ঐ সকল ব্রণের মধ্যে নালী আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক, এইরূপ সন্ধান করার নাম এষণা। কিন্তু ব্রণ যদি মর্ম্মস্থানজাত হয়, তাহা হইলে এষণা বিধেয় নহে। উক্ত ব্রণের কতদূর পর্য্যন্ত নালী হইয়াছে, শলাকা দ্বারা তাহা স্থির করিতে হয়। এই এষণা দুই প্রকার, মৃদু ও কঠিন। যে স্থলে উদ্ভিদের মৃদুনালদ্বারা এষণা হয় তাহাকে মৃদু এষণা এবং লৌহশলাকাদ্বারা এষণা হইলে তাহাকে কঠিন এষণা কহে। মাংসলপ্রদেশে ব্রণ গম্ভীর হইলে লৌহ-শলাকাদ্বারা নালী অনুসন্ধান করিয়া পাটন করিতে হয়। ইহার বিপরীতস্থলে মৃদু এষণা করিয়া পাটন করিবে।

যে সকল ব্রণ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়, এবং যাহা বিবর্ণ, বহুস্রাবযুক্ত ও অতি বেদনান্বিত হয়, ঐ ব্রণ অশুদ্ধ জানিতে হইবে। এই অশুদ্ধ ব্রণ শোধনপ্রণালী অনুসারে শুদ্ধ করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—ত্রিফলা, খদির, দারুহরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপাতা ও পলতা ইহাদের কষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্রণ ধুইতে হইবে। ইহাতে ব্রণ শোধন হয়, অর্থাৎ ব্রণের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিলকল্ক, সৈন্ধবলবণ, দারু-হরিদ্রা, তেওড়া, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিমপত্র, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ব্রণ শোধিত হয়।

উক্ত প্রণালী অনুসারে ব্রণ শুদ্ধ হইলে ব্রণের রোপণ করিতে হইবে। ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা উক্ত প্রকারে জানা যাইবে, যে ব্রণ অতিরক্ত বর্ণ, বা অতিশ্যাববর্ণ না হয় ও যে ব্রণ অতিশয় বেদনাযুক্ত বা কোটরগত না হয়, তাহাই শুদ্ধ ব্রণ। এই শুদ্ধ ব্রণেরই রোপণ বিধেয়।

রোপণপ্রণালী—ব্রণে রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করিলে ব্রণ শুষ্ক হয়। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, পাকুড়, বেতস, করবীর, আকন্দ ও কুড়চি এই সকল দ্রব্যের কষায়ে ব্রণ ধৌত করিলে ব্রণের রোপণ হয়। পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, জীবন্তী, গোজিয়া, ধাইফুল, শ্বেতবেড়েলা ও কৃষ্ণ তিল এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণ শুষ্ক হয়। কমলাগুড়ি, বিড়ঙ্গ, কুড়চি ছাল, ত্রিফলা, বেড়েলা, পলতা, নিমপাতা, লোধ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, খদির, ধাইফুল, ধুনা, ছোট এলাচি, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ব্রণে মাখা-ইলে ব্রণ শুষ্ক হয়। ঘা শুকাইবার জন্য এই তৈল অতি উৎকৃষ্ট। পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথা বিধানে তৈল পাক করিয়া ব্রণে দিলে শুষ্ক হয়। দূর্ব্বার স্বরস, কমলাগুড়ি, অথবা দারুহরিদ্রার ত্বকের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণে দিলে ব্রণের ঘা শুকাইয়া থাকে।

উপরে যে রূপ প্রণালীতে তৈলপাকের বিধান লিখিত হইল, ঐ সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া বাতপিত্তোত্থণ ব্রণে প্রয়োগ করিলে ঐ ব্রণ আশু শুকাইয়া থাকে। পত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিতে হয়, কদম্ব, অর্জ্জুন, নিম্ব, পাটলী, পিপ্পল ও আকন্দ ইহাদের পত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিবে।

নিম্নব্রণের উৎসাদন—শুক্রজনক দ্রব্য, বৃংহণীয় দ্রব্য এই সকল দ্রব্যের প্রলেপাদি দিলে নিম্নব্রণ উদ্গত হয়। ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থি, পাথরকুচি, হীরাকস ও গুগ্‌গুলু সমান ভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে ব্রণের অবসাদন অর্থাৎ উন্নত ব্রণ নিম্ন হইয়া থাকে। চড়ুই পাখী ও পায়রার বিষ্ঠা লাগাইলেও ব্রণের অবসাদন হয়।

ব্রণে অগ্নিকর্ম্ম—রক্তের অতিস্রাবে, বিদ্ধ স্থানে, ছেদনার্হ স্থানে, অধিক মাংসস্থলে, গণ্ডমালায়, গম্ভীরব্রণে, স্থিরব্রণে এবং স্পর্শরহিত স্থানে অগ্নিকর্ম্ম প্রশস্ত। মোম, তৈল, মজ্জা, মধু, বসা, ঘৃত এবং শলাকাদি বিবিধ প্রকার লৌহ দ্রব্য অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দাহ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ব্যক্তি, গর্ভিণী স্ত্রী, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও জ্বরপীড়িত রোগী, ভীরু ও বিষণ্ণ ব্যক্তি ইহাদের পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। স্নায়ুব্রণে, মর্ম্মব্রণে, সবিষ বা সশল্য ব্রণে এবং নেত্র ও কোষ্ঠব্রণেও অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

ব্রণের দোষ ও কাল বিবেচনা করিয়া সুনিপুণ চিকিৎসক শস্ত্র ও অগ্নিকর্ম্ম সাধ্য ব্রণে ক্ষার প্রয়োগ করিতে পারেন। শ্বেত

চন্দন বা গন্ধকের ধূপ প্রয়োগ করিলে শিথিল ব্রণ কঠিন হয়। ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলের ধূপ প্রয়োগে কঠিন ব্রণ শিথিল হইয়া থাকে। ব্রণে এইরূপ ধূপ দিলে ব্রণের বেদনা, স্রাব, গন্ধ, কৃমি, কাঠিন্য ও মৃদুত্ব প্রশমিত হয়। লোধ, বটশুঙ্গ, খদির, ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতাক্ত করিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণের শৈথিল্য ও সৌকুমার্য্য হয়।

অর্জ্জুন, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, লোধ, জাম, ও কট্‌ফল এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিবে, ইহাতে ত্বগ্‌বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। কালিয়া কাষ্ঠ, তগরপাদুকা, আম্রের আটির শস্য, নাগেশ্বর ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য গোময় রসে মর্দ্দন করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ দিলে ঐ স্থান গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধতৃণ, অশ্বত্থ ও হিজলমূল, লাক্ষা, গিরিমাটী, নাগেশ্বর, গুলঞ্চ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ব্রণস্থানের বর্ণ গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। চতুষ্পদ জন্তুর ত্বক্, রোম, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম তৈলের সহিত ব্রণস্থানে মাখাইলে সেই স্থানে লোমোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ব্রণরোগী লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ, বিদাহি ও গুরুপাক অন্নপান এবং মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। নাতিশীতল, স্নিগ্ধ, ও অবিদাহী লঘু অন্ন ও পান এবং দিবসে অনিদ্রা ব্রণরোগীর পক্ষে হিতকর। (চরক চিকিৎসিত স্থা° ২৫ অ°)

সুশ্রুত, বাভট, ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ব্রণের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রণকারিন্ (ত্রি) ক্ষতোৎপাদক দ্রব্যাদি।

ব্রণকৃৎ (পুং) ব্রণং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ ভল্লাতক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ ক্ষতকারক।

ব্রণকেতুঘ্নী (স্ত্রী) ব্রণকেতুং হন্তীতি হন-টক্-ঙীপ্। দুগ্ধফেণীক্ষুপ। (রাজনি°)

ব্রণগ্রন্থি (পুং) ব্রণরোগভেদ। ব্রণের উপরিভাগে গ্রন্থির মত হইলে তাহাকে ব্রণগ্রন্থি কহে। (বাভট উত্তর ২৯ অ°)

ব্রণজিতা (স্ত্রী) মুণ্ডী, মুণ্ডিরী। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণদ্বিস্ (পুং) ব্রণস্য দ্বিট্ শত্রুঃ। ১ ব্রাহ্মণ-যষ্টিকা, (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ ব্রণদ্বেষক।

ব্রণধূপন (পুং) ব্রণস্য ধূপনং। ব্রণের ধূপদানবিধি। [ব্রণশব্দ দেখ]

ব্রণরোপণ (ক্লী) ব্রণস্য রোপণং। ব্রণের রোপণ, ব্রণের মধ্য হইতে দূষিত মাংসাদি অপসৃত হইলে যে ঔষধাদি দ্বারা ক্ষত অংশপূর্ণ হয়, তাহাকে ব্রণরোপণ কহে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,দূষিত মাংস অপসারিত হইলে সেই স্থানের মাংসপূরণের নিমিত্ত তিলের কল্ক, ঘৃত ও মধু সংযোগে প্রয়োগ করিবে, অশ্বগন্ধা, কটকী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে ব্রণরোপণ অর্থাৎ ব্রণের গভীর ভাগ পূরণ হয়। [ব্রণ শব্দ দেখ]

ব্রণরোপণরস (পুং) ক্ষুদ্ররোগাধিকারের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, অহিফেন, সৌবর্চ্চল ও সৈন্ধবলবণ তুল্যভাগে লইয়া জম্বীর, ঘৃতকুমারী, নরমূত্র ও চিতার রসে তিন তিন দিন পৃথগ্‌ভাবে ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ৬ রতি, অনুপান মধু। (রসেন্দ্রচিন্তা° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

ব্রণবৎ (ত্রি) ব্রণ অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। ব্রণবিশিষ্ট, ব্রণরোগী।

ব্রণশোথ (পুং) ব্রণস্য শোথঃ। ব্রণের স্ফীততাকারক রোগভেদ। ব্রণ নিমিত্ত শ্বয়থু। ইহার লক্ষণ—

"পৃথক্-সমস্তদোষোত্থা রক্তজাগন্তুজৌ তথা।
ব্রণশোথাঃ ষড়েতে স্যুঃ সংযুক্তাঃ শোথলক্ষণৈঃ॥"
(ভাবপ্র° ব্রণাধি°)

পৃথক্ বা সমস্ত দোষ দূষিত হইয়া ৬ প্রকার ব্রণশোথ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাতে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ব্রণশোধন (পুং) ১ কম্পিল্লক, কমলাগুঁড়ি। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণশোষ (পুং) ব্রণস্য শোষঃ। ক্ষতজন্য শোষরোগ। ইহার লক্ষণ—

"রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিনশ্চ ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমো মতঃ॥" (মাধবনি°)

রক্তক্ষয় বা আহার বিশেষ দ্বারা ব্রণরোগীর ব্রণে অতি বেদনার সহিত যে শোষ হয়, তাহাকে ব্রণশোষ কহে।

ব্রণস্থান (ক্লী) ব্রণস্য স্থানং। ব্রণের স্থান। চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রণের ৮টী স্থান, ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম। এই ৮টী স্থানে দোষদুষ্ট ব্রণ হইয়া থাকে। "তানি চ ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিকোষ্ঠমর্ম্মাণীত্যষ্টৌ ভবন্তি" (সুশ্রুত সূ° ২২ অ°)

ব্রণস্রাব (পুং) ব্রণস্য স্রাবঃ। সুশ্রুতোক্ত ব্রণরোগের পূয়াদি ক্ষরণ।

"অথাতো ব্রণস্রাববিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ" (সুশ্রুত সূত্রস্থা°)

ব্রণহ (পুং) ব্রণং হন্তীতি হন-ড। ১ এরণ্ড বৃক্ষ। (ত্রি) ২ ব্রণঘাতক।

ব্রণহরী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকৌষধি, বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণহা (স্ত্রী) ব্রণং হন্তীতি হন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। গুড়ূচী (শব্দচ°)

ব্রণহৃৎ (পুং) ব্রণং হরতীতি হৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ্। কলিকারীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ব্রণায়াম (পুং) বাতব্যাধি রোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"মর্ম্মাশ্রিতং ব্রণং প্রাপ্য বায়ুর্যঃ সর্ব্বদেহগঃ।
বেগৈরানময়েদ্দেহং ব্রণায়ামস্তু তং ত্যজেৎ ॥" (মাধবনি°)
সর্ব্বদেহগত বায়ু মর্ম্মাশ্রিত ব্রণকে প্রাপ্ত হইয়া অতি বেগে দেহকে নমিত করিলে তাহাকে ব্রণায়াম কহে। এই রোগ অসাধ্য।

ব্রণারি (পুং) ব্রণস্য অরিঃ। বোল নামক গন্ধদ্রব্য, গন্ধবোল। (রাজনি°) (পুং) ২ অগস্তিবৃক্ষ, বাসনাগাছ। (রাজনি°)

ব্রণিন্ (ত্রি) ব্রণ অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রণরোগী।

ব্রণোপক্রম (পুং) ব্রণস্য উপক্রমঃ। ব্রণরোগের চিকিৎসা। সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থানে ১ অধ্যায়ে ৬০ প্রকার ব্রণোপক্রম, অর্থাৎ ব্রণের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। "ব্রণোপক্রমঃ ষষ্টি-বিধোঽপতর্পণাদি ভেদেন, যথা ইত্যাদি"। (সুশ্রুত চি° ১ অ°)
এই ৬০ প্রকার যথা—অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন, উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন, বিরেচন, ছেদন, ভেদন, দারণ, লেখন, এষণ, আহরণ, ব্যধন, সীবন, সন্ধান, পীড়ন, শোণিত-স্থাপণ, নির্ব্বাপন, উৎকারিকা, কষায়, বর্ত্তি, কল্ক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ব্রণধূপন, অবগাহন, মৃদুকর্ম্ম, দারণকর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম, প্রতিসারণ, রোমসংজনন, লোমাপহরণ, বস্তিকর্ম্ম, উত্তর বস্তিকর্ম্ম, বন্ধ, পত্রদান, কৃমিঘ্ন, বৃংহণ, বিষঘ্ন, শিরোবিরেচন, নস্য, কবলধারণ, ধূম, মধুসর্পিঃ, যন্ত্র, আহার এবং রক্ষা বিধান এই ৬০ প্রকার ব্রণ রোগের উপক্রম।

ব্রণিল (ত্রি) ব্রণযুক্ত, ক্ষতবিশিষ্ট।

ব্রণীয় (ত্রি) ব্রণ সম্বন্ধীয়, শারীর ও আগন্তুব্রণ সম্বন্ধীয়।

ব্রণ্য (ত্রি) ব্রণোৎপাদনযোগ্য।

ব্রত (পুংক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃঞ্ বরণে বাহুলকাদতচ্ স চ কিৎ। ১ ভক্ষণ। (উণাদি উজ্জ্বল) ২ পুণ্যজনক উপবাসাদি, পুণ্যসাধন উপবাসাদি নিয়মের নাম ব্রত। যে সকল উপবাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহাকে ব্রত কহে। সম্যক্ সঙ্কল্পজনিত অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াবিশেষ রূপের নাম ব্রত। ইহা প্রথমে দুই প্রকার, প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ, দ্রব্য বিশেষ ভোজন ও পূজাদি সাধ্য ব্রতকে প্রবৃত্তিরূপ এবং কেবল উপবাসাদি সাধ্য ব্রতকে নিবৃত্তিরূপ কহে। ইহা আবার তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকরণে প্রত্যবায়-সাধনের নাম নিত্য, যাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিত্য কহে। একাদশী প্রভৃতি ব্রত নিত্য। কোন নিমিত্ত বশতঃ যে ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে নৈমিত্তিক কহে। পাপক্ষয় জন্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত নৈমিত্তিক। তিথিবিশেষে কামনা করিয়া যে সকল ব্রতানুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে কাম্য কহে। যথা সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রত। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে অবৈধব্য-কামনায় সাবিত্রী ব্রত করিতে হয়, সুতরাং ইহা কাম্য। এইরূপ কামনা করিয়া যে ব্রত করা হয়, তাহাই কাম্য।

"ব্রতঞ্চ সম্যক্সঙ্কল্পজনিতানুষ্ঠেয়ক্রিয়াবিশেষরূপং তচ্চ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যুভয়রূপং। তত্র দ্রব্যবিশেষভোজনপূজাদিকং প্রবৃত্তি-রূপং উপবাসাদিকঞ্চ নিবৃত্তিরূপং, তচ্চ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যঞ্চ। নিত্যমেকাদশ্যাদি ব্রতং, নৈমিত্তিকং চান্দ্রায়ণাদিব্রতং কাম্যং তত্তত্তিথ্যুপবাসাদিরূপং।
"সম্যক্ সসাধনং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমধিকারিণা।
নিষ্কামেন মহাবীর! কাম্যং কামান্বিতেন বা ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

ব্রতারম্ভবিধি—হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে যে, অখণ্ডা তিথিতে ব্রতারম্ভ করিতে হয়, উদয়গামিনী তিথি যদি দিনমধ্য ভঙ্গনা না করে, অর্থাৎ যে তিথিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই তিথি যদি দিবার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে খণ্ডা তিথি কহে, এই খণ্ডা তিথি ব্রতারম্ভে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ এই তিথিতে ব্রত করিতে নাই। ইহার বিপরীত অখণ্ডা যে তিথি তাহাতেই ব্রতারম্ভ প্রশস্ত। গুরু শুক্রের বাল্য বৃদ্ধাস্তজনিত অকাল এবং মলমাসেও ব্রতারম্ভ করিতে নাই।
"উদয়স্থা তিথি র্যাহি ন ভবেদ্দিনমধ্যভাক্।
সা খণ্ডা ন ব্রতানাং স্যাদারম্ভে চ সমাপনে ॥
এতদ্ব্যতিরিক্তায়ামখণ্ডায়াং প্রারম্ভকালঃ বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ।
অখণ্ডব্যাপিমার্ত্তণ্ডা যদ্যখণ্ডা ভবেত্তিথিঃ।
ব্রতপ্রারম্ভণস্তস্যামনষ্টগুরুশুক্রয়োঃ ॥
অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞদানব্রতানি চ।
বেদব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ ॥
মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ।
বালে বা যদি বা বৃদ্ধে শুক্রে বাস্তং গতে গুরোঃ ॥
মলমাস ইবৈতানি বর্জ্জয়েদ্দেবদর্শনম্ ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

যে তিথি ব্যাপিয়া সূর্য্যদেব অবস্থান করেন, তাহাই অখণ্ডা তিথি, এই অখণ্ডা তিথিই ব্রতারম্ভে প্রশস্ত। অস্তগামিনী তিথি অপেক্ষা উদয়গামিনী তিথিই শ্রেষ্ঠ। অতএব উদয়গামিনী তিথিতেই ব্রতাদি কার্য্য করা বিধেয়।

ব্রতের কায়িক ও মানসিক দুই প্রকার ভেদ অভিহিত হইয়াছে, যথা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অকল্মষ, এই গুলি মানস ব্রত এই সকলের অনুষ্ঠানে মানস ব্রতের ফল হয়। কায়িক ব্রত—উপবাস ও অযাচিত ভাবে অবস্থান প্রভৃতি, অর্থাৎ সমস্ত দিবারাত্র উপবাস বা অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিকালে ভোজন এবং কাহার নিকট কোনরূপ যাচ্ঞা না করা, ইহাই কায়িক ব্রত। "ব্রতানাং মানসাদি ভেদঃ—

অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্।
এতানি মানসান্যাহু ব্রতানি ব্রহ্মধারিণাম্॥
তৎসর্ব্বং কায়িকং পুংসাং ব্রতং ভবতি নান্যথা॥
উপবাসোহয়মাহোরাত্রভোজনং, আদিশব্দাদযাচিতাদিঃ'
(হেমাদ্রিব্রতখ°)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই ব্রতে অধিকার আছে, ইঁহারা সকলেই ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার থাকা আবশ্যক, এই অধিকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যাঁহারা বর্ণানুসারে স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এবং বিশুদ্ধ চিত্ত, অলুব্ধ, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতের হিতকারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, মদ ও দম্ভরহিত, এবং পূর্ব্বে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া তদনুসারে কার্য্যকারী এই সকল সদ্গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী; অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিই ব্রত করিলে তাহার ফল পাইয়া থাকেন, অন্যথা নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাদের ব্রতের ফল হয় না। ধার্ম্মিক শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তপস্যা, সত্য, অক্রোধ, স্বদারে সন্তোষ, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা, এই গুলি সাধারণ ধর্ম্ম নামে অভিহিত, এই সকল সাধারণ ধর্ম্মানুসারে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাহারাই ধার্ম্মিক। এই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী। "ব্রতসামান্যধর্ম্মস্তদধিকারিণশ্চ—

ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনৈস্তথা।
বর্ণাঃ সর্ব্বেঽপি মুচ্যন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ॥

তদেবং বচনসন্দর্ভেণোক্তনিয়মবতাং চতুর্ণামপি বর্ণানাং স্ত্রী-পুংসাধারণ্যেন ব্রতেষধিকারঃ।

নিজবর্ণাশ্রমাচারঃ নিয়তশুদ্ধমানসঃ।
ব্রতেষধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ।
অলুব্ধঃ সত্যবাদী চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রতেষধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ॥
পূর্ব্বং নিশ্চিত্য শাস্ত্রার্থং যথাবৎ কর্ম্মকারকঃ।
অবেদনিন্দকো ধীমানধিকারী ব্রতাদিষু॥
শ্রাদ্ধকর্ম্মতপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ॥"
(হেমাদ্রিব্রতখ°)

চারিবর্ণের স্ত্রী মাত্রেরই ব্রতানুষ্ঠানে অধিকার আছে। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিধি এই যে, সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া ব্রত করিবেন, অনুজ্ঞা ব্যতীত ব্রত করিতে পারিবেন না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে তাহাদের পক্ষে পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র পতিশুশ্রূষাই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়া থাকে।

অবিবাহিতা কন্যা পিতার আদেশে এবং সধবা পতির আজ্ঞায় ও বিধবা পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রতাচরণ করিবে।

"তত্রায়ং পরো বিশেষঃ যৎ স্ত্রীণাং ভর্ত্রাজ্ঞাং বিনা ন স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রতাদিষ্বধিকারঃ —

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
নারী চ ত্বননুজ্ঞাতা পিত্রা ভর্ত্রা সুতেন বা।
বিফলং তদ্ভবেত্তস্যা যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকম্॥

পিত্রেতি কন্যাত্বে, ভর্ত্রেতি সৌভাগ্যদশায়াং, সুতেনেতি বৈধব্যদশায়াং, ঔর্দ্ধদেহিকং ব্রতাদি।" (হেমাদিব্রত খ°)

কুমারী, সধবা ও বিধবা স্ত্রী মাত্রেরই পিতা, পতি ও পুত্রের আদেশে ব্রতধারণ বিধেয়। অন্যথা তাহারা ব্রতের ফলভাগিনী হইবে না।

ব্রতাচরণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। পরে ব্রতারম্ভ দিনে সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিন ব্রীহি, ষষ্টিক, মুদ্গ, কলায়, জল, দুগ্ধ, শ্যামাক, নীবার ও গোধূম এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, কিন্তু কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালঙ্কী, জ্যোৎস্নিকা এই সকল দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

চরু, শক্তু, শাক, দধি, ঘৃত, মধু, শ্যামাক, শালি, নীবার, মূল এবং পত্রাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। মধু ও মাংস নিষিদ্ধ।

"ব্রীহিষষ্টিকমুদ্গাশ্চ কলায়াঃ সলিলং পয়ঃ।
শ্যামাকাশ্চৈব নীবারা গোধূমাদ্যা ব্রতে হিতাঃ॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকী পালঙ্কীজ্যোৎস্নিকাস্ত্যজেৎ।
চরুভৈক্ষ্যং শক্তুকণাঃ শাকং দধি ঘৃতং মধু॥"
(হেমাদ্রিব্রতখ°)

এই দিন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে অষ্টাঙ্গ মৈথুননিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্রতকারী, এই দিনে সকল ভূতের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ প্রভৃতি পালন করিয়া চলিবেন।

ব্রতারম্ভ কালে অশৌচাদি হইলে ব্রত করিতে নাই। কিন্তু ব্রতারম্ভের পর যদি ব্রতদিনে অশৌচ হয়, তাহা হইলে ব্রত করিতে পারিবে, তাহাতে দোষ নাই। অর্থাৎ একটী ব্রত ৭ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে বারে প্রথম ব্রতারম্ভ হইবে,

সেই বারে অশৌচাদি ঘটিলে করিতে পারিবে না। কিন্তু পর বৎসরে যদি ব্রতের সমসময়ে অশৌচ বা স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহা হইলে ব্রত বাধ হইবে না, অপর দ্বারা করা যাইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রত করিবেন, উপবাসাদি নিজেই করিবে, উপবাসে অসমর্থ হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে, অত্যন্ত অসমর্থ হইলে পুত্রাদি প্রতিনিধি দ্বারা উপবাস করাইবে। স্বামীর ব্রতে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর ব্রতে স্বামী প্রতিনিধি হইতে পারে। তাহা না হইলে পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী প্রতিনিধি হইবে। ইহারা না হইলে ব্রাহ্মণকেও প্রতিনিধি করা যাইতে পারে।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥
তত্র বিশেষয়তি মৎস্যপুরাণম্—
গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদা শুদ্ধা তদাঽন্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥
উপবাসাশক্তৌ তু নক্তং ভোজনং কুর্ব্বীত।
উপবাসেঽসমর্থানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।

ইতি বচনান্তরাৎ অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ, কায়িক-ক্ষোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধা অশুদ্ধা বা স্বয়ং ক্রিয়তে। অত্যন্তা-সামর্থ্যে পুত্রাদিপ্রতিনিধিদ্বারা উপবাসঃ কার্য্যঃ। তদভাবেঽম্বুকরঃ

ভার্য্যা ভর্তৃব্রতং কুর্য্যাৎ জায়ায়াশ্চ পতিস্তথা।
অসামর্থ্যাৎ দ্বয়োস্তাভ্যাং ব্রতভঙ্গো ন জায়তে॥
পুত্রং বা বিনয়োপেতং ভগিনীং ভ্রাতরং তথা।
এষামভাবে এবাস্য ব্রাহ্মণং বিনিয়োজয়েৎ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

যথাবিধানে ব্রত গ্রহণ করিলে সমাপনান্তে সেই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ব্রত বিশেষে ৫, ৭, ১৪ প্রভৃতি বৎসরে তাহার প্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে। যদি কেহ ব্রত আরম্ভ করিয়া ব্রতের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত না বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রতের অসমাপ্তি জন্য দোষ হইবে না। ব্রতের ফলভাগী হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি লোভ, মোহ, প্রমাদবশতঃ ব্রতভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তা-নুষ্ঠানের পর পুনর্ব্বার ঐ ব্রত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিন দিন উপবাস এবং কেশমুণ্ডন করিবে। কেশমুণ্ডন যদি না করে, তাহার মূল প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়-শ্চিত্ত করিতে হয়। উপবাস করিতে না পারিলে ২৪ পণ বরাটক-দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের কেশবপন করিতে নাই। তাহাদের কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমাণ কেশ-ছেদন করিলেই হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আবার ব্রত করিবে। যদি কেহ সঙ্কল্প করিয়া ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক সেই ব্রত না করে, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় চণ্ডালত্ব এবং মরণের পর কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়।

"আরব্ধব্রতস্যাসমাপ্তৌ মরণেঽপি তৎফলপ্রাপ্তিমাহাঙ্গিরাঃ—
যো যদর্থং চরেদ্ধর্ম্মং ন সমাপ্য মৃতো ভবেৎ।
স তৎপুণ্যফলং প্রেত্য প্রাপ্নুয়াদঙ্গিরব্রবীৎ॥
'প্রেত্য পরলোকে' শাম্বপুরাণং—
লোভান্মোহাৎ প্রমাদাদ্বা ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্॥

মোহো ভ্রমঃ, প্রমাদোঽনবধানতা, বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, তেন মুণ্ডনঞ্চ কার্য্যং মুণ্ডনাকরণে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং। উপবাসত্রয়া-শক্তৌ চতুর্বিংশতি পণা দেয়াঃ।

বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যা জপাদিকম্।
ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ দধ্যাজ্যবাজিনম্॥
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলদ্বয়ং।
এবমেব তু নারীণাং মুণ্ডমুণ্ডনমাদিশেৎ॥
প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ।
জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

ব্রতগ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণ কালে সঙ্কল্প করিতে হয়। পূর্ব্ব দিনে সংযতচিত্ত হইয়া ব্রতদিন প্রাতঃকালে স্নানসন্ধ্যাদি করিয়া আচমন, সূর্য্যার্ঘ্য, গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নব-গ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল প্রভৃতির পূজা, সূর্য্য, সোম ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে।

"প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্বিদ্বানুপবাসব্রতাদিকম্।
নাপরাহ্ণে ন মধ্যাহ্ণে পিত্র্যকালৌ হি তৌ স্মৃতৌ॥"

একাহারং পূর্ব্বদিনে কৃত্বা পরদিনে স্নাত্বাচম্য সূর্য্যাদি-দেবেভ্যো নিবেদ্য ও' সূর্য্যঃ সোমো যমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রেণ সান্নিধ্য প্রার্থ্য ব্রতমাচরেৎ, ততঃ সঙ্কল্পয়েৎ।

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্॥
নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কার্য্যং জায়তে ক্বচিৎ॥
আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং অন্তে চ কুলদেবতাম্॥' (হেমাদ্রিব্রতখ°)

ইত্যাদি রূপে পূজাদি করিয়া ব্রতাচরণ করিবে।

ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য হইবে, সেই কয় বৎসর একই নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত বৎসর পূর্ণ হইলে বিধি অনু-সারে সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে যদি জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে প্রতিষ্ঠা

কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। কিন্তু যাহার ব্রত, তিনি উপবাসাদি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না।

যদি কোন দৈবগতিকে প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে অশৌচে হইবে না। যদি ঐ বৎসর গুরু শুক্রের বাল্য, অস্ত ও বৃদ্ধজনিত অকাল ও মলমাসাদি হয়, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৎসর অকাল, মলমাস প্রভৃতি না হয়, এবং অশৌচাদি না থাকে, সেই বৎসরেই প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-বৎসরে প্রতিষ্ঠা না করায় অবশ্য পাপভোগী হইতে হইবে।

ব্রতকারী ব্রতানুষ্ঠানের পর ব্রতকথা শ্রবণ করিবেন। ব্রত প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে আর কথা শুনিতে হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্রতে বিশেষ আছে যে, প্রতিষ্ঠার পরও কথাশ্রবণ, ও ডোরোৎসর্গ করিতে হয়, যেমন কুক্কুটীসপ্তমীব্রতে প্রতিষ্ঠার পরও যাবজ্জীবন ব্রতকথা শ্রবণ ও ডোর ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক ব্রতের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে লিখিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে আর লিখিত হইল না। অকারাদি ক্রমে কতকগুলি ব্রতের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ সমূহে এই সকল ব্রতের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসের চান্দ্র শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই তিথিতে স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, দান প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এই তিথি সত্য যুগাদ্যা। এই তিথিতে সকল ফল অক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য এই তিথির নাম অক্ষয়া তৃতীয়া।

২। অক্ষয়ফলাবাপ্তি ফলকাখ্য তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে। অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩। অখণ্ডৈকাদশী ব্রত—এই ব্রতবিধান বামনপুরাণে লিখিত আছে। আশ্বিন মাসের শুক্ল একাদশীর দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

৪। অগ্নিচতুর্থী ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লাচতুর্থীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫। অঘোরাখ্যচতুর্দ্দশী—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রতবিধান আছে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম অঘোরাখ্য চতুর্দ্দশী, এই তিথিতে ব্রত করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে এই ব্রতের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। অঙ্গারচতুর্থী ব্রত—মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিধান আছে। যে কোন মাসের মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৭। অচলা সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮। অদারিদ্রষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাসের ষষ্ঠী তিথিতে এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৯। অনঘাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১০। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

১১। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—কালোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২। অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বর্ষসাধ্য। ব্রতারম্ভের পর চতুর্দ্দশ বৎসর এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৩। অনন্ততৃতীয়া ব্রত—এই ব্রতের বিধান পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয়া তিথিতে ব্রত করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অনন্ত তৃতীয়া ব্রত। শ্রাবণ, বৈশাখ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪। অনন্তদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যে এই ব্রতের বিষয় লিখিত আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। ইহা এক বৎসরসাধ্য।

১৫। অনন্তপঞ্চমী ব্রত—এই ব্রত স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬। অনন্তফলসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ইহা ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১৭। অনোদনসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮। অপরাজিতাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা বর্ষ সাধ্যব্রত।

১৯। অমাবস্যা ব্রত—কূর্ম্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন

অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করা যায়। অমাবস্যা তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে যে কোন দ্রব্য বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাদেব তাহার উপর প্রীত হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সপ্ত জন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

২০। অভীষ্ট সপ্তমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

২১। অভুক্তভরণসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২। অরুন্ধতী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বসন্ত ঋতুতে তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩। অর্কব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। প্রত্যেক মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৪। অর্কসপ্তমী ব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত দুই বৎসর সাধ্য। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫। অর্কসম্পুটসপ্তমী ব্রত। ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যের উদ্দেশে উপবাসাদি করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৬। অর্কাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন মাসে শুক্লপক্ষে রবিবারে যদি অষ্টমী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭। অর্দ্ধশ্রাবণকব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে এই ব্রত হইয়া থাকে।

২৮। অর্দ্ধোদয় ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। যে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন যদি রবিবার, ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয় কহে। প্রথমে বসিষ্ঠ দেব, পরে জামদগ্ন্য ও সনকাদি ঋষিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। অলবণতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। এই ব্রত যাবজ্জীবন করিতে হয়। দ্বিতীয়াতিথিতে উপবাস করিয়া তৃতীয়ার দিন লবণ ভক্ষণ করিতে নাই। প্রতিমাসেই এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে, পুরুষ মনোরমা পত্নী, এবং স্ত্রী মনোরম পতি লাভ করিয়া থাকে।

৩০। অবিঘ্ন-বিনায়ক চতুর্থী ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রতের ফলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

৩১। অবিয়োগ-তৃতীয়া ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস ও রাত্রিতে চন্দ্রদর্শন করিয়া পায়স ভোজন এবং পর দিন তৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের অবৈধব্যকর।

৩২। অবিয়োগ দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া করিতে হয়।

৩৩। অব্যঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। শ্রাবণের শুক্লসপ্তমী তিথিতে এই ব্রত শেষ হয়।

৩৪। অশূন্য-শয়ন দ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চাতুর্ম্মাস্যে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৫। অশোকত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র এই তিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৬। অশোকপূর্ণিমা ব্রত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনী পূর্ণিমার নাম অশোক-পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৭। অশোক-প্রতিপদ ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির শোক হয় না।

৩৮। অশোকাষ্টমী ব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত, এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে করিতে হয়। এই দিনে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ৮টী অশোকপুষ্পকলিকা পান করিতে হয়। এই ব্রত ফলে শোক হয় না।

ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অন্য প্রকার আরও একটী অশোকাষ্টমী ব্রত আছে।

৩৯। অহিংসা ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। অব্দান্তে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০। আগ্নেয়ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন নবমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

৪১। আজ্ঞাসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহার ফলে আজ্ঞা অপ্রতিহত হইয়া থাকে।

৪২। আদিত্য ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। যে মাসের রবিবারে এই ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহার দ্বাদশ মাস পরে এই ব্রত শেষ হইবে।

৪৩। আদিত্যশয়ন ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি রবিবারে কিংবা সংক্রান্তির দিন হস্তা নক্ষত্র ও সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪। আদিত্য-নন্দাদি ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি দ্বাদশী তিথি ও হস্তানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫। আনন্দব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬। আনন্দ-পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭। আনন্দনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা নবমী তিথিকে আনন্দ নবমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে একবার ভোজন এবং ষষ্ঠী তিথিতে রাত্রিকালে ভোজন, এবং সপ্তমী তিথিতে অযাচিত রূপে ভোজন এবং অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পরে নবমী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৮। আয়ুদব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাস কাল রাত্রিতে ভোজন করিয়া করিতে হয়।

৪৯। আরোগ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

বরাহপুরাণে আরও একটী অন্য প্রকার আরোগ্যব্রতের উল্লেখ আছে। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫০। আরোগ্য-দশমী ব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া দশমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১। আয়ুব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে সংযত হইয়া পূর্ণিমার দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫২। আয়ুঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৩। আশাদিত্যব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের মধ্যে রবিবার দিন এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

৫৪। আশ্রমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৫৫। আষাঢ়ব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতে আষাঢ়ের প্রতিদিন একবার ভোজন ও বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

৫৬। ইন্দ্রপৌর্ণমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পূর্ণিমার দিন করিতে হয়। পূর্ণিমার উপবাস করিয়া ৩০ জন দম্পতীকে অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদের পূজা করিবে।

৫৭। ঈশানব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে বৃহস্পতিবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৮। ঈশ্বরব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৯। উদকসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৬০। উভয়দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৬১। উভয়নবমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় নবমীতিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে।

৬২। উভয়সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও একবৎসরসাধ্য। মাসের উভয় সপ্তমীতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬৩। উমামাহেশ্বরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

দেবীপুরাণ, ভৃগুসংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও তিন প্রকার এই ব্রত আছে।

৬৪। উত্থানবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লানবমীর নাম উত্থানবমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৫। ঋতুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত বসন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া ৬টী ঋতুতে করিতে হয়।

৬৬। ঋষিপঞ্চমীব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণের শুক্লাপঞ্চমীর নাম ঋষিপঞ্চমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৭। একভক্ত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসে একবারমাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৬৮। ঐশ্বর্য্যতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৬৯। কদলীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

৭০। কন্দুচতুর্থীব্রত—মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম কন্দুচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭১। কপিলাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে যদি ব্যতীপাতযোগ ও রোহিণী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কপিলাষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭২। করণব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্ল পক্ষে যে দিন ববকরণ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৭৩। কমলসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লাসপ্তমীকে কমলসপ্তমী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৭৪। কল্কিদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৭৫। কল্পবৃক্ষব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পয়োব্রতের নিয়মানুসারে তিন দিন অবস্থান ও কাঞ্চনকল্পপাদপ প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিবে।

৭৬। কল্যাণসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি শুক্লাসপ্তমী হয়, তাহাকে কল্যাণসপ্তমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৭৭। কাঞ্চনপুরীব্রত-গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত শুক্লাতৃতীয়া, কৃষ্ণাএকাদশী, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও অষ্টমী এই সকল পর্ব্বদিনে করিতে হয়।

৭৮। কামব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্রমাসের ত্রয়োদশীতিথিতে করিতে হয়।

৭৯। কামদাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম কামদাসপ্তমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮০। কামদেবব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত বৈশাখমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রশুক্লাত্রয়োদশীতে শেষ করিতে হয়।

৮১। কামধেনুব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়।

৮২। কামব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ত্রয়োদশী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

৮৩। কামষষ্ঠীব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

৮৪। কামাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮৫। কার্ত্তিকমাসব্রত—নারদোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৬। কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতিথিকে কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৮৭। কালরাত্রিব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৮। কালাষ্টমীব্রত—বামনপুরাণোক্তব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে যদি মৃগশিরা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কালাষ্টমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত অভিহিত হইয়াছে।

৮৯। কীর্ত্তিব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত অষ্টমীতিথিতে করিতে হয়।

৯০। কুক্কুটীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাসপ্তমীতিথিতে করিতে হয়।

৯১। কুবেরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

৯২। কুমারষষ্ঠীব্রত—কালোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত শুক্লাষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

৯৩। কুষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাএকাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৪। কূর্ম্মদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত পৌষ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে করিতে হয়।

৯৫। কৃচ্ছ্রব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্তব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসের শুক্লৈকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৯৬। কৃচ্ছ্রচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

৯৭। কৃত্তিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৮। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৯। কৃষ্ণাদ্বাদশীব্রত—বরাহপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০০। কৃষ্ণব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। একাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১০১। কৃষ্ণষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১০২। কৃষ্ণাষ্টমীব্রত—দেবীপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৩। কৃষ্ণৈকাদশীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাএকাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৪। কোকিলাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। আষাঢ়-

পূর্ণিমার দিন আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১০৫। কোটীশ্বরীতৃতীয়াব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ৪ বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ব্রতফলে দরিদ্রও কোটি-পতি হইয়া থাকে।

১০৬। কৌমুদীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৭। ক্ষেমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতে যক্ষ ও রক্ষোগণের পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১০৮। গণপতিচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। গণপতি চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ২ বৎসরসাধ্য। ইহাতে গণপতি পরিতুষ্ট হইয়া অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন।

১০৯। গন্ধব্রত—শিবধর্ম্মোক্ত ব্রত। পূর্ণিমার দিন উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত একবৎসরসাধ্য।

১১০। গলন্তিকাব্রত—শিবরহস্যোক্ত ব্রত। গ্রীষ্মকালে মহা-দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১১। গায়ত্রীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে ভগবান্ সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে গায়ত্রীজপদ্বারা সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে সকল রোগ প্রশমিত হয়।

১১২। গুড়তৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৩। গুণাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৪। গুরুব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। বৃহস্পতিগ্রহের প্রীতির জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

১১৫। গুর্ব্বষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে গুরুবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৬। গুহকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে গুহকদিগের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৭। গৃহপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পঞ্চমীতিথিতে করিতে হয়।

১১৮। গোপদত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া ও চতুর্থী এই দুই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১১৯। গোপালনবমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২০। গোময়াদিসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২১। গৌরীচতুর্থী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম উমাচতুর্থী। এই চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২২। গৌরীব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লতৃতীয়াতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের সৌভাগ্যবর্দ্ধক।

১২৩। গোবৎসদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৪। গোবিন্দদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। গোবিন্দ দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৫। চণ্ডিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে চণ্ডিকাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়।

১২৬। চতুর্দ্দশীজাগরণব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৭। চতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৮। চতুর্দ্দশ্যষ্টমীনক্তব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের দুই অষ্টমী ও দুই চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৯। চতুর্মাসীব্রত—ইহাকে চাতুর্মাস্যব্রতও কহে। ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত এই চারি মাস করিতে হয়।

১৩০। চতুর্মূর্ত্তিচতুর্থীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩১। চতুর্যুগব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১৩২। চন্দ্রব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত পঞ্চদশবর্ষসাধ্য।

১৩৩। চন্দ্ররোহিণীশয়নব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সোম-বারে যদি পূর্ণিমা তিথি বা রোহিণী নক্ষত্র হয় তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৪। চন্দ্রার্কব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রসূর্য্য একত্র অবস্থান করেন, এই দিনে এই উভয়ের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩৫। চম্পাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী

তিথিতে বৈধৃতিযোগ, বিশাখানক্ষত্র, মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে চম্পাষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৩৬। চান্দ্রায়ণব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে, পাপনাশের জন্য এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অপর প্রকার চান্দ্রায়ণব্রতেরও বিধান আছে। যেমন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহারের হ্রাসবৃদ্ধিমূলক এই চান্দ্রায়ণব্রত অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রত পাপক্ষয়সাধন।

১৩৭। চিত্রভানুসপ্তমীব্রত— ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে যদি চিত্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৮। চৈত্রভাদ্রমাঘতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্র, ভাদ্র ও মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

১৩৯। চৈত্রশুক্লপ্রতিপদ্‌বিহিততিলকব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লাপ্রতিপদে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৪০। জয়ন্তীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম জয়ন্তীসপ্তমী। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪১। জয়পৌর্ণমাসীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪২। জয়াপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাপঞ্চমীকে জয়াপঞ্চমী কহে। এই পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪৩। জয়াবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথির পর প্রতিপদতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৪। জয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা বা হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাহইলে তাহাকে জয়াসপ্তমী কহে। ঐদিনে এই ব্রত করিবে।

১৪৫। জাতিত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশীতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৬। জামদগ্ন্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীকথিত ব্রত। ইহা বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে করিতে হয়।

১৪৭। জ্ঞানাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সমস্ত বৈশাখমাসে রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৮। জ্যেষ্ঠাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের যে দিনে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৯। জ্যৈষ্ঠব্রত—মহাভারতবর্ণিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫০। তপশ্চরণসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

১৫১। তপোব্রত—পদ্মপুরাণবর্ণিত ব্রত। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে আদ্রবাস হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৫২। তাম্বুলসংক্রান্তি ব্রত - স্কন্দপুরাণকথিতব্রত। এই ব্রত চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

১৫৩। তারকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে তারকদ্বাদশী কহে। সেই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৪। তিথিনক্ষত্রবারব্রত—কালোত্তরকথিত ব্রত। তিথি, নক্ষত্র ও বারবিশেষের যোগ হইলে সেইদিনে এই ব্রত করিতে হয়। বুধবার, রোহিণীনক্ষত্র ও অষ্টমীতিথি এবং বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী ও পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে এই ব্রত হয়। এইরূপ প্রায় সকল নক্ষত্র, বার ও তিথিবিশেষের যোগে এই ব্রত হইবে।

১৫৫। তিথিযুগলব্রত—যমস্মৃত্যুক্ত ব্রত। মাসের দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই যুগল তিথিতেই উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৫৬। তিন্দুকাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিকে তিন্দুকাষ্টমী কহে। সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৭। তিলদাহী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৮। তিল দ্বাদশীব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পূর্ব্বাষাঢ়া বা মূলা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৫৯। তীর্থব্রত—সৌরপুরাণোক্ত ব্রত। শিবক্ষেত্রে নিজ চরণদ্বয় ভেদ করিয়া যাবজ্জীবন অবস্থান করিলে অন্তে মুক্তি হয়।

১৬০। তুরগ সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬১। তুষ্টিপ্রাপ্তিতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই দিনে এই ব্রত হয়। কিন্তু শ্রাবণের কৃষ্ণা তৃতীয়ার দিন শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ অতি দুর্ঘট।

১৬২। তেজঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষ। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি

সংক্রান্তিতে করিতে হয়। এক বৎসর পরে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৬৩। ত্রয়োদশদ্রব্যসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। উত্তরায়ণ অতীত হইলে শুক্লপক্ষে রবিবারে সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৪। ত্রিগতিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৫। ত্রিবিক্রমতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৬। ত্রিবিক্রমত্রিরাত্রশত ব্রত—বিষ্ণুরহস্যকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৭। ত্রিবিক্রম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস যাবৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৮। ত্র্যম্বকব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৬৯। দশাদিত্য ব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত শুক্লপক্ষের রবিবারে যদি দশমীতিথি হয়, তাহা হইলে ঐদিনে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত ফলে দুর্দ্দশা দূর হয়।

১৭০। দশাবতারব্রত—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত ব্রত। একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭১। দাম্পত্যাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭২। দিবাকর ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। রবিবারে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে উক্ত ব্রত হইবে।

১৭৩। দীপ্তি ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতে সন্ধ্যাকালে দীপ দান করিতে হয়।

১৭৪। দুর্গন্ধদৌর্ভাগ্যনাশনত্রয়োদশী ব্রত—ভবিষ্যকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৫। দুর্গানবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন শুক্লা নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৭৬। দুর্গাব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৭। দুর্গাগণপতি-চতুর্থী ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্থী বা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৮। দূর্ব্বাত্রিরাত্র ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৯। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ৮ বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া পরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৮০। দেবমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৮১। দেবব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়। কালোত্তরোক্ত ব্রত ভেদ। চতুর্দ্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই ব্রত হইয়া থাকে।

১৮২। দেবীব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এইরূপ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও দেবীপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষের বিধান আছে।।

১৮৩। দ্বাদশসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ দ্বাদশ মাসের ১২টী সপ্তমী তিথিতেই এই ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রতে প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে।

১৮৪। দ্বাদশসাধ্যতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সকল তৃতীয়াতেই উপবাস করিয়া করিতে হয়। এক বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১৮৫। দ্বাদশাদিত্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ১২ মাসে ধাতা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮৬। দ্বাদশীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিবে।

১৮৭। দ্বীপব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র শুক্ল পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের পূজা করিতে হয়।

১৮৮। ধনসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

১৮৯। ধনাবাপ্তি ব্রত—ধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। এই ব্রতের ফলে নির্ধন ধনবান্ হইয়া থাকে।

১৯০। ধনুব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথিতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯১। ধরাব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। উত্তরায়ণে শুভদিনে কাঞ্চনময়ী ধরা প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯২। ধর্ম্মব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৩। ধান্যব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৪। ধান্যসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লা সপ্তমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৫। ধাম ত্রিরাত্রব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৬। ধারাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৭। ধ্বজনবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লা নবমীর নাম ধ্বজনবমী। ঐ তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৮। ধ্বজব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত দ্বাদশবৎসরসাধ্য।

১৯৯। নক্তচতুর্থীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বিনায়ক চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০০। নক্ষত্রপুরুষ ব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০১। নক্ষত্রার্থব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২০২। নদীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন যথাক্রমে হ্রদিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, সীতা, ইক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী নদীর পূজা করিবে।

২০৩। নন্দব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

২০৪। নন্দাদিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৫। নন্দাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৬। নন্দাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীর নাম নন্দাসপ্তমী। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২০৭। নয়নপ্রদসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নয়নপ্রদসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে ঐ ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত বর্ষসাধ্য।

২০৮। নরকপূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি পূর্ণিমাতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৯। নরসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত—নরসিংহপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে নরসিংহ চতুর্দ্দশী কহে। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত প্রতি বর্ষে করিবার বিধান আছে।

২১০। নরসিংহত্রয়োদশীব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। বৃহস্পতিবারে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১১। নবম্যাদ্যুপবাস ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। নবমী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশী এই সকল তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২১২। নবরাত্রি ব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। দেবী ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে ভগবতী দুর্গা দেবীর প্রীতি কামনায় নবমী পর্য্যন্ত ৯ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২১৩। নাগদষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৪। নাগপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগপঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৫। নাগব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৬। নানাফলপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে নানাবিধ ফল দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়।

২১৭। নামতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত প্রতি মাসের তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। ইহা বর্ষসাধ্য।

২১৮। নামদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২১৯—নামনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২২০। নামসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র

মাসের শুক্লপক্ষের, সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হইবে।

২২১। নিক্ষুভার্কসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী, সপ্তমীতিথি, সংক্রান্তি বা রবিবার দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২২২। নির্জলৈকাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২২৩। নীরাজনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে নীরাজন দ্বাদশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২৪। নৃসিংহদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৫। পক্ষসন্ধিব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পক্ষসন্ধি প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৬। পঞ্চঘটপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। পাঁচটী পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচটী ঘটদানরূপ ব্রত।

২২৭। পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরীব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৮। পঞ্চমহাপাপনাশনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবে।

২২৯। পঞ্চমহাভূত পঞ্চমীব্রত - বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩০। পঞ্চমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ইহা চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও পৃথিবী এই পঞ্চমূর্ত্তির উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩১। পঞ্চাগ্নিসাধনরম্ভাতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নিয়মযুক্ত হইয়া এই ব্রত করিবে।

২৩২। পত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ইহা তাম্বূল ভক্ষণের আদিতে করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

২৩৩। পদার্থব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ব্যাপ করিতে হয়।

২৩৪। পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৫। পয়োব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত অমাবস্যা তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

২৩৬। পর্ব্বনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতও অমাবস্যার দিন আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়।

২৩৭। পর্ব্বভোজন ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পর্ব্ব দিনে পৃথিবীতে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৮। পাতালব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৯। পাত্রব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৪০। পাপনাশনীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাকে পাপ-নাশিনী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪১। পাপমোচন ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। বিল্ব-বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দ্বাদশ দিন উপবাস রূপ এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে ভ্রূণ হত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

২৪২। পাপত্রাণসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। সংক্রান্তিতে পাপত্রাণের জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৩। পালী চতুর্দ্দশী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৪। পাশুপত ব্রত—বহ্নিপুরাণে কথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে একবার ভোজন, ত্রয়োদশীতে অযাচিত ভোজন এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৫। পিতৃব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ইহা চৈত্র প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

২৪৬। পিপীতকী দ্বাদশীব্রত—তিথিতত্ত্ব ধৃত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে পিপীতকী দ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪৭। পুণ্ডরীকপ্রাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৮। পুত্রকামব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুত্র কামনা করিয়া সপত্নীক এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৯। পুত্রপ্রাপ্তি ষষ্ঠীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫০। পুত্রপ্রাপ্তিব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫১। পুত্রসপ্তমীব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া পুত্র কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৫২। পুত্রীয়ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫৩। পুত্রীয়সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৬। পুত্রোৎপত্তি ব্রত—আদিত্যপুরাণে কথিত ব্রত। প্রত্যেক শ্রবণা নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

২৫৭। পুরশ্চরণসপ্তমী ব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৮। পুষ্পদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫৯। পূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন আরও একটী পূর্ণিমাব্রতের বিধান আছে।

২৬০। পৃথিবীপঞ্চমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬১। পৌরন্দর পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। পঞ্চমী তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬২। প্রকৃতিপুরুষদ্বিতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া ব্রত করিবে।

২৬৩। প্রতিপৎক্ষীরপানব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের প্রতিপদ তিথিতে করিবে।

২৬৪। প্রতিমাব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

২৬৫। প্রদোষব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষকালে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৬। প্রভাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এক পক্ষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া কপিলাধর দানরূপ ব্রত।

২৬৭। প্রাজাপত্যব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। একবৎসর যাবৎ একবেলা ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে।

২৬৯। ফলব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বিষ্ণু শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারিমাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭০। ফলতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৭১। ফলষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭২। ফলসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিসংক্রান্তিতে বিভিন্ন ফলদান দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। একবৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

২৭৩। ফলসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৪। ফাল্গুনব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৫। বাণিজ্যলাভব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। বাণিজ্য লাভ কামনায় পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৬। বুদ্ধদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৭। বুধব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। বিশাখা নক্ষত্রে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৮। বুধাষ্টমীব্রত—শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২৭৯। ব্রহ্মকূর্চ্চব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া পূর্ণিমায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৮০। ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৮১। ব্রহ্মণ্যাব্যাপ্তিব্রত—প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

২৮২। ব্রহ্মাব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৩। কূর্ম্মব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন পুণ্য দিনে এই ব্রত করা যায়।

২৮৪। ব্রহ্মসাবিত্রীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৫। ভর্ত্তৃপ্রাপ্তিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৬। ভদ্রকালী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৭। ভদ্রচতুষ্টয় ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৮৮। ভদ্রাতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়।

২৮৯। ভদ্রাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভদ্রাসপ্তমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে চতুর্থীর দিন একবার ভোজন, পঞ্চমীতে রাত্রি ভোজন, ষষ্ঠী তিথিতে অযাচিত ভোজন করিয়া পরে এই সপ্তমী তিথিতে ব্রতাচরণ করিতে হইবে।

২৯০। ভবানীতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে শিবালয়ে ভবানী দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

২৯১। ভবানীব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভবানীর প্রীতিকামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

২৯২। ভাদ্রপদব্রত—মহাভারতে লিখিত ব্রত। সমস্ত ভাদ্র মাসে একাহারী হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৩। ভানুব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে রাত্রিতে ভোজন করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৪। ভাস্করব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্য্যের প্রীতিকামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৫। ভীমদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে ভীমদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৯৬। ভীমব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। উপবাস করিয়া ধেনুদানরূপ ব্রত।

২৯৭। ভীষ্মপঞ্চকব্রত—নারদপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিকে ভীষ্মপঞ্চক কহে। এই ভীষ্মপঞ্চকে ব্রতাচরণ করিতে হয়।

২৯৮। ভূভাজনব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতে এক বৎসরকাল মাটীতে অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিতে হয়।

২৯৯। ভূমিব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে যদি শুক্লা চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে ঐদিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০০। ভোগসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০১। ভোগাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রত করিবে।

৩০২। ভৌমবারব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৩। ভৌমব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে যদি স্বাতি নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই ব্রত বিধেয়।

৩০৪। মঙ্গলাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৫। মঙ্গল্যসপ্তমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৬। মৎস্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩০৭। মদনদ্বাদশীব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীকে মদনদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩০৮। মধুকতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনের শুক্লা তৃতীয়ার নাম মধুকতৃতীয়া, এই তিথিতে উক্ত ব্রত হয়।

৩০৯। মনোরথদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত, ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১০। মনোরথ পূর্ণিমাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর এই ব্রত করিতে হয়।

৩১১। মনোরথসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল করিতে হয়।

৩১২। মন্দারষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিকে মন্দারষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩১৩। মন্দারসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৪। মরীচসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৫। মরুৎসপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৬। মল্লদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৭। মহাজয়া সপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তির দিন যদি শুক্লা সপ্তমী হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১৮। মহাতপোব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

৩১৯। মহাফলদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে যদি বিশাখা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৩২০। মহাফল ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়, এই ব্রতে ভোজন বিষয়ে বিশেষ আছে। যথা—প্রতিপদে ক্ষীরভোজন, দ্বিতীয়ায় পুষ্পাহার, তৃতীয়ায় লবণবর্জ্জিত ভোজন, চতুর্থীতে তিল ভোজন, পঞ্চমীতে ক্ষীরভোজন, ষষ্ঠীতে ফল, সপ্তমীতে শাক, অষ্টমীতে বিল্ব, নবমীতে পিষ্টক, দশমীতে অনগ্নিপকাহার, একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে ঘৃত, ত্রয়োদশীতে পায়স, চতুর্দ্দশীতে যাবকাহার, পূর্ণিমায় গোমূত্র ও কুশোদক ভোজন, এইরূপ নিয়মে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২১। মহত্তমব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১২। মহারাজ ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে আর্দ্রা বা ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে এই ব্রত হইবে।

৩২৩। মহালক্ষ্মী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত হয়।

৩২৪। মহাব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৫। মহাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইবে।

৩২৬। মহেশ্বরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৭। মহেশ্বরাষ্টমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৮। মহোৎসব ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসে মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসবের সহিত এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৯। মাঘমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩০। মাতৃনবমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩১। মাতৃব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩২। মার্গশীর্ষ ব্রত—মহাভারতে কথিত ব্রত। সমস্ত অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। মার্ত্তণ্ডসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিকে মার্ত্তণ্ডসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৪। মাসব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্যদানরূপ ব্রত ভেদ। ইহা সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

৩৩৫। মাসোপবাস ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক এক মাস পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৩৬। মুক্তাভারসপ্তমীব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৭। মুখব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর মুখবাস পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত করিবে। বৎসরান্তে গোদান করিতে হয়।

৩৩৮। মৃগব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে।

৩৩৯। মৃগশার্দ্দব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪০। মেঘপালী তৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৪১। মৌনব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৩৪২। যমচতুর্থীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্থী তিথি ও ভরণী নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। যমদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তর কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াকে যম দ্বিতীয়া কহে। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৪। যমব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। দশমী তিথিতে রোগনাশ কামনায় যমের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। ইহা ভিন্ন কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মহাভারত প্রভৃতিতেও অন্য প্রকার যমব্রতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪৫। যমাদর্শনত্রয়োদশী ব্রত—ইহা ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে যদি সোম্যবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর এক বৎসর যাবৎ ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৬। যুগাদিব্রত—এটী আদিপুরাণোক্ত। যুগাদ্যা তিথিতে অর্থাৎ যেমন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, এইরূপ সকল যুগাদ্যা তিথিতেই এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৭। যুগাবতার ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৮। যোগব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। বিষ্কম্ভ যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৯। যোগেশ্বরদ্বাদশী ব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। কার্ত্তিক মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫০। রক্ষাবন্ধনপৌর্ণমাসী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৫১। রথনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৫২। রথসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ইহা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৩৫৩। রথাঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। এই ব্রত মাকরী সপ্তমীতে বিহিত হইয়াছে।

৩৫৪। রম্ভাত্রিরাত্র—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৫। রবিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সমস্ত মাঘ মাসে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ত্রিসন্ধ্যায় যথাকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৬। রসকল্যাণিনী তৃতীয়া—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিকে রসকল্যাণিনী তৃতীয়া কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৫৭। রাঘবদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৫৮। রাজরাজেশ্বর ব্রত—কালোত্তরোক্ত। বুধবারে স্বাতিনক্ষত্র ও অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৫৯। রাজ্যতৃতীয়া—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৬০। রাজ্যদ্বাদশী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাজ্য কামনায় ইহা করিতে হয়।

৩৬১। রাজ্যাপ্তিদশমী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিবার বিধান আছে।

৩৬২। রাম নবমী—অগস্ত্যসংহিতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীকে রামনবমী কহে। এই তিথিতে রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৩। রাশিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ইহা করিতে হয়।

৩৬৪। রুক্মিণ্যষ্টমী—স্কন্দপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে রুক্মিণ্যষ্টমী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৬৫। রুদ্রব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া পাপ ও শোকনাশের জন্য রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৬। রূপনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। পৌষমাসে ইহা করিতে হয়।

৩৬৭। রূপসত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৬৮। রূপসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণোক্ত। সংক্রান্তির দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৬৯। রূপাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুনীপূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭০। রোহিণীদ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীকে রোহিণীদ্বাদশী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৭১। রোহিণী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। রোহিণী নক্ষত্রে ইহা করিতে হয়।

৩৭২। লক্ষণার্দ্রা ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসীয় অষ্টমী তিথিতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উমা-মহেশ্বরের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৪। লক্ষ্মীপঞ্চমীব্রত—যমপুরাণে কথিত ব্রত। পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ইহা করিতে হয়। এটী বর্ষসাধ্য।

৩৭৫। ললিতাতৃতীয়া—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাসের শুক্ল

পক্ষের তৃতীয়া তিথির নাম ললিতাতৃতীয়া। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৭৭। ললিতাব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। আশ্বিন শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৭৮। ললিতাষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৯। লাবণ্যাব্যাপ্তি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা করিতে হয়।

৩৮০। লোকব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮১। বটসাবিত্রী—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৮২। বরচতুর্থী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিকে বরচতুর্থী কহে, এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৩। বরব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভদিনে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮৪। ববাটিকাসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে ইহা করিতে পারা যায়।

৩৮৫। বরাহদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বরাহদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৭। বরুণব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। রাত্রিকালে জলে অবস্থান করিয়া প্রভাতকালে গোদানরূপ ব্রত।

৩৮৮। বহুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৮৯। বস্ত্রত্রিরাত্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসে তিন দিন রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯০। বহ্নিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের অমাবস্যার দিন ইহা করিতে হয়।

৩৯১। বামনদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বামনদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯২। বায়ুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৯৩। বারিব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। চৈত্রাদি চারি মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৪। বাসুদেবদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। বাসুদেবের উদ্দেশে আষাঢ় মাসে দ্বাদশী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৯৫। বিজয়াদ্বাদশী—আদিত্যপুরাণোক্ত। শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিলে মহাপুণ্য হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অন্য আরও একটী বিজয়াদ্বাদশী ব্রতের বিধান আছে।

৩৯৬। বিজয়াসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবিবার হইলে তাহাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯৭। বিজয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সংক্রান্তিতে সপ্তমী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৮। বিদ্যাপ্রতিপদ্ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৯। বিদ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০০। বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হয়। পরে দ্বাদশমাসের সপ্তমী তিথিতে একই নিয়মে ঐ ব্রত করিতে হইবে। যথাবিধানে দ্বাদশ সপ্তমীতে এই ব্রত করা হয় বলিয়া ইহাকে বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত কহে।

৪০১। বিভূতিদ্বাদশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে লঘু ভোজন এবং তৎপর একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিবে।

৪০২। বিবৃত্রিরাত্রব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪০৩। বিশোকদ্বাদশী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৪। বিশোকষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শোকনাশ কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৫। বিশোকসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণে লিখিত। বিষুব সংক্রান্তির দিন ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৬। বিশ্বব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৭। বিশ্বরূপব্রত—কালোত্তরোক্ত। শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪০৮। বিষ্টিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। যে দিন বিষ্টিভদ্রা তিথি হয়, সেই দিনে এই ব্রত করিতে হইবে।

৪০৯। বিষ্ণুদেবকীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১০। বিষ্ণুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১১। বিষ্ণুপ্রাপ্তিদ্বাদশী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১২। বিষ্ণুব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। এই ব্রতও দ্বাদশী তিথিতে করিতে হয়। পদ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই বিষ্ণুব্রতের বিধান আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করাই কর্ত্তব্য।

৪১৩। বেদব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৪। বৈতরণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিকে বৈতরণী তিথি কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪১৫। বৈনায়কচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে রাত্রিভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৬। বৈশাখ ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া ইহা করিতে হয়।

৪১৭। বৈশ্বানর ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বর্ষা ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী ঋতুতে কাষ্ঠাদি দানরূপ ব্রত।

৪১৮। বৈষ্ণব ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। আষাঢ় হইতে চারি মাস প্রাতঃস্নান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৯। ব্যতীপাত ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। ব্যতীপাত দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২০। ব্যোমব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। অগস্ত্যকে অর্ঘ্যদানের পর এই ব্রত করিতে হয়।

৪২১। ব্যোমষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে ব্যোম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূর্য্য দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

৪২২। ব্রতরাজতৃতীয়া—দেবীপুরাণোক্ত। শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪২৩। শক্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। পদ্মপুরাণে আরও একটী শক্রব্রতের বিধান আছে।

৪২৪। শঙ্করনারায়ণ ব্রত—দেবীপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শঙ্কর ও নারায়ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৫। শঙ্করার্ক ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত। রবিবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিবে।

৪২৬। শনিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শনিবার দিন শনিগ্রহের প্রীতি কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৭। শর্করাসপ্তমী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪২৮। শাকসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৯। শান্তাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম শান্তাচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৩০। শান্তিতৃতীয়া—গরুড়পুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে শান্তি কামনায় ইহার বিধান।

৪৩১। শান্তিপঞ্চমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩২। শান্তিব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শান্তি কামনায় এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৩৩। শাস্ত্রায়ণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতি মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৪। শিলাচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪৩৫। শিবচতুর্দ্দশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে শিবচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৩৬। শিবনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি কালে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৭। শিবরথ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। হেমন্ত ঋতুতে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন এবং মাঘ মাসে সংযত হইয়া ফাল্গুন মাসে শিবের উদ্দেশে রথ নির্ম্মাণ করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৩৮। শিবরাত্রি—স্কন্দপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম শিবচতুর্দ্দশী, এই তিথিতে শিবের উদ্দেশে আচণ্ডাল সকলেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৩৯। শিবলিঙ্গ ব্রত—শিবধর্ম্মোত্তরোক্ত। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মের কেশর মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শ্বেত চন্দন ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতে হয়।

৪৪০। শিবব্রত—কালোত্তরোক্ত। পক্ষের উভয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৪১। শিবাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীকে শিবাচতুর্থী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪২। শিবোপবীত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৪৩। শীলতৃতীয়া—পদ্মপুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে অনগ্নিপক দ্রব্য ভোজন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৪৪। শীলাবাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইলে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৫। শুক্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্রবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৪৬। শুদ্ধিব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত। দ্বাদশ মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৭। শুভদ্বাদশী—বরাহপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৪৮। শুভ সপ্তমী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিবার বিধান আছে।

৪৪৯। শূলদান—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এক বৎসর যাবৎ অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫০। শৈলব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবার বিধান।

৪৫১। শৈবনক্ষত্রপুরুষব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে যে দিন হস্তানক্ষত্র হয়, সেই দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫২। শৈবমহাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসে নক্ত ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৩। শৈবোপবাস ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত: উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৫৪। শৌর্য্যব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৫। শ্রদ্ধাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শম্ভু বা কেশবের অগ্রে উপলেপন করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫৬। শ্রবণা দ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্লা একাদশী তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে ব্রত করিবে।

৪৫৭। শ্রীপঞ্চমী—গরুড়পুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী কহে। ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৫৮। শ্রীপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। বৈশাখী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিবে।

৪৫৯। শ্রীবৃক্ষনবমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রতের ব্যবস্থা।

৪৬০। শ্রীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬১। ষষ্ঠীব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৬২। সংবৎসর ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৩। সজ্যাটকব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৬৪। সন্তানদব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৫। সন্তানাষ্টমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৬৬। সপ্তর্ষিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পর্য্যন্ত ৭ দিন সপ্তর্ষিগণের উদ্দেশে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৬৭। সপ্তসারস্বতব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এই ব্রতও চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত করিবার বিধান।

৪৬৮। সপ্তসুন্দরক ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া ৭ দিন ধরিয়া এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৬৯। সমুদ্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিবে।

৪৭০। সম্পূর্ণব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। শুভদিনে যথাবিধানে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৭১। সম্ভোগ ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাসের দুইটী পঞ্চমী ও প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৭২। সর্পপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। নাগপঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৩। সর্পবিষাপহপঞ্চমীব্রত—স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৪। সর্ব্বকাম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৫। সর্ব্বকামাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৬। সর্ব্বব্রত—সৌরপুরাণোক্ত। শনিবারে শুক্লাত্রয়োদশী হইলে ঐ দিনে এই ব্রত আচরণীয়।

৪৭৭। সর্ব্বাপ্তিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৮। সর্ষপসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৯। সাগরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। শ্রাবণাদি চারিমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৮০। সাধ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৮২। সারস্বত পঞ্চমী—পদ্মপুরাণোক্ত। ইহাতে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে শুক্লমাল্যানুলেপনাদিদ্বারা বীণাক্ষমালাদিধারিণী গায়ত্রীদেবীর পূজা করিতে হয়।

৪৮৩। সারস্বত ব্রত—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একাগ্রচিত্তে ইষ্টপূজন করিতে হয়; পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ, বস্ত্রযুগ্ম তিল ও ঘণ্টা দান করার নিয়ম আছে। (পদ্মপু°)

৪৮৪। সার্ব্বভৌমব্রত—কার্ত্তিকী শুক্লা দশমীতে নক্তাশী হইয়া প্রত্যেক দিকেই বলি প্রয়োগ করিবে। (বরাহপু°)

৪৮৫। সিতসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া শ্বেতকমল বা অন্য কোন শ্বেতপুষ্প এবং শ্বেতচন্দন ও শ্বেতবটকাদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্ম)

৪৮৬। সিদ্ধার্থকাদিসপ্তমী—অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ঐ পক্ষীয় সাতটী সপ্তমী পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ) আদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা বিধাতব্য। (ভবিষ্যপু°)

৪৮৭। সিদ্ধিবিনায়ক চতুর্থী—যে কোন মাসে ভক্তির উদয় হইলে তত্তৎ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে শুক্ল তিলাদি দ্বারা গণপতির পূজা করিতে হয়। (স্কন্দপু°)

৪৮৮। সুকলত্রপ্রাপ্তি—পতিকামা কুমারীর উত্তরফল্গুনী, উত্তরষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ, ইহার একতম নক্ষত্রে "মাধবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নিয়ত হরির আরাধনা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৮৯। সুকুলত্রিরাত্র—ত্রিরাত্রোবাস পূর্ব্বক অগ্রহায়ণ মাসীয় ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে শ্বেত, পীত ও রক্ত, এই তিন বর্ণের পুষ্পদ্বারা ত্রিবিক্রমদেবের পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯০। সুকৃতদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন তদবস্থায়ই শ্রীহরির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য।

৪৯১। সুখব্রত—ভবিষ্যপুরাণমতে কৃষ্ণা অষ্টমী বা সপ্তমীতে অথবা মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে তাহাতে উপবাসান্তর সমস্ত রাত্রি যাপিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়।

৪৯২। সুখষষ্ঠী ব্রত—ষষ্ঠীতিথিতে ঋষিদিগের যথাযথ ভাবে পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৩। সুখসুপ্তিব্রত—কার্ত্তিকী অমাবস্যায় দেবগণ সুখনিদ্রায় অভিভূত থাকেন; ঐদিনে বালক এবং আতুর ব্যতিরেকে সকলে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা এবং দেবগৃহ, চত্বর, চতুষ্পথ প্রভৃতি স্থানে যথাশক্তি দীপমালা প্রদান কর্ত্তব্য। (আদিত্যপু°)

৪৯৪। সুগতিব্রত—অষ্টমী তিথিতে নক্তাশী হইয়া বৎসরান্তে গাভী প্রদান করিতে হয়। (পদ্মপু°)

৪৯৫। সুগতিদ্বাদশী—ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত "কৃষ্ণ" নাম জপ করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৬। সুজন্মদ্বাদশী—পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই দিবসে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়া বৎসরাবধি যাবৎ প্রতিমাসের ঐ তিথিতে উপবাসানন্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া দান-ধ্যানাদি করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৭। সুজন্মাবাপ্তিব্রত—রবির মেষসংক্রমণ দিবসে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি পরশুরামের পূজা করিতে হয়, পরে বৃষসংক্রমণে ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের, মিথুন সংক্রমণে শ্রীবিষ্ণুর, কর্কট সংক্রান্তিতে বরাহদেবতার, সিংহসংক্রমণে নরসিংহদেবের, কন্যাসংক্রমণে বামনদেবের, তুলাসংক্রমণে কূর্ম্মাবতারের, বৃশ্চিকসংক্রমণে কল্কীদেবের, ধনুঃসংক্রমণে বুদ্ধদেবের, মকরসংক্রান্তিতে দাশরথি রামচন্দ্রের, কুম্ভসংক্রমণে বলরামদেবের এবং মীনসংক্রমণে মীনাবতারের অর্চ্চনা করিবার নিয়ম আছে। (বিষ্ণুধর্ম্ম)

৪৯৮। সুদর্শনষষ্ঠী—রাজন্যগণ ষষ্ঠীতিথিতে উপবাসানন্তর একটী চক্রাব্জ প্রস্তুত করিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে সুদর্শন এবং প্রতিদলে অন্যান্য আয়ুধ সমূহের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। (গরুড়পু°)

৪৯৯। সুনামদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দ্বাদশীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশমীর দিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পরদিন একাদশীতে নিরম্বু উপবাসানন্তর যথারীতি জনার্দ্দন বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপর দিবস দ্বাদশীতে ভোজন করিবে, এইরূপ বৎসরাবধি করিতে হইবে। (বহ্নিপু°)

৫০০। সুরূপদ্বাদশী-পৌষমাসীয় পুষ্যানক্ষত্র সংস্পৃষ্ট রাত্রিতে সংযতচিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়, পরে নিয়ম্বিত্তিম শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময়াগ্নিতে তিলদ্বারা অষ্টোত্তরশত আহুতি দিতে হয়; অতঃপর পরবর্ত্তী কৃষ্ণৈকাদশীতে উপবাসী থাকিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত হরিমূর্ত্তি তিলপূর্ণ পাত্রের উপরিস্থ কুম্ভোপরি স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। (উমামহেশ্বরস°)

৫০১। সূর্য্যব্রত—রবিবারে শুক্লা চতুর্দ্দশী ও অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগ হইলে রোচনাদ্বারা পরমাত্মশিবের অঙ্গরাগ এবং রক্তপুষ্প কপিলাগাভীর দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। (কালোত্তর)

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, সৌরধর্ম্মোত্তর, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যব্রতের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

৫০২। সূর্য্যনক্তব্রত—প্রতি রবিবারে অথবা হস্তানক্ষত্রযুক্ত রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ প্রত্যেক রবিবারে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনদ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অনন্তোপায় ভাবিয়া একান্তমনে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই যাবতীয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (মৎস্যপুরাণ)

৫০৩। সূর্য্যষষ্ঠী—ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনাঙ্কিতপদ্মোপরি সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদিদ্বারা স্নান ও রক্তবক বা রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করার নিয়ম। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৪। সূর্য্যসপ্তমীব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন সপ্তমীতে পঞ্চবর্ণ-গুড়িকা দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদলকমলে দেবদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৫০৫। সোমদ্বিতীয়াব্রত—শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মণকে সৈন্ধবলবণের সহিত ভোজ্যান্ন দান করণীয়। (পদ্মপু°)

৫০৬। সোমব্রত—বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং সোমদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন, সেই সময়ে বারিপূর্ণ তাম্রপাত্রাভ্যন্তরে চন্দ্রচূড়-মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি তদীয় পূজা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। (ভবিষ্যপু°)

এতদ্ভিন্ন কালোত্তর ও কালিকা-পুরাণাদিতেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫০৭। সোমবারব্রত—প্রথমতঃ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে নক্তবিধানানুসারে সোমদেবের পূজা করিয়া পরে তাহা হইতে সপ্তম সোমবারে চতুর্দ্দশীস্থ মহারাজব্রতোক্ত রজতনির্ম্মিত সোম-মূর্ত্তি কাংস্যপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় পূজা যথাবিধি করিতে হয়। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৮। সোমাষ্টমীব্রত—উভয় পক্ষের সোমবারে অষ্টমী তিথিতে নিশাকালে হরগৌরী মূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করা কর্ত্তব্য। (স্কন্দপু°)

৫০৯। সৌখ্যব্রত—মাঘ মাসের অষ্টমী, একাদশী [illegible] তিথিতে একাহারী হইয়া অধিজনকে শ্বেতবস্ত্র, উপানহ, কম্বল প্রভৃতি দান করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১০। সৌগন্ধব্রত—এই ব্রতাবলম্বী হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে সৌগন্ধি পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাসে যথাশক্তি কাঞ্চন নির্ম্মিত পত্রত্রয় দান এবং যথাশক্তি হরিহর মূর্ত্তির পরি-তুষ্টিসাধন অবশ্য করণীয়। (পদ্মপু°)

৫১১। সৌভাগ্যব্রত—ফাল্গুন মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিবা-ভাগে উপবাসী থাকিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তির উপা-সনানন্তর রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়। (বরাহপু°)

গরুড়পুরাণেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫১২। সৌভাগ্যব্রত—এই ব্রতে পৌর্ণমাসী তিথিতে সাতি-শয় ভক্তি-সহকারে সোমদেবের পূজা করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১৩। সৌভাগ্যশয়নব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রতি মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে যথাবিধানে এই ব্রত কর্ত্তব্য। এই ব্রতে প্রতি মাসে এক একটী দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। চৈত্র মাসে গোশৃঙ্গোদক, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুম, আষাঢ়ে বিল্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে দধিমিশ্র ঘৃত, অগ্রহায়ণে গোমূত্র, পৌষমাসে ঘৃত, মাঘে কৃষ্ণতিল, ফাল্গুনে পঞ্চ-গব্য, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্য ভোজনের বিধান আছে। এই ব্রতফলে সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

৫১৪। সৌভাগ্যসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। বিষুব-সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৫১৫। সৌভাগ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। মাঘী-পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১৬। সৌরনক্ত ব্রত—নৃসিংহ পুরাণোক্ত। রবিবার দিন হস্তা নক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫১৭। সৌর সপ্তমী—পদ্ম পুরাণোক্ত। সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

৫১৮। স্ত্রীপুত্রকামাবাপ্তিব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই ব্রত করা বিধেয়।

৫১৯। স্নেহব্রত—পদ্ম পুরাণোক্ত। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়। এই কালমধ্যে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

৫২০। হয় পঞ্চমী—শালিহোত্রোক্ত, চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫২১। হরতৃতীয়া—স্কন্দ পুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৫২২। হরব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। যে কোন অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে পারা যায়।

৫২৩। হরিব্রত—বরাহ পুরাণোক্ত, দ্বাদশী তিথিতে হরির উদ্দেশে এই ব্রত করণীয়।

৫২৪। হরিকালী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত, ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রতের বিধান। ইহার ফলে দুর্ভাগ্য নাশ এবং স্বর্গ লাভ হয়।

এই সকল ব্রতের বিশেষ বিবরণ উক্ত পুরাণ বা হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, এবং এই সকল ব্রতের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রতের বিবয় তত্তৎ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

যথা বিধানে ব্রত করিয়া পরে বিধি অনুসারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

মহিলা ব্রত।

উপরিউক্ত ব্রতসমূহ ব্যতিরেকে ফলগছান, এয়োসংক্রান্তি প্রভৃতি অনেক প্রকার যোষিদ্ ব্রত আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্ত্রীলোক পরম্পরায়ই ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বালিকারা শৈশবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিত্রালয় এবং বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বাস কালেও ঐ সকল ব্রত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহাদের অধিকাংশই পুরাণাখ্যায়িকা অবলম্বনে গঠিত না হইলেও কতকগুলিতে পুরাণের ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে গুপ্ত ভাবে সংমিশ্রিত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও এতদূর পৃথক্ যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাতে মেয়েলী ছায়া প্রতিভাত হয়। ঐ সকল ব্রতের অল্পাংশ কোন সাধু চরিত্র পুরুষ বা সুশীলা রমণী অথবা নিয়ত ব্রতনিয়মপরায়ণ ও সাধু সেবারত দম্পতীর পুণ্যময় আখ্যান লইয়া কল্পিত। ঐ ব্রতকথাগুলি কোথাও গদ্যে, কোথাও বা পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কি কি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল।

ব্রত	মাস	বিষয়
গোকাল	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত	গাভী পূজা
দশপুত্তলি	,,	দশরথ, রাম, কৌশল্যা প্রভৃতি
রূপে এয়ো	,,	রণচণ্ডী
হরির চরণ	,,	শ্রীহরি
অশ্বত্থ পত্র	,,	অশ্বত্থ মহিমা
পুণ্য-পুষ্করিণী	,,	জলাশয়োৎসর্গ বিশেষ
ঘোরাঘুরী	,,	মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাস্থানে গৃহদ্রব্যবিন্যাস
অক্ষয় ফল	বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া	নারায়ণের উৎসৃষ্টবস্তু ব্রাহ্মণকে দান
অক্ষয় ধন	ঐ	ঐ
অক্ষয় সিন্দুর	ঐ	ব্রাহ্মণকন্যা
রূপ হলুদ	বৈশাখ মাস	ব্রাহ্মণকন্যাকে তৈলহরিদ্রা মাখান
বৈশাখ চাপা	,,	শিবপূজা
সন্ধ্যামণি	,,	নক্ষত্রপূজা
এয়োসংক্রান্তি	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তি	(ভগবতী ব্রাহ্মণকন্যা)
নিত্যসিন্দুর	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি	ঐ
ফলগছান	,,	ব্রাহ্মণকে ফলদান
ধনগছান	,,	ঐ ধনদান
জ্যৈষ্ঠচাঁপা	বৈশাখ সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শিবপূজা (শুকচম্পক)
জয়মঙ্গলবার	জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গল	মঙ্গলচণ্ডী
প্রবোধদ্বাদশী		
আল-দুর্গা	অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ণ বৎসর	দুর্গা
কুলুইচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চণ্ডিকা
যমপুকুর (ধর্ম্মপুকুর)	কার্ত্তিক মাস	যমরাজ
সেঁজুতি	অগ্রহায়ণ	গৃহোপকরণ
নখছুট	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তিতে নখ কাটিয়া দান
তুঁষ তুষলী	অগ্রহায়ণ	তুষ ও গোবর
গুপ্তধন	প্রতি সংক্রান্তি	গুপ্তভাবে দান
মধুসংক্রান্তি	,,	পাত্রে মিষ্টান্ন দান
কলাছড়া	চারি বৎসর প্রতি সংক্রান্তি	কলাদান
ঘৃতসংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	প্রস্তর পাত্রে ঘৃত দান
একাদুধে-পঞ্চামৃত	সারা বৈশাখ	নারায়ণ পূজা
তেজপত্র-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দর্পণ-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দধি-সংক্রান্তি	,,	ঐ
আদা সিংহাসন	সারা বৈশাখ	ভগবতী ভাবে ব্রাহ্মণকন্যার পূজা
হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী	বৈশাখ প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচণ্ডিকা
জয়মঙ্গলচণ্ডী	বারমাসের যে কোন মঙ্গলবার	চণ্ডিকাদেবী
রাই-আরাধনা	বৈশাখ সংক্রান্তি	শ্রীরাধিকা
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার	চণ্ডী (শঙ্কটা)
অরণ্যষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ষষ্ঠীদেবী
শীতলষষ্ঠী	মাঘ মাস	ঐ
লোটনষষ্ঠী	পৌষ মাস	ঐ
মূলাষষ্ঠী	অগ্রহায়ণ	ঐ
চাওড়াষষ্ঠী	আষাঢ় (মতান্তরে ভাদ্র)	ঐ
জামাইষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ঐ
লুণ্ঠনষষ্ঠী	শ্রাবণ	ঐ
অক্ষয়া ষষ্ঠী	ভাদ্র	ঐ
বোধন বা দুর্গাষষ্ঠী	আশ্বিন	ঐ
শ্মশান ষষ্ঠী	কার্ত্তিক মাস	ঐ
দুর্ব্বাষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ
দাহ ষষ্ঠী	বৈশাখ	ঐ
অশোকষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ

ব্রত	মাস	বিষয়
গুণোষষ্ঠী	ফাল্গুন	ঐ
নাগপঞ্চমী	শ্রাবণ	মনসা
নীলষষ্ঠী	চৈত্র	দুর্গা
গাড়শী	আশ্বিন সংক্রান্তি	লক্ষ্মীপূজা
ক্ষেত্র	অগ্রহায়ণ, শুক্লপক্ষের ১ম শনিবার	ক্ষেত্রপাল
বুড়াঠাকুরাণী	ঐ	বনদেবী
ইতুরা'ল বা ইতুপূজা	কার্ত্তিক সংক্রান্তির পর প্রতি রবিবার	সূর্য্যপূজা
নাটাই	অগ্রহায়ণ, রবি সন্ধ্যাকাল	
পাটাই বা পাষাণ চতুর্দ্দশী	পৌষ শুক্লাচতুর্দ্দশী	দুর্গা
দুর্গা সোহাগা (বিজয়া দশমী)		
লক্ষ্মী পূর্ণিমা	কোজাগর পূর্ণিমা	লক্ষ্মী
শিবদুর্গা	শিবচতুর্দ্দশী	শিব ও দুর্গা
কুলইব্রত	অগ্রহায়ণ, রবি বা বৃহস্পতিবার	কুলদেবতা

ব্রতক (ক্লী) ব্রতশব্দার্থ।

ব্রতচর্য্যা (স্ত্রী) ব্রতস্য চর্য্যা। ব্রতাচরণ, ব্রতানুষ্ঠান।

ব্রতচারিতা (স্ত্রী) ব্রতচারিণো ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্রতচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্রতানুষ্ঠানকারীর কার্য্য।

ব্রতচারিন্ (ত্রি) ব্রতেন চরতীতি চর-ণিনি। ব্রতাচরণকারী, ব্রতানুষ্ঠানকারী।

ব্রততি (স্ত্রী) প্র-তন বিস্তারে-ক্তিচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য ব। ১ বিস্তার। ২ লতা।

"অপি বৃশ্চ্-পুরাণবদ্ ব্রততেরিব" (ঋক্ ৮।৪০।৬)

'ব্রততেরিব যথা লতায়াং গুল্ফলং নির্গতাং শাখাং' (সায়ণ)

ব্রততী (স্ত্রী) ব্রততি-পক্ষে-ঙীষ্। ১ বিস্তার। ২ লতা। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্রতদণ্ডিন্ (ত্রি) ব্রতজন্য দণ্ডধারী। (হরিবংশ)

ব্রতদান (ক্লী) ব্রতবিষয়ক দান।

ব্রতদুগ্ধ (ক্লী) ১ ব্রতরূপ দুগ্ধ। ২ ব্রতের নিমিত্ত দুগ্ধ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।২)

ব্রতদুঘা (স্ত্রী) ব্রতদোহনকারিণী। (শতপথব্রা° ৬।২।২।১৪)

ব্রতধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধরঃ, ব্রতস্য ধরঃ। ব্রতধারী, ব্রতাচরণকারী, যিনি ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ভাগবত ৬।১৭।৮)

ব্রতধারণ (ক্লী) ব্রতস্য ধারণং। ব্রতচর্য্যা, ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের আবরণ। (ভাগবত ১১।১১।৩৭)

ব্রতনিমিত্ত (ত্রি) ব্রতের উদ্দেশভূত। ব্রতের জন্য।

ব্রতনী (স্ত্রী) পয়ঃপ্রদান দ্বারা কর্ম্মের নেত্রী। (ঋক্ ১০।৬৫।৬)

ব্রতপক্ষ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৩) (পুং) ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষকে ব্রতপক্ষ কহে, এই পক্ষে অনেক ব্রতের বিধান আছে, বলিয়া ইহা ব্রতপক্ষ নামে অভিহিত।

ব্রতপতি (পুং) ব্রতস্য পতিঃ। ব্রত পালক। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক। "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাং" (শুক্ল যজু° ১।৫) 'হে ব্রতপতে, ব্রতস্য অনুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ পতে পালক হে অগ্নে' (মহীধর) এই স্থলে ব্রতপতি অগ্নির বিশেষণ।

ব্রতপত্নী (স্ত্রী) ১ ব্রতপতির স্ত্রী। ২ আপ। (কৌশিতকী ৫৬)

ব্রতপা (ত্রি) ব্রতং পাতি পা-ক্বিপ্। ব্রত পালক। "ব্রতপা যা তব তনূরিয়ং" (শুক্ল যজু° ৫।৬) 'ব্রতপাঃ ত্বমস্মদীয়স্য বর্ত্তমান-ব্রতস্য পালকো ভবসীতি' (মহীধর)

ব্রতপারণ (ক্লী) ব্রতস্য পারণং ব্রতান্তে পারণ, ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় দিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিতে হয়।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা (ত্রি) ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উদ্‌যাপন ক্রিয়া।

ব্রতপ্রদ (ত্রি) ব্রতফলপ্রদানকারী পশু। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।১)

ব্রত প্রদান (ক্লী) ব্রতপুঞ্জ দান।

ব্রতভঙ্গ (ত্রি) নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালন বা উদ্‌যাপন করিতে অসমর্থ হওন।

ব্রতভিক্ষা (স্ত্রী) ব্রতে উপনয়ন কালে ভিক্ষা। উপনয়নকালীন ভিক্ষা, উপনয়ন সংস্কার হইলে তাহার পরে যে ভিক্ষা করিবার বিধান আছে, তাহাকে ব্রত-ভিক্ষা কহে।

অথ ভৈক্ষ্যঞ্চরতি, অথ শব্দস্তষ্ণীমাদিত্যোপস্থান অগ্নি-প্রদক্ষিণঞ্চ সংসতি।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থাপ্য চ ভাস্করম্ প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ ভৈক্ষ্যং যথাবিধি ॥ ইতি মনু বচনাৎ, ভিক্ষাসমূহং ভৈক্ষ্যং তচ্চাতি মাতরমেবাগ্রে যে চান্যে সুহৃদঃ যাবত্যো বা সন্নিহিতাঃ স্যুঃ। যাচতে ইত্যধ্যাহার্য্যং।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।

ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমাং যা চৈনাং নাবমানয়েৎ ॥

ইত্যাদি।" (সংস্কারতত্ত্ব°)

উপনয়ন সংস্কারকালে উপবীতগ্রহণের পর মাতা প্রভৃতির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এই ভিক্ষাগ্রহণের নাম ব্রত ভিক্ষা। প্রথমে মাতার নিকট, "ভবতি! ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, পরে ভগিনী প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিয়া তৎপরে পিতা ও সেই স্থলে যে সকল লোক থাকে তাহাদের সকলের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ভিক্ষায় যাহা কিছু পাওয়া যায়, সে সমস্তই আচার্য্যকে দিতে হয়।

ব্রতভৃৎ (ত্রি) ব্রতং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ব্রতগ্রহণকারী ব্রতধারী।

ব্রতলুপ্ত (ত্রি) ব্রত (উপবাসাদি)-ভ্রষ্ট।

ব্রতলোপন (ক্লী) ব্রতভঙ্গ। যে নিজের পবিত্রতা বা ব্রতাচার নষ্ট করিয়াছে।

ব্রতবৎ (ত্রি) ব্রত অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতধারী।

ব্রতবৈকল্য (ত্রি) ব্রতোদ্‌যাপন না হওয়া।

ব্রতশয্যা গৃহ (ক্লী) ব্রতানুষ্ঠান স্থান। যে গৃহে ব্রতযোগ্য দ্রব্যাদি বিন্যস্ত থাকে।

ব্রতশ্রপণ (ক্লী) ব্রতজন্য দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া।

ব্রতসংগ্রহ (পুং) ব্রতস্য সংগ্রহঃ। দীক্ষা। (হেম)

ব্রতস্থ (ত্রি) ব্রতে তিষ্ঠতীতি-স্থা-ক। ব্রতস্থিত, ব্রতে অবস্থানকারী, ব্রতধারী। ব্রহ্মচারী।

"ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।" (মনু ৩।২৩৪)

'ব্রতস্থং ব্রহ্মচারিণং' (কলুক)

ব্রতস্থিত (ত্রি) ব্রতে স্থিতঃ। ব্রতে অবস্থানকারী। ব্রতধারী।

ব্রতস্নাত (ত্রি) ব্রতৈঃ স্নাতঃ। ব্রতস্নাতক, ব্রহ্মচারিভেদ। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক এই তিন প্রকার ব্রহ্মচারী। যে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া ব্রত অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক; যিনি ব্রত সমাপন করিয়া বেদ অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্নাতক, এবং যিনি বিদ্যা ও ব্রত উভয়ই শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাব্রতস্নাতক কহে।

"বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৪।৩১)

"যঃ সমাপ্য বেদানসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্ততে স বিদ্যা-স্নাতকঃ, যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকঃ, উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ত্ততে স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ। (কুল্লুক)

ব্রতস্নাতক (পুং) ব্রতস্নাত। (পারস্করগৃ° ২।৫)

ব্রতস্নান (ক্লী) ব্রত সমাপনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন। (ভাগবত° ১১।০।২৮)

ব্রতাতিপত্তি (স্ত্রী) ব্রতভঙ্গ। ব্যাঘাতজন্য ব্রতের অসমাপ্তি। (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।১৩।২)

ব্রতাদেশ (পুং) ব্রতস্য আদেশঃ। উপনয়ন।

"আ-দন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাৎ দশরাত্রমতঃ পরম্॥ (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রতাদেশন (ক্লী) ব্রতস্য আদেশনং। বেদোপদিষ্ট উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীকে বেদোপদেশ দিতে হয়।

"কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্॥" (মনু ২।১৭৩)

'কৃতোপনয়নস্য ব্রহ্মচারিণো ব্রতাদেশনমিষ্যতে ক্রিয়তে চাচার্য্যৈঃ'। (কুল্লুক)

ব্রতিক (ত্রি) ব্রতিন্-কন্। ব্রতধারী, এই শব্দ প্রায় একটী উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা বিড়ালব্রতিক ইত্যাদি।

ব্রতিন্ (পুং) ব্রতমস্যাস্তীতি-ব্রত-ইনি। ১ মুনিবিশেষ। ২ যজমান, (অমর) ৩ ব্রহ্মচারী, যতি।

"ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্‌ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা" ॥ (মনু ২।১৮৮)

(ত্রি) ৪ 'ব্রত বিশিষ্ট, ব্রতানুষ্ঠানকারিমাত্র। ব্রতধারী তিথি বা উৎসবের অন্তে যথাবিধানে পারণ করিবেন।

"তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্"। (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৪)

ব্রতেশ (পুং) শিব।

ব্রতোপনয়ন (ক্লী) ব্রতাদেশ। শিক্ষার জন্য উপনয়ন।

ব্রতোপহ (ক্লী) সামভেদ।

ব্রতোপায়ন (ক্লী) ব্রতার্থে প্রবেশ। (শতপথব্রা° ৪।১।৭।১)

ব্রত্য (ত্রি) ব্রতকর্ম্মপরায়ণ। ব্রহ্মচারী। (ঋক্ ৮।৪৮।৮)

ব্রন্দিন্ (ত্রি) ১ মৃদুভাব প্রাপ্ত। ২ সমূহবিশিষ্ট। ব্রন্দিনঃ মৃদুভাবঃ-প্রাপ্তান্ যদ্বা সমূহবতঃ। (ঋক্ ১।৫৪।৪ সায়ণ)

ব্রয়স্ (ক্লী) বর্দ্ধন। (ঋক্ ২।২৩।১৬, সায়ণ)

ব্রশ্চ, ছেদে। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° বেট্। লট্ বৃশ্চতি। লুঙ্ অব্রশ্চীৎ, অব্রাক্ষীৎ।

ব্রশ্চন (পুং) বৃশ্চত্যনেনেতি ব্রশ্চ করণে ল্যুট্। ১ স্বর্ণাদি-ছেদিকা, চলিত ছেনী, যে অস্ত্র দিয়া স্বর্ণাদি ধাতু ছেদন করা যায়। পর্য্যায়—পত্রপরশু, পত্রপশু, স্বর্ণ লোহাদি ভেদক। (জটাধর) ২ বৃক্ষ ছেদন জাত নির্য্যাস, গাছ কাটিলে যে আটা গলে, তাহাকেও ব্রশ্চন কহে।

"দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।
অনুপাকৃত মাংসানি বিড়্জানি কবকানি চ॥"
ব্রশ্চনাং বৃক্ষচ্ছেদনজাতান্ লোহিতানপি।" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ৩ কুঠার। (কাত্য) (ক্লী) ব্রশ্চ-ল্যুট্। ৪ ছেদন। "স রক্তেমনা-ব্রশ্চনায় ভবতি" (শত° ব্রা° ৩৬।৪।১)

ব্রস্ক (ত্রি) কর্ত্তক, কর্ত্তনকারী, ছেদনকারী।

ব্রা (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ উষা। 'তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তীতি ব্রা রাত্রি বা প্রকাশেন বৃণোতীতি ব্রা উষাঃ।' (ঋক্ ১।১২১।২ সায়ণ) ৩ সমূহ, দল। (নিরুক্ত ৫।৩)

ব্রাচড় (পুং) অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ।

ব্রাজ (পুং) ১ গ্রাম কুক্কুট। (হেম) ২ গমন, গতি। ৩ দল, সমূহ। (অথর্ব্ব ১।১৬।১)

ব্রাজপতি (পুং) দলপতি, নায়ক। "কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্।" (ঋক্ ১০।১৭৯।২)

ব্রাজবাহু (পুং) মৃত্যুর হস্তবিস্তার। "মৃত্যোর্হ বা এতৌ ব্রাজবাহূ।" (শাঙ্খায়নব্রা° ৭।৯)

ব্রাজি (স্ত্রী) ব্রজতি গচ্ছতীতি ব্রজ গতৌ (বসিবপিযজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বায়ু।

ব্রাজিন্ (ত্রি) স্থানস্থায়ী, গমনশীল নহে। (শতপথব্রা° ৫।৫।১।১২)

ব্রাত (পুং) ১ সমূহ। (অমর)

"নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ।" (ভাগ° ৪।১৫।১৯)

২ ব্যাধাদি। (ব্রাত্যশব্দটীকা ভরত)

৩ মনুষ্য। (নিঘণ্টু ২।৩)

'বৃঞ্ বরণে—তাত ব্রতে লাভ স্থপিভ' ইত্যাদি সূত্রেণ ভোজরাজেন কৃৎপ্রত্যয়ে আড়াগমো নিপাত্যেতে বৃণক্তি স্বমতিমতং দেবতাভ্যঃ তপসা রাধিতেভ্যঃ প্রত্রিয়ন্তে বা যজ্ঞাদৌ, যথা ধান্যাদি সঞ্চয়ঃ, তদন্তো ব্রাতা মত্বর্থীয়োঽকারঃ। যথা ব্রতমিতি কর্ম্ম নাম অন্নং বা, অন্নমপি ব্রতায়ৈতস্মাদেবেত্যুক্তেঃ শ্রুতীয়াঃ 'তস্তেদং' ইত্যণ্।

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণেব প্রমুচ্যতে" ইত্যুক্তেঃ কর্ম্মণামধিকারিত্বাচ্চ মনুষ্যাণাং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বং ইত্যাদি। (দেবরাজ যজ্বা) (ক্লী) ৪ শরীরায়াস জীবিকর্ম্ম। (কাশিকা ৫।২।২১)

ব্রাতজীবন (ত্রি) শারীরিক বা পরস্পরের পরিশ্রমে জীবিকানির্ব্বাহকারী।

ব্রাতপতি (ত্রি) ব্রতপতি সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

(আশ্ব°শ্রৌ° ২।১২।৬)

ব্রাতপতি (পুং) দলপতি। (শুক্লযজু° ১৬।২৫)

ব্রাতসাহ (ত্রি) দলপতি। 'সমূহানামভি ভবিতারঃ'।

(ঋক্ ৬।৭৫।৯ সায়ণ)

ব্রাতিক (ত্রি) ব্রতসম্বন্ধীয় (সংবৎসর)। (গোভিল ৩।১।১৩)

ব্রাতীন (পুং) শরীরায়াসেন যে জীবন্তি তেষাং কর্ম্ম ব্রাতং তেন জীবতীতি ব্রাত (ব্রাতেন জীবতি। পা ৫।২।২১) ইতি খঞ্। সঙ্ঘজীবি। (হেম)

"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।" (ভট্টি ৪।১২)

ব্রাত্য (পুং) ব্রাতো ব্যালাদিঃ স ইব (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি যৎ। ১ ব্রতসম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।৭।১৩) ২ দশসংস্কাররহিত। ৩ উপনয়ন সংস্কাররহিত। পর্য্যায়—সংস্কারহীন, সাবিত্রীপতিত, বাগ্দুষ্ট, পুরুষোক্তিক। (জটাধর)

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ-দ্বাবিংশাৎক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতে র্বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥"(মনু ২।৩৮-৩৯)

ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল। এই কালের মধ্যে যদি ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাত্য কহে এবং ইহারা আর্য্যবিগর্হিত।

এক সময়ে সাবিত্রীসংস্কার বা উপনয়নহীন দ্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) মাত্রই ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১ মন্ত্রদ্বয় হইতে আমরা জানিতে পারিবে, ব্রাত্য দেবপ্রতিম, এমন কি পরম পিতারই অনুকল্প। ইহাদিগের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

সাবিত্রীপতিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্যনামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ায় অধিকার নাই—ব্রাত্য ব্যবহারযোগ্যও নহে, ইহাই এক শ্রেণীর শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত; কিন্তু অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটী কেবল ব্রাত্যমহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিককার্য্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূজ্য, অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, বিশ্বদেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে তাঁহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।

সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডোক্ত ব্রাত্য বাচ্যবিষয়ে ধর্ম্মসংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই ব্রাত্য-সকল বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। এস্থলে অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড হইতে এতদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ॥
তদেকমভবৎ, তল্ললাম অভবৎ, তন্মহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ
তদ্ব্রহ্মাভবৎ তৎতপোঽভবৎ তৎসত্যমভবৎ তেন প্রাজায়।
সোঽবর্দ্ধৎ স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ।
স দেবানামীশাং পর্য্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ।
স একো ব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।

নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। (১৫।১।১-৮)
স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলৎ। ১
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্। ২
বৃহতে চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ
দেবেভ্য আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি। ৩
বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ
দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি। ৪
শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসো
হরোষ্ণীষং রাত্রীকেশা হরিতৌ প্রবর্ত্তৌ কল্মলির্মণিঃ। ৫
তং বৈরূপঞ্চ বৈরাজং চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুব্যচলন্। ১০
বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ
রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদন্তি। ১৭

এই পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সপ্তম পর্য্যায় সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, এই ব্রাত্য পুরুষই যজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রজাপতি পরমেষ্ঠী পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয়। তদ্ যথা

"তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ
শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূত্বানুব্যবর্ত্তয়ন্ত"। (১৫।৭।২)

দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টম পর্য্যায়সূক্ত পাঠে ব্রাত্যপুরুষকে বিরাট্ পুরুষেরই নামান্তর বলিয়া বলবতী ধারণা জাগিয়া উঠে; তদ্‌যথা—"ব্রাত্যস্য সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্ত ব্যানাঃ।
তস্য ব্রাত্যস্য যোহস্য প্রথমঃ প্রাণ উৰ্দ্ধোনামায়ং স অগ্নিঃ।
দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ * *
তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ চন্দ্রমাঃ।
চতুর্থঃ প্রাণোবিভূর্নামায়ং স পবমানঃ।
পঞ্চমঃ প্রাণো যোনি নাম তা ইমা আপঃ।
ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়োনাম ত ইমে পশবঃ।
সপ্তমঃ প্রাণো পরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ।"

ব্রাত্যের অপান সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা—
"তস্য ব্রাত্যস্য যোঽস্যপ্রথমোঽপানঃ সা পৌর্ণমাসী"

এইরূপ দ্বিতীয় অপান সাষ্টকা, তৃতীয় অপান আমাবস্যা, চতুর্থ অপান শ্রদ্ধা, পঞ্চম অপান দীক্ষা, ষষ্ঠ অপান যজ্ঞ।

পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের নবম পর্য্যায় সূক্তে ব্রাত্যের ব্যান সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ব্রাত্যের প্রথম ব্যান ভূমি, দ্বিতীয় ব্যান অন্তরীক্ষ, তৃতীয় ব্যান দ্যৌ, চতুর্থ ব্যান নক্ষত্র, পঞ্চম ব্যান ঋতু, ষষ্ঠ ব্যান আর্ত্তব ও সপ্তম ব্যান সংবৎসর।

এই কাণ্ডের উপসংহারে অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুবাকের একাদশ পর্য্যায় সূক্তে লিখিত হইয়াছে—

"তস্য ব্রাত্যস্য। যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো
যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ।

যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সোঽগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ। অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সংবৎসরঃ শিরঃ অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায়।"

পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ষষ্ঠ পর্য্যায় সূক্তের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে "স মহিমা সদ্রুর্ভূত্বা পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোঽভবৎ।"

আমরা ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে আরও দেখিতে পাই—

"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ১০।৯০।৩
তস্মাদ্বিরাড জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ১০।৯০।৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০।৯০।৬
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষ, শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ৎ॥"

ঋগ্বেদের এই পুরুষ-মহিমার সূক্ত এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য-মহিমার সূক্ত এক প্রকার ও একভাববিশিষ্ট।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম পর্য্যায় সূক্তে যেরূপ ভাবে ব্রাত্যমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন বৈদিককালে এক শ্রেণীর পুণ্যবান্ ব্রতকর্ম্মশীল বিদ্বান্ পুরুষই কোন কারণে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাত্য অথিতিরূপে যাহার গৃহে বাস করিতেন, তাহার অশেষ পুণ্যের সঞ্চার হইত। যথা—

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।
তদ্ যস্যৈব বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি
যেঽন্তরীক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।" ইত্যাদি

এইরূপ এই সূক্তে ব্রাত্যের আতিথ্যপ্রদানের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্রাত্য সম্ভবতঃ সাধু পরিব্রাজক। কিন্তু এই ব্রাত্য-মহিমার উপক্রমোপসংহার পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ব্রাত্য অনাদিকারণ পুরুষ। এখানে যে ব্রাত্যকে গৃহে আতিথ্যদানের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সেই পরম পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে স্থান দান করেন, তাঁহার বহুল পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

এক পরম পুরুষই যে বৈদিক যুগে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইত, প্রশ্নোপনিষদেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং কেন যে তাহাকে ব্রাত্য বলা হইত তাহারও কারণ উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—

"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বন্‌॥"

(প্রশ্নোপনিষৎ ২।১১।)

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ তুমি প্রথমে জন্মিয়াছ বলিয়া তোমার সংস্কারক কেহই ছিল না, তাই তুমি ব্রাত্য কিন্তু তুমি অতীব পবিত্র। হে প্রাণ তুমিই একমাত্র ঋষি, তুমি ভোজক, তুমি সকলের সৎপতি, আমরা তোমার আজ্য দিতেছি, তুমি বায়ুর পিতা।

প্রশ্নোপনিষদের এই ব্রাত্য ও ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য ব্রহ্মের অনুরূপ পদার্থ।

(১৭।১৬ এবং ২৪।১৮ দ্রষ্টব্য।)

এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে আমরা ব্রাত্য শব্দের অপর এক বাচ্যবিষয় দেখিতে পাই। তৎপাঠে জানা যায়, দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া এই মর্ত্ত্য-লোকেই পরিভ্রমণ করেন, ইঁহারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হই-তেন। অবশেষে ইঁহারা স্বর্গগমনেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় স্বর্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়েন। অর্থাৎ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ যে স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হয়েন। কিন্তু ইঁহারা বৈদিক মন্ত্র জানিতেন না। সুতরাং ইহঁাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গগামী দেবগণ মরুতের প্রতি ইঁহাদিগকে বেদশিক্ষার ভার প্রদান করেন। মরুৎ ইঁহাদিগকে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে "ষোড়শ" উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে ইঁহারা স্বর্গে গমন করেন।*

আবার কৌষীতকী তাণ্ড্যমহা ব্রাহ্মণও ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।+

ব্রাত্যগণ অনাহুত যুদ্ধরথের চালকত্বকার্য্য করিতেন, ধনু ও বর্শা বহন করিতেন, তাঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ ও রক্ত-প্রান্ত পরি-চ্ছদ পরিধান করিতেন, পরিচ্ছদগুলি বায়ুবেগে আলোড়িত হইত। তাঁহাদের নেতৃগণ কপিলবর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি করিতেন না। তাঁহাদের শাসনবিধিরও শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উচ্চারণের অনেক বৈষম্য ছিল। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের এই ব্রাত্য-দেবগণ প্রথমতঃ হয়ত সম্মানিত ছিলেন, পরে বেদানভিজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা সমাজে অনাদৃত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজে সম্মানহীন এই ব্রাত্যগণই প্রকৃতপক্ষে সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্য কি না তাহা অনু-সন্ধেয়। ফলতঃ আমরা বাজসনেয়সংহিতাতেও এক শ্রেণীর লোককে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখিতে পাই।

(শুক্লযজুঃ ৩০।৮)

এতদ্ব্যতীত লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮।৬।২,৭,৮) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (২২।৪।৩) আমরা ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। অসবর্ণগণই শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রাত্য শব্দের এইরূপ অর্থাবনতি সংঘটিত হইল, পরব্রহ্মের বাচক শব্দটী কি প্রকারে মানব সমাজের অসম্মানিত জনের অর্থবোধকরূপে ব্যবহৃত হইল, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাতসন্তান ব্রাহ্মণ, বৈশ্যার গর্ভে জাতসন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রার গর্ভে জাতসন্তান নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়বৈশ্যায় জাতসন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়শূদ্রায় জাতসন্তান উগ্র, বৈশ্যশূদ্রায় জাতসন্তান রথকার, শূদ্রবৈশ্যায় মাগধ, বৈশ্যক্ষত্রিয়ায় আয়োগব ইত্যাদি। এই সকল অসবর্ণজাত সন্তানগণ ব্রাত্য নামে প্রসিদ্ধ।" (বৌধায়নধর্ম্মসূত্র ১।৯।১৬-১৭)

মনুসংহিতায় আমরা ব্রাত্যতার অপর একটী হেতু দেখিতে পাই। যথা—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্‌।
তান্‌ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(মনু ১০।২০ অঃ)

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সবর্ণাভার্য্যায় উৎপন্ন সন্তান সাবিত্রী-ভ্রষ্ট হইলে তাহারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের ব্রাত্য ও মনুসংহিতার ব্রাত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুসংহিতায় আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে ত্রিবিধ ব্রাত্য দেখিতে পাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য ও বৈশ্য-ব্রাত্য। দেশভেদে ইঁহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—

* "দেবা বৈ স্বর্গং লোকং আয়ংস্তেষাং দেবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তস্ত আগচ্ছন্‌ যতো দেবাঃ স্বর্গং লোকম্‌ আয়ংস্তেন তং স্তোমং ন ছন্দোঽবিন্দন্‌ যেন তান্‌ আপ্নংস্তে দেবা মরুতোঽব্রুবন্‌ এভ্যেভ্যস্তং স্তোমস্তচ্ছন্দঃ প্রাযচ্ছত যেন অস্মাৎ আপ্নুবানিতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্‌ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্‌ ইতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্‌ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্‌" (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়।)

+ "এতেন বৈ......তস্মাৎ কৌষীতকীনাং ন কশ্চন অতীব জিহীতে যজ্ঞাবকীর্ণাহি" (তাণ্ড্য ১৭,৪,৩)।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥" (মনু ১০।২-১২৩)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাত্য হইতে ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ; ক্ষত্রিয়-ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এবং বৈশ্য-ব্রাত্য হইতে সুধন্ব, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বতগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও আমরা ব্রাত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

"সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপ ॥ ৩৬
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলং।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ ॥" ৩৭

শ্রীধরস্বামী এই দুই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নরহিতা ভবিষ্যন্তি। অব্রহ্মবর্চ্চসঃ বেদাচারশূন্যাঃ ॥' শ্রীমদ্‌বীর রাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রিকানাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন, 'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নাদিসংস্কাররহিতা' অতএব শূদ্রপ্রায়াঃ ভবিষ্যন্তি জনাধিপেতি সম্বোধনং। জনাধিপা ইতি পাঠে তে শূদ্রপ্রায়া শূদ্রপ্রচুরা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ।'

শ্রীভাগবতের সুবিখ্যাত টীকাকার বিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চ আভীরাশ্চ শূদ্রাশ্চ মালবাশ্চ ব্রাত্যা সংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া জনাধিপতয়ো ভবিষ্যন্তি।'

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাত্যগণ শূদ্র—শ্রীভাগবতের এই মূল শ্লোক এবং সুপ্রসিদ্ধ উক্ত টীকাকারগণের টীকা পাঠ করিলেই অবশ্যই ভ্রান্তসংস্কার উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন।

স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ব্রাত্যসম্বন্ধে আরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা।
(মনু ২।৩৯, বিষ্ণু ২০।২৭)

২। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতৌ।
(যাজ্ঞবল্ক ১।৩৮)

৩। সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালশ্চ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্ত্তব্যা যে তূপনয়নাদধঃ ॥
(কাত্যায়ন ২৫।১৭)

৪। বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্য স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি। (ব্যাস ১।২০)

৫। বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়োপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ (শঙ্খ ২।৮)

৬। আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাতীতকাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।
নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্নযাজয়েন্নৈভি বিবাহয়েযুঃ।
পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। (বশিষ্ঠ ১১শ অধ্যায়)

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত।

উপনয়নাদি সংস্কারবিহীনতা-নিবন্ধন যে ব্রাত্যতা দোষ ঘটে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই দোষদুষ্ট ব্যক্তিদের শুদ্ধির বহুল বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাকালে উপনয়ন না হইলে ব্রাত্যতা ঘটে। এই ব্রাত্যতা দোষখণ্ডনের জন্য ধর্ম্মসূত্রকার আপস্তম্ব যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। আপস্তম্ব বলেন—

১। অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। (১ম। ১প। ২৮ সূত্র)

হরদত্ত কৃত উজ্জ্বলটীকানুসারে এই সূত্রের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহার যে সাবিত্রীকাল উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ত্রৈবিদ্যক শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—'ত্রিঅবয়বা বিদ্যা ত্রিবিদ্যা তদধিকারভূত-বিষয়া ত্রৈবিদ্যা তৎসম্বন্ধীয়ং' এইরূপ অর্থে ত্রৈবিদ্যক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নি পরিচর্য্যা, অধ্যয়ন এবং গুরুশুশ্রূষা এই তিনটী বিষয়ই ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত।

২। অথোপনয়নম্।

এইরূপ ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পরে উপনয়ন সংস্কার।

৩। ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনম্।

অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে যথারীতি স্নান অনুষ্ঠেয়। যাহারা সমর্থ তাহারা ত্রিসবর্ণ স্নান করিবে। যাহারা সমর্থ নহে তাহাদের পক্ষে যথাশক্তি স্নান বিধেয়।

৪। অথাধ্যাপ্যঃ।

অর্থাৎ এই প্রকার অনুষ্ঠানের পর সংস্কৃত ব্যক্তি অধ্যাপনীয়

৫। অথ যস্য পিতাপিতামহ ইত্যনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্ম হসন্ স্তুতাঃ।

অর্থাৎ যাহার পিতা পিতামহ অনুপেত থাকে তাহারা ব্রহ্মহসন্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "পিতা পিতামহ" শব্দ দ্বারা প্রপিতামহ মাতামহ প্রভৃতি এবং ইহাদের ভ্রাতাদিকেও বুঝিতে হইবে।

৬। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ

অর্থাৎ ইহাদের সহিত অভ্যাগমন (পরাগত ব্যবহার

ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপার বর্জ্জনীয়। অভ্যাগমন শব্দের অর্থ মৈত্রচেষ্টা আলাপাদিও বুঝিতে হইবে।

৭। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইচ্ছাশীল ব্যক্তিগণই প্রায়শ্চিত্তযোগ্য, কিন্তু অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরোপদেশে বলাৎকারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে।

৮। যথা প্রথমেতিক্রম ঋতুরেবং সংবৎসরঃ।

মাণবকের উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হইলে এক ঋতুকাল এবং তদীয় পিতা অনুপনীত হইলে সম্বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠেয়।

৯। অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনম্।

অতঃপর উপনয়ন সংস্কার দিতে হইবে, তৎপরে উদকোপস্পর্শনের ব্যবস্থা।

১০। প্রতিপুরুষং সঙ্খ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপেতাঃ স্যুঃ।

পিতা অনুপেত হইলে সংবৎসর কাল ও পিতামহ অনুপেত থাকিলে দুই বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। ইহা আপস্তম্বের টীকাকার হরদত্তের মত। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—'মাণবকস্য পিতামহমারভ্য স্বপর্য্যন্তং কালাতিক্রমে পূর্ণং সংবৎসরং যাবৎ পূর্ব্বোক্তরীত্যা উপনয়নস্বরূপ-যোগ্যতৌপয়িক ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ মাণবকের পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পর্য্যন্ত কালাতিক্রমে পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে উপনয়নের উপযোগী ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

উদকোপস্পর্শন সময়ে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার্য্য। তদ্‌যথা—

(১) "সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চদূরকে।"(ঋগ্‌বেদীয়)

(২) "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু" ইত্যাদি (যজুর্ব্বেদীয়)

(৩) "কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ" ইত্যাদি (সামবেদীয়)

এই মন্ত্রানুসারে স্বশিরে জলসেচন করিতে হয়।

১১। অথ যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতা।

যে মাণবকের প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণে আসে না। অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে কত পুরুষ ব্রাত্যতা দোষ ঘটিয়াছে, তাহা ঠিক করা যায় না, তাদৃশ মাণবকগণ শ্মশানসংস্তুত।

১২। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং চরেদথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ।

ইহাদের সহিত মৈত্রালাপ ভোজন বিবাহাদি বর্জ্জনীয়। ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতে ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর পাবমান্যাদি মন্ত্রে উদকোপস্পর্শন করিতে হইবে।

১৩। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। এস্থলে হরদত্ত বলেন যে "তেষাং" শব্দে মাণবকগণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু "ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা" নামক গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী হরদত্তের এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিচারসহ একবারে নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই প্রায়শ্চিত্ত পিতা পিতামহ প্রভৃতির জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রের উপক্রমোপসংহার সমন্বয়-বিচারে এস্থলে তেষাং শব্দের বাচ্য মাণবক, ইহাই হরদত্তের মত; তিনি বলেন, ইহা দ্বারা ব্রাত্যের অনুপবীত পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হয় নাই। কিন্তু রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তাঁহার সকল আপত্তি অতি সূক্ষ্মবিচারে খণ্ডন করিয়া তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ হইতে একটী প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাণবকের অনুপবীত পিতৃপিতামহাদিরও যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

'অনুমোদিতশ্চায়মর্থস্তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে তদ্‌যথা—"অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্।"

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—"শমেন মনোনিগ্রহেণ মনোনিগ্রহং-শ্চতুর্থ-বয়সি প্রায়ঃ সম্ভবাৎ যৌবনাবসানেন নীচং অনুদ্ধতং পুংব্যাপারাসমর্থং আসমন্তাৎ মেঢ্রমুপস্থেন্দ্রিয়ং যেষাং তে হনেন ব্রাত্যস্তোমেন যজেরন্নিত্যুক্ত্যা বৃদ্ধানামপি সংস্কার্য্যত্বং সুব্যক্তম্।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ব্যাপারে মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে। যৌবনের অবসানে পুং-ব্যাপারাসমর্থ বৃদ্ধ ব্রাত্য-দিগেরও ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা সংস্কার করা বিধেয়। এতদ্দ্বারা বৃদ্ধ ব্রাত্যগণেরও সংস্কার উক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত দ্বারাও হরদত্তের অভিমত খণ্ডিত হইতেছে। এসম্বন্ধেও তিনি কাণ্ডত্রয়াত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিয়াছেন—

১। "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ"।

অর্থাৎ ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদের অপত্য সম্বন্ধে সংস্কার বা অধ্যাপনা নাই।

২। "তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তি।"

ইহাদের মধ্যে সংস্কারাভিলাষী প্রাচীন ব্রাত্যগণ ব্রাত্য-স্তোম দ্বারা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন।

দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ত্রৈবিদ্যক-ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর উপনয়নের ব্যবস্থা। উপনয়ন হইলে পাবমান্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদকোপস্পর্শের বিধান। এই সকল কার্য্য দ্বারা মাতৃকৌষিক দেহারম্ভক অবয়ব-নিচয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। উদকস্পর্শের পরে আপস্তম্ব গৃহ-মেধানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"অথ গৃহমেধোপদেশনম্।"

অর্থাৎ গৃহকর্ম্মের উপযোগী বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, কিন্তু নিজশাখান্তর্গত সরহস্য বেদের সমগ্রাংশ অধ্যয়ন করার অধিকার তখনও প্রদেয় নহে। কেন না তৎ-পরের সূত্রেই লিখিত আছে :—

"নাধ্যাপনম্"

অর্থাৎ নিজশাখান্তর্গত সমগ্র বেদ অধ্যাপনীয় নহে।

হরদত্ত বলিয়াছেন—"নাধ্যাপনং কৃৎস্নবেদস্য কিন্তু গৃহ্য-মন্ত্রাণামেব" অর্থাৎ সমগ্র বেদপাঠে অধিকার না হইলেও গৃহ্যমন্ত্রপাঠের অধিকার হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত হইয়া গৃহস্থ হইলে তাহাদের ব্রাত্যদোষ খণ্ডিত হয়। অতঃপর এইরূপ বংশে আবার কেহ ব্রাত্য হইলে তাহাদের সংস্কার প্রথমাতিক্রমের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ ঋতুকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথা আপস্তম্বে—

"ততো যো নিবর্ত্ততে তস্য সংস্কারেণ প্রথমাতিক্রমৈঃ"

অর্থাৎ প্রাগুক্তরূপে প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর গৃহস্থ হইলে তদ্বংশের ব্রাত্যদোষের মোচন হয়। এতাদৃশ বংশ্য কোন ব্যক্তির উপনয়ন কাল অতিক্রম হইলে দুই মাস কাল ব্রহ্মচর্য্যের অনু-ষ্ঠান করিলেই আবার সংস্কার প্রাপ্তির অধিকার জন্মে। এইরূপ উপনীত ব্যক্তি হইতে যে মাণবকের জন্ম হয়, সে প্রকৃতিবৎ উপনীত হইয়া থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য আর কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাই আপস্তম্ব লিখিয়াছেন—

"তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বিধিনির্দ্দিষ্ট উপনয়নের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কালে প্রাগুক্ত উপনীত ব্যক্তির সন্তানের উপনয়ন হইবে।

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রানুসারে বহুপুরুষ পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তি-দিগেরও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনঃ সংস্কার ব্যবস্থিত হই-য়াছে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যগণের ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণে অধিকার জন্মে। "তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা হরদত্তের উজ্জ্বলা টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ততস্তু যো নিবর্ত্ততে তস্য প্রকৃতিবৎ যথাপ্রাপ্তমুপনয়নং কর্ত্তব্যম্।" এ কথায় প্রতিবাদ যোগ্য কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু পরে তিনি লিখিয়াছেন—

"যস্য তু প্রপিতামহস্য পিতুরারভ্য নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য প্রায়শ্চিত্তং নোক্তম্। ধর্ম্মজ্ঞৈস্তূহিতব্যম্"।

অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়নের অভাব হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, হরদত্ত মহাশয়ের এই টীকা যে সমীচীন নহে, রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তদীয় গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ও কাত্যায়নসূত্র উদ্ধৃত করিয়া এতৎসম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বহুপুরুষ কাল পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিগণও আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রানুসারে প্রায়-শ্চিত্ত করিয়া ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণের অধিকারী হয়। যথা—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং য ঔপনায়নিকো মুখ্যঃ প্রাতিষ্ঠিকঃ কাল-স্তস্মিন্নেব তে উপনেতব্যাস্তেষাং পূর্ব্বপুরুষীয় ব্রাত্যতাপ্রযুক্তো ন কশ্চিদধমো ভাবো, ন চাপ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদধিকমিতি ভাবঃ। সাধু তদ্বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকানামপ্যাপস্তম্বাদ্যুক্তেনোহপ-নোদকদীর্ঘপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ত্রৈবর্ণিকোচিতকার্য্যকরণেঽধিকার ইতি সমর্থিতম্।"

পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রি মহোদয় কাত্যায়নসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াও স্বীয় মতের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্যথা—

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবত্যাদ্বাবিংশাদ্রাজন্যস্যা-চতুর্ব্বিংশাদ্বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি নানুপ-নয়েয়ু র্নাধ্যাপয়েয়ু র্নাযাজয়েয়ুঃ কালাতিক্রমে নিয়তবৎ ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনং চ তেষাং সংস্কারেপ্সু ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি শ্রুতেঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের মুখ্য কাল নির্দ্দেশ করিয়া পরে আষোড়শাদি দ্বারা গৌণকালের উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌণ কাল লঙ্ঘন করা হইলেও যে পাতিত্য জন্মে, তাহা বলা হইল। এইরূপ স্থলে উপনয়ন, অধ্যাপন ও যজনাদি ব্যবহার পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

তৎপরে সূত্রকার বলিয়াছেন,—"কালাতিক্রমে নিয়তবৎ"

উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—"কালাতিপাতে যথা শ্রৌতেষু স্মার্ত্তেষু চ কর্ম্মসু প্রায়শ্চিত্ত-মনুষ্ঠায় প্রকৃতিকর্ম্মানুষ্ঠানং নিয়তং,' ন তু সর্ব্বথা কর্ম্মলোপঃ। কাললোপমপেক্ষ্য কর্ম্মলোপস্যাতিজঘন্যত্বাৎ তথৈবাত্রাপি প্রায়-শ্চিত্তমনুষ্ঠায় ভবত্যুপনয়নার্হতা।"

অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কালাতিপাত হইলে যেরূপ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই নিয়মসিদ্ধ; কিন্তু কোন প্রকারে

সেই কর্ম্মলোপ বিধেয় নহে, কেননা কাললোপ অপেক্ষা কর্ম্মলোপ অতি জঘন্য। এস্থলেও সেই প্রকার কাললোপ নিবন্ধন ব্রাত্যদোষ ঘটিলে তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পুনরায় উপনয়নার্হতা জন্মে, তাহার পরে বৈদিক কার্য্যের অধিকার প্রদান করাই শাস্ত্রীয় বিধি, কাত্যায়নসূত্রের ইহাই অভিপ্রায়। আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন এই উভয়ই বহুপুরুষপতিত-সাবিত্রীক ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়নসংস্কারের অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে সংহিতাকারগণও যেরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উল্লেখ করা গেল—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥"
(মনু ১১।১৯২ ; বিষ্ণু ৫৪।২৬)

মনু এবং বিষ্ণু উক্ত বিষয়ে এই বিধান করিয়াছেন, যে সকল দ্বিজের শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে (উপনয়ন না হওয়ায়) সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।

এ বিষয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে,—পতিতসাবিত্রীক উদ্দালক-ব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ মাসং পয়সা। অর্দ্ধ-মাসমামিক্ষয়া অষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড়্রাত্রমযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত। ত্রিরাত্রম্ অব্ভক্ষঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি।" (১১শ অধ্যায়)

যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালকব্রত আচরণ করিবে। দুই মাস যবের মণ্ড মাত্র ভোজন করিবে। এক মাস কেবল দুগ্ধ পান করিবে। মাসার্দ্ধ আমিক্ষা বা ছানা মাত্র খাইবে। অষ্টরাত্র কেবল ঘৃত ভক্ষণ করিবে। ষড়্রাত্র অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবে। ত্রিরাত্র কেবল জল খাইবে এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে। অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবে।

মিতাক্ষরাকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধানপূর্ব্বক ক্রমশঃ ব্রাত্যো-পনয়নের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তদ্‌যথা —

"গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়ম্ ঋণানাং চানপক্রিয়া। ২৩৪।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকং। ২৪২।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযমঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি। ২৬৩।
কৃচ্ছ্রং চৈবাতি কৃচ্ছ্রং চ চরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ। ২৬৪।
উপপাতক-শুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেনাথ বা পুনঃ॥" ২৬৫।

অতো ব্রাত্যতাদিষু অস্মিন্ শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে বা দৃষ্টৈঃ প্রায়-শ্চিত্তৈঃ সহোপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবমিত্যাদিনা প্রতিপাদিত ব্রত-চতুষ্টয়স্য সমবিষয়তা কল্পনেন বিকল্পো বিষয়বিভাগো বা আশ্র-য়নীয়ঃ। তানি স্মৃত্যন্তরদৃষ্টপ্রায়শ্চিত্তানি পরিক্রমেণ ব্রাত্যাদিষু যোজয়িষ্যামঃ। তত্র ব্রাত্যতায়াং মনুনেদমুক্তম্. -

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥ ১১।১৯২॥
যচ্চ যমেনোক্তম্—
সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকং।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ॥
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতমিতি॥
তদুভয়মপি যাজ্ঞবল্কীয়মাসপয়োব্রতবিষয়ম্
যত্তু বশিষ্ঠেনোক্তম্ (১১শ অধ্যায়ে)

অত্রেয়ং ব্যবস্থা যস্য উপনেত্রাভাবেন তৎকালাতিক্রমঃ তস্য যাজ্ঞবল্কীয়ানামন্যতমং শক্ত্যপেক্ষয়া ভবতি। অনাপত্ত্যতি-ক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং। তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদূর্দ্ধমপি কিয়ৎকালাতিক্রমে তু উদ্দালকব্রতং ব্রাত্যস্তোমো বা ইতি।

যেষান্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তেষামাপস্তম্বেনোক্তম্।—

যস্য পিতাপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপ-নয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি।

এই সকল উল্লেখ করিয়া মিতাক্ষরাকার মীমাংসা করিয়াছেন যে গোবধ, ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক প্রায়শ্চিত্তার্হ। যাজ্ঞ-বল্ক্য গোবধপ্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "গোঘাতক একমাস সংযমী থাকিবে, সে গোষ্ঠে শয়ন করিবে, গো চরিতে গেলে তাহার অনুগামী হইবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে, (এইপ্রকারে একমাস অতীত হইলে) একটী গো প্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে যথাযথভাবে কিংবা চান্দ্রায়ণ দ্বারা একমাস দুগ্ধ পান করিয়া অথবা পরাকদ্বারা অন্যান্য উপপাতকের শুদ্ধি হয়।"

ইহার ব্যাখ্যাবসরে মিতাক্ষরাকার আরও বলিয়াছেন,—'ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক এই শাস্ত্র বা শাস্ত্রান্তর বিহিত উক্ত রূপাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়। উক্ত বচনে "এই প্রকারে" ইত্যাদি শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়ের সমানবিষয়তা কল্পনা করিলে বিকল্প স্বীকার অথবা বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। সেই সকল স্মৃত্যন্তরদৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পাঠক্রমে ব্রাত্যাদিতে যোজনা করিতেছি। তন্মধ্যে ব্রাত্যতা বিষয়ে

এইরূপ বলা হইয়াছে,—'যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।"

এসম্বন্ধে যমও বলিয়াছেন,—"যাহার পঞ্চদশ বৎসর সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। একবিংশতি দিন একাঞ্জলিপরিমিত যাবক পান করিবে। এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবিঃ দ্বারা ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবক দ্বারা পরিশুদ্ধ ঐ ব্যক্তির উপনয়ন দেওয়া বিহিত।"

এই উভয়ই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত মাসব্যাপী পয়োব্রতের সমান বিষয়। কিন্তু বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে; অর্থাৎ দুই মাস যবমণ্ড দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, একমাস দুগ্ধদ্বারা, একপক্ষ ছানাদ্বারা, আটদিন ঘৃতদ্বারা, ছয়দিন অযাচিতলব্ধদ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে, ত্রিরাত্র কেবল জল পান করিবে এবং এক দিনরাত্র উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে।"

ব্যবস্থান্তর যথা—যাহার উপনয়নদাতা লোকের অভাব হেতু উপনয়নের কালাতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার শক্তি অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন একটী করিলেই হইবে। কিন্তু আপদ্ না থাকিলেও যদি অতিক্রম ঘটে, সে স্থলে মনুবিহিত ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। একরূপ স্থলে যদি পঞ্চদশ বৎসরেরও অতিরিক্ত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদ্দালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোম কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাদের পিত্রাদিও অনুপনীত, তাহাদের আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তদ্‌যথা—যাহার পিতা ও পিতামহ পর্য্যন্তও অনুপনীত, তাহার পক্ষে ত্রৈবিদ্যক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আর যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতিরও উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না, তাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্রাত্যোপনয়ন বিহিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের সংগ্রহে পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষেরা অনুপনীত থাকিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য তাহা উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি যে ব্যক্তির প্রথম সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা,—

অথোপনয়নং। অত্র গোভিলঃ—"গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং। আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্ব্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈতান্ উপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন এভি বিবাহয়েয়ুঃ॥"

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নম্ ইতি কর্ম্মনামধেয়ং তেন কর্ম্মণা যোজয়েৎ।

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।

বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥

যত্তু পৈঠীনসিবচনং—দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা, অষ্টকৃষ্ণকালা ভবন্তীতি। তদ্দ্বাদশবর্ষাদ্যূপরি ব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং ষোড়শবর্ষাদ্যূপরি গুরুপ্রায়শ্চিত্তমিতি।

ইহার পর আপদ্ অনাপদভেদে লঘুগুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দুইটী বচন অনুসারে করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থিত বিবেচ্য বিষয়ের কোন কথা নাই।

পরাশরমাধব নামক মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এ স্থলে বিস্তারিত উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

পরাশরমাধবীয় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডোক্ত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত যথা—

"যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তস্য আপস্তম্বোক্তং দ্রষ্টব্যং।

যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং, যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুঃ এবং সম্বৎসরঃ। অথ উপনয়নং। ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শনং প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপনীতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরক ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ আঙ্গিরসেন ইতি অথবা ব্যাহৃতিভিরেব। অথাধ্যাপ্যঃ। যস্য প্রপিতামহাদে র্ন অনুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান-সংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ, অথ উপনয়নং। ততঃ উদকোপস্পর্শনম্।"

পরাশর-মাধবীয় প্রায়শ্চিত্ত-কাণ্ডেও মনুর ব্যবস্থিত ত্রিকৃচ্ছ্র এবং বশিষ্ঠের ব্যবস্থাপিত উদ্দালক ব্রতাচরণের বিধান বিহিত হইয়াছে। উদ্দালক ব্রতের বিধান ইতঃপূর্ব্বে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

সামবেদীয় তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাত্যস্তোম নামে অভিহিত। ব্রাত্যস্তোমের বহুপ্রকার ভেদ আছে। এস্থলে মাত্র "হীনব্রাত্য" ও "গরগির" ব্রাত্যস্তোমের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রিমহোদয় তদীয় ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাগ্রন্থের ১০৫ হইতে কয়েক পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'কিঞ্চ বৃদ্ধব্রাত্যানামপি সংস্কারো ভবতি বেদানুমতো যথা

তাণ্ড্যব্রাহ্মণ সপ্তদশ অধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্ত ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্" তদর্থশ্চ—অথ পূর্ব্বোক্ত কনীয়সাং ব্রাত্যানাং সংস্কারবিধানান্তরম্ এব বক্ষ্যমাণো বক্তঃ শমনীচামেঢ্রাণাম্—শমেন যৌবনোপরমেণ নীচমমুন্নতং মেঢ্রেন্দ্রিয়ং যেষাং তে তথাবিধাঃ স্থাবির্য্যাদ্বিনষ্টবীর্য্যা ইত্যর্থঃ তেষাং স্তোমস্তৈরনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যে জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধতমাঃ সন্তোঽপি ব্রাত্যাস্তেষামপি ব্রাত্যস্তোমাধিকারিত্বং সিধ্যতি ততশ্চ ব্রাত্যস্তোমানুষ্ঠানেন উপনয়নাধ্যয়নাধিকারিতা সিদ্ধিরিতি ন পাণিনিহিতম্। ন চ সংস্কারোত্তরং কেনাপি কারণেন পতিতানাং বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বং ততঃ সিধ্যতি পুনরাবালমসংস্কৃতানাং জাত্যপত্যানাং সংস্কার্য্যতাঽপি ততঃ সেদ্ধুমর্হতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তশ্রুতির্ন স্বদভিমতার্থসাধিকেতি বাচ্যম্।'

পুনশ্চ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে—"হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রসবন্তি নহি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। ন কৃষিং ন বণিজ্যাং ষোড়শ বা এতৎস্তোমঃ সমাপ্তুমর্হতি। ইত্যুক্ত্যা ব্রাত্যাপত্যানামপি বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বমস্ততঃ সিদ্ধঃ।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃদ্ধব্রাত্যগণেরও সংস্কার করার বিধান আছে। "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে হীন ব্রাত্যদের কথা বলা যাইতেছে। ব্রাত্য সাধারণতঃ চারি প্রকার,—নিন্দিত, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও হীন, সকল ব্রাত্যই সংস্কারার্হ।

নিন্দিতব্রাত্য—যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক, অযাজ্যযাজক, তাহারাই নিন্দিত ব্রাত্য।

কনিষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের মাতাপিতা সংস্কৃত, কিন্তু নিজেরা সাবিত্রীপতিত, তাহারাই কনিষ্ঠ ব্রাত্য।

বৃদ্ধ বা জ্যেষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, অথচ এইরূপ অবস্থায় যাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে, তাহারাই বৃদ্ধব্রাত্য।

হীনব্রাত্য—যাহাদের মাতা পিতার সংস্কার হয় নাই, নিজেরাও অনুপেত, এই অবস্থাতেই যাহাদের বিবাহ সন্তানোৎপাদনাদি হইয়াছে তাহারাই হীন ব্রাত্য।

প্রাগুক্ত তাণ্ড্যশ্রুতির মর্ম্মানুবাদ এই যে হীন ব্রাত্যগণের ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস নাই, ইহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি কোন আশ্রমাচারও করে না।

এই যে চারি প্রকার ব্রাত্যের কথা বলা হইল, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের উক্তি অনুসারে ইহাদের সকলেই ব্রাত্যস্তোমপ্রায়শ্চিত্তার্হ। সেই প্রায়শ্চিত্তের পরে ইহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ইহাদের সকলের পক্ষেই "চতুঃষোড়শী" প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে।

উক্ত তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশ অধ্যায়ে আরও লিখিত হইয়াছে—"গরগিরো বা এতে যে ব্রহ্মাদ্যং জন্যমন্নমদন্ত্যদুরুক্তবাক্যং দুরুক্তমাহুরদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্ত্য দীক্ষিতাদীক্ষিতবাচং বদন্তি ষোড়শ বা এতেষাং স্তোমঃ পাপ্মানং নির্হন্তুমর্হতি যদেতে চত্বারঃ ষোড়শা ভবন্তি তেন পাপ্মনোঽধি নির্মুচ্যন্তে।"

বিষভক্ষণকারীরা "গরগিরঃ" নামে উক্ত। বিষভক্ষণ করিলে যেমন মোহাক্রান্ত হয়, পাপনিষেবণ দ্বারাও মানুষ সেই প্রকার মোহাক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পরিভ্রষ্ট হয়। সুতরাং পাপাচারী ব্যক্তিরাও "গরগির" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই গরগির ব্রাত্যগণ অসংস্কৃত অনুপেত ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদপারগ ব্রাহ্মণাদির অদনীয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র বলেন, প্রাগুক্ত শ্রুতিতে ব্যবহৃত "জন্য" শব্দের অর্থ জন্যং—জনপদসম্বন্ধি অথবা 'জনেরুৎপন্তেঃ সাধনং ভোজ্যাপেয়াদেরেব মাতাপিত্রোরুপভুক্তস্য শুক্রশোণিতাদি দ্বারা বালশরীরারম্ভকত্বাৎ। এবঞ্চ পরকীয়মেব ভোজ্যং ভুঞ্জতে ইত্যয়মর্থোঽথবা জন্যপদস্য দ্বিতীয়ার্থাদরপক্ষে পরকীয়দ্রব্যভোজিন এতে দুষ্টসন্তানহেতব ইত্যর্থঃ।') এবং শোভনার্থোপদেশজনক শ্রুতিস্মৃত্যাদির বাক্যগুলিকে দুষ্টার্থপ্রতিপাদকরূপে প্রচারিত করে, অদীক্ষিত হইয়া দীক্ষিতের ন্যায় কথা বলে, অদণ্ড্যকে দণ্ডিত করে। চতুঃষোড়শী স্তোম দ্বারা ইহারা পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হয়।

ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাকার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"অথ ক্ষত্রিয়াণাং বিশিষ্টপাতিত্যহেতুমাহ—অদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্তি অদণ্ড্যং দণ্ডয়ন্তোঽপি ন পরিতপ্যন্তীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ অদণ্ড্য জনকে দণ্ডদ্বারা হনন করিয়াও ইহারা পরিতাপ করে না। পরিতাপ দ্বারা পাপের শৈথিল্য হয়। কিন্তু ইহারা এতই অধম যে এজন্য ইহারা পরিতাপ করিতে কুণ্ঠিত হয়। অপরন্তু ইহারা অসংস্কৃত অনুপেত হইয়া দীক্ষিত বাক্য অর্থাৎ বেদবাক্যাদি বলিয়া থাকে। বর্ণাশ্রমচ্ছেদী বিবিধ পাপাচারী ব্রাত্যগণের পাপনির্হরণের নিমিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দূরীকরণের নিমিত্ত ষোড়শস্তোমের বিধান করা হইয়াছে।

ব্রাত্যস্তোমকারী নিয়োক্ত দ্রব্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; যথা—

"উষ্ণীষঞ্চ প্রতোদশ্চ জ্যাহ্নোড়শ্চ বিপথশ্চ ফলকাস্তীর্ণঃ কৃষ্ণশং বাসঃ কৃষ্ণবলক্ষে অজীনে রজতো নিষ্কস্তদ্ গৃহপতেঃ"। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১৭।১।১৪) "বলুকান্তানি দামতুষাণীতরেষাং যে দ্বে দামনী দ্বে দ্বে উপানহৌ দ্বিক হিতানি অজিনানি।" (১৭।১।১৫) 'তৎগৃহপতেরিত্যেতৎ সর্ব্বং গৃহপতিরাহরেৎ ত্রয়স্ত্রিংশতঞ্চ।'

অর্থাৎ উষ্ণীষ, প্রতোদ, বাণহীন ক্ষুদ্র ধনু, ফলকাস্তীর্ণ রথ, বিপথ, কৃষ্ণবর্ণ দশাবিশিষ্ট কাপড়, দুই খানি কৃষ্ণশুক্লবর্ণ অজীন, রৌপ্যভূষা, লালপাড় কাপড় ও এক জোড়া জুতা।

লাট্যায়নসূত্রে লিখিত আছে—"ব্রাত্যেভ্যো ব্রাত্যধনানি যে ব্রাত্যচর্য্যায়া অবিরতাঃ স্যুঃ ব্রহ্মবন্ধবে বা মগধদেশীয়ায় যস্মা এতদ্দদতি তস্মিন্নেব মৃজানা যন্তীতি হাহ।"(লাট্যায়ণশ্রৌতসূ° ৮।৫)

অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ হওয়ার পরে এই সকল দ্রব্য ও ধনাদি ব্রাত্য অথবা মগধদেশীয় হীন ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবন্ধুদিগকে দান করিতে হইবে। কাহারও মতে এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞকার্য্য করার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩৩ জন ব্রাত্যের প্রয়োজন। এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাত্যগণ শুদ্ধ হয় এবং দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা বেদাদি অধ্যয়ন এবং দ্বিজাতিবিহিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেই অধিকার লাভ করিয়া থাকে। [ব্রাত্যস্তোম দেখ।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপস্তম্বাদির ব্যবস্থানুসারে বহু পুরুষ পতিতসাবিত্রীক-ব্রাত্যগণেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্বসূত্রার্থবিবেচনায় মদনরত্ন ও অপরার্ক প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাগ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠাতে স্পষ্টরূপে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন।

আর একটী প্রশ্ন এই উত্থাপিত হইতে পারে যে বৃদ্ধ বিবাহিত ব্রাত্যগণ যখন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত হয়, তখন কি তাঁহারা তাঁহাদের পরিণীতা স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবেন, অথবা তাঁহাদিগকেও সংস্কৃতা করিয়া লইবেন কিম্বা শাস্ত্রবিহিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষই এতাদৃশ স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য হইবে? এরূপস্থলে মহাপ্রায়শ্চিত্তই পত্নীগণের কর্ত্তব্য বলিয়া সুপণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনুপনীত অথচ বিবাহিত বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগের কয়টী প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। ইঁহাদের পিতামাতার অসংস্কার এক পাপ, স্বয়ং অসংস্কৃত দ্বিতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যলোপনিমিত্ত তৃতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের বিপর্য্যয়নিমিত্ত চতুর্থ পাপ, আর অনুপনীত বিবাহাদি কর্ম্ম করিয়া পুত্রাদি উৎপাদন পঞ্চম পাপ। ইহার প্রত্যেক পাপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন কি না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে গুরুলঘুপাতকসমবায়ে গুরুপাতকের প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই লঘুপাতকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই সকল প্রকার পাপের নিবৃত্তি হয়।

* ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা ১২৭-১৩৩ পৃঃ।

মনুসূক্তেও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিত আছে। ব্রাত্যস্তোম দ্বারা তাহার বিশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ করিতে অশক্ত হইলে সে ঔদ্দালিকব্রত আচরণ করিবে। ইহাতে দুই মাস কাল যাবকাহার করিয়া থাকিতে হয়, একমাস দুগ্ধ ভোজন, একপক্ষ দধি, ৭ দিন ঘৃত, অযাচিত ভাবে ৬ দিন, তিন দিন কেবল মাত্র জলপান ও এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া তৎপরে তাহার সংস্কার কার্য্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা—

শিখার সহিত কেশ বপন কার্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ৫ বা ৭ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইতে হইবে, এবং নিজে ২১ দিন প্রসৃত পরিমাণে যাবকাহার করিয়া থাকিবে, এইরূপে যাবকদ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার হইবে। এইরূপ ব্রতাচরণে যিনি অশক্ত হন, তিনি তিনটী চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতে হৈং উন্‌হেং উসকা প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোপ্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান, ভেদসে তিন প্রকারকা হোগা, জিস্‌কী জৈসী শক্তি হৈ উসকে অনুসার করনা হোগা, ধনী, দীব, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা।"

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতিদরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্য, মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০৲ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাঁহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

দেশকালাদি বিপর্য্যয়ে যাহার সাবিত্রী পতিত হয়, তিনি একটী চান্দ্রায়ণ করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন।

"অথ ব্রাত্যবিধিং দেবি প্রায়শ্চিত্তস্তু যদ্ভবেৎ।
তং শৃণুষ্ব মহেশানি সর্ব্ব বর্ণে বিশেষতঃ॥
গায়ত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতঃ।
অশক্তে চৈব যজ্ঞস্য চরেদৌদ্দালিকং ব্রতম্॥
দ্বৌ মাসৌ যাবকাহারো মাসমেকং পয়ঃ পিবেৎ॥
দধ্না চ পক্ষমেকন্তু সপ্তরাত্রং ঘৃতেন তু॥
অযাচিতেন ষড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রং বর্ত্তয়েজ্জলৈঃ।
অহোরাত্রং ন ভুঞ্জীত ততঃ সংস্কারমর্হতি।

পতিতা যস্য গায়ত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তস্য প্রোবাচ ভগবান্ শিবঃ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা॥
একবিংশতিরাত্রন্তু পিবেৎ প্রসৃতিযাবকম্।
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতম্॥
ব্রতস্যাচরণাশক্তৌ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্।
সাবিত্রীপতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ॥
চান্দ্রায়ণং চরেদ্‌যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ।
ক্ষীরং বাপি পিবেন্মাসং দদ্যাৎ গাং বৎসশালিনীম্॥"

(মৎস্যসূক্ত প্রায়শ্চিত্ত প্র° ৩৮ পটল)

ব্রাত্য ও বৃষলত্ব এক নহে। অধুনা অনেকেরই ধারণা, যিনি ব্রাত্যত্বপ্রাপ্ত তিনিই বৃষল, সুতরাং তাঁহার পাতিত্য অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন। বাস্তবিক একথা ঠিক নহে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষম সঙ্কটের একটী বিশদ তাৎপর্য্যার্থ লাভ করা যায়। মনুর মতে পতিত-সাবিত্রীক ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তার্হ, কিন্তু সর্ব্ব ক্রিয়ালোপী বৃষলের আদৌ প্রায়শ্চিত্ত নাই। মনু বলিয়াছেন—

'শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" (মনু ১০।৪৩)

মেধাতিথি লিখিয়াছেন, 'ক্রিয়ালোপাৎ যত্র সংস্কার্য্যতয়া সম্বধাতে তথোপনয়নাদিষু যত্র যা কর্ত্তৃতয়া যথা নিত্যাগ্নিহোত্রসন্ধ্যোপাসনাদিষু তাসাং লোপ উভয়াসামনুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবল-মুপনয়নসংস্কারাভাবেন জাতি-ভ্রংশঃ। অপিতুপনীতানাং বিহিতক্রিয়াত্যাগেনাপি। তথাচাহ শনকৈরিতি। পুত্রপৌত্রাদি সন্ততেঃ প্রভৃতি শূদ্রত্বং নতু জাতস্যৈব উপনয়নাভাবে তু তস্যৈব ব্যপদেশান্তরং প্রবর্ত্ততে। যদ্যপি সা জাতির্ন নিবর্ত্ততে তৎপুত্র-পৌত্রাণাং ভূর্জ্জকণ্টকাদি জাত্যন্তরমেব ব্যপদেশহেতুকমপি। ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ ব্রাহ্মণবিধিবিহিতাতিক্রমেণেত্যর্থঃ। অথবা শাস্ত্রার্থসংশয়ে প্রায়শ্চিত্তে বা পরিষদ্গমনভাবঃ।'

মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্রও বলেন যে, "পূর্ব্বং যথাবদুপ-নয়নাদিসংস্কারবন্তোহপি ক্ষত্রিয়াদয়ঃ শনকৈঃ অত্যন্তং শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদেকৈকসংস্কারাঃ তত্রাপি চ বেদবিদাং ব্রাহ্মণানাং যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদিরূপশোধকব্যাপারাপ্রবৃত্তৌ বৃষলত্বং পাতিত্যং গতাঃ।"

কুল্লূকের মতেও উপনয়নাদি সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয়াদির এবং যাজনাধ্যাপনাদি না করায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণাদিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

উপরি কথিত টীকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একমাত্র উপনয়নসংস্কাররহিত হইলেই জাতিভ্রংশ ঘটে না। যদি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐরূপ ভাবে সকল ক্রিয়ার ও সকল সংস্কারাদির বিলোপ ঘটে, তাহা হইলেই তাহারা বৃষলপদ বাচ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজনাধ্যাপন, বেদবিহিত কর্ম্মাতিক্রম, শাস্ত্রার্থে সংশয় এবং প্রায়শ্চিত্তে অনাস্থাই বৃষলত্ব।

ব্রাত্যতা (স্ত্রী) ব্রাত্যস্য ভাবঃ ধর্ম্মো বা। তল্-টাপ্। ব্রাত্যের ভাব বা ধর্ম্ম। ব্রাত্যত্ব।

ব্রাত্যব্রুব (পুং) আপনাকে ব্রাত্য বলিয়া ঘোষণাকারী।

(অথর্ব্ব ১৫।১৩।৬)

ব্রাত্যযাজক (পুং) ব্রাত্যের যজনকারী।

ব্রাত্যস্তোম (পুং) ব্রাত্যযোগ্যঃ স্তোমঃ। যজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইহার চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়; যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,—

সাধারণতঃ ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকদিগকেই ব্রাত্য বলা হয়। ইহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ লৌকিকাগ্নিই গ্রহণীয়, ইহাতে আধানাগ্নির কোন প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা তদঙ্গীভূত ক্রিয়া নহে।

"ব্রাত্যস্তোমশ্চত্বারঃ"

'ব্রাত্যস্তোমসংজ্ঞকাশ্চত্বারঃ ক্রতবো ভবন্তি ব্রাত্যাঃ প্রসিদ্ধা এব ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাঃ। প্রায়শ্চিত্তার্থত্বাচ্চ লৌকিকে-হগ্নৌ ভবন্তি নহ্যেতৈরাধানং প্রযুজ্যতে অতদঙ্গত্বাৎ।'

(কাত্যা° শ্রৌতসূত্রভাষ্য)

"দ্বিতীয়ঃ উক্থঃ"

"ব্রাত্যগণস্য যে সম্পাদয়েয়ুস্তে প্রথমেন যজেরন্" সূ°

'যে ব্রাত্যা নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রধারণাদৌ স্বয়ং প্রবীণাঃ সন্ত-উপদেষ্টারো ভূত্বা স্বাং বিদ্যাং ব্রাত্যসমূহস্য সম্পাদয়েয়ুঃ শিক্ষেয়ুঃ পাঠয়েয়ুঃ তে প্রথমেন যজেরন্'

দ্বিতীয় উক্থ যথা—

যে সকল ব্রাত্যগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শস্ত্রধারণ প্রভৃতি কার্য্যে সম্যক্ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিদ্যা অন্য ব্রাত্যগণকে যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রদান করেন, তাঁহারা প্রথম প্রকারে যজ্ঞসম্পন্ন করিবেন।

"দ্বিতীয়েন নিন্দিতা নৃশংসাঃ"

'যে নৃশংসা নিন্দিতা নৃভির্মনুষ্যৈরভিশংসনেন পাপাধ্যা-রোপণেন নিন্দিতাঃ গর্হিতাঃ জ্ঞাতিভির্বহিস্কৃতাঃ তে দ্বিতীয়েন যজেরন্' (কর্কঃ)

যে সকল নৃশংসব্যক্তি মনুষ্যের নিকট পাপী বলিয়া সতত নিন্দিত এবং স্বজাতিকর্ত্তৃক বিতাড়িত, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ, দ্বিতীয় প্রকারের যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।

"তৃতীয়েন কনিষ্ঠাঃ" 'কনিষ্ঠাঃ লঘবঃ'

"জ্যেষ্ঠাশ্চতুর্থেন"

'জ্যেষ্ঠশব্দার্থমাহ—অপেত প্রজননমাঃ স্থবিরাস্তদাথ্যাস্তেষাং যো নৃশংসতমঃ স্বাদ্‌দ্রব্যবত্তমো বানূচানতমো বা তস্য গার্হপত্যে দীক্ষেরন্'

কনিষ্ঠ অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত লঘু তাহাদের তৃতীয় প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ যৌবনাপগমে বীর্য্যহীনতাপ্রযুক্ত প্রজননা-সমর্থ বৃদ্ধগণের মধ্যে যে অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মা এবং যে দ্রব্যবত্তম অর্থাৎ দ্রব্যসংগ্রহণে সমর্থ অথবা যে অনূচানতম অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নে পারদর্শী, তাহাদের পক্ষে গার্হপত্য (গৃহপতি বা গৃহস্থ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবনস্থায়ী সংস্কৃত) অগ্নিতে চতুর্থ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়।

ব্রাধ্, বৈদিক প্রয়োগ, সম্ভবতঃ বৃধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মহৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (নিঘণ্টু ৩।৩)

ব্রাধনতম (ত্রি) প্রবৃদ্ধতম। (ঋক্ ১।১৫০।৩)

ব্রিশ্ (স্ত্রী) ১ অঙ্গুলীসমূহ। (নিঘণ্টু ২।৫) ২ পরস্পরবিশ্লিষ্ট।

"ব্রিশঃ বিশঃ পরস্পরবিশ্লিষ্টঃ।" (ঋক্ ১।১৪৪।৫ সায়ণ)

ব্রী, ১ প্রার্থনা, ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্রীণাতি, ব্রিণাতি। লঙ্ অব্রীণাৎ, অব্রিণাৎ। লিট্ বিব্রায়। লুট্ ব্রেতা। লৃট্ ব্রেষ্যতি। লুঙ্ অব্রৈষীৎ। সন্ বিব্রীষতি। যঙ্ বেব্রীয়তে। ব্রী-২ বৃতি। ৩ গতি। দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ ব্রীয়তে।

ব্রীড়, ১ লজ্জা। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° লজ্জার্থে অক° সেট্। ব্রীড্যতি। লিট্ বিব্রীড়। লুট্ ব্রীড়িতা। লুঙ্ অব্রীড়ীৎ।

ব্রীড় (পুং) ব্রীড় ভাবে ঘঞ্। ১ লজ্জা। (অমর)

ব্রীড়ন (ক্লী) ব্রীড়-ল্যুট্। লজ্জা।

"অথ মন্দাক্ষমন্দাক্ষং লজ্জা লজ্যা চ হ্রীস্ত্রপা।

ব্রীড়ো ব্রীড়া ব্রীড়নঞ্চ লজ্জা পর্য্যায় ঈরিতঃ॥" (শব্দরত্না°)

ব্রীড়া (স্ত্রী) ব্রীড়)গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্। লজ্জা।

"প্রাতরুপাগত্য মৃষা বদতঃ সখিনাস্য বিশতে ব্রীড়া।

মুখলগ্নয়াপি যোঽয়ং ন লজ্জতে দগ্ধকালিকয়া॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৫৭)

ব্রীড়াবৎ (ত্রি) ব্রীড়া বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। লজ্জা-বিশিষ্ট।

ব্রীস, বধ। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্। লট্ ব্রীসয়তি। পক্ষে ব্রীসতি।

ব্রীহি (পুং) বর্হতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি বৃহ-বৃদ্ধৌ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধান্য মাত্র। আশুধান্য। ধান্যের সাধারণ নাম ব্রীহি। প্রাবৃট্ কালজাত আশুধান্য।

"বার্ষিকাঃ কাণ্ডিতাঃ শুক্লাঃ ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ।

কৃষ্ণব্রীহিপাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি॥

শালামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

বর্ষাকালে যে ধান্য জন্মে, তাহার নাম ব্রীহি, ইহার মধ্যদেশ কণ্ডন অর্থাৎ ছাটনযুক্ত ও শুক্লবর্ণ এবং এই ধান্য চিরপাকী অর্থাৎ বহু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ ভেদে নানা প্রকার। যে ধান্যের তুষ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পাটল পুষ্প সদৃশ তাহাকে পাটল, এবং যাহার আকৃতি কুকড়ার ডিম্বের ন্যায় তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক ব্রীহি, ও যাহার মুখ লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। গুণ—মধুর, বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী, মলরোধক এবং ষষ্টিক ধান্যের গুণ সদৃশ। এই সকল ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, শরৎকালে যে ধান পাকে, তাহাকে ব্রীহি কহে। পক্ব ব্রীহি ধান্য দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। ধান্য পাকিলে তদ্দ্বারা প্রথমে নবান্ন শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে হয়। ব্রীহি ধান্যের অভাব হইলে শালি ধান্য দ্বারা ঐ সকল শ্রাদ্ধাদি করিবে।

"ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত ইতি শ্রূয়তে। তত্র ব্রীহিপ্রয়োগে প্রতীতযবপ্রামাণ্যপরিত্যাগঃ অপ্রতীতযবপ্রামাণ্যকল্পনং।"

(একাদশীতত্ত্ব)

'ব্রীহ্যপ্রাপ্তৌ শালিধান্যেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং' (তিথিতত্ত্ব)

ব্রীহিক (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ঠন্। ধান্যবিশিষ্ট।

ব্রীহিকাঞ্চন (পুং) ব্রীহিঃ কাঞ্চনমিব অভিধানাৎ পুংস্ত্বম্। মসূর। (ত্রিকা°)

ব্রীহিতুণ্ডিকা (স্ত্রী) দেবধান্য, দেধান। (বৈদ্যকনি°)

ব্রীহিদ্রোণ (পুং) গুল্মভেদ।

ব্রীহিদ্রৌণিক (ত্রি) ১ ব্রীহিদ্রোণসম্বন্ধীয়। ২ ব্রীহিদ্রোণ-ব্যবসায়ী।

ব্রীহিন্ (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ব্রীহিযুক্ত ক্ষেত্রাদি।

ব্রীহিপর্ণিকা [ণী] (স্ত্রী) ব্রীহেঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। শালপর্ণী। (রাজনি°)

ব্রীহিভেদ (পুং) ব্রীহের্ভেদঃ। ধান্যবিশেষ, চীনাক, চীনা ধান। পর্য্যায় অনু। (অমর)

ব্রীহিমৎ (ত্রি) ব্রীহি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্রীহিবিশিষ্ট।

ব্রীহিমত (পুং) অনিয়তবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রীহিময় (পুং) ব্রীহেঃ পুরোডাশঃ ব্রীহিঃ (ব্রীহেঃ পুরোডাশে। পা ৪।৩।১৪৮) ইতি ময়ট্। ব্রীহিনির্ম্মিত পুরোডাশ, চাউলের পিটা। (ত্রি) ২ ব্রীহ্যাত্মক, ব্রীহিস্বরূপ।

"শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে নৃণাং ব্রীহিময়ঃ পশুঃ।
যেনাযজন্ত যজ্বানঃ পুণ্যলোকপরায়ণাঃ॥" (ভারত ১৩।১১৫।৫৬)

ব্রীহিমুখ (ক্লী) ব্রীহের্মুখমিব মুখং যস্য। ব্যধনার্থ ব্রীহিমুখাকার মুখবিশিষ্ট শস্ত্র। এই শস্ত্রের ছয় আঙ্গুল আয়ত, দুই আঙ্গুল বৃন্ত ও চারি আঙ্গুল ফল করিতে হয়। (সুশ্রুতসূ° ৮অ°)

ব্রীহিরাজক (পুং) ব্রীহীণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। ততঃ কন্। কঙ্গুধান্য, চীনাকধান্য, চীনাধান। (মেদিনী)

ব্রীহিরাজিক (পুং) চীনাকধান্য, কঙ্গুধান্য।

ব্রীহিল (ত্রি) ব্রীহি-ইলচ্ মত্বর্থে। ব্রীহিবিশিষ্ট। (পা ৫।২।১১৭)

ব্রীহিবেলা (স্ত্রী) শরৎকাল। (লাট্যা° ৮।৩।৭)

ব্রীহিশ্রেষ্ঠ (পুং) ব্রীহিষু শ্রেষ্ঠং। শালিধান্য। (রাজনি°)

ব্রীহ্যগার (ক্লী) ব্রীহীনামগারম্। ধান্যগৃহ, ধানের গোলা, যেখানে ধান রাখা হয়। পর্য্যায় কুসুল। (ত্রিকা°)

ব্রীহ্যপূপ (পুং) ব্রীহিনির্ম্মিতঃ অপূপঃ। ব্রীহিনির্ম্মিত পিষ্টক, চাউলের পিঠা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১১।৮)

ব্রীহ্যগ্রয়ণ (ক্লী) প্রথমোৎপন্ন ব্রীহিশীর্ষ দেবার্থে অর্পণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৮।৬)

ব্রীহ্যুর্ব্বরা (স্ত্রী) ধান্যক্ষেত্র। (লাট্যায়ন ৮।৩।৪)

ব্রুড়, ১ সংবৃতি। ২ সংহতি। ৩ মজ্জন। তুদাদি° কুটাদি° পরস্মৈ° সক° অক° সেট্। লট্ ব্রুড়তি। লিট্ বুব্রোড়। লুঙ্ অব্রুড়ীৎ।

ব্রূস (স্ত্রী) বধ, হিংসা। চুরাদিপক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্ লট্ ব্রূসয়তি পক্ষে ব্রূসতি। লুঙ্ অব্রূসীৎ, অবুব্রূসৎ।

ব্রৈণী (স্ত্রী) গমনশীল মেঘোদরস্থিত জল। "ব্রৈণীনাং ত্বা পশুন্" (শুক্লযজু° ৮।৪৮) 'ব্রৈণীনাং ব্রজতো মেঘস্য উদরে শেরতে তা ব্রৈণ্যঃ মেঘোদরস্থা আপঃ'। (মহীধর)

ব্রৈহ (ত্রি) ব্রীহেরবয়বো বিকারো বা (ব্রীহিবিল্বাদিভ্যো অণ্। পা ৪।৩।১৩৬) ইত্যণ্। ব্রীহিনির্ম্মিত।

ব্রৈহিমত্য (পুং) অনিয়ত বৃত্তিজীবী জাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রৈহেয় (ত্রি) ব্রীহীনাং ভবনং ক্ষেত্রং ব্রীহি (ব্রীহিশাল্যোর্ঢক্। পা ৫।২।২) ইতি ঢক্। আশুধান্যোপযুক্ত ভূম্যাদি।

ব্লগ্, ব্লঙ্গ, বৈদিক গত্যর্থক। (ঋক্ ১।১৩৩।১)

ব্লী, ১ গতি, ২ বৃতি। ক্র্যাদি° প্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্লিনাতি। লিট্ বিব্লায়, বিব্লিয়তুঃ। লুট্ ব্লেতা। লৃট্ ব্লেষ্যতি। লুঙ্ অব্লৈষীৎ। সন্ বিব্লীষতি। যঙ্ বেব্লীয়তে, বেব্লয়ীতি বেব্লেতি। ণিচ্ ব্লেপয়তি। লুঙ্ অবিব্লিপৎ, ক্ত, ব্লীন।

ব্লেক্ষ্, দর্শনার্থ। ব্লেক্ষয়তি, ব্লেক্ষাপয়তি।